সুনান আবু দাউদ

৬ষ্ঠ খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[ষষ্ঠ খণ্ড]

سُنَنُ أَبِىْ دَاوُدَ

সম্পাদনা

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বি.কম. (অনার্স), এম.কম., এম. এম.

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান

মাওলানা আবু সাদেক মোঃ নূরুজ্জামান

মাওলানা সাঈদ আহমাদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ : রবিউসসানি ১৪৩২
চৈত্র ১৪১৭
এপ্রিল ২০১১

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : চারশত পঞ্চাশ টাকা

Sunan Abu Dawood Vol. 6 Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition April 2011 Price Taka 450.00 only.

প্রকাশকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাউদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ্ মুসলিম ও জামে' আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাউদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাউদ-এর প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ খণ্ড ও পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের পর এবার ষষ্ঠ খণ্ড (শেষ খণ্ড) প্রকাশিত হলো।

সুনান আবু দাউদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ইবারতের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে আবু দাউদের হাদীস আর কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে- এই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছেন, যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযোজিত হলো।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

অনুবাদকবৃন্দের অংশ ঃ

মাওলানা মোঃ শামসুল আলম খান ৪২৪০-৪৫৯৫ নং হাদীস

মাওলানা আবু ছাদেক মোঃ নূরুজ্জামান ৪৫৯৬-৫১৯২ নং হাদীস

মাওলানা সাঈদ আহমদ ৫১৯৩-৫২৭৪ নং হাদীস

সূচীপত্র

অধ্যায়-৩৯ ঃ (রক্তমূল্য) ॥ ১৬৪-২২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ৩৫

كِتَابُ الْفِتَنِ

(কলহ্-বিপর্যয়)

بَابُ ذِكْرِ الْفِتَنِ وَدَلاَئِلِهَا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কলহ্-বিপর্যয় ও তার আলামতসমূহের বর্ণনা

٤٢٤٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِيْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِيْ هٰؤُلاَءِ وَإِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَاٰهُ عَرَفَهُ.

৪২৪০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা বর্ণনা করেছেন। কেউ তা স্মরণ রেখেছে, আর কেউ তা ভুলে গেছে। আমার এসব সাথী তা জানে। তার কোনো কিছু ঘটলেই আমি তা এমনভাবে স্মরণ করতে পারি যেমন কোনো ব্যক্তি তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ করতে পারে এবং সে তাকে দেখামাত্র চিনতে পারে।

٤٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوْخَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ لِقَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ أَنَسِيَ أَصْحَابِيْ أَمْ تَنَاسَوْا وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلاَثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ.

৪২৪১। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারছি না যে, আমার সাথীরা কি ভুলে গেছে নাকি জেনেশুনে ভুলে আছে। আল্লাহর শপথ! ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত কলহ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তির উল্লেখ করা বর্জন করেননি, যাদের সংখ্যা হবে তিন শতাধিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রত্যেকের নাম, পিতার নাম ও গোত্রের নাম পর্যন্ত আমাদের বলে দিয়েছেন।

٤٢٤٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُوْنُ فِيْ هٰذِهِ الأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنٍ فِيْ اٰخِرِهَا الْفَنَاءُ.

৪২৪২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই উম্মতের মাঝে চারটি (সাংঘাতিক ধরনের) বিপর্যয় ঘটবে। এগুলোর শেষে হবে ধ্বংস বা কিয়ামত।

টীকা ঃ ফিতনা (فتنة) শব্দটি কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পরীক্ষা, দুঃখ-কষ্ট, কলহ-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, গোলযোগ, উচ্ছৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। আলোচ্য অধ্যায়ে শব্দটি উপরোক্ত সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সব ধরনের সামাজিক অনাচার, নৈরাজ্য ও অশান্তি এর অন্তর্ভুক্ত (সম্পাদক)।

٤٢٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِيْ ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلاَسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا فِتْنَةُ الأَحْلاَسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّيْ وَلَيْسَ مِنِّيْ وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُوْنَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لاَ تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيْلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا

حَتّٰى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيْمَانٍ لاَ نِفَاقَ فِيْهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لاَ إِيْمَانَ فِيْهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ.

৪২৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি কলহ-বিপর্যয় সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন, এমনকি তিনি 'আহ্লাছ' নামক ফেতনার উল্লেখ করেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আহ্লাস' কি? তিনি বললেন ঃ পলায়ন ও লুটতরাজ। অতঃপর আসবে একটি পরীক্ষা, যা হবে আনন্দদায়ক, এর অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়া বেরুবে আমার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির দু'পায়ের তলা থেকে। সে ধারণা পোষণ করবে যে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত, অথচ সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আমর বন্ধু হচ্ছে ধার্মিক মোত্তাকী ব্যক্তিগণ। তারপর জনগণ এমন এক ব্যক্তির অধীনে একতাবদ্ধ হবে। সে যেন পাঁজরের উপর কোমরের হাড় সদৃশ (অর্থাৎ অত্যন্ত নড়বড়ে)। অতঃপর তিনি 'দুহায়মা' বা ঘন অন্ধকারময় বিপদ প্রসঙ্গে বলেন, সেই ফেতনাটি এই উম্মতের কোন লোককেই একটি চপেটাঘাত না করে ছাড়বে না। অতঃপর যখন বলা হবে যে, তা শেষ হয়ে গেছে, তখনই তা আরো প্রসারিত হবে। এ সময় যে লোকটি সকালে মু'মিন ছিল, সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে। অবশেষে সমস্ত মানুষ দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি হবে ঈমানের শিবির, যেখানে মুনাফিকী থাকবে না। আর একটি মুনাফিকীর শিবির, যেখানে ঈমান থাকবে না। যখন তোমাদের এ অবস্থা হবে, তখন দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষা করবে ঐদিন বা তার পরের দিন থেকে।

٤٢٤٤- (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ دَخَلَ حَدِيْثُ أَحَدِهِمَا فِي الاخَرِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْكُوْفَةَ فِي زَمَنٍ فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَجْلِبُ مِنْهَا بِغَالاً فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِّنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ قُلْتُ مَنْ هذَا فَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقَالُوْا أَمَا تَعْرِفُ هذَا هذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ

فَقَالَ إِنِّىْ قَدْ أَرَى الَّذِىْ تُنْكِرُوْنَ إِنِّىْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ هٰذَا الْخَيْرَ الَّذِىْ أَعْطَانَا اللّٰهُ تَعَالَى أَيَكُوْنُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ السَّيْفُ قَالَ قُتَيْبَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ فَقُلْتُ وَهَلْ لِلسَّيْفِ يَعْنِىْ مِنْ بَقِيَّةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ مَاذَا قَالَ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ مَاذَا يَكُوْنُ قَالَ إِنْ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالَى خَلِيْفَةٌ فِى الْأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ وَإِلاَّ فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ. قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِىْ نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِىْ نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ. قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ هِىَ قِيَامُ السَّاعَةِ.

৪২৪৪। সুবাই' ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুসতার বিজয় হওয়ার পর আমি কূফায় আসলাম কতগুলো খচ্চর কেনার জন্য। আমি একটি মসজিদে প্রবেশ করে জনকয়েক লোক দেখতে পেলাম এবং মাঝখানে জনৈক ব্যক্তি বসে আছেন। তুমি তাকে দেখেই চিনতে পারবে যে, তিনি হিজাযের অধিবাসী। তিনি (রাবী) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? (আমি একথা জানতে চাইলে) উপস্থিত জনতা আমার প্রতি অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুমি কি তাকে চেনো না? তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)। হুযায়ফা (রা) বলেন, লোকজন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। আর আমি তাঁকে অকল্যাণ ও বিপদাপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। একথা শুনে জনতা তার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি যে, তোমরা তা অপছন্দ করছো। আমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন যে, মহান আল্লাহ যে কল্যাণ আমাদের দান করেছেন, এর পরে কি পূর্ববৎ কোন অশুভ অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন: হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তা থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন: তলোয়ার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর কি হবে? তিনি বললেন ঃ পৃথিবীতে যদি আল্লাহর কোন খলীফা (শাসক) থাকে, আর সে যদি তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়, অর্থাৎ যলুম করে, তবুও তার আনুগত্য করো, অন্যথায় তুমি বৃক্ষের কাণ্ড সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে মৃত্যুবরণ করো। আমি বললাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন ঃ অতঃপর আগুন ও পানি (সরোবর) সাথে নিয়ে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। যে ব্যক্তি তার অগ্নিকুণ্ডে পতিত হবে, সে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে এবং তার গুনাহ মাফ করা হবে।

আর যে তার সরোবরে (সুখের মরিচিকা) পতিত হবে, তার অপরাধের শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে এবং প্রতিদান বাজেয়াপ্ত করা হবে, অর্থাৎ সওয়াব বাতিল হবে। তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন ঃ অতঃপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।

٤٢٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى الرِّدَّةِ الَّتِيْ فِيْ زَمَنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَلَى أَقْذَاءٍ. يَقُوْلُ قَذًى وَهُدْنَةٌ. يَقُوْلُ صُلْحٌ عَلَى دَخَنٍ عَلَى ضَغَائِنَ.

৪২৪৫। খালিদ ইবনে খালিদ আল-ইয়াশ্কুরী (র) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনি (হুযায়ফা) বলেন, আমি বললাম, তরবারির পরে কি হবে? তিনি বলেন ঃ মানুষ আবর্জনা বা ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত থাকবে এবং ষড়যন্ত্রমূলক সন্ধি করবে। অতঃপর হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, কাতাদা একথার দ্বারা আবু বকরের যুগের ধর্মত্যাগীদের ফেতনাকেই বুঝাতেন। আর তিনি "اَقْذَاء" অর্থ বলতেন "قَذًى" অর্থ কলঙ্ক "هُدْنَةٌ" সাময়িক যুদ্ধবিরাত। "دَخَنٌ" বিদ্বেষ, অপকারেচ্ছা।

٤٢٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِيْ رَهْطٍ مِّنْ بَنِيْ لَيْثٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا بَنُوْ لَيْثٍ أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ أَبِيْ مُوْسَى قَافِلِيْنَ وَغَلَتِ الدَّوَابُّ بِالْكُوْفَةِ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا مُوْسَى أَنَا وَصَاحِبٌ لِيْ فَأَذِنَ لَنَا فَقَدِمْنَا الْكُوْفَةَ فَقُلْتُ لِصَاحِبِيْ أَنَا دَاخِلٌ الْمَسْجِدَ فَإِذَا قَامَتِ السُّوْقُ خَرَجْتُ إِلَيْكَ قَالَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فِيْهِ حَلْقَةٌ كَأَنَّمَا قُطِعَتْ رُؤُوْسُهُمْ يَسْتَمِعُوْنَ حَدِيْثَ رَجُلٍ قَالَ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِيْ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ أَبَصْرِيٌّ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ وَلَوْ كُنْتَ كُوْفِيًّا لَمْ تَسْأَلْ عَنْ هٰذَا

قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَّسْبِقَنِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ فَقَالَ يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ فَقَالَ يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الشَّرِّ قَالَ يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيْهَا أَوْ فِيْهِمْ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِىَ قَالَ لَا تَرْجِعُ قُلُوْبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِىْ كَانَتْ عَلَيْهِ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ.

৪২৪৬। নাসর ইবনে আসেম আল-লাইসী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লাইস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে আল-ইয়াশকুরীর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন গোত্রের লোক? আমরা বললাম, আমরা লাইছ গোত্রের লোক, আপনার কাছে হুযায়ফা (রা) বর্ণিত হাদীস জানতে এসেছি। অতএব তিনি সেই হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (হুযায়ফা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কল্যাণময় পরিবেশের পর কি ক্ষতিকর পরিবেশ হবে? তিনি বললেন: ফেতনা ও অমঙ্গল (দেখা দিবে)। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ক্ষতিকর পরিবেশের পর কি কল্যাণকর পরিবেশ আসবে? তিনি বললেন ঃ হে হুযায়ফা! তুমি আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করো এবং তাতে যা আছে তার অনুসরণ করো। একথা তিনি তিনবার বলেন। তিনি (হুযায়ফা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই অমঙ্গলের পর কল্যাণ ফিরে আসবে কি? তিনি বললেন ঃ খেয়ানত ও মুনাফিকীর সাথে সন্ধি করা হবে, আর কপট একটি দল হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খেয়ানতের সাথে সন্ধি বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, মানুষের অন্তর যেরূপ ছিল, সে অবস্থায় আর ফিরে যাবে না। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মঙ্গলময় অবস্থার পর কি অমঙ্গল ফিরে আসবে? তিনি বললেন ঃ

অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে, আর সেই সময় ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের উপর আগুনের (দোযখের) দিকে একদল লোক আহ্বান করবে। হে হুযায়ফা! তখন তুমি যদি গাছের কাণ্ডমূল আকড়ে ধরে মরে যেতে পারো তবে সেটাই হবে তোমার জন্য তাদের কাউকে অনুসরণ করার চাইতে উত্তম।

٤٢٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ صَخْرِ بْنِ بَدْرٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى تَمُوْتَ فَإِنْ تَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ وَقَالَ فِيْ اخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُوْنُ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَتَجَ فَرَسًا لَمْ تُنْتَجْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

৪২৪৭। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (হে হুযায়ফা!) তুমি যদি সেই সময় কোনো খলীফা (শাসক) না পাও, তবে তুমি মরে যাওয়া পর্যন্ত পালাতে থাকো। অতঃপর তুমি যদি বৃক্ষমূল শক্তভাবে আকড়ে ধরে মরেও যাও...। আর এই হাদীসের শেষাংশে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কি হবে? তিনি (সা) বললেন ঃ কেউ যদি তখন ঘোড়ার বাচ্চা প্রসব করাতে চায় তবে তা প্রসব করার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে (অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ফেতনার সময় থেকে মুহূর্তের মধ্যে কিয়ামত ঘটে যাবে)।

٤٢٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا رَقَبَةَ الاٰخَرِ. قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ قُلْتُ هٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ قَالَ أَطِعْهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَاعْصِهِ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ.

৪২৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি একজন ইমামের (শাসকের) হাতে হাত রেখে হৃদয়-মন দিয়ে তার

আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলো, সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য তার আনুগত্য করা তার কর্তব্য। যদি অপর ব্যক্তি এসে তার (ইমামের) সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তার ঘাড়ে আঘাত হানো (হত্যা করো)। (রাবী আবদুর রহমান বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, একথা কি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমার দু'টি কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে। আমি বললাম, এই যে তিনি তো আপনার চাচাতো ভাই মুআবিয়া, তিনি আমাদেরকে এই এই কাজ করার আদেশ করেন (আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিচ্ছেন)। তিনি বললেন, আল্লাহর আনুগত্যে (আদেশসমূহে) তোমরা তার আনুগত্য করো আর আল্লাহর নাফরমানীতে (আদেশে) তার অবাধ্যচারণ করো।

٤٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ.

৪২৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আরববাসীদের জন্য ধ্বংস বা আফসোস! কেননা তাদের উপর অশুভ দিন ঘনিয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি তা থেকে হাত গুটিয়ে রাখবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

٤٢٥٠- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جُرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يُحَاصَرُوْا إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتَّى يَكُوْنَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاَحٌ.

৪২৫০। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ওয়াহাব থেকে এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করা হয়। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই মুসলমানদেরকে মদীনাতে অবরোধ করা হবে, এমনকি তাদের দূরতম যুদ্ধক্ষেত্র হবে 'সালাহ' অর্থাৎ দাজ্জালের ফেতনার সময় সমস্ত মুসলমান মদীনাতে সমবেত হবে।

٤٢٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَسَلاَحٌ قَرِيْبٌ مِنْ خَيْبَرَ.

৪২৫১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাহ (সুলাহ) খায়বারের নিকটবর্তী একটি স্থান।

٤٢٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالى زَوى لِيَ الأَرْضَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَبِّيْ زَوى لِيَ الأَرْضَ فَأُرِيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِيْ سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِيْ مِنْهَا وَأُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ تَعَالى لأُمَّتِيْ أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّيْ قَالَ لِيْ يَا مُحَمَّدُ انِّيْ اِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَلاَ أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتّى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَحَتّى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يَسْبِيْ بَعْضًا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيْ أُمَّتِيْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ ثَلاَثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ. وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ قَالَ ابْنُ عِيْسى ظَاهِرِيْنَ ثُمَّ اتَّفَقَا لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ تَعَالى.

৪২৫২। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ (পাঠান্তরে) অথবা আমার রব পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করে দিয়েছেন এবং আমাকে এর পূর্ব ও পশ্চিম সীমা দেখানো হয়েছে। আর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে, ততটুকুতে অচিরেই আমার উম্মতের রাজত্ব বিস্তারিত হবে। আমাকে লাল ও সাদা অর্থাৎ স্বর্ণ ও রূপার দু'টি ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে। আর আমি আমার মহান রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এই কথা চেয়েছি যে, তিনি তাদের সবাইকে যেন দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদের ব্যতীত কোনো শত্রু যেন তাদের উপর অধিকার বিস্তার না করতে পারে যারা তাদের ধ্বংস করে দিবে। আর নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আমি

যা ফয়সালা করি, তা রদ হয় না। তবে আমি তাদের সবাইকে একসাথে দুর্ভিক্ষে ধ্বংস করবো না এবং তাদের নিজেদের ছাড়া দিগবিদিক থেকে আগত তাদের সমূলে বিনাশকারী বিধর্মী শত্রুকে তাদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে দিবো না, তবে তাদের কতক অপরদের ধ্বংস করবে এবং কতক অপরদের বন্দী করবে। আর আমি আমার উম্মতের পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত। আর আমার উম্মত যখন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তারা বিরত হবে না। আর আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার উম্মতের কতক গোত্র মূর্তি পূজায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। অবিলম্বে আমার উম্মতের মধ্যে তিরিশজন ডাহা মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তাদের প্রত্যেকেই দাবি (মনে) করবে যে, সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী এবং আমার পর কোনো নবী আসবে না। তবে আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর অটল থাকবে, বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি এ অবস্থায় মহান আল্লাহর আমর (কিয়ামত) এসে যাবে।

٤٢٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي أَبِيْ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَقَرَأْتُ فِيْ أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ أَنْ لاَّ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوْا جَمِيْعًا وَأَنْ لاَّ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لاَّ تَجْتَمِعُوْا عَلَى ضَلاَلَةٍ.

৪২৫৩। আবূ মালেক আল-আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তিনটি বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তা হলো- (১) তোমাদের নবী তোমাদের বদদোআ করবেন না, অন্যথায় তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতে। (২) বাতিলপন্থী কখনো সত্যপন্থীদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং (৩) তোমরা সকলে একইসাথে পথভ্রষ্ট হবে না।

٤٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُوْرُ رَحَى الإِسْلاَمِ بِخَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ أَوْ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلاَثِيْنَ فَإِنْ يَهْلِكُوْا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ

سَبْعِيْنَ عَامًا. قَالَ قُلْتُ أَمِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضٰى قَالَ مِمَّا مَضٰى. قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَنْ قَالَ خِرَاشٌ فَقَدْ أَخْطَأَ.

৪২৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইসলামের চাকা অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা পঁয়ত্রিশ অথবা ছত্রিশ অথবা সাঁইত্রিশ বছর চালু থাকবে। এ সময়ে তারা ধ্বংস হলে তাদের পথ হবে তাদের পূর্ববর্তীদের পথের ন্যায়। আর এ সময় যদি তাদের দীন প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সত্তর বছর পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর গণনা কি অতীত থেকে না এখন থেকে শুরু হবে? তিনি বললেন ঃ অতীত থেকে শুরু হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, যারা 'খিরাশ' উল্লেখ করেছেন তারা ভুল করেছেন (হবে হিরাশ)।

٤٢٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيَّةُ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

৪২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাল সংকীর্ণ হয়ে আসবে, দীনের জ্ঞান হ্রাস পাবে, সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হবে, কৃপণতা মানুষের অন্তর দখল করবে, হারাজ বেড়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'হারাজ' কি? তিন বলেন ঃ 'কতল' (গণহত্যা)।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ দ্বন্দ্ব-কলহের চেষ্টা করা নিষেধ

٤٢٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ يَكُوْنُ الْمُضْطَجِعُ فِيْهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ خَيْرًا مِنَ السَّاعِيْ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَأْمُرُنِيْ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ

كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَعْمِدْ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُوْ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ.

৪২৫৬। মুসলিম ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তখন উপবেশনকারীর চাইতে শয়নকারী, দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপবেশনকারী, পদব্রজে চলা ব্যক্তির চাইতে দাঁড়ানো ব্যক্তি এবং দ্রুত গমনকারী ব্যক্তির চাইতে হেঁটে চলা ব্যক্তি উত্তম হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন ঃ যার উট আছে, সে যেনো তার উটের সাথে, যার বকরী আছে, সে তার বকরীর সাথে এবং যার ভূমি আছে সে তার ভূমি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যার এসবের কোনো কিছু থাকবে না। তিনি বললেন ঃ সে যেন তার তলোয়ারের দিকে মনোনিবেশ করে এবং পাথরের আঘাতে তরবারির ধার চূর্ণ করে দেয়, অতঃপর যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেই ফেতনা থেকে নাজাত লাভ করতে।

٤٢٥٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عَيَّاشٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِيْ وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِيْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ كَابْنِ ادَمَ وَتَلاَ يَزِيْدُ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ الايَةُ.

৪২৫৭। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি মত যদি কেউ আমার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য তার হাত প্রসারিত করে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তখন আদম (আ)-এর পুত্রের মতো হয়ে যেও। ইয়াযীদ (রাবী) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন: "তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য তোমার হাত প্রসারিত করো..."(সূরা মাইদা ঃ ২৮)।

٤٢٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ الأَسَدِيُّ عَنْ أَبِيْهِ وَابِصَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَتْلاَهَا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ. قَالَ فِيْهِ قُلْتُ مَتَى ذَاكَ يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ حَيْثُ لاَ يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكُفُّ لِسَانَكَ وَيَدَكَ وَتَكُوْنُ حِلْسًا مِنْ أَحْلاَسِ بَيْتِكَ فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِيْ مَطَارَةً فَرَكِبْتُ حَتّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَقِيْتُ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ فَحَدَّثْتُهُ فَحَلَفَ بِاللّهِ الَّذِيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ.

৪২৫৮। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ... অতঃপর তিনি আবূ বাক্‌রা বর্ণিত হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করে বলেন, সেই ফেতনায় সব নিহত ব্যক্তিই দোযখী হবে। তিনি তাতে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ইবনে মাস'উদ! সেই পরিস্থিতি কখন হবে? তিনি বললেন, সেই মারামারি-কাটাকাটির যুগে কোনো ব্যক্তি তার বন্ধু থেকেও নিরাপদ থাকবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই যুগ যদি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে আমাকে কি করতে আদেশ করেন? তিনি বললেন, তোমার রসনা সংযত রাখবে, হাত গুটিয়ে রাখবে আর তুমি তোমার ঘরের পর্দায় পরিণত হবে অর্থাৎ কোথাও বের হবে না। অতঃপর যখন উসমান (রা) শহীদ হলেন, তখন আমার অন্তর সেই কথার দিকে উড়ে গেলো অর্থাৎ ফেতনার কথা স্মরণ হলো। সুতরাং আমি যাত্রা করে দামিশ্‌কে চলে এলাম এবং খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা)-র সাক্ষাতে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি যেই সত্তা ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই সেই আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি তাঁর কাছে ইবনে মাস'উদ বর্ণিত যে হাদীস বর্ণনা করেছি, সেই হাদীসের অনুরূপ হাদীস তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন।

٤٢٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ فَكَسِّرُوْا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا

أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا سُيُوْفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ يَعْنِى عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ ادَمَ.

৪২৫৯। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপদের পর বিপদ আসতে থাকবে। সে সময় সকালবেলা যে লোকটি ঈমানদার ছিল, সন্ধ্যাবেলা সে কাফের হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যাবেলা যে লোকটি ঈমানদার ছিল, সে সকালবেলা কাফের হয়ে যাবে। তখন দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে বসা ব্যক্তি উত্তম হবে আর হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। তখন তোমরা তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলো, ধনুকের ছিলাগুলো কেটে ফেলো এবং তরবারিগুলো পাথরে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। তবুও যদি তোমাদের কারো কারো কাছে কেউ এসে পড়ে, তবে যেন সে আদম (আ)-এর দু'পুত্রের মধ্যে উত্তমটির (হাবীলের) মতো হয়ে যায়।

٤٢٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ ابْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ يَعْنِى ابْنَ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ إِذْ أَتى على رَأْسٍ مَنْصُوْبٍ فَقَالَ شَقِىَ قَاتِلُ هذَا فَلَمَّا مَضى قَالَ وَمَا أُرى هذَا إِلاَّ وَقَدْ شَقِىَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَشى إِلى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِىْ لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هكَذَا يَعْنِى فَلْيَمُدَّ عُنُقَهُ فَالْقَاتِلُ فِى النَّارِ وَالْمَقْتُوْلُ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرَةَ وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُمَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِى بِهذَا الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِى عَوَانَةَ وَقَالَ هُوَ فِىْ كِتَابِى ابْنُ سَبْرَةَ وَقَالُوْا سَمُرَةَ وَقَالُوْا سُمَيْرَةَ. هذَا كَلاَمُ أَبِى الْوَلِيْدِ.

৪২৬০। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র হাত ধরে মদীনার কোন এক রাস্তায় ছিলাম। হঠাৎ তিনি একটি ঝুলন্ত মাথার কাছে আসলেন। তিনি বললেন, এর হন্তা বড়োই দুর্ভাগা! তিনি যেতে যেতে

বললেন, আমার মতে সে অত্যন্ত দুর্ভাগা। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের কাউকে হত্যা করার জন্যে যদি কোনো ব্যক্তি অগ্রসর হয়, তাহলে তাকে এভাবে বলো ঃ হত্যাকারী দোযখে যাবে, আর নিহত ব্যক্তি বেহেশতে যাবে।

টীকা ঃ উমায়্যা খলীফা আবদুল মালেক-এর সেনাপতি নির্দয় হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-কে (৭৩ হি./৬৯২ খৃ.) হত্যা করার পর তার দেহ কয়েক দিন যাবত গাছে ঝুলিয়ে রাখে। এ হাদীসে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে (সম্পাদক)।

٤٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصَبَّرْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ اٰخُذُ سَيْفِىْ فَأَضَعُهُ عَلٰى عَاتِقِىْ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ تَلْزَمُ بَيْتَكَ. قَالَ قُلْتُ فَإِنْ دُخِلَ عَلَىَّ بَيْتِىْ قَالَ فَإِنْ خَشِيْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلٰى وَجْهِكَ يَبُوْءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَعَّثَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

৪২৬১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় সাহচর্যে উপস্থিত আছি। অতঃপর রাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাতে বলেন ঃ যখন বহু মানুষ মারা যাবে এবং একটি ঘর অর্থাৎ একটি কবর একটি গোলামের মূল্যের সমান হবে, তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত অথবা তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে আমার জন্য যা উত্তম মনে করেন। তিনি বললেন ঃ তোমার তখন ধৈর্য ধারণ করা উচিত অথবা তিনি

বলেন ঃ তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। পুনরায় তিনি আমাকে ডেকে বলেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, আমি তো আপনার কল্যাণময় পরশে উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ তুমি কি করবে যখন দেখবে যে, 'আহজারুয-যায়েত' নামক স্থান রক্তে ডুবে যাচ্ছে। আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য এ ব্যাপারে যা উত্তম মনে করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার সমমনা লোকদের নিকট চলে যাবে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তখন আমার কাঁধে তরবারি ধারণ করবো না? তিনি বললেন ঃ তাহলে তো তুমি তাদের সঙ্গী হয়ে যাবে! তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে আমাকে আপনি কি করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ঘরে আশ্রয় নিবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, যদি সেই ফেতনা আমার ঘরে প্রবেশ করে? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আশঙ্কা করো যে, তরবারির ঝলক তোমাকে ঝলসিয়ে দিবে, তবে তোমার মুখমণ্ডল কাপড়ে ঢেকে ফেলো। তাতে সে (হন্তা) তোমার গুনাহ্ ও তার গুনাহ্ নিয়ে ফিরে যাবে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ব্যতীত আর কেউ এ হাদীসে রাবী "মুশা'আছ"-এর নাম উল্লেখ করেননি।

٤٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ كُوْنُوْا أَحْلاَسَ بُيُوْتِكُمْ.

৪২৬২। আবু কাবশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপদের পর বিপদ আসতে থাকবে। সেই বিপদের সময় সকালবেলা যে লোকটি ঈমানদার ছিল, বিকেলবেলা সে কাফের হয়ে যাবে, আর সন্ধ্যায় যে ঈমানদার ছিল, সকালে সে কাফের হয়ে যাবে। সে সময়ের বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম, আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম এবং হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। লোকজন বললো, আপনি আমাদের কি করতে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের বিছানার চাদরের ন্যায় (নির্জীব) হয়ে যেও।

٤٢٦٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ

يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ أَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا.

৪২৬৩। আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ফেতনা থেকে দূরে সরে থাকবে, সেই সৌভাগ্যশালী; নিশ্চয়ই যে ফেতনা থেকে দূরে সরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; নিশ্চয়ই যে ফেতনা থেকে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যশালী। আর যে ব্যক্তি ফেতনাতে পতিত হয়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য কতই না উত্তম!

بَابُ فِى كَفِّ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রসনা সংযত রাখা

٤٢٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ أَبِى عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيْهَا كَوُقُوْعِ السَّيْفِ.

৪২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই বধির, মুক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ফেতনার সৃষ্টি হবে, যে কেউ এর নিকটবর্তী হবে, ফেতনাও তার নিকটবর্তী হবে। আর সেই সময় মুখে কিছু বলা তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ন্যায় মারাত্মক হবে।

٤٢٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ

الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِى النَّارِ اَللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وُقُوعِ السَّيْفِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الأَعْجَمِ.

৪২৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই অচিরে এরূপ ফেতনা সৃষ্টি হবে, যা সমস্ত আরবকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। সেই ফেতনায় নিহতরা দোযখী হবে। জিহ্বার ব্যবহার তখন তরবারির আঘাতের চাইতেও মারাত্মক হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, সাওরী (র) লাইছ-তাউস-আল-আ'জাম (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন (আল-আ'জাম হলো যিয়াদের উপাধি)।

٤٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ قَالَ زِيَادٌ سِيْمِيْنَ كَوْش.

৪২৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কুদ্দূস (র) 'যিয়াদ নামক এক ব্যক্তি থেকে' না বলে 'সাদা কানবিশিষ্ট এক ব্যক্তি থেকে' বলেছেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى التَّبْدِىِّ فِى الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ফেতনার সময় যাযাবর হওয়ার অনুমতি

٤٢٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْمَطَرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

৪২৬৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরে বকরীই হবে মুসলমানদের উত্তম সম্পদ। তা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টির পানি এলাকায় চলে যাবে, তাদের দীনকে ফেতনা থেকে রক্ষার জন্য ভেগে যাবে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْقِتَالِ فِى الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ফেতনার সময় যুদ্ধে জড়ানো নিষেধ

٤٢٦٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ عَنِ

الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيْدُ يَعْنِيْ فِي الْقِتَالِ فَلَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

৪২৬৮। আল-আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। আবু বাক্‌রা (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, তুমি ফিরে যাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: দুই মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে হন্তা ও নিহত উভয়ই দোযখে যাবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারী তো দোযখে যাবেই, তবে নিহত ব্যক্তি কেনো যাবে? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই সেও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ।

٤٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لِمُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُتَوَكِّلِ أَخٌ ضَعِيْفٌ يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ.

৪২৬৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াককিল আল-আসকালানী (র) তার সনদসূত্রে সংক্ষেপে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াককিল সম্পর্কে বলেন, দুর্বল ভাই, তাকে হুসাইন বলা হয়।

بَابٌ فِيْ تَعْظِيْمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা গুরুতর অন্যায়

٤٢٧٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ قَالَ كُنَّا فِيْ غَزْوَةِ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ بِذَلْقِيَةَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِيْنَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوْمِ بْنِ شَرِيْكٍ الْكِنَانِيُّ فَسَلَّمَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ زَكَرِيَّا وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوْمٍ سَمِعْتُ مَحْمُوْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ زَكَرِيَّا عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ. وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوْمٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

৪২৭০। খালিদ ইবনে দিহকান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যালকিয়া নামক স্থানে কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। তখন ফিলিস্তীনবাসী হানী ইবনে কুলছুম ইবনে শরীক আল-কিনানী নামক জনৈক খ্যাতিসম্পন্ন সম্মানিত ও উত্তম ব্যক্তি এসে আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাকারিয়াকে সালাম দিলেন, যার মর্যাদা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। খালিদ আমাদের বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাকারিয়া বর্ণনা করেছেন, আমি উম্মে দারদাকে বলতে শুনেছি, আমি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সব গুনাহই মাফ করবেন; কিন্তু মুশরিক অবস্থায় কেউ মারা গেলে অথবা কোনো ঈমানদার ব্যক্তি অপর কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে (সেই গুনাহ মাফ করবেন না)। অতঃপর হানী ইবনে কুলছুম বলেন, আমি মাহমূদ ইবনুর রবী'-কে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে হত্যা করলো এবং এতে আনন্দিত হলো, আল্লাহ তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করবেন না। খালিদ আমাদের বলেন যে, ইবনে আবু যাকারিয়া পর্যায়ক্রমে উম্মে দারদা ও আবু দারদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো হারাম রক্তপাত না ঘটাবে (অর্থাৎ কোন মু'মিনকে হত্যা না করবে) ততক্ষণ পর্যন্ত সে সৎ ও হালকা পিঠবিশিষ্ট বলে পরিগণিত হবে। যখনই সে কোনো হারাম রক্তপাত ঘটাবে তখনই অবসাদগ্রস্ত ও অক্ষম-দুর্বল হয়ে পড়বে। আর হানী ইবনে কুলছুম (র) মাহমূদ ইবনুর রবী' ও উবাদা ইবনুস সামিতের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٢٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبَارَكٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلى هُدًى فَلاَ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ تَعَالى يَعْنِيْ مِنْ ذلِكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ فَاعْتَبَطَ يَصُبُّ دَمَهُ صَبًّا.

৪২৭১। সদাকা ইবনে খালিদ অথবা অন্য কারো সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনে দিহকান বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-গাস্‌সানীকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (নবী সা) বাণী "ইগ্‌তাবাতা বিকাত্‌লিহি"র অর্থ কি? তিনি বললেন, যারা ফেতনায় পতিত হয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে। অতঃপর কাউকে হত্যার পর দেখতে পাবে, নিহত ব্যক্তি হেদায়াতের উপর ছিলো। আর সে এজন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি বলেছেন, 'ফা'তাবাতা' অর্থ সে অত্যধিক রক্তপাত ঘটিয়েছে।

٤٢٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِيْ هذَا الْمَكَانِ يَقُوْلُ أُنْزِلَتْ هذِهِ الاٰيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا بَعْدَ الَّتِيْ فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّهِ إِلهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ إِلاَّ بِالْحَقِّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

৪২৭২। মুজালিদ ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। খারিজা ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে কুরআনের এই স্থান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا. "যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার পরিণাম হবে চিরদিনের জন্য জাহান্নাম" (৪ : ৯৩) এই আয়াতে। সূরা ফুরকানের এই আয়াত وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّهِ الهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ. "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না এবং অন্যায়ভাবে এরূপ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন", এই আয়াতের ছয় মাস পরে নাযিল হয়েছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ ২৫ : ৬৮ আয়াত ৪ : ৯৩ আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়েছে (সম্পাদক)।

٤٢٧٣- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَوْ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلاَّ مَنْ تَابَ وَأٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صٰلِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ فَهٰذِهِ لأُولٰئِكَ. قَالَ فَأَمَّا الَّتِىْ فِى النِّسَاءِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ لاٰيَةَ قَالَ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ فَذَكَرْتُ هٰذَا لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ.

৪২৭৩। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করালে তিনি বলেন, সূরা ফুরকানের এই আয়াত যখন নাযিল হলো, "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো কিছুকে ইলাহ্ বলে ডাকে না এবং যে আত্মাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করে না; কিন্তু সত্য বা শাস্তি বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তা করে" (যেমন কিসাস, হদ্দ ইত্যাদি)। তখন মক্কার মুশরিকরা বলতে লাগলো, আমরাই তো আল্লাহর হারাম করা আত্মা হত্যা করেছি এবং আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডেকেছি ও ব্যভিচার করেছি। মহান আল্লাহ তখন নাযিল করলেন, "কিন্তু যারা তওবা করবে ও ঈমান এনে সৎকাজ করবে, আল্লাহ তাদের অন্যায়গুলো পরিবর্তন করে সওয়াব দিবেন"। আর এই আয়াত তাদের (মক্কার অন্যায়কারী মুশরিকদের, পরে নও-মুসলিম) ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, সূরা নিসার এই আয়াত সম্পর্কে "যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদারকে হত্যা করবে, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম" (৪ : ৬৮)। তিনি বলেছেন, লোকটি যখন ইসলামী শরীআতের পরিচয় পাওয়ার পর কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। তার কোনো তওবা কবুল হবে না। একথা মুজাহিদের কাছে বর্ণনা করায় তিনি বললেন, কিন্তু যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তওবা করবে তার তওবা কবুল হবে।

٤٢٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ فِىْ اَلَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ. أَهْلُ الشِّرْكِ قَالَ وَنَزَلَ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ.

৪২৭৪। উপরের ঘটনা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এই আয়াত (যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্কে ডাকে না) মুশরিকেদের পরে নও-মুসলিমদের

ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আরো নাযিল হয়েছে "হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্গন করেছে; তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না"।

٤٢٧٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا قَالَ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

৪২৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে" এই আয়াতকে কোনো আয়াতই মানসূখ করেনি।

٤٢٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ.

৪২৭৬। আবু মিজ্‌লায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম", এটা হলো তার পরিণাম। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফও করতে পারেন।

بَابُ مَا يُرْجَى فِي الْقَتْلِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ শহীদ হওয়ার আশা পোষণ করা

٤٢٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَئِنْ أَدْرَكَتْنَا هذِهِ لَتُهْلِكُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ إِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ. قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِخْوَانِيْ قُتِلُوْا.

৪২৭৭। সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তিনি ফেতনা ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তখন আমরা বললাম অথবা লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ফেতনা যদি আমাদের পেয়ে বসে, তবে তো ধ্বংস করে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কখনো নয়, বরং তখন নিহত হলে তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সা'ঈদ (রা) বলেন, পরে আমি দেখতে পেলাম, আমার ভাইয়েরা সকলেই (সেই ফেতনায়) নিহত হয়েছেন।

٤٢٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى مُوْسى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتِىْ هذه أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِى الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ.

৪২৭৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার এই উম্মত করুণাপ্রাপ্ত, পরকালে এদের কোনো শাস্তি হবে না, আর ইহকালে তাদের শাস্তি হলো ফেতনাসমূহ, ভূমিকম্প বা ভয়ানক পরিস্থিতি ও যুদ্ধবিগ্রহ।

অধ্যায় ঃ ৩৬

كِتَابُ الْمَهْدِىُّ

(ইমাম মাহ্দী প্রসঙ্গ)

٤٢٧٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا حَتَّى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلاَمًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لأَبِى مَا يَقُوْلُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

৪২৭৯। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এ দীন ততো দিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতো দিন তোমাদের শাসকরূপে বারোজন খলীফার আবির্ভাব না হবে। তাদের প্রত্যেকে উম্মতকে তার পাশে জমায়েত করবে। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি কথা শুনলাম কিন্তু তা বুঝতে পারলাম না। পরে আমার পিতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তিনি বলেছেন ঃ তাদের সবাই কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবে।

٤٢٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ عَزِيْزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيْفَةً قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوْا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيْفَةً قُلْتُ لأَبِىْ يَا أَبَةِ مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

৪২৮০। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এ দীন (ইসলাম) বারোজন প্রতিনিধি আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ন অবস্থায় বিজয়ী থাকবে। তিনি (জাবের) বলেন, একথা শুনে উপস্থিত জনতা আশ্চর্যন্বিত হয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলো এবং চিৎকার করে

উঠলো। অতঃপর তিনি নিম্নস্বরে একটি কথা বললেন। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (সা) কি বলেছেন? তিনি বললেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তাদের সবাই কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবে।

٤٢٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِهذَا الْحَدِيْثِ. زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوْا ثُمَّ يَكُوْنُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُوْنُ الْهَرْجُ.

৪২৮১। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন, তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ পরে যখন তিনি তাঁর ঘরে ফিরে যান, কুরায়শদের কয়েকজন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তার পরে কি হবে? তিনি বললেন ঃ অতঃপর বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

٤٢٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسى أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسى عَنْ فِطْرِ الْمَعْنى وَاحِدٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ قَالَ زَائِدَةُ فِيْ حَدِيْثِهِ لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا حَتّى يَبْعَثَ رَجُلاً مِنِّيْ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ وَاسْمُ أَبِيْهِ اسْمَ أَبِيْ. زَادَ فِيْ حَدِيْثِ فِطْرٍ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ لاَ تَذْهَبُ أَوْ لاَ تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَفْظُ عُمَرَ وَأَبِيْ بَكْرٍ بِمَعْنى سُفْيَانَ. وَلَمْ يَقُلْ أَبُوْ بَكْرٍ الْعَرَبَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ.

৪২৮২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবে আল্লাহ সেই দিনকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করবেন এবং আমার থেকে অথবা আমার পরিজন থেকে একজন লোক আবির্ভূত করবেন, যার

নাম ও তার পিতার নাম আমার ও আমার পিতার নামের সাথে হুবহু মিল। সে পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে যেরূপে যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়েছিল। আর সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসে বলেন, ততোদিন দুনিয়া যাবে না অথবা দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতোদিন পর্যন্ত আমার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি আরবে রাজত্ব না করবে, তার নাম হুবহু আমার নামই হবে।

٤٢٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلأُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا.

৪২৮৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি ইহকালের মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবুও আল্লাহ আমার পরিজন থেকে অবশ্যই জনৈক ব্যক্তিকে পাঠাবেন। তখনকার দুনিয়া যেরূপে যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, সে সেরূপেই তা ন্যায়-ইনসাফে ভরে দিবে।

٤٢٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُثْنِي عَلَى عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلاَحًا.

৪২৮৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মাহ্‌দী আমার পরিজন থেকে ফাতেমার সন্তানদের বংশ থেকে আবির্ভূত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (র) বলেন, আমি আবুল মালীহকে আলী ইবনে নুফায়েলের প্রশংসা করতে এবং তার গুণাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি।

٤٢٨٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ.

৪২৮৫। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার বংশ থেকে মাহ্দীর আবির্ভাব হবে, সে হবে প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাকবিশিষ্ট ব্যক্তি। তখনকার দুনিয়া যেরূপে যুলুম-অত্যাচারে ভরে যাবে, সে তার বিপরীতে তা ন্যায়বিচার ও ইনসাফে ভরে দিবে, আর সে সাত বছর রাজত্ব করবে।

٤٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُوْنُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيْهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُوْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُوْنَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذٰلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ وَذٰلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيْمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلْقِى الإِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِيْنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعَ سِنِيْنَ.

৪২৮৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জনৈক খলীফার মৃত্যুকালে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। এসময় মদীনাবাসী জনৈক ব্যক্তি পালিয়ে মক্কায় চলে যাবে। মক্কাবাসীরা তার কাছে এসে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিয়ে আসবে এবং তারা রুকন (ইয়ায়ানী) ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে তার হাতে বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) করবে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে সিরিয়া থেকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে। এদেরকে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত আল-বায়দা নামক প্রান্তরে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। এই অবস্থা যখন লোকেরা দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার ধার্মিক ও সাধকবৃন্দ ও ইরাকবাসীদের কয়েকটি দল তার কাছে এসে রুকন ও মাকামের মাঝখানে তার হাতে বাই'আত করবে। অতঃপর কুরাইশ বংশে জনৈক ব্যক্তির উদ্ভব হবে, কাল্ব গোত্র হবে তার মাতুল গোত্র। সে তাদের

(মাহ্‌দীর অনুসারীদের) বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠাবে। যুদ্ধে মাহ্‌দীর অনুসারীরা কাল্‌ব বাহিনীর উপর বিজয়ী হবে। এ সময় যারা কাল্‌বের গনীমত নিতে উপস্থিত হবে না তাদের জন্য আফসোস। তিনি (মাহ্‌দী) গনীমতের মাল বণ্টন করবেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক মানুষের মাঝে কার্য পরিচালনা করবেন, আর ইসলাম সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হবে। অতঃপর তিনি সাত বছর অবস্থান করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। আর মুসলমানরা তার জানাযা নামায পড়বে। আবু দাউদ (র) বলেন, কেউ কেউ হিশাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, নয় বছর অবস্থান করবেন, আবার কেউ বলেন, সাত বছর।

٤٢٨٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ تِسْعَ سِنِيْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ مُعَاذٍ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِيْنَ.

৪২৮৭। কাতাদা (র) উপরে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, তিনি নয় বছর অবস্থান করবেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মু'আয ব্যতীত অন্যরা হিশাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, নয় বছর অবস্থান করবেন।

٤٢٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ مُعَاذٍ أَتَمُّ.

৪২৮৮। উম্মে সালামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর মু'আযের হাদীসখানিই পূর্ণাঙ্গ।

٤٢٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْخَسْفِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِمْ وَلٰكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى نِيَّتِهِ.

৪২৮৯। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধ্বসে যাওয়া সেই বাহিনীর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করে বলেন, আমি (উম্মে সালামা) জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হবে, তাদের কি হবে? তিনি বললেন ঃ তাদেরও ধ্বসিয়ে দেয়া হবে; কিন্তু তারা তাদের নিয়াত অনুযায়ী কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।

٤٢٩٠- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحُدِّثْتُ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ قَيْسٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلاَ يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ. ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً. يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلاً. وَقَالَ هَارُوْنُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ طَرِيْفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَّرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُوْرٌ يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ.

৪২৯০। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তার ছেলে হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার এই ছেলেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ নেতা আখ্যায়িত করেছেন, আর অচিরেই তার বংশ থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে তার নাম হবে, স্বভাব-চরিত্রে তাঁর সাদৃশ্য হবে; কিন্তু গঠন আকৃতিতে সদৃশ্য হবে না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে ভরে দিবে। হারূন (র) বলেন, আমর ইবনে আবু কায়েস পর্যায়ক্রমে মুতাররিফ ইবনে তরীফ, হাসান ও হেলাল ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মা ওয়ারাউন-নাহ্র (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তাকে হারিছ ইবনুল হাররাছ বলে ডাকা হবে, তার আগে জনৈক ব্যক্তি আসবেন, যার নাম হবে মানসূর। তিনি মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনকে (আহ্লে বায়তকে) আশ্রয় দিবেন, যেরূপ কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দান করেছিল। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা, তার ডাকে সাড়া দেয়া।

অধ্যায় ঃ ৩৭

كِتَابُ الْمَلاَحِمِ

(যুদ্ধ-সংঘাত)

بَابُ مَا يَذْكُرُ فِىْ قَرْنِ الْمِائَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ এক শতাব্দী কালের বর্ণনা

٤٢٩١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ شَرَاحِيْلَ بْنِ يَزِيْدَ الْمَعَافِرِىِّ عَنْ أَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ فِيْمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ الإِسْكَنْدَرَانِىُّ لَمْ يَجُزْ بِهِ شَرَاحِيْلَ.

৪২৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি এক শত বছরের শিরোভাগে এরূপ লোক (মুজাদ্দিদ) উত্থিত করবেন, যিনি এই উম্মতের দীনকে তার জন্য নতুন (সঞ্জীবিত) করবেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে শুরাইহ আল-ইসকান্দারানীও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি শারাহীল (র)-এর অতিরিক্ত বর্ণনা করেননি।

টীকা : ইং-অনু: "Allah will raise for this community at the end of every hundred years the one who will renovate its religion for it."

بَابُ مَا يَذْكُرُ مِنْ مَلاَحِمِ الرُّوْمِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বায়যানটাইনদের সাথে যুদ্ধ

٤٢٩٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُوْلٌ وَابْنُ أَبِىْ زَكَرِيَّا إِلٰى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْهُدْنَةِ قَالَ قَالَ

جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِيْ مِخْبَرٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا امِنًا فَتَغْزُوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّنْ وَّرَائِكُمْ فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِيْ تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ.

৪২৯২। হাসসান ইবনে আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্হূল ও ইবনে আবু যাকারিয়া (র) খালিদ ইবনে মা'দান-এর নিকট যেতে রওয়ানা হলে আমিও তাদের সাথে গেলাম। তারা জুবাইর ইবনে নুফাইরের সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন সন্ধি সম্পর্কে। তিনি বলেন, জুবাইর (র) বললেন, আপনি আমাদের সাথে নবী (সা)-এর সাহাবী যু-মিখবার (রা)-র কাছে চলুন। অতএব আমরা তার নিকট উপস্থিত হলে জুবাইর (র) তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : অচিরেই তোমরা রোমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একত্র হয়ে তোমাদের পশ্চাৎবর্তী একদল শত্রুর মোকাবিলা করবে। তোমরা তাতে বিজয়ী হবে, গনীমত লাভ করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। শেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি মাঠে যাত্রাবিরতি করবে। অতঃপর খৃস্টানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উপরে উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। এতে মুসলমানদের মধ্যকার এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। তখন রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে।

٤٢٩٣- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيَثُوْرُ الْمُسْلِمُوْنَ إِلٰى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُوْنَ فَيُكْرِمُ اللّٰهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِلاَّ أَنَّ الْوَلِيْدَ جَعَلَ الْحَدِيْثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ ذِيْ مِخْبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كَمَا قَالَ عِيْسٰى.

৪২৯৩। হাস্সান ইবনে আতিয়া (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত

হয়েছে। তাতে আরো আছে: মুসলমানরা ক্ষিপ্রতার সাথে তাদের যুদ্ধাস্ত্রের দিকে ধাবিত হবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শহিদী মৃত্যু দানের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। কিন্তু রাবী ওয়ালীদ এ হাদীস জুবাইর-যু-মিখবার (রা)-নবী (সা) সূত্রে ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামযা ও বিশর ইবনে বাক্র (র) আল-আওয়াঈ সূত্রে ঈসার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِيْ إِمَارَاتِ الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যুদ্ধ, সংঘাত ও বিপর্যয়ের আলামতসমূহ

٤٢٩٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَفَتْحُ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِيْ حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هٰهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

৪২৯৪। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপন ইয়াছরিবের বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং ইয়াছরিবের বিপর্যয় যুদ্ধ-সংঘাতের কারণ হবে। যুদ্ধ-সংঘাতের ফলে কুসতুনতীনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) বিজিত হবে এবং কুসতুনতীনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের আলামত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন তার (মুআয) উরুতে অথবা কাঁধে নিজের হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করেন, অতঃপর বলেন, এটা নিশ্চিত সত্য অবশ্যম্ভাবী, যেমন তুমি এখানে উপস্থিত, যেমন তুমি এখানে বসা আছো। অর্থাৎ তিনি মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে লক্ষ করে বলেন।

بَابُ فِيْ تَوَاتُرِ الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ অব্যাহতভাবে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটবে

٤٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيِّ عَنْ يَزِيْدَ

بْنِ قُطَيْبٍ السَّكُوْنِيُّ عَنْ أَبِيْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرى وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِيْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ.

৪২৯৫। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বা বিপর্যয় ও কুসতুনতীনিয়া বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব মাত্র সাত মাসের মধ্যে ঘটবে।

٤٢٩٦- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عِيْسى.

৪২৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহাযুদ্ধ ও শহর (কন্সটান্টিনোপল) বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বছরে মসীহ দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীসখানি উপরে বর্ণিত 'ঈসার হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ্।

بَابٌ فِيْ تَدَاعِي الْأُمَمِ عَلَى الْإِسْلاَمِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাবে

٤٢٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

৪২৯৭। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে আহারের পাত্রের চতুর্দিকে সমবেত হয়, অচিরেই বিজাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবেই সমবেত হবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি? তিনি বললেন: তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার সদৃশ। আর আল্লাহ তো তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, আর তিনি তোমাদের অন্তরে 'আল-ওয়াহ্‌ন' (দুর্বলতা, ভীরুতা) ভরে দিবেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আল-ওয়াহ্‌ন' কি? তিনি বললেন: দুনিয়া প্রেম ও মৃত্যুতে নারাযী।

بَابٌ فِي الْمَعْقَلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ঘোরতর যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থানস্থল

٤٢٩٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ إِلى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ.

৪২৯৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যুদ্ধের দিন মুসলমানদের শিবির স্থাপন করা হবে 'গূতা' নামক শহরে, যা সিরিয়ার সর্বোত্তম শহর দামেশকের পাশে অবস্থিত।

٤٢٩٩- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يُحَاصَرُوْا إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتَّى يَكُوْنَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحُ.

৪২৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই মুসলমানরা মদীনায় অবরুদ্ধ হবে এবং তাদের দূরবর্তী সীমান্ত হবে 'সালাহ' নামক স্থান।

٤٣٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَسَلَاحُ قَرِيْبٌ مِنْ خَيْبَرَ.

৪৩০০। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম হলো সালাহ্।

بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ مِنَ الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ-৭ : যুদ্ধের ফলে নানাবিধ কলহ-বিবাদ ছড়াবে

٤٣٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ قَالَ هَارُوْنُ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّجْمَعَ اللّٰهُ عَلَى هٰذِهِ الأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِّنْهَا وَسَيْفًا مِّنْ عَدُوِّهَا.

৪৩০১। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই উম্মতের তরবারি ও এর শত্রুর তরবারি দুটোকে আল্লাহ্ কখনো এই উম্মতের উপর একত্র করবেন না। অর্থাৎ শত্রুরা এদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে না।

بَابٌ فِى النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيْجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

অনুচ্ছেদ-৮ : তুর্কী ও আবিসিনীয়দের সাথে অকারণে গোলযোগ বাঁধানো নিষেধ

٤٣٠٢- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيْ سُكَيْنَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُحَرَّرِيْنَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوْكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوْكُمْ.

৪৩০২। আবু সুকাইনা নামক মুক্তিপ্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমরা হাবাশীদের থেকে বিরত থাকো যাবত তারা তোমাদের থেকে বিরত থাকে এবং তুর্কীদেরও ত্যাগ করো যাবত তারা তোমাদের ত্যাগ করে।

بَابٌ فِيْ قِتَالِ التُّرْكِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٤٣٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ

سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوْهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبِسُوْنَ الشَّعْرَ.

৪৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যাবত না মুসলমানরা তুর্কী জাতির সাথে যুদ্ধ করবে, তাবৎ কিয়ামত হবে না। সেই জাতির মুখমণ্ডল হবে বর্মের ন্যায় চওড়া আর মাংসল। তারা পশমী পোশাক পরে।

٤٣٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ السَّرْحِ وَغَيْرُهُمَا قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الأُنُوْفِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

৪৩০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে জাতি পশমযুক্ত স্যান্ডেল ব্যবহার করবে সেই জাতির সাথে যতোদিন তোমরা যুদ্ধ না করবে, ততোদিন কিয়ামত হবে না। আর যতোদিন তোমরা ছোট চোখ, চেপ্টা নাক ও বর্মের মতো চওড়া ও মাংসল মুখমণ্ডলবিশিষ্ট জাতির সাথে যুদ্ধ না করবে, ততোদিন কিয়ামত হবে না।

٤٣٠٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِيُّ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَدِيْثٍ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الأَعْيُنِ يَعْنِي التُّرْكَ قَالَ تَسُوْقُوْنَهُمْ ثَلاَثَ مِرَارٍ حَتَّى تُلْحِقُوْهُمْ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الأُوْلَى فَيَنْجُوْا مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوْ بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيُصْطَلَمُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ.

৪৩০৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন: তোমাদের সাথে ছোট চোখবিশিষ্ট জাতি অর্থাৎ তুর্কীরা যুদ্ধ করবে। তিনি বলেন, তোমরা তাদের তিনবার তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, অবশেষে

আরব উপদ্বীপে তাদের নাগালে পাবে। প্রথম তাড়ানোতে যারা ভেগে যাবে, তারা রক্ষা পাবে, আর দ্বিতীয় তাড়ানোতে কতক রক্ষা পাবে আর কতক ধ্বংস হবে; আর তৃতীয়বার তাদের মূলোৎপাটিত করা হবে অথবা অনুরূপ শব্দ বলেছেন।

بَابٌ فِيْ ذِكْرِ الْبَصَرَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বস্‌রা সম্পর্কে বর্ণনা

٤٣٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِيْ بِغَائِطٍ يُسَمُّوْنَهُ الْبَصَرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ دَجْلَةُ يَكُوْنُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُوْنُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ. قَالَ ابْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ وَتَكُوْنُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِذَا كَانَ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُوْ قَنْطُوْرَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوْهِ صِغَارُ الْأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوْا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُوْنَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِيَّةِ وَهَلَكُوْا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوْا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُوْنَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُوْرِهِمْ وَيُقَاتِلُوْنَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ.

৪৩০৬। মুসলিম ইবনে আবু বাক্‌রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাজ্‌লা (তাইগ্রিস) নদীর তীরবর্তী নিচু এলাকায় 'বস্‌রা' নামক স্থানে আমার উম্মতের কতক লোক বসতি স্থাপন করবে। সেই নদীর উপরে সেতু থাকবে আর নাগরিকের সংখ্যা হবে প্রচুর। আর এটা হবে মুহাজিরদের শহরসমূহের একটি। শেষ যমানায় চওড়া মুখমণ্ডল ও ছোট চোখবিশিষ্ট 'কানতূরা' গোত্র সেই নদীর অববাহিকায় ঘাঁটি স্থাপন করবে এবং উক্ত শহরের বাসিন্দারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল গরুর লেজ ধরে মরুভূমিতে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল নিজেদের জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজবে এবং কাফের হয়ে যাবে। তৃতীয় দল তাদের পিছনে পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি রেখে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং শহীদ হবে।

٤٣٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ

الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى الْحَنَّاطُ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُوْنَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهَا الْبَصَرَةُ أَوِ الْبُصَيْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلاَّءَهَا وَسُوْقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيْهَا فَإِنَّهُ يَكُوْنُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيْتُوْنَ يُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ.

৪৩০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: হে আনাস! নিশ্চয়ই মানুষ (মুসলমান) বিভিন্ন শহরের পত্তন করবে। আর জেনে রাখো, তার মধ্যে বসরা অথবা বুসায়রা নামক একটি শহরও হবে। তুমি যদি এর পাশ দিয়ে যাও অথবা এতে প্রবেশ করো তবে সাবধান থেকো এর লবণাক্ত যমীন থেকে, এর 'কাল্লা' নামক স্থান থেকে এবং বাজার ও নেতাদের দরজা থেকে এবং আশেপাশে থাকো। কেননা এটা ধ্বসে যাবে, নিক্ষিপ্ত হবে আর ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হবে। আর একদল লোক রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবে; কিন্তু প্রত্যুষে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হবে।

টীকা ঃ কানতূরা জাতি বলতে তাতারীদের বুঝানো হয়েছে। এরা মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছিল। কেননা হালাকু খান তার দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে মুস্তানসিরের সমস্ত পরিবারকে ধ্বংস করে দেয় (অনুবাদক)।

٤٣٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ انْطَلَقْنَا حَاجِّيْنَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الأُبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِيْ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِيْ فِيْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُوْلُ هٰذِهِ لأَبِيْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لاَ يَقُوْمُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ.

৪৩০৮। ইবরাহীম ইবনে দিরহাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমরা হজ্জ করতে যাচ্ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি আমাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কাছাকাছি উবুল্লাহ নামে একটি শহর আছে কি? আমরা বললাম , হাঁ। সে বললো, তোমাদের মাঝে কে এই দায়িত্ব নিবে যে, আমার পক্ষ থেকে 'আল-আশ্‌শার মসজিদে' দুই অথবা চার রাক্‌আত নামায পড়বে? আর এ কথাটা তিনি আবু হুরায়রার জন্য বলতেন যে, আমি আমার বন্ধু আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন মসজিদুল আশশারে এমন কতক শহীদকে পাঠাবেন যাদের ব্যতীত অন্য কেউ বদরের শহীদদের সাথে দাঁড়াতে পারবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, এই মসজিদখানি (ফুরাত) নদীর তীরে অবস্থিত।

টীকা ঃ এ হাদীসে সম্ভবত কারবালার শহীদগণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ ذِكْرِ الْحَبَشَةِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ইথিওপিয়া সম্পর্কে বর্ণনা

٤٣٠٩- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوْكُمْ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

৪৩০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যতোদিন পর্যন্ত ইথিওপীয়রা তোমাদের ছেড়ে থাকে, তোমরাও তাদের ছেড়ে দাও। কেনোনা ইথিওপিয় ছোট গোছাধারী এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ কা'বার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করবে না।

بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কিয়ামতের আলামতসমূহ

٤٣١٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ إِلى مَرْوَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَمِعُوْهُ يُحَدِّثُ فِى الايَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا الدَّجَّالُ. قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ الايَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرى عَلى إِثْرِهَا. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ وَأَظُنُّ أَوَّلُهُمَا خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

৪৩১০। আবু যুরআ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাতে মারওয়ানের কাছে একদল লোক এসে শুনতে পেলো যে, তিনি কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে বর্ণনা করছেন যে, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এর প্রথম আলামত। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের কাছে গিয়ে একথা আলোচনা করলাম। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে যা বলতে শুনেছি তিনি তার কিছুই বলেননি। (তিন বলেছেন) নিঃসন্দেহে এর প্রথম প্রকাশিতব্য আলামতটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অথবা মানব জাতির উপর পূর্বাহ্নে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক একটি জন্তুর আত্মপ্রকাশ। এই দু'টির যে কোনো একটি আগে এবং অপরটি এর পরপরই প্রকাশিত হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ সময় তিনি কিতাব পাঠ করছিলেন। আর আমার মনে হয় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়টাই প্রথম প্রকাশিত হবে।

٤٣١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَهَنَّادٌ الْمَعْنٰى قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ الْقَزَّازُ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ الْغِفَارِىِّ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا نَتَحَدَّثُ فِى ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تَكُوْنَ أَوْ لَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكُوْنَ قَبْلَهَا عَشْرُ ايَاتٍ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ وَخُرُوْجُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَالدَّجَّالِ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالدُّخَانُ وَثَلَاثُ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاخِرُ ذٰلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوْقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ.

৪৩১১। হুযায়ফা ইবনে আসীদ আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের ছায়ায় বসে কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। আমাদের কণ্ঠস্বর চরমে উঠলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: দশটি আলামত প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো কিয়ামত সংঘটিত হবে না। সেগুলো হলো: পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়, 'দাব্বাতুল আর্দ' নামক জন্তুর আবির্ভাব, ইয়াজূজ-মাজূজ, দাজ্জাল ও ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ও ধোঁয়ার প্রকাশ, আর তিনটি ভূমিধ্বস: পাশ্চাত্যে একটি, প্রাচ্যে একটি ও আরব উপদ্বীপে একটি। এগুলোর পরেই ইয়ামানের আদান (এডেন) নামক স্থানের নীচু ভূমি থেকে আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের (সিরিয়ার) দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

٤٣١٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ امَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا.

৪৩১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সূর্য তার অস্তাচল থেকে উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। যখন তা উদয় হবে এবং যতো লোক তা দেখবে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু "সেদিন তার ঈমান কোন উপকারে আসবে না– যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি" (সূরা আনআম : ১৫৮)।

بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ ফুরাতের বহুমূল্য খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে

٤٣١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَّحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

৪৩১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অচিরেই ফুরাত নদী স্বর্ণের খনি উন্মুক্ত করে দিবে। অতএব যে কেউ সেখানে হাযির থাকবে সে যেনো তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

٤٣١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ.

৪৩১৪। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনি তাতে বলেন: ফুরাত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করে দিবে।

بَابُ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব

٤٣١٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَالَّذِىْ تُرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَالَّذِىْ تُرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذٰلِكَ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِىْ يَرَى أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً. قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىُّ هٰكَذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ.

৪৩১৫। রিবঈ' ইবনে হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ও আবু মাস'উদ (রা) একত্র হলে হুযায়ফা (রা) বললেন, দাজ্জালের সাথে যা কিছু থাকবে, এ সম্বন্ধে আমি অবশ্যই তার চাইতে ভালো জানি। নিশ্চয়ই তার সাথে পানির সমুদ্র ও আগুনের কুণ্ড থাকবে। অতঃপর তোমরা যেটাকে দেখবে আগুন, মূলত সেটা পানি আর যেটাকে দেখবে পানি, মূলত সেটা আগুন। যে কেউ এর সাক্ষাত পাবে, সে যেটাকে আগুন দেখবে, তা যেন পান করে, তাহলেই সে পানি পাবে। আবু মাস'উদ আল-বদ্‌রী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি।

٤٣١٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبًا كَافِرٌ.

৪৩১৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : প্রত্যেক প্রেরিত নবীই তাঁর উম্মতদের মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রাখো, সে হবে কানা, আর তোমাদের মহান রব তো কানা নন্। আর তার দু'চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে।

٤٣١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ

ك ف ر.

৪৩১৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না-মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার- শো'বা (র) সূত্র ك (কাফ), ف (ফা), ر (রা) এভাবে উল্লেখ আছে।

٤٣١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

৪৩১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উপরে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যেক মুসলমান তা (কাফের লেখাটি) পড়তে পারবে।

٤٣١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ هٰكَذَا قَالَ.

৪৩১৯। আবুদ-দাহমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কেউ দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনলে সে যেনো তার থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহর শপথ! যে কোনো ব্যক্তি তার কাছে এলে সে অবশ্যই মনে করবে যে, সে ঈমানদার। অতঃপর সে তার দ্বারা তার মধ্যে জাগরিত সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করবে। তিনি এরূপই বলেছেন।

٤٣٢٠- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتّٰى خَشِيْتُ أَنْ لاَ تَعْقِلُوْا إِنَّ مَسِيْحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلاَ جَحْرَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوْا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ وَلِيَ الْقَضَاءَ.

৪৩২০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লোকজনের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে বহুবার বর্ণনা করেছি এজন্য যে, আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? নিশ্চয়ই মসীহে দাজ্জাল হবে বেঁটে, মুরগীর পাবিশিষ্ট ও কুঞ্চিত কেশধারী, এক চোখবিশিষ্ট আলোহীন এক চোখধারী যা বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোঠরাগতও নয়। যদি তোমাদের কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখো, তোমাদের রব্ অন্ধ নন্। আবু দাউদ (র) বলেন, আমর ইবনুল আসওয়াদ (র) বিচারক হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন।

٤٣٢١- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ. قُلْنَا وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ هذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لاَ اُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.

৪৩২১। আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন: আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয় তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় যদি সে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি হবে নিজ থেকে তার প্রতিপক্ষ। আর আল্লাহ হবেন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পক্ষের দায়িত্বশীল। তোমাদের মাঝে যে কেউ তাকে পাবে, সে যেনো সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে; কেননা এটাই হবে ফেতনা থেকে তার নিরাপত্তার প্রধান মাধ্যম। আমরা জিজ্ঞেস

করলাম, সে পৃথিবীতে কতো দিন অবস্থান করবে? তিনি বললেন: চল্লিশ দিন। একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান ও একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের (সাধারণ) দিনগুলোর সমান। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটা এক বছরের সমান হবে, সে দিনে একদিন ও এক রাতের নামায (পাঁচ ওয়াক্ত) কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: না, তোমরা অনুমান করে দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করবে (তদনুসারে নামায পড়বে)। অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম দামেশকের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং 'লুদ্দ' নামক স্থানের দ্বারপ্রান্তে দাজ্জালকে কাবুতে পাবেন এবং হত্যা করবেন।

٤٣٢٢- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

৪৩২২। আবু উমামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। আর এর অনুরূপ অর্থে নামাযের উল্লেখ করেন।

٤٣٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ.

৪৩২৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে (পড়বে), সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিস্কৃতি পাবে। আবু দাউদ (র) বলেন, হিশাম আদ-দাস্তাওয়াঈ কাতাদার সূত্রে এরূপই বলেছেন; কিন্তু তিনি একথাটি এরূপ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের শেষের কয়েকটি আয়াত হেফাযত করবে (পড়বে), আর শো'বা বলেছেন, যে কাহফের শেষাংশ মুখস্ত রাখবে (পড়বে সে নাজাত পাবে)।

٤٣٢٤- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَعْنِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ

رَأَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الاسْلاَمَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ.

৪৩২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার ও তাঁর অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস্ সালামের মাঝে কোনো নবী নেই। আর তিনি তো অবতীর্ণ হবেন। তোমরা তাঁকে দেখে এভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি মাঝারি উচ্চতার, লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি অর্থাৎ দুধে আল্‌তা তাঁর দেহের রং হবে এবং তাঁর মাথার চুল ভিজা না থাকলেও মনে হবে চুল থেকে যেনো বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন ও জিযিয়া রহিত করবেন। আল্লাহ ইসলাম ছাড়া তাঁর যুগের সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি (ঈসা আ) পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযা পড়বে।

بَابٌ فِيْ خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ জাসসাস প্রসঙ্গে বর্ণনা

٤٣٢٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الاخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ حَبَسَنِيْ حَدِيْثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيْهِ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِيْ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ اذْهَبْ إِلى ذلِكَ الْقَصْرِ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِي الأَغْلاَلِ يَنْزُوْ فِيْمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا الدَّجَّالُ خَرَجَ نَبِيُّ الأُمِّيِّيْنَ بَعْدُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ أَطَاعُوْهُ أَمْ عَصَوْهُ قُلْتُ بَلْ أَطَاعُوْهُ قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ.

৪৩২৫। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়তে বিলম্ব করলেন। অতঃপর (ঘর থেকে) বের হয়ে এসে তিনি বলেন: তামীম আদ-দারী আমার নিকট যে ঘটনা বর্ণনা করেছে সেটিই আমাকে আটকে রেখেছে। সে সমুদ্রের উপদ্বীপের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আমাকে বলেছে, হঠাৎ আমি একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম যে, সে তার চুল টানছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বললো, আমি জাসসাসা, গুপ্তচর, তুমি ওই প্রাসাদে যাও। অতঃপর আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, জনৈক ব্যক্তি তার কুঞ্চিত কেশ টানছে, সে মযবুত শিকলে বাঁধা অবস্থায় আকাশ ও যমীনের মাঝখানে ছট্ফট করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বললো, আমি তো দাজ্জাল। নিরক্ষরদের নবী এখন আবির্ভূত হয়েছেন কি? আমি বললাম, হাঁ। সে বললো, লোকেরা তাঁকে মান্য করছে না, অমান্য করছে? আমি বললাম, তারা বরং মান্য করছে। সে বললো, এটাই তাদের জন্য কল্যাণকর।

٤٣٢٦- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِىْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِىُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ إِنِّىْ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلاَ رَغْبَةٍ وَلٰكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيْمًا الدَّارِىَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِىْ حَدِيْثًا وَافَقَ الَّذِىْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِىْ أَنَّهُ رَكِبَ فِىْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِيْنَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِى الْبَحْرِ وَأَرْفَئُوْا إِلٰى جَزِيْرَةٍ حِيْنَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوْا فِىْ أَقْرَبِ السَّفِيْنَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيْرَةُ الشَّعْرِ. قَالُوْا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوْا إِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ فِىْ هٰذَا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلٰى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ. قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتّٰى دَخَلْنَا

الدَّيْرَ فَإِذَا فِيْهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا مَجْمُوْعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ. قَالَ إِنِّيْ أَنَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ وَإِنَّهُ يُوْشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِيْ بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَرَّتَيْنِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. قَالَتْ حَفِظْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৩২৬। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করছে যে, নামাযের জন্য সমবেত হও। অতএব আমি বের হয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে হাসতে মিম্বারে উঠে বসে বললেন: প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে থাকো। পুনরায় বললেন: তোমরা কি জানো, কেনো আমি তোমাদের একত্র করেছি? উপস্থিত সকলেই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন: কোনো ভয়-ভীতি বা কোনো কাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য আমি তোমাদের সমবেত করিনি; বরং তোমাদের একত্র করেছি এজন্যে যে, তামীম আদ-দারী খৃস্টান ছিল। সে এসে বাইআত করে মুসলমান হয়েছে, আর আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে এরূপ একটি ঘটনা শুনিয়েছে, আমি তোমাদের কাছে সে সম্পর্কে যা বলেছি, তারই অনুরূপ। সে বলেছে যে, একদা সে 'লাখ্‌ম ও জুযাম' গোত্রের তিরিশজন লোকের সাথে সমুদ্রযানে ভ্রমণ করছিল। এসময় সমুদ্র তরঙ্গ তাদের নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলাধূলা করে (ঝড়ের কবলে পড়ে) সূর্যাস্তের সময় উপকূলের দ্বীপে ভিড়িয়ে দেয়। অতঃপর তারা জাহাজের কাছেই কতোক্ষণ বসে থেকে দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে। সেখানে তারা ঘন-লম্বা লোমবিশিষ্ট এক জন্তুর সাক্ষাত পেয়ে বললো, তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি (বা কে)? সে বললো, আমি জাসসাসা, তোমরা এই মন্দিরের লোকটির কাছে যাও, কেননা সে তোমাদের খবরের প্রতি খুবই আগ্রহী। তিনি (তামীম) বলেন, যখন সে একটি লোকের নাম বলে দিলো, তখন সে পিশাচী শয়তান কিনা এই ভয়ে ভীত হয়ে আমরা দ্রুতগতিতে চলতে লাগলাম। অতঃপর মন্দিরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম বিরাট বপুর অধিকারী এক ব্যক্তি, সেরূপ মযবুত গড়ন এবং কঠিন ও কদাকার আকৃতির লোক ইতিপূর্বে আমরা আর কখনো দেখিনি। তার দু'টি হাত ঘাড়ের সাথে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যে, সে তাদের কাছে 'বাইসান'-এর খেজুর বাগান ও যুগার ঝর্না সম্পর্কে, আর উম্মী (নিরক্ষর) নবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে বললো, আমিই মসীহ (দাজ্জাল)।

অনতিবিলম্বে আমাকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সেটা নিশ্চয়ই বাহ্‌রে শাম অথবা ইয়ামন সাগরে হবে, না বরং সেটা প্রাচ্যের দিকে হবে। এই কথা তিনি দু'বার বলেন এবং পূর্ব দিকে ইশারা করে দেখান। তিনি (ফাতেমা) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে মুখস্ত করেছি। আর হাদীস এই ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ এ হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ আছে। আগ্রহী পাঠকগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ডে 'তামীম দারী' (রা) নিবন্ধটি পাঠ করতে পারেন (সম্পাদক)।

٤٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ ذَكَرَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مِسْوَرٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ.

৪৩২৭। আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়ে মিম্বারে উঠলেন। এ দিনের পূর্বে তিনি জুমুআর দিন ছাড়া অন্য কোনো সময় তাতে উঠেননি। অতঃপর তিনি (রাবী) উপরের ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে সুদ্‌রান বসরী, ইবনে মেসওয়ারের সাথে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে। তিনি (তামীম দারী) ব্যতীত আর কেউ নিরাপদে ফিরে আসতে পারেনি।

٤٣٢٨- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّهُ بَيْنَمَا أُنَاسٌ يَسِيْرُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَنَفِدَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيْرَةٌ فَخَرَجُوْا يُرِيْدُوْنَ الْخُبْزَ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ فَقُلْتُ لأَبِيْ سَلَمَةَ وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَ امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسِهَا قَالَتْ فِيْ هٰذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. وَسَأَلَ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ. قَالَ هُوَ الْمَسِيْحُ فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ إِنَّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ شَيْئًا مَا

حَفِظْتُهُ. قَالَ شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَائِدٍ. قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ. قَالَ وَإِنْ مَاتَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ. قَالَ وَإِنْ أَسْلَمَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ.

৪৩২৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে বলেন: একদা কিছু সংখ্যক লোক সমুদ্র ভ্রমণ করছিল। এ সময় তাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে একটি দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হলো। পরে তারা রুটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো এবং গোয়েন্দার (জাসসাসার) সাক্ষাত মিললো। আমি (ওলীদ) আবু সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জাসসাসা' কি? তিনি বললেন, একটি নারী, যে তার দেহের ও মাথার চুল টেনে বেড়ায়। সে বললো, ওই দালানে যাও। অতঃপর উপরে বর্ণিত হাদীস বলেন। আর সে (দালানের লোকটি অর্থাৎ দাজ্জাল) 'নাখ্‌লে বাইসান' ও 'আইনে যুগার' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি (সা) বলেন, সে লোকটিই মসীহ দজ্জাল। অতঃপর ইবনে আবু সালামা আমাকে (ওলীদকে) বলেন, নিশ্চয়ই এই হাদীসের কিছু অংশ আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। তিনি বলেন, জাবের (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, সে-ই ইবনে সায়েদ। আমি বললাম, সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, যদিও সে মারা গিয়ে থাকে। আমি বললাম, সে তো মুসলমান হয়েছিল। তিনি বললেন, যদিও সে মুসলমান হয়েছিল। আমি বললাম, সে তো মদীনায় প্রবেশ করেছিল। তিনি বললেন, যদিও সে মদীনায় প্রবেশ করেছিল।

بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ ইবনে সায়েদের ঘটনা প্রসঙ্গে

٤٣٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَائِدٍ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَائِدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ

وَرُسُلِهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً وَخَبَّأَ لَهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ يَعْنِي الدَّجَّالَ وَإِنْ لاَ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ فِي قَتْلِهِ.

৪৩২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবীসহ ইবনে সায়েদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সাথে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। এ সময় সে (ইবনে সায়েদ) কয়েকজন বালকের সাথে 'মাগালা' গোত্রের দুর্গের পাশে খেলাধুলা করছিল। সেও ছিল বালক বয়সী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে তার পিঠ স্পর্শ করার পূর্ব পর্যন্ত সে কিছুই টের পায়নি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: আমি যে রাসূলুল্লাহ, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও? তিনি (রাবী) বলেন, ইবনে সায়েদ তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিরক্ষরদের নবী। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কাছে কি আসে? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদীও আসে, মিথ্যাবাদীও আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তোমার ব্যাপারটা ঘোলাটে হয়ে গেলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন রেখেছি। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তার জন্য গোপন রেখেছিলেন : "যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে যাবে" (সূরা দুখান : ১০)। ইবনে সায়্যাদ বললো, সেটা ধোঁয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: দূর হ! তুমি তোমার অনুমান থেকে কখনো অগ্রসর হতে পারবে না। উমার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আমি এর ঘাড়ে আঘাত হানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এ যদি সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তবে তুমি তার অর্থাৎ দাজ্জালের উপর শক্তি খাটিয়েও কাবু করতে পারবে না; আর যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করায় কোন কল্যাণ নেই।

٤٣٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ

الرَّحْمنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ وَاللّهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ.

৪৩৩০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, ইবনে সায়্যাদই যে মসীহে দাজ্জাল, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

٤٣٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَحْلِفُ بِاللّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ فَقُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّهِ فَقَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ بِاللّهِ تَعَالَى عَلَى ذلِكَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৩১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখলাম, আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলেছেন যে, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর শপথ করছেন! তিনি বললেন, আমি উমারকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ ব্যাপারে আল্লাহর শপথ করতে শুনেছি; অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অস্বীকার করেননি।

٤٣٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

৪৩৩২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে সায়্যাদকে 'হাররা'র যুদ্ধের দিন হারিয়ে ফেলেছি।

টীকা : মদীনার একটি পাথরময় মাঠ। এখানে ইয়াযীদের সেনাবাহিনী অনেক নিরস্ত্র সাহাবীকে হত্যা করে। হাদীসে যুদ্ধের সেই দিনের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে এখানে শহর গড়ে উঠেছে (সম্পাদক)।

٤٣٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُوْنَ دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّهِ تَعَالَى.

৪৩৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিরিশ সংখ্যক দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে মহান আল্লাহর রাসূল।

٤٣٣٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلاَثُوْنَ كَذَّابًا دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى رَسُوْلِهِ.

৪৩৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিরিশ মিথ্যাবাদী দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করবে।

٤٣٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَتُرٰى هٰذَا مِنْهُمْ يَعْنِي الْمُخْتَارَ قَالَ عَبِيْدَةُ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرُّءُوْسِ.

৪৩৩৫। ইবরাহীম আন-নাখাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবীদা আস-সালমানীর সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আমি আবীদা আস-সালমানীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মনে করেন যে, সে ওসবদের অর্থাৎ আল-মুখতার (ইবনে আবু উবায়েদ আছ-ছাকাফী) অন্তর্ভুক্ত? আবীদা বলেন, সে তো নেতৃস্থানীয় দাজ্জালদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা : যুবক ইবনুস-সাইদ বা ইবনে সায়্যাদ দাজ্জাল হতে পারে এরূপ একটা সন্দেহ রাসূলুল্লাহ (সা) তার সম্পর্কে করেছেন এবং কোনো কোনো সাহাবীও, যদিও তিনি তা ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কা'বা শরীফে হজ্জ করেছেন, মসজিদে নববীতে নামায পড়েছেন এবং তার মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) তার জানাযা পড়েছেন। তারপরও তার জীবদ্দশা পর্যন্ত তার সম্পর্কে সাহাবীগণের একটা বিরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল (অনুবাদক)।

بَابُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ আমর ও নাহী (আদেশ ও নিষেধ)

٤٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَا هٰذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا

تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذلكَ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذلكَ ضَرَبَ اللّهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ. إِلى قَوْلِهِ فسِقُوْنَ. ثُمَّ قَالَ كَلاَّ وَاللّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلى يَدَى الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

৪৩৩৬। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বনী ইসরাঈলের সমাজে সর্বপ্রথম এভাবে ত্রুটি ঢুকেছে: তাদের কোন ব্যক্তি অপরজনের সাক্ষাতে বলতো, এই যে! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং যা কিছু (অন্যায়) করছো, তা পরিত্যাগ করো। কেননা এগুলো করা তোমার জন্য বৈধ নয়। পরের দিন আবার তার সাথে সাক্ষাত হলে তার অপকর্ম তার সাথে একত্রে পানাহার করতে ও মেলামেশা করতে তাকে বিরত রাখতো না (অর্থাৎ সে যদিও অন্যায়ে লিপ্ত, তবুও তাকে আর একাজ থেকে বারণ করতো না)। যখন তাদের অবস্থা এরূপ হলো, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে একাকার করে দিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন: "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল... ফাসিকূন" (পাপাচারী) পর্যন্ত (সূরা মাইদা : ৭৮-৮১)। পুনরায় তিনি বলেন: কখনো নয়, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে এবং অবশ্যই যালেমের দুই হাত ধরে তাকে সৎপথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে এবং সত্যের উপর অবিচল থাকতে বাধ্য করবে।

٤٣٣٧- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ الْحَنَّاطُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. زَادَ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ. وَرَوَاهُ خَالِدُ الطَّحَّانُ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ.

৪৩৩৭। ইবনে মাস'উদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত

হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে: অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে একাকার করে দিবেন, অতঃপর তোমাদের অভিসম্পাতে করবেন, যেমন তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।

٤٣٣٨- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ الْمَعْنَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُوْنَ هذهِ الايَةَ وَتَضَعُوْنَهَا عَلى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَّعُمَّهُمَ اللّهُ بِعِقَابٍ. وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ هُشَيْمٍ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلى أَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْا إِلاَّ يُوْشِكُ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُوْ أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ. قَالَ شُعْبَةُ فِيْهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَّعْمَلُهُ.

৪৩৩৮। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আল্লাহর হাম্‌দ ও সানার (প্রশংসা ও গুণগান) করার পর বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা তো এই আয়াত পড়ে থাকো কিন্তু একে যথাস্থানে প্রয়োগ করো না। আল্লাহর বাণী : "তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মাইদা : ১০৫)। তিনি খালিদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: মানুষ যখন দেখতে পায় যে, কোনো যালেম যুলুম করছে অথচ সে তার দু'হাত চেপে ধরে না (অর্থাৎ যুলুম বন্ধ করতে বাধ্য করে না) অবিলম্বে আল্লাহ তাদের সবাইকে শাস্তি দিবেন। আর আমর (র) হুশায়েম থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যায়-অপরাধ ও পাপ কাজ হতে থাকে, এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের আছে, অথচ বন্ধ করছে না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সবাইকে চরম শাস্তি দিবেন। আবু দাউদ (র) বলেন, খালিদ, আবু উসামা ও একদল রাবী যেরূপ বলেছেন, এরূপ বর্ণনা তিনি করেছেন। এ বর্ণনায় শো'বা বলেন, "যে সম্প্রদায়ে অন্যায়-অপরাধ চলতে থাকে, আর অন্যায়কারীদের চাইতে তাদের সংখ্যা বেশী হলে"।

٤٣٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ أَظُنُّهُ

عَنِ ابْنِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوْا إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوْتُوْا.

৪৩৩৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: কোনো ব্যক্তি কোনো জাতির মধ্যে বাস করছে যাদের মাঝে পাপাচার হচ্ছে, তারা সেই পাপাচার প্রতিরোধে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা প্রতিরোধ করছে না, তাহলে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাদের চরম শাস্তি দিবেন।

٤٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ وَفَّاهُ ابْنُ الْعَلاَءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

৪৩৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: কেউ কোনো অন্যায় হতে দেখলে, সে হাতের (ক্ষমতা) সাহায্যে তা দমন করতে সক্ষম, তাহলে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা যেনো প্রতিরোধ করে। 'হান্নাদ' এ হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করেননি। তবে ইবনুল আলা তা পূর্ণ করছেন। তা হলো—যদি হাতের দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে জিহ্বা দ্বারা, আর যদি জিহ্বা দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে অন্তর দ্বারা (পরিকল্পনা করবে), আর সেটাই দুর্বলতর ঈমান।

٤٣٤١- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذِهِ الآيَةِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ. قَالَ أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيْرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَعْنِيْ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ فِيْهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلَ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ. وَزَادَنِيْ غَيْرُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ. قَالَ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ.

৪৩৪১। আবু উমাইয়া আশ-শা'বানী (র) বলেন, আমি আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ সা'লাবা! আপনি এই আয়াত 'আলাইকুম আনফুসাকুম' (৫ : ১০৫) সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি এ ব্যাপারে অবহিত ব্যক্তিকেই প্রশ্ন করেছেন। আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন: তোমরা বরং পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখো। এমনকি যখন দেখবে যে, কৃপণের আনুগত্য করা হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তিতাড়িতকে অনুসরণ করা হচ্ছে ও পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছে, তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং জনগণ যা করছে তা ত্যাগ করো। কেননা তোমাদের সামনে এরূপ যুগ আসছে, যখন ধৈর্য ধারণ করা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখার মতো কষ্টকর হবে। এ সময় যথার্থ কাজ সম্পাদনকারীকে তার অনুরূপ পঞ্চাশজনের সমান পুরস্কার দেয়া হবে। অপর বর্ণনায় আরো আছে : শ্রোতা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে কি সেই সময়কার পঞ্চাশজনের সমান বিনিময় দেয়া হবে? তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব দেয়া হবে।

٤٣٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ أَبِيْ حَازِمٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ أَوْ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوْا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ تَأْخُذُوْنَ مَا تَعْرِفُوْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَتُقْبِلُوْنَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ أَمْرَ

عَامَّتِكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

৪৩৪২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরূপ একটি যুগ সম্পর্কে তোমরা কি মনে করো? অথবা তিনি বলেন: অচিরেই এমন একটি যুগ আসবে, যখন মানুষকে চালুনির ন্যায় চালা হবে এবং তাতে নিকৃষ্ট মানুষ অবশিষ্ট থাকবে। তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার ও আমানতসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে আর অনৈক্য দেখা দিবে, অতঃপর এরূপ হয়ে যাবে। এই বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলসমূহ একটা আরেকটার ভেতরে ঢুকিয়ে দেখালেন। উপস্থিত লোকেরা বললো, আমরা তাহলে কি করবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: যেগুলো সম্বন্ধে সঠিক বলে জানো, সেগুলো গ্রহণ করবে; আর যেগুলো জানো না, সেগুলো পরিত্যাগ করবে। বিশেষভাবে তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করো এবং সাধারণের চিন্তা ত্যাগ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) নবী (সা) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٣٤٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذٰلِكَ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ قَالَ اَلْزَمْ بَيْتَكَ وَاَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَلَيْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

৪৩৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফেতনার আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন: তোমরা যখন দেখবে যে, মানুষের ওয়াদা-অঙ্গীকার নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানতদারী কমে গেছে, আর তারা এরূপ হয়ে গেছে- এই বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে মিলালেন। রাবী বলেন, একথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আমাকে আপনার (আদেশ মানার) জন্যে উৎসর্গিত করুন! আমি তখন কি করবো? তিনি বললেন: তুমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তোমার ঘরে অবস্থান করো, আর তোমার রসনা সংযত রাখো; আর যা জানাশুনা আছে তাই

গ্রহণ করো এবং অজানাকে পরিত্যাগ করো। আর তোমার নিজের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হও এবং সাধারণের ব্যাপার সম্পর্কে বিরত থাকো।

٤٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ.

৪৩৪৪। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: স্বৈরাচারী বাদশা অথবা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা সবচাইতে উত্তম জিহাদ।

٤٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ ابْنُ زِيَادِ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

৪৩৪৫। আল-উরস ইবনে উমায়রা আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো স্থানে যখন অন্যায়-অপরাধ করা হয়, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হলো বা তা অপছন্দ করলো, সে অনুপস্থিতদের মতই অর্থাৎ তার গুনাহ্ হবে না। আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজের স্থান থেকে অনুপস্থিত থেকেও তাতে সন্তুষ্ট থাকলো, তাহলে সে অন্যায়ে উপস্থিতদের শামিল হলো।

٤٣٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا.

৪৩৪৬। আদী ইবনে আদী (র) থেকে বর্ণিত। এ সনদেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস উক্ত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন: যে ব্যক্তি অন্যায়ের কাছে উপস্থিত থেকেও তা অপছন্দ করলো, সে অনুপস্থিতের মতোই।

٤٣٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَّهْلِكَ النَّاسُ حَتّٰى يَعْذِرُوْا أَوْ يُعْذِرُوْا مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

৪৩৪৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মানুষের ব্যক্তিগত পাপাচার ব্যাপকাকার ধারণ না করা পর্যন্ত এবং তাদের কোন ওজর-আপত্তি পেশের সুযোগ থাকা পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবে না।

بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া

٤٣٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِىْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَإِنَّ عَلٰى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِىْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ هٰذِهِ الأَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الأَرْضِ يُرِيْدُ أَنْ يَنْخَرِمَ ذٰلِكَ الْقَرْنُ.

৪৩৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষভাগে এক রাতে আমাদের সাথে নিয়ে এশার নামায পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: তোমরা আজকের এই রাতটি দেখতে পাচ্ছো তো? নিশ্চয়ই আজ থেকে এক শতাব্দীর মাথায় (শেষে) বর্তমান পৃথিবীতে বসবাসরত কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যে লোকদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলো

'এক শত বছর' সংক্রান্ত যেসব হাদীস তারা বর্ণনা করেন তাকে কেন্দ্র করে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যারা এখন পৃথিবীতে বেঁচে আছে তাদের কেউ শত বছর পর জীবিত থাকবে না। তিনি এই কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে (এবং নতুন শতাব্দী শুরু হবে)।

٤٣٤٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُعْجِزَ اللّهُ هذهِ الأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ.

৪৩৪৯। আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দিনের অর্ধেক সময়ের মধ্যে এই উম্মতের হিসাব নিয়ে ফয়সালা করতে আল্লাহ মোটেই অক্ষম নন।

٤٣٥٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ. قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ.

৪৩৫০। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নিশ্চয়ই আমি দৃঢ়ভাবে এ কামনা করতে পারি যে, আমার উম্মত তার রবের কাছে মাত্র অর্ধদিনের অবকাশে (হিসাব দিতে) মোটেই অক্ষম হবে না। সা'দ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, অর্ধদিন সৌর বৎসরের কতো দিনের সমান হবে? তিনি বললেন, পাঁচ শত বছরের সমান।

অধ্যায় : ৩৮

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

(সুনির্দিষ্ট অপরাধ ও তার সুনির্দিষ্ট শাস্তি)

بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ ارْتَدَّ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মুরতাদ সম্পর্কে বিধান

٤٣٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلاَمِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ اَكُنْ لأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ وَيْحَ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৪৩৫১। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) কিছু সংখ্যক ইসলামত্যাগীকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেন। ইবনে আব্বাস (রা) তা জানতে পেরে বলেন, আমি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী অনুসরণ করে এদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা কাউকে আল্লাহর শাস্তির উপকরণ দ্বারা শাস্তি দিও না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য মোতাবেক এদের মৃত্যুদণ্ড দিতাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম (ইসলাম) পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা করো। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এ হাদীস শুনে আলী (রা) বলেন, আহ! ইবনে আব্বাস (রা) সত্য বলেছেন।

টীকা ঃ 'হুদূদ' শব্দ হাদ্দ-এর বহুবচন। এর অর্থ, চতু:সীমা, প্রতিবন্ধক, প্রান্তভাগ, বাধা-বন্ধন ইত্যাদি। কুরআনের বহু স্থানে এর উল্লেখ আছে। সেগুলো দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা বুঝানো হয়েছে। ইসলামী আইনে কতোগুলো নির্দিষ্ট অপরাধকে 'হুদূদ' শিরোনামাধীনে আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব অপরাধের শাস্তিও কুরআন-হাদীস দ্বারা সুনির্ধারিত। যেমন ধর্মত্যাগ, যেনা, যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ, চুরি, ডাকাতি, সশস্ত্র বিদ্রোহ, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি। এসব অপরাধ ও এগুলোর শাস্তিকে একবাক্যে 'হুদূদ' বলা হয় (সম্পাদক)।

٤٣٥٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلاَّ بِإِحْدٰى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

৪৩৫২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তার রক্তপাত করা অর্থাৎ তাকে হত্যা করা বৈধ নয়– যদি না সে তিনটি অপরাধের মধ্যে কোনও একটি করে থাকে: (১) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে; (২) কেউ কাউকে হত্যা করলে; তার বিনিময়ে হত্যা অর্থাৎ কিসাস ও (৩) সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারী ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)।

٤٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلاَّ فِيْ إِحْدٰى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفٰى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

৪৩৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে কোন মুসলমান ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল, তাকে হত্যা করা বৈধ নয় তিনটি অপরাধের যে কোন একটিতে লিপ্ত না হলে : (১) বিবাহের পর কেউ যেনা করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে, (২) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে অথবা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হবে অথবা তাকে দেশ থেকে নির্বাসন (বা কারাদণ্ড) দেয়া হবে, (৩) আর কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে কেসাসস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে।

٤٣٥٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُوْ مُوْسٰى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيْ

رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَّمِيْنِي وَالاخَرُ عَنْ يَّسَارِيْ فَكِلاَهُمَا سَأَلاَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا مُوْسى أَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِيْ عَلى مَا فِيْ أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَالَ وَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. قَالَ لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوْسى أَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ أَنْزِلْ وَأَلْقى لَهُ وَسَادَةً فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ. قَالَ مَا هذَا قَالَ هذَا كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِيْنَهُ دِيْنَ السَّوْءِ. قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ. قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ. قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُوْمُ أَوْ أَقُوْمُ وَأَنَامُ وَأَرْجُوْ فِيْ نَوْمَتِيْ مَا أَرْجُوْ فِيْ قَوْمَتِيْ.

৪৩৫৪। আবু বুরদা (র) বলেন, আবু মূসা (রা) বলেছেন, আমি আশ্‌আরী গোত্রের দু'জন লোককে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তাদের একজন আমার ডানপাশে এবং অপরজন বামপাশে ছিল। তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চাকুরী প্রার্থনা করলো। তিনি নীরব রইলেন। অতঃপর তিনি বললেন: হে আবু মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! তুমি কি বলো? আমি বললাম, সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! এরা এদের মনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেনি এবং আমি জানতাম না যে, তারা চাকুরী প্রার্থনা করবে। তিনি (আবু মূসা) বলেন, আমি তাঁর ঠোঁটের নীচে মেস্‌ওয়াকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তা যেন ফুলে আছে। তিনি বললেন: যে ব্যক্তি সরকারী পদে নিয়োগের প্রার্থনা করে আমরা তাকে কখনো তাতে নিয়োগ করি না। তুমি বরং চলে যাও হে আবু মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস। অতঃপর তিনি তাকে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন এবং তার পরে মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে পাঠান। রাবী বলেন, মু'আয (রা) তার কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, নেমে আসুন এবং তার জন্যে একটা বালিশ (বিছানা) পেতে দিলেন। তার কাছে ছিল একটা বাঁধা লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে?

তিনি বললেন, লোকটা ছিল ইহুদী, পরে ইসলাম গ্রহণ করে, পরে আবারো সে তার খারাপ ধর্মে ফিরে যায়। তিনি (মু'আয) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা মোতাবেক তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসবো না। তিনি বলেন, হাঁ, আপনি বসুন। মু'আয (রা) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মোতাবেক তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ততক্ষণ আমি বসবো না। একথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তার হুকুমে তাকে হত্যা করা হয়। পরে তারা দু'জন রাত জেগে ইবাদত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তাদের একজন মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি তো রাতে ঘুমাই ও জেগে ইবাদতও করি, অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদতও করি, ঘুমাই এবং ইবাদতের মধ্যে আমি (আল্লাহর কাছে) যা কামনা করি, ঘুমের মধ্যেও তাই কামনা করি।

٤٣٥٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ يَعْنِيْ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحيى وَبُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسى قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُوْدِيًا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لاَ أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِيْ حَتّى يُقْتَلَ فَقُتِلَ. قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيْبَ قَبْلَ ذلِكَ.

৪৩৫৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে অবস্থানকালে মু'আয (রা) একদা আমার কাছে এলেন। একটি লোক ইহুদী ছিল, সে মুসলমান হয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে যায়। মু'আয (রা) এসে বলেন, একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি আমার জন্তুযান থেকে অবতরণ করবো না। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। তালহা ও বুরায়দা এতদুভয়ের একজন বলেন, হত্যা করার পূর্বে তাকে (তওবা করে) ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

٤٣٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بِهذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأُتِيَ أَبُوْ مُوْسى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَدَعَاهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبى فَضُرِبَ عُنُقُهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرِ الاِسْتِتَابَةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ مُوْسى لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الاِسْتِتَابَةَ.

৪৩৫৬। একই ঘটনা প্রসঙ্গে আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আবু

মূসার কাছে ইসলাম ধর্মত্যাগী একটি লোককে (ধরে) নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে বিশ দিন অথবা এর কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানান। অতঃপর মু'আয (রা) এসেও তাকে (ফিরে আসতে) আহ্বান জানান; কিন্তু সে অস্বীকার করে। সুতরাং তাকে হত্যা করা হয়। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু বুরদা থেকে আবদুল মালেক ইবনে উমায়েরের বর্ণিত হাদীসে 'ইসলামে ফিরে আসার' কথা উল্লেখ করেননি। আর ইবনে ফুদায়েল শায়বানীর সূত্রে সা'ঈদ ইবনে আবু বুরদা- তার পিতা- আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেন; তাতেও 'ইসলামে ফিরে আসার' জন্য আহ্বান করার কথা উল্লেখ করেননি।

٤٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتَتَابَهُ.

৪৩৫৭। উপরের ঘটনা প্রসঙ্গে কাসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তিনি (মু'আয) অবতরণ করেননি। আর তাকে ইসলামে ফিরে আসার আহ্বানও করা হয়নি।

٤٣٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى السَّرْحِ يَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবুস সারহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ওহী) লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে এবং সে কাফেরদের সাথে মিশে যায় (ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে)। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু উসমান ইবনে আফফান (রা) তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

٤٣٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ زَعَمَ السُّدِّىُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَأْبٰى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ يَقُوْمُ إِلٰى هٰذَا حِيْنَ رَاٰنِىْ كَفَفْتُ يَدَىَّ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوْا مَا نَدْرِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا فِىْ نَفْسِكَ أَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لِنَبِىٍّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ.

৪৩৫৯। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবু সারহ উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আত্মগোপন করে। তিনি তাকে নিয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহকে বাই'আত করুন। তিনি (নবী সা) মাথা উঠিয়ে তিনবার তার দিকে তাকান এবং প্রতিবারই বাই'আত করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনবারের পর তাকে বাই'আত করেন। অতঃপর তিনি সাহাবাদের দিকে ফিরে বলেন: তোমাদের মধ্যে কি সঠিক নির্দেশ উপলব্ধি করার মতো কেউ ছিলো না যে, এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতো, আর যখন দেখতো আমি তার বাই'আত গ্রহণ না করার জন্য হাত গুটিয়ে নিচ্ছি, তখন সে তাকে হত্যা করতো? সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার মনের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারিনি। আপনি কেন আমাদের চোখ দিয়ে ইশারা করলেন না? তিনি বললেন: কোন নবীর পক্ষে চোখের খেয়ানতকারী হওয়া শোভা পায় না।

٤٣٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

৪৩৬০। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: ক্রীতদাস ভেগে গিয়ে যদি মুশরিক হয়ে যায়, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ।

بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَنْ سَبَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে তার সম্পর্কিত বিধান

٤٣٦١- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الْخُتَّلِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ

عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتِمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قَامَ قَالَ فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَلِيَ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ اشْهَدُوا إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.

৪৩৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক অন্ধ লোকের একটি 'উম্মে ওয়ালাদ' ক্রীতদাসী ছিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি করতো এবং তাঁর সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। সে (অন্ধ লোকটি) তাকে নিষেধ করতো; কিন্তু সে বিরত হয়নি। সে তাকে ভর্ৎসনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হয়নি। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, এক রাতে সে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতে লাগলো, সে একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু'পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো। ভোরবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বলেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি: যে ব্যক্তি একাজ করেছে, সে যদি না দাঁড়ায়, তবে তার উপর আমার অধিকার আছে। একথা শুনে অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। আমি নিষেধ করতাম; কিন্তু সে বিরত হতো না। আমি তাকে ধমকাতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতো না। তার গর্ভজাত

মুক্তার মতো আমার দু'টি ছেলে আছে, আর সে আমার খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। গত রাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেলো।

٤٣٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتّٰى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.

৪৩৬২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা ইহুদী নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি করতো এবং তাঁর সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে গলা টিপে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রক্ত নিষ্পল বলে ঘোষণা করেন।

٤٣٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِيْ بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِيْ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِيْ غَضَبَهُ فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ مَا الَّذِيْ قُلْتَ انِفًا قُلْتُ ائْذَنْ لِيْ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ أَكُنْتَ فَاعِلًا لَوْ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ يَزِيْدَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يَّقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الَّتِيْ قَالَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّقْتُلَ.

৪৩৬৩। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বকর (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি একটি লোকের প্রতি (তাঁকে গালি দেয়ার জন্যে) যারপরনাই ক্রোধান্বিত হলেন। আমি তাকে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফা! আমাকে অনুমতি দিন, তাকে হত্যা করি। তিনি (আবু বারযা) বলেন, আমার একথায় তার ক্রোধ দূর হয়ে যায়। তিনি উঠে বাড়ির ভেতরে চলে যান। অতঃপর তিনি লোক পাঠিয়ে (ভেতরে নিয়ে) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এইমাত্র কি বলেছ? আমি বললাম, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি যদি তোমাকে আদেশ করতাম, তুমি কি তাই করতে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, না, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে অন্য কোন মানবের এ অধিকার নেই।

আবু দাউদ (র) বলেন, এই মূল পাঠ রাবী ইয়াযীদের। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, অর্থাৎ নবী (সা) যে তিনটি অপরাধের কোনটিতে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার কথা বলেছেন– তাদের ব্যতীত অপর কাউকে হত্যা করা আবু বকরের জন্য বৈধ নয় : কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি যেনায় লিপ্ত হলে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যাকারী। তবে নবী (সা)-এর হত্যা করার কর্তৃত্ব ছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحَارَبَةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিদ্রোহ প্রসঙ্গে

٤٣٦٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَّشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوْا فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اٰثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتّٰى جِيْءَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِّرَ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ فَهٰؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

৪৩৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উকল অথবা উরায়না গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক (ইসলাম গ্রহণ করে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। মদীনায় বসবাস তাদের পক্ষে (স্বাস্থ্যগত ও আবহুওয়াগত কারণে) অনুপযোগী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (যাকাতের) উটের পালের নিকট যেতে বলেন এবং এগুলোর পেশাব ও দুধ পান করতে তাদের আদেশ দেন। অতএব তারা সেখানে চলে গেলো। পরে তারা সুস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করে এবং উট পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। দিনের প্রথম ভাগে এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পিছনে লোক পাঠান। উঠন্ত বেলায় তাদের ধরে নিয়ে আসা হয়। তাঁর আদেশে তাদের হাত-পা কাটা হয় এবং উত্তপ্ত শলাকা তাদের চোখে বিদ্ধ করে উত্তপ্ত রোধে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চাইলেও তা দেয়া হয়নি। আবু কিলাবা বলেন, এরা এমন একটি সম্প্রদায়, যারা চুরি করেছে, হত্যা করেছে, ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

٤٣٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ.

৪৩৬৫। আইউব (র) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। রাবী বলেন, তাঁর (নবী সা) আদেশে লৌহ শলাকা উত্তপ্ত করা হয় এবং তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়া হয় আর হাত-পা কেটে দেয়া হয় এবং তাদের রক্তপ্রবাহ বন্ধ করেননি।

টীকা ঃ অপরাধীদের হাত-পা-নাক-কান কাটাকে 'মুছ্লা' বলা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রকারের শাস্তি বাতিল করা হয়েছে। কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একাজ করেছেন এজন্যে যে, বিদ্রোহীরা উটের রাখালকে হাত-পা-নাক-কান কেটেছিল। কিসাস হিসেবে তিনিও তাদেরকে এরূপ শাস্তি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একবারই এ ধরনের শাস্তি দিয়েছেন (অনুবাদক)।

٤٣٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأُتِيَ بِهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.

৪৩৬৬। উপরে বর্ণিত হাদীসে আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুসন্ধানে পদচিহ্ন বিশারদ একদল লোক পাঠান। অতঃপর তাদের ধরে নিয়ে আসা হলো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ/বিদ্রোহ করে আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের একদিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্বাসিত (কারাগারে নিক্ষেপ) করা হবে। এটাই তাদের ইহকালের অপমান, আর পরকালে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে" (সূরা আল্-মাইদা ঃ ৩৩)।

٤٣٦٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ هذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَقَالَ فِى أَوَّلِهِ اسْتَاقُوا الإِبِلَ وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا.

৪৩৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কর্তন করা হয়। হাদীসের প্রথমাংশে তিনি বলেন, তারা উট ছিনতাই করে এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। আনাস (রা) আরো বলেন, আমি তাদের একজনকে পিপাসার যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে মাটি কামড়াতে দেখেছি। অবশেষে তারা মারা যায়।

٤٣٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ. زَادَ ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلاَفٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَسَلاَّمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرَا مِنْ خِلاَفٍ وَلَمْ أَجِدْ فِى حَدِيثِ أَحَدٍ قَطْعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلاَفٍ إِلاَّ فِى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

৪৩৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে উপরের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। এই রিওয়ায়াতে আরো আছে, অতঃপর তিনি 'মুস্লা' (অঙ্গহানি) নিষিদ্ধ করেন। এ বর্ণনায় 'বিপরীত দিক থেকে' কথাটুকুর উল্লেখ নেই। আনাস (রা) থেকে অন্যান্য রাবীগণও উক্ত বাক্যাংশটুকু উল্লেখ করেননি। আমি হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীস ব্যতীত আর কোন রাবীর হাদীসে 'বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কর্তন'-এর কথা পাইনি।

٤٣٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ

اللّهِ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَعْنِىْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أُنَاسًا أَغَارُوْا عَلٰى إِبِلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوْهَا وَارْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلَامِ وَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَأُخِذُوْا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. قَالَ وَنَزَلَتْ فِيْهِمْ اٰيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَهُمُ الَّذِيْنَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجَ حِيْنَ سَأَلَهُ.

৪৩৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট লুট করে নিয়ে যায় এবং ইসলাম ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ঈমানদার রাখালকে হত্যা করে। অতঃপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠান! তাদের ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেন এবং চোখ উপড়ে ফেলেন। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, এদের সম্পর্কে 'মুহারাবার' আয়াত (৫:৩৩) নাযিল হয়। হাজ্জাজ যখন আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি এদের সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٣٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَطَعَ الَّذِيْنَ سَرَقُوْا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللّهُ فِىْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللّهُ إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا.

৪৩৭০। আবুয-যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট চুরি করেছিল তিনি তাদের হাত-পা কাটলে এবং আগুন দিয়ে তাদের চোখ উৎপাটন করলে এজন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আয়াত নাযিল করেন : "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলীবিদ্ধ করা হবে,..." (সূরা আল-মাইদা ঃ ৩৩)।

٤٣٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدُ يَعْنِى حَدِيْثَ أَنَسٍ

৪৩৭১। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের ঘটনা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল।

٤٣٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُّقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذٰلِكَ أَنْ يُّقَامَ فِيْهِ الْحَدُّ الَّذِيْ أَصَابَ.

৪৩৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো: তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা যমীন থেকে নির্বাসিত (কারাগারে নিক্ষেপ) করা হবে। পার্থিব জীবনে এগুলো তাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু তাদের পাকড়াও করার পূর্বে তারা যদি তওবা করে (তবে শাস্তি দিও না)। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়" (সূরা আল্-মাইদা ঃ ৩৩-৩৪)- আয়াত দু'খানি মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে কেউ যদি তওবা করে ফিরে আসে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পূর্বে তার উপর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়নে কোন বাধা থাকবে না।

টীকা : এটি ইবনে আব্বাস (রা)-র ব্যক্তিগত অভিমত। অন্যথায় সকল মাযহাবের আলেমগণের অভিমত এই যে, কোন মুশরিক (প্রতিমা পূজারী) ডাকাতি করার পর ধরা পড়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করলে তার উপর উপরোক্ত শাস্তি প্রযোজ্য হবে না (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الْحَدِّ يَشْفَعُ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ হদ্দ মওকুফের জন্যে সুপারিশ করা

٤٣٧٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا يَعْنِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا وَمَنْ يَّجْتَرِئُ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالَى ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

৪৩৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মাখযূমী মহিলার চুরি সংক্রান্ত অপরাধ কুরাইশদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুললে তারা বললো, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে আলোচনা করবে? তারা বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ-ই এ প্রসঙ্গে (সুপারিশ করতে) কথা বলতে সাহস করতে পারে। অতঃপর (তাদের অনুরোধে) উসামা তাঁর কাছে একথা বলাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে উসামা! তুমি কি মহান আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ মওকুফের সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন: তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা এজন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যকার মর্যাদাশীল কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর তাদের দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়িত করতো। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি: মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কাটতাম।

٤٣٧٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيْهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ وَرَوَى مَسْعُوْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ سَرَقَتْ قَطِيْفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً

سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَسْتَعِيْرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَرَقَتْ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ اَلْحَدِيْثُ. وَقَالَ اسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَاسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ سَرَقَتْ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ نَحْوَهُ.

৪৩৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মাখযুমী মহিলা জিনিসপত্র ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার আদেশ প্রদান করেন... লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কেটে দেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ওয়াহ্‌ব এ হাদীস ইউনুসের সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করে বলেন (লাইস যেরূপ বলেছেন): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা বিজয়কালে জনৈকা মহিলা চুরি করে। লাইস ইউনুসের সূত্রে ইবনে শিহাব থেকে সনদসহ এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, জনৈকা মহিলা ধার নিতো। মাস'উদ ইবনুল আস্‌ওয়াদ নিজস্ব সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর সমার্থক হাদীস বর্ণনা করে বলেন: সে (নারীটি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে একটি মখমলের চাদর চুরি করে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবুয যুবায়ের (র) জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা নারী চুরি করে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যয়নব (রা)-র আশ্রয় চায়। হাদীসের বাকি অংশের বক্তব্যে ধার নেয়ার অথবা চুরি করার কথা উল্লেখ আছে।

٤٣٧٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ.

৪৩৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা উত্তম গুণাবলীর লোকদের পদস্খলন (ছোটখাট ত্রুটি) এড়িয়ে যাও– হদ্দের অপরাধ ব্যতীত।

بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُوْدِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ শাসকের নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধ গোপন রাখা উত্তম

٤٣٧٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

৪৩৭৬। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা আপসে তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধ গোপন রাখো। অন্যথায় তা আমার কাছে পৌঁছলে তার শাস্তি বাস্তবায়িত হবেই।

টীকা : যেহেতু হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিচারকের পক্ষেও তা ক্ষমা করা বা ভিন্নতর শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়, তাই রাসূলুল্লাহ (সা) এসব অপরাধ যথাসম্ভব গোপন রাখার উপদেশ দিয়েছেন (সম্পাদক)।

بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কারো দ্বারা হদ্দযোগ্য অপরাধ ঘটে গেলে যতোদূর সম্ভব তা গোপন রাখা উচিৎ

٤٣٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

৪৩৭৭। ইয়াযীদ ইবনে নু'আয়েম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। মায়েয নামক জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে চারবার (যেনার অপরাধের) স্বীকারোক্তি করে। সুতরাং তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দান করেন। আর তিনি (মায়েযের পৃষ্ঠপোষক) হায্যালকে বলেন, তুমি যদি এটা তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে, তাহলে তোমার কল্যাণ হতো।

٤٣٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ

ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ هَزَّالاً أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ.

৪৩৭৮। ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। হায্যাল মায়েযকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে (তার অপরাধের কথা) তাঁকে অবহিত করতে আদেশ দান করেন।

بَابُ فِيْ صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيْءُ فَيَقِرُّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ হদ্দের অপরাধী উপস্থিত হয়ে স্বীকারোক্তি করলে

٤٣٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوْا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِيْ ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا بِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هذَا فَأَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِيْ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُوْذَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوْهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ أَيْضًا عَنْ سِمَاكٍ.

৪৩৭৯। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জনৈকা মহিলা নামায পড়ার উদ্দেশ্যে (মসজিদে) যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে নাগালে পেয়ে তার উপর চেপে বসে তাকে ধর্ষণ করে। সে চিৎকার দিলো এবং ইত্যবসরে লোকটি সটকে পড়ে। অপর এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে (ভুলবশত) বললো, এই লোকটি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছে। এ

সময় মুহাজিরদের একটি দল এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীলোকটি বললো, ওই লোকটি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছে। অতএব তারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে লোকটিকে ধরে ফেললেন, যার সম্পর্কে স্ত্রীলোকটি বলেছিল যে, সে তাকে ধর্ষণ করেছে। অতঃপর তারা তাকে তার কাছে নিয়ে আসলে সে বললো, হাঁ, এই সেই ব্যক্তি। তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তার সম্পর্কে রায় দান করতেই আসল অপরাধী দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই অপরাধী। তিনি ধর্ষিতা মহিলাটিকে বললেন: তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন আর নির্দোষ ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন। যে ধর্ষণের অপরাধী তার ব্যাপারে তিনি বললেন: তোমরা একে পাথর মারো। তিনি (নবী সা) বললেন: সে এমন তওবা করেছে যে, মদীনাবাসী যদি এরূপ তওবা করে, তবে তাদের পক্ষ থেকে তা অবশ্যই কবুল হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আসবাত ইবনে নাসর (রা)-ও সিমাক (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِى التَّلْقِيْنَ فِى الْحَدِّ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ হদ্দ থেকে রেহাই পাওয়ার মতো কথা বলার পরামর্শ দেয়া

٤٣٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِىْ ذَرٍّ عَنْ أَبِىْ أُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِلُصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيْءَ بِهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَنْ أَبِىْ أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৮০। আবু উমাইয়া আল-মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি চোরকে ধরে নিয়ে আসা হলো। যে অপরাধের কথা স্বীকারোক্তি করেছে ঠিকই; কিন্তু তার কাছে কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার তো মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ, আমি চুরি করেছি। তিনি দু'বার অথবা তিনবার তার কাছে একথার

পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু সে বরাবর একই উত্তর দেয়। অতঃপর তিনি আদেশ দিলে তার হাত কাটা হয় এবং তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন: তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর কাছে তওবা করো। সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। অতঃপর তিনি তিনবার বলেন: হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আমর ইবনে আসেম (র) হাম্মাম-ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ-আনসার গোত্রীয় আবু উমায়া (রা)-নবী (সা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلاَ يُسَمِّيهِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি হদ্দের অপরাধ স্বীকার করে কিন্তু অপরাধের নাম বলে না

٤٣٨١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ تَوَضَّأْتَ حِيْنَ أَقْبَلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِيْنَ صَلَّيْنَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ اللّهَ قَدْ عَفَا عَنْكَ.

৪৩৮১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হদ্দযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। অতএব আপনি আমাকে শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি যখন এসেছো তখন কি উযু করেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন: আমরা নামায আদায়ের সময় তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন: চলে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

بَابٌ فِي الإِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মারধর করে অপরাধ তদন্ত করা

٤٣٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَرَازِيُّ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاَعِيِّيْنَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوْا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيْلَهُمْ فَأَتَوُا

النُّعْمَانَ فَقَالُوْا خَلَّيْتَ سَبِيْلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلاَ امْتِحَانٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُوْرِكُمْ مِثْلَ مَا اَخَذْتُ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ فَقَالُوْا هذَا حُكْمُكَ فَقَالَ هذَا حُكْمُ اللّهِ وَحُكْمُ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهذَا الْقَوْلِ أَىْ لاَ يَجِبُ الضَّرْبُ إِلاَّ بَعْدَ الاعْتِرَافِ.

৪৩৮২। আযহার ইবনে আবদুল্লাহ আল-হারাযী (রা) থেকে বর্ণিত। কিলা'আ এলাকার কিছু লোকের মাল চুরি হলে তারা একদল তাঁতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। তারা (অভিযুক্তদের নিয়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী নু'মান ইবনে বশীরের কাছে আসলে তিনি তাদের কয়েক দিন আটকে রাখেন, অতঃপর ছেড়ে দেন। অভিযোগকারীরা এসে নু'মান (রা)-কে বললো, মারধর ও তদন্ত ছাড়াই আপনি তাদের ছেড়ে দিলেন? নু'মান (রা) বললেন, তোমরা কী চাও? তোমরা যদি চাও আমি তাদের মারধোর করি। আর তাতে যদি তোমাদের মাল উদ্ধার হয় তবে তো ভালো। অন্যথায় আমি তাদের পিঠে যেরূপ আঘাত করবো, সেরূপ আঘাত তোমাদের পিঠেও করবো। তারা বললো, এটা কি আপনার ফয়সালা? তিনি বললেন, এটা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত। আবূ দাউদ (র) বলেন, এই কথা দ্বারা তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করার পরই প্রহার করা যেতে পারে।

টীকা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে আটক করা যায়, কিন্তু তদন্ত চলাকালে দৈহিক শাস্তি দিয়ে তার থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা মোটেই জায়েয নয়, বরং মারাত্মক জুলুম হিসেবে গণ্য। তথাকথিত বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় মানুষকে আটক করে অমানুষিক নির্যাতন করে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। এমনকি অভিনব লোমহর্ষক নির্যাতনে বন্দীর জীবনটাও শেষ হয়ে যায়, বাঁচলেও পঙ্গু অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। এই লোমহর্ষক নির্যাতনকারীদেরকে একদিন কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে (সম্পাদক)।

بَابُ مَا يَقْطَعُ فِيْهِ السَّارِقُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যে পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায়

٤٣٨٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

৪৩৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর যুগের) এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চাইতে বেশী চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটতেন।

٤٣٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اَلْقَطْعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

৪৩৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চাইতে বেশী পরিমাণ সম্পদ চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হবে। আহমাদ ইবনে সালেহ বলেন, দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চাইতে বেশী সম্পদ চুরির অপরাধে হাত কাটা যায়।

٤٣٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

৪৩৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর সময়কার) তিন দিহরাম মূল্যের ঢাল (বর্ম) চুরির দায়ে চোরের হাত কেটেছেন।

টীকা ঃ তিন দিরহাম মূলত এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের সমান। কেননা ১২ দিরহাম এক দীনারের সমান (অনুবাদক)।

٤٣٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

৪৩৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক চোরের হাত কেটেছেন, যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে তিন দিরহাম মূল্যের একটি বর্ম চুরি করেছিল।

٤٣٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى السَّرِىِّ الْعَسْقَلاَنِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ دِيْنَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ.

৪৩৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনার অথবা দশ দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কেটেছেন।

টীকা : কোন কিছু চুরি করলেই বাছবিচার না করে হাত কাটা যাবে না। এটি একটি গুরুতর শাস্তি। কেবল সরকারী কর্তৃপক্ষই অপরাধীকে বিচারের আওতায় এনে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে হাত কাটার শাস্তি দিতে পারে, কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের এ অধিকার নেই। (১) হস্তগত বস্তু মাল হওয়া, (২) উক্ত মাল অপরের দখলে থাকা, (৩) তা গোপনে হস্তগত করা, (৪) তা নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করা, (৫) তা চোরের পূর্ণ দখলে আসা, (৬) চুরিকৃত মালের পরিমাণ (হানাফী মতে) দশ দিরহাম মূল্যের হওয়া, (৭) মালটি অস্থাবর প্রকৃতির হওয়া এবং (৮) তা স্থানান্তরের পিছনে অসৎ উদ্দেশ্য থাকা। এর কোন একটি শর্তের অনুপস্থিতিতে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যায় না। উপরন্তু চোরের সাথে মালিকের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে বা সে দুর্ভিক্ষ-দুর্বিপাকে পড়ে চুরি করলে উক্ত শাস্তি দেয়া যায় না (সম্পাদক)।

بَابُ مَا لاَ قَطْعَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ যেসব জিনিস চুরির দায়ে হাত কাটা যায় না

٤٣٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِىْ حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِىِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنَّ مَرْوَانَ اَخَذَ غُلاَمِىْ وَهُوَ يُرِيْدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِىَ مَعِىْ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِىْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْكَثَرُ الْجُمَّارُ.

৪৩৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ক্রীতদাস এক ব্যক্তির বাগান থেকে খেজুরের চারা চুরি করে এনে তার মনিবের বাগানে রোপন করে। চারাগাছের মালিক তা খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় এবং এ ক্রীতদাসের ব্যাপারে তৎকালীন মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামের দরবারে বিচার প্রার্থী হয়। মারওয়ান ক্রীতদাসটিকে বন্দী করে রাখেন এবং তার হাত কাটতে মনস্থ করেন। গোলামটির মনিব রাফে' ইবনে খদীজা (রা)-র কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তিনি (রাফে') তার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: ফল আর খেজুরের চারা চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না। লোকটি বললো, মারওয়ান তো আমার গোলামকে ধরে রেখেছেন আর তার হাত কাটতে চাচ্ছেন। আমি চাই, আপনি আমার সাথে তার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে যা শুনেছেন, তা তাকে অবহিত করবেন। কাজেই রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) তার সাথে মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'ফল আর খেজুরের চারা চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না'। অতঃপর মারওয়ানের আদেশে ক্রীতদাসকে ছেড়ে দেয়া হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, 'কাছার' শব্দের অর্থ খেজুরের চারা।

٤٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيْلَهُ.

৪৩৮৯। উপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান (র) বলেন, মারওয়ান তাকে (ক্রীতদাসটিকে) কয়েকটি বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেন।

٤٣٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ

خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَرِينُ الْجُوخَانُ.

৪৩৯০। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: কোন ক্ষুধার্ত লোক তা খেলে এবং কাপড়ে বেধে নিয়ে না গেলে তার কোন অপরাধ নেই। কিন্তু কেউ যদি কাপড়ে বেধে তা থেকে কিছু নিয়ে যায় তবে তাকে এর দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর কেউ যদি এমন স্থান থেকে তা চুরি করে, যেখানে ফল শুকানোর জন্য রাখা হয়েছে, আর চুরিকৃত ফলের মূল্য একটি বর্মের মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। আর কেউ উপরোক্ত মূল্যের কম পরিমাণ চুরি করলে তাকে দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। আবূ দাউদ (র) বলেন, খেজুর শুকানোর স্থানকে 'জারীন' বলে।

بَابُ الْقَطْعِ فِي الْخَلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ঃ ছিনতাই ও প্রতারণার অপরাধে হাত কাটা

٤٣٩١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

৪৩৯১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। যে ব্যক্তি দিবালোকে লুণ্ঠন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٤٣٩٢- بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

৪৩৯২। একই সনদসূত্রে তিনি (জাবের) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতারকের হাত কাটা যাবে না।

٤٣٩٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. زَادَ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৯৩। জাবের (রা) এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তবে তাতে আরো আছে: লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় আবুয-যুবাইর থেকে শোনেননি। আমি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র) থেকে অবহিত হয়েছি যে, তিনি বলেছেন, ইবনে জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় ইয়াসীন আয-যায়্যাত-এর নিকট শুনেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মুগীরা ইবনে মুসলিম হাদীসদ্বয় আবুয-যুবাইর-জাবের (রা)-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِيمَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যে ব্যক্তি নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করেছে

٤٣٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانُ. وَرَوَاهُ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ.

وَرَوَاهُ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأُخِذَ. وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৯৪। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তিরিশ দিরহাম মূল্যের আমার একটি (পশমী) চাদরে মসজিদে ঘুমিয়েছিলাম। এক ব্যক্তি এসে আমার কাছ থেকে তা টান দিয়ে নিয়ে যায়। তাকে হাতেনাতে ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি তার হাত কাটার আদেশ দান করেন। রাবী বলেন, আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে বললাম, মাত্র ত্রিশটি দিরহামের কারণে আপনি তার হাত কাটবেন? আমি তার কাছে এটা বাকীতে বিক্রি করছি। তিনি বললেন: তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসার পূর্বে তা করলে না কেনো? আবু দাউদ (র) বলেন, যায়েদা সিমাকের সূত্রে জুআইদ ইবনে হুযায়ের থেকে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, সাফওয়ান ঘুমিয়েছিলেন। তাউস ও মুজাহিদ এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তিনি নিদ্রিত ছিলেন। চোর এসে তার মাথার নীচ থেকে চাদরটি চুরি করে নিয়ে যায়। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, চোরটি তার মাথার নীচ থেকে চাদরটা টান দিয়ে নিয়ে যায়। তিনি জাগ্রত হয়ে চিৎকার দেন এবং তাকে ধরে ফেলা হয়। যুহরী (র) সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার চাদরটাকে তিনি বালিশ বানিয়ে মাথার নীচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় এক চোর এসে তার চাদরটা হস্তগত করে। তিনি তাকে ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন।

بَابٌ فِي الْقَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ঋণ নিয়ে তা অস্বীকার করলে তার হাত কাটা প্রসঙ্গে

٤٣٩٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُوْمِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيْهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ هَلْ مِنْ

امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيْهِ فَشُهِدَ عَلَيْهَا.

৪৩৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মাখযূমী মহিলা বিভিন্ন জিনিস ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তার হাত কেটে দেয়া হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, জুয়াইরিয়া– নাফে সূত্রে আরো আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন: এমন কোন স্ত্রীলোক আছে কি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করবে? একথা তিনি তিনবার বলেন। আর সে স্ত্রীলোকটি সেখানে উপস্থিত ছিল; কিন্তু সে দাঁড়ায়ওনি এবং কথাও বলেনি। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে গানাজ নাফে'র সূত্রে সাফিয়া বিনতে আবু উবায়েদ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়।

٤٣٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ تَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُوْنَ وَلاَ تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَهِيَ الَّتِيْ شَفَعَ فِيْهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ.

৪৩৯৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক অপরিচিত স্ত্রীলোক কয়েকজন সুপরিচিত লোকের নামে কিছু অলংকার ধার নেয়। অতঃপর সে এগুলো বিক্রি করে দেয়। তাকে ধরে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দান করেন। এই সেই স্ত্রীলোক যার জন্য উসামা ইবনে যায়েদ (রা) সুপারিশ করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে যা বলার বলেছিলেন।

٤٣٩٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا.

৪৩৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযূম গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক জিনিসপত্র ধার নেয়ার পর তা অস্বীকার করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটতে নির্দেশ দেন। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত এই হাদীসে এ কথাটুকুও আছে: তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কেটে দেন।

টীকা : ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করলে তার শাস্তি হস্ত কর্তন। কিন্তু গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে এটি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। তাতে হাত কাটার বিধান নেই। হাদীসের মূল পাঠে বিভিন্নতার কারণে এ মতভেদ ঘটেছে। মূলত চুরির অপরাধেই উক্ত নারীর হাত কাটা হয়েছিল যা অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় (সম্পাদক)।

بَابُ فِى الْمَجْنُوْنِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيْبُ حَدًّا

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ পাগল ব্যক্তি চুরি বা হদ্দযোগ্য অপরাধ করলে

٤٣٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلٰى حَتّٰى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَكْبُرَ.

৪৩৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে (অর্থাৎ শরীয়াতের কোন বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য নয়) : (১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়; (২) (পাগলা) রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না বালেগ হয়।

٤٣٩٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِىَ عُمَرُ بِمَجْنُوْنَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيْهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هٰذِهِ قَالُوْا مَجْنُوْنَةُ بَنِىْ فُلاَنٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوْا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى

يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى. قَالَ فَمَا بَالُ هٰذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لاَ شَيْءَ قَالَ فَأَرْسِلْهَا. قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ.

৪৩৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেনার অপরাধে জনৈকা উন্মাদিনীকে ধরে উমারে (রা)-র কাছে আনা হয়। তিনি এ ব্যাপারে লোকদের সাথে পরামর্শ করে তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এসময় আলী (রা) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, সে অমুক গোত্রের উন্মাদিনী, যেনা করেছে। উমার (রা) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন, তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে ফিরে যাও। অতঃপর তিনি তার (উমারের) কাছে এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জানেন না যে, তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে: (১) পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হবে, (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হবে এবং (৩) নাবালেগ শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হবে। তিনি বললেন, হাঁ (জানি)। তিনি বলেন, তাহলে তাকে পাথর মারা হবে কেন? তিনি বলেন, কোন কারণ নেই। তিনি (আলী) বলেন, তবে তাকে ছেড়ে দিন। রাবী বলেন, তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন এবং 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

٤٤٠٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَّى يَعْقِلَ. وَقَالَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ.

৪৪০০। আ'মাশ (র) থেকে এ সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত। এই বর্ণনায় আছে: তিনি বলেন : নাবালেগ যতক্ষণ না বুদ্ধিমান (সাবালেগ) হবে। তিনি বলেন : পাগল বা উন্মাদ যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন হবে। রাবী বলেন, উমার (রা) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে থাকেন।

٤٤٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ قَالَ أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا سَبِيلَهَا.

৪৪০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পাশ দিয়ে যাওয়ার... উসমান ইবনে আবু শায়বা (র)-এর হাদীসের সমার্থবোধক।

তিনি বলেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিন প্রকার লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে : (১) নির্বোধ পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয় (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয়। একথা শুনে উমার (রা) বলেন, আপনি সত্যিই বলেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি দণ্ডিতা পাগলিনীকে ছেড়ে দেন।

٤٤٠٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ قَالَ هَنَّادٌ الْجَنْبِىُّ قَالَ أُتِىَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِىٌّ فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ فَقَالَ ادْعُوا لِىْ عَلِيًّا فَجَاءَ عَلِىٌّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَإِنَّ هٰذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِىْ فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِىْ أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِىَ فِىْ بَلاَئِهَا. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَدْرِىْ فَقَالَ عَلِىٌّ وَأَنَا لاَ أَدْرِى.

৪৪০২। আবু যিব্‌য়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হান্নাদ আল-জানবী বলেছেন, যেনাকারী জনৈক স্ত্রীলোককে উমার (রা)-র কাছে হাযির করা হলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দান করেন। আলী (রা) এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ছেড়ে দিলেন। এ সংবাদ উমার (রা) কানে গেলে তিনি আলী (রা)-কে ডেকে পাঠান। আলী (রা) তার কাছে এসে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিন প্রকার লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে– (১) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না বালেগ হয়, (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) উন্মাদ, যতক্ষণ না সুস্থ হয়। আর এ তো অমুক গোত্রের পাগলিনী। সে যা করেছে, সম্ভবত উন্মাদ অবস্থায় তা করেছে। রাবী বলেন, উমার (র) বলেন, আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞাত। অতঃপর আলী (রা)-ও বলেন, আমিও তো অজ্ঞাত।

٤٤٠٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ.

৪৪০৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে– (১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না সাবালেগ হয় এবং (৩) উন্মাদ, যতক্ষণ না বিবেকসম্পন্ন হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ পর্যায়ক্রমে কাসেম ইবনে ইয়াযীদ-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তাতে 'বার্ধক্যজনিত কারণে নিস্তেজ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি' কথাটুকুও আছে।

بَابٌ فِى الْغُلاَمِ يُصِيبُ الْحَدَّ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ অল্প বয়স্কদের হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি

٤٤٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِى عَطِيَّةُ الْقُرَظِىُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْىِ بَنِى قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ.

৪৪০৪। আতিয়া আল-কুরাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী কুরায়যার বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তারা (মুসলমানরা) দেখতো, যার নাভীর নীচে চুল উঠেছে– তাকে হত্যা করা হতো; আর যার উঠেনি, তাকে হত্যা করা হতো না। আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাদের তা উঠেনি।

٤٤٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَانَتِى فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِى فِى السَّبْىِ.

৪৪০৫। আবদুল মালেক ইবনে উমায়ের (র) থেকে উপরের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। আতিয়া (র) বলেন, তারা (মুসলমানরা) আমার নাভীর নিম্নদেশ অনাবৃত করে দেখতে পেলো যে, সেখানে চুল উঠেনি; সুতারং তারা আমাকে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করলো।

٤٤٠٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ.

৪৪০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের সময় তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক

ছিলেন। তিনি তাকে অনুমতি দেননি। আবার খন্দকের যুদ্ধকালেও তাকে হাযির করা হয়, তখন তিনি পনর বছর বয়সের তরুণ। কাজেই তিনি তাকে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে) অনুমতি দেন।

٤٤٠٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ إِنَّ هذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ.

৪৪০৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনয, নাফে' (র) বলেছেন, আমি উপরে বর্ণিত হাদীসখানি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এ বয়সটাই নাবালেগ ও সাবালেগের মধ্যকার সীমারেখা।

بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ فِى الْغَزْوِ أَيُقْطَعُ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যুদ্ধের মাঠে কেউ চুরি করলে হাত কাটা হবে কি?

٤٤٠٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيْدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِىِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِى الْبَحْرِ فَأُتِىَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ قَطْعُ الاَيْدِىْ فِى السَّفَرِ وَلَوْلاَ ذلِكَ لَقَطَعْتُهُ.

৪৪০৮। জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বুসর ইবনে আরতাত (রা)-র সাথে নৌযুদ্ধে ছিলাম। এ সময় মিসদার নামক এক চোরকে ধরে তার কাছে হাযির করা হয়। সে একটি উষ্ট্রী চুরি করেছিল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সফরে (চোরের) হাত কাটা যাবে না। যদি তা না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই এর হাত কেটে দিতাম।

টীকা ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি কার্যকর করা নিষেধ (সম্পাদক)।

بَابُ فِىْ قَطْعِ النَّبَّاشِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কাফন চোরের হাত কাটা

٤٤٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ

الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ. قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِىْ سُلَيْمَانَ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ.

৪৪০৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন: হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যপূর্ণ দরবারে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কী করবে– যখন (অসংখ্য) মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং তখন একটি ঘর অর্থাৎ কবরের ক্রয়মূল্য হবে একটি ক্রীতদাসের মূল্যের সমান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন। তিনি বললেন: তুমি তখন ধৈর্যধারণ করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটতে হবে; কেননা সে মৃত ব্যক্তির ঘরে হানা দেয়।

টীকা : ইবনে আব্বাস (রা), সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, যুহরী, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর মতে তার হাত কাটা যাবে না, সে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে আবু ইউসুফ (র)-সহ অন্যান্য ইমামের মতে তার হাত কাটা যাবে। উমার, ইবনে মাসউদ, আইশা (রা), আবু ছাওর, হাসান বসরী, শাফিঈ, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদা, হাম্মাদ, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রমুখ শেষোক্ত মত পোষণ করেন (সম্পাদক)।

بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ একই চোর যদি বারবার চুরি করে

٤٤١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ الْهِلاَلِىُّ حَدَّثَنَا جَدِّىْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جِئَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ. قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ

اقْتُلُوْهُ. فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ. ثُمَّ أُتِىَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوْهُ. فَأُتِىَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِىْ بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.

৪৪১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জনৈক চোরকে ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো চুরি করেছে। তিনি বললেন: এর হাত কেটে দাও। রাবী বলেন, অতএব তার হাত কেটে দেয়া হয়। অতঃপর তাকে দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো চুরি করেছে। তিনি আদেশ দিলেন, তোমরা এর অপর হাত কেটে দাও। রাবী বলেন, তার হাত কেটে দেয়া হয়। তৃতীয়বার তাকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন: তাহলে তোমরা তার অঙ্গ (একটি পা) কেটে দাও। রাবী বলেন, এবার তার পা কাটা হয়। অতঃপর চতুর্থবার তাকে ধরে এনে তাঁর কাছে হাযির করা হলে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন: তাহলে তাকে (অপর পা) কেটে দাও। তিনি (রাবী) বলেন, এবার তার অপর পা কাটা হয়। অতঃপর পঞ্চমবার তাকে ধরে নিয়ে হাযির করা হলে তিনি (নবী সা) তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। জাবের (রা) বলেন, অতএব আমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলাম এবং হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে একটি কূপে ফেলে দিয়ে তার উপর পাথরচাপা দিলাম।

টীকা : হানাফী ফকীহগণের মতে হদ্দ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে তা কার্যকর করা সম্ভব না হলে অপরাধী তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। যেমন উক্ত চোরের চার হাত-পা-ই কাটা গেছে। পঞ্চমবার চুরির ক্ষেত্রে হানাফী মতে তা'যীরের আওতায় শাস্তি হবে, মৃত্যুদণ্ড হবে না। তারা ৪৩৫২ নং হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। ফকীহগণ ৪৪১০ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, উপরোক্ত ব্যক্তি ধর্মত্যাগ, রাজদ্রোহ বা অনুরূপ কোন গুরুতর অপরাধ করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ فِىْ عُنُقِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ হাত কেটে চোরের গ্রীবার সাথে বেঁধে দেয়া

٤٤١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِيْ عُنُقِهِ.

৪৪১১। আবদুর রহমান ইবনে মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, গ্রীবার সাথে চোরের কাটা হাত বেঁধে দেয়া কি সুন্নাতের অন্তর্গত? তিনি বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক চোরকে নিয়ে আসা হয়, অতঃপর তার হাত কাটা হয় এবং নির্দেশমত তা তার গ্রীবার সাথে বেঁধে দেয়া হয়।

بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوْكِ إِذَا سَرَقَ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দাস চুরি করলে তাকে বিক্রি করা

٤٤١٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ.

৪৪১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাস যদি চুরি করে তবে তাকে মাত্র এক নশ্ অর্থাৎ বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে ফেলো।

بَابُ فِى الرَّجْمِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ রজম (পাথর মেরে হত্যা করা) সম্পর্কে

٤٤١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِىْ عَلِيُّ ابْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً. وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا فَنُسِخَ ذٰلِكَ بِاٰيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

৪৪১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী: "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যেসব স্ত্রীলোক অশ্লীল কাজ (ব্যভিচার) করে, তবে তোমাদের মধ্য থেকে চার ব্যক্তিকে তাদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাও। অতঃপর তারা যদি সাক্ষ্য দান করে, তবে তাদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখো, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অবসান ঘটায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ (বিধান) বের করে দেন" (সূরা নিসা ঃ ১৫)। মেয়েদের সম্পর্কে একথা বলে পুরুষদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, অতঃপর উভয়ের সম্পর্কে একত্রে আলোচনা করেছেন: "আর তোমাদের মধ্যে দু'জন নারী-পুরুষ যদি এই অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদের শাসন করো। অনন্তর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে রেহাই দিও" (সূরা নিসা ঃ ১৬)। উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ 'বেত্রাঘাত' সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অতএব আল্লাহর বাণী: "ব্যভিচারিনী এবং ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো" (সূরা নূর ঃ ২)।

٤٤١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ السَّبِيْلُ الْحَدُّ. قَالَ سُفْيَانُ فَاذُوْهُمَا الْبِكْرَانِ فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ الثَّيِّبَاتُ.

৪৪১৪। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী, 'আস-সাবীল' অর্থাৎ হদ্দ। সুফিয়ান (র) বলেন, 'ফাআযূহুমা' অর্থ অবিবাহিতের শাস্তি এবং 'ফাআমসিকূহুন্না ফিল বুয়ূত' অর্থ বিবাহিতের শাস্তি।

٤٤١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْىُ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ.

৪৪১৫। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তাদের (ব্যভিচারীর) জন্য বিধান নির্ধারণ করেছেন: বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে, তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আর অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।

٤٤١٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالاَ

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِ يَحْيى وَمَعْنَاهُ قَالاَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

৪৪১৬। ইয়াহ্ইয়ার সনদসহ উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস হাসান থেকে বর্ণিত। এই সনদে আছে: তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা।

٤٤١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ رَوْحٍ ابْنِ خُلَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِى الْوَهْبِىَّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَا أَبَا ثَابِتٍ قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُوْدُ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتّى يَسْكُتَا أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ فَإِلى ذلِكَ قَدْ قَضَى الْحَاجَةَ فَانْطَلَقَ فَاجْتَمَعُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَمْ تَرَ إِلى أَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا. ثُمَّ قَالَ لاَ لاَ أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيْهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوى وَكِيْعٌ أَوَّلَ هذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هذَا إِسْنَادُ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ كَانَ قَصَّابًا بِوَاسِطَ.

৪৪১৭। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকেও নবী (সা)-এর উপরোক্ত হাদীস অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে। লোকজন সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-কে বললো, হে ছাবিতের পিতা! হদ্দ সংক্রান্ত আয়াত ইতিমধ্যে নাযিল হয়েছে। অতএব আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষ লোককে দেখতে পান তাহলে আপনি কি করবেন? তিনি বলেন, আমি তরবারির আঘাতে উভয়কে নিস্তব্ধ করে দিতাম। আমি কি যাবো এবং চারজন সাক্ষী জমায়েত করবো, আর এই সুযোগে তারা তাদের অপকর্ম সেরে নিবে? অতএব তারা গিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমায়েত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সাবিতের পিতাকে দেখেননি, তিনি এই এই কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: তরবারিই যথেষ্ট সাক্ষী। অতঃপর তিনি বলেন: না, না, আমি আশঙ্কা করি যে, কোন উন্মত্ত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারে। আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়াকী'র এ হাদীসের প্রথমাংশ আল-ফাদল ইবনে দালহাম (র) আল-হাসান-কাবীসা ইবনে হুরাইস-সালামা ইবনুল মুহাব্বিক-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনুল মুহাব্বিক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদসূত্র, যাতে আছে : 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে সংগমে লিপ্ত হয়'। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-ফাদল ইবনে দালহাম হাদীসের হাফেজ নন। তিনি ওয়াসিত অঞ্চলের কসাই ছিলেন।

٤٤١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّيْ خَشِيْتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَّقُوْلَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْلَا أَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُهَا.

৪৪১৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার ভাষণে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা)-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন। আর তিনি তাঁর উপর যা নাযিল করেছেন, রজম সংক্রান্ত আয়াত তার অন্তর্ভুক্ত। আমরা তা পাঠ করেছি এবং সংরক্ষণ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ব্যভিচারীদের) রজম করেছেন আর আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। তবে আমার আশঙ্কা (সংশয়) হচ্ছে, কালপ্রবাহের দীর্ঘতায় কেউ হয়তো বলে বসবে, আমরা তো আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) রজম সংক্রান্ত আয়াত পাচ্ছি না। অতঃপর তারা আল্লাহর নাযিলকৃত একটা ফরয পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হবে। (জেনে রাখো) বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচারের অপরাধে দায়ী প্রমাণিত হলে অথবা অন্তঃসত্তা হলে অথবা স্বীকারোক্তি করলে তাদেরকে রজম করা অবধারিত। আল্লাহর শপথ! লোকেরা যদি একথা না বলতো যে, উমার আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) কিছু বর্ধিত করেছেন, তাহলে আমি অবশ্যই এ আয়াত লিখে দিতাম।

بَابُ رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ

মায়েয ইবনে মালেককে রজম করার বর্ণনা

٤٤١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلاَنَةَ. قَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَجَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

৪৪১৯। ইয়াযীদ ইবনে নু'আয়েম ইবনে হায্যাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালেক ইয়াতীম ছিল। সে আমার পিতার লালন-পালনে ছিল। সে এক গোত্রের জনৈকা বাঁদীর সাথে সঙ্গম করে। আমার পিতা তাকে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তাঁকে তোমার কৃতকর্মের ব্যাপারে অবহিত করো। তিনি হয়তো তোমার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করবেন। বস্তুত এর দ্বারা তিনি তার অপরাধ থেকে মুক্তির সন্ধানই চেয়েছেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর সে তাঁর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো যেনা করেছি; সুতরাং আমার উপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়িত করুন। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ব্যভিচার করেছি; আমার উপর

আল্লাহর কিতাব বাস্তবায়িত করুন। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো যেনা করেছি; আমার উপর আল্লাহর কিতাব (নির্ধারিত শাস্তি) বাস্তবায়িত করুন। একথা সে চারবার বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি তো চারবার একথা বললে, তা কার সাথে? সে বললো, অমুক নারীর সাথে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার সাথে শুয়েছ? সে বললো, হাঁ। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার শরীরে শরীর মিশিয়েছ? সে বললো, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ? সে বললো, হাঁ। রাবী বলেন, অতঃপর তাকে আল-হাররা এলাকায় (শিলাময় প্রান্তরে) নিয়ে যাওয়া হলো। যখন তাকে পাথর মারা শুরু হলো, সে আঘাতের চোটে আতঙ্কিত হলো এবং দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েছ (রা) এমতাবস্থায় তার সাক্ষাৎ পেলেন যে, তাকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিগণ তাকে ধরতে অপারগ হলো। তিনি (আবদুল্লাহ) উটের সামনের পায়ের হাড় তুলে তার দিকে নিক্ষেপ করেন এবং তাতে সে নিহত হয়। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করেন। তিনি বললেন: তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? সে হয়তো তওবা করতো, আর আল্লাহ তার তওবা কবুল করতেন।

٤٤٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لِيْ حَدَّثَنِيْ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ذٰلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ أَتَّهِمُ. قَالَ وَلَمْ أَعْرِفْ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ حِيْنَ ذَكَرُوْا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِيْنَ أَصَابَتْهُ أَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيْثَ. قَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمِ رُدُّوْنِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِيْ قَتَلُوْنِيْ وَغَرُّوْنِيْ مِنْ نَفْسِيْ وَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِيْ فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتّٰى قَتَلْنَاهُ

فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ وَجِئْتُمُوْنِى بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلاَ. قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيْثِ.

৪৪২০। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়েয ইবনে মালেকের ঘটনা আসেম ইবনে উমার ইবনে কাতাদার কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আমার কাছে বলেছেন, এরা আসলাম গোত্রের কতক লোক যাদেরকে আমি দোষারোপ করি না এবং যাদের নিকট থেকে তুমি আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন' বর্ণনা করছো। আমি এ হাদীস হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। অতএব আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র কাছে এসে বললাম, আসলাম গোত্রের কয়েকজন লোক বর্ণনা করছে যে, পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে মায়েযের সন্ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা করাতে তিনি বলেন: 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন'? অথচ আমি তো এ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত নই। তিনি (জাবের) বললনে, হে ভাতিজা! এ হাদীস সম্পর্কিত ঘটনা সম্বন্ধে আমি সবচাইতে বেশী জানি। কেননা আমিও লোকটিকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা যখন তাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাথর মারা শুরু করলাম তখন পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে সে আমাদের কাছে চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে লোক সকল! তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার আপনজনেরাই আমাকে হত্যার জন্য দায়ী। তারা আমার সাথে প্রতারণা করেছে। তারা আমাকে অবহিত করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হত্যা করবেন না। (এসব কথার পরও) আমরা তাকে হত্যা না করে ছাড়িনি। অতঃপর আমরা যখন ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসব কথা বললাম, তখন তিনি বললেন: তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেনো এবং আমার কাছে নিয়ে এলে না কেনো? যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুতাপ কবুল করতেন। কিন্তু তিনি হদ্দ পরিত্যাগ করার জন্যে একথা বলেননি। রাবী বলেন, এবার আমি এ হাদীসের মর্ম বুঝতে পারলাম।

টীকা : ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, শাস্তি কার্যকর করাকালে অপরাধী পালাতে থাকলে তার পিছু ধাওয়া না করে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে যদি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তবে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার না করলে দণ্ডিত হবে। ইমাম মালেক (র)-এর একমত অনুযায়ী সে পালাতে থাকলেও তাকে রেহাই দেয়া যাবে না (সম্পাদক)।

٤٤٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ أَمَجْنُونٌ هُوَ قَالُوْا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ أَفَعَلْتَ بِهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ. فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

৪৪২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়েয ইবনে মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো যে, সে যেনা করেছে। (একথা শুনে) তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে কয়েকবার একথা বললো, আর তিনি প্রতিবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি তার গোত্রের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন: সে কি পাগল? তারা বললো, এ বালা তার নেই। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার সাথে এটা করেছ? সে বললো, হাঁ। অতএব তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। আর তিনি (সা) তার জানাযার নামায পড়েননি।

টীকা : যেদিন মায়েযের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় নবী (সা) সেদিন তার সালাতে জানাযা আদায় করেননি। তবে পরের দিন লোকজনকে একত্র করে তিনি তার সালাতে জানাযা আদায় করেন এবং তার সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেন (সম্পাদক)।

٤٤٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ جِيْءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيْرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأَخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلاَ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيْبٌ كَنَبِيْبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ أَمَا إِنَّ اللّٰهَ إِنْ يُمَكِّنِّيْ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ.

৪৪২২। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়েয ইবনে মালেককে দেখেছি, যখন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। সে ছিল বেঁটে, মাংসল ও বলিষ্ঠ গড়নের লোক, তার দেহে কোনো চাদর ছিল না। সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, সে যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সম্ভবত তুমি তাকে চুমা দিয়েছ। সে বললো, না, আল্লাহর

শপথ! এ দুর্ভাগা নিশ্চয়ই যেনা করেছে। রাবী (জাবের) বলেন, অতঃপর তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। অতঃপর তিনি (সা) ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন: জেনে রাখো! আমরা যখনই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাই, আর এদিকে যদি তাদের কেউ পিছনে থেকে গিয়ে পাঠা ছাগলের ন্যায় ভ্যাভ্যা করে এবং কোন নারীকে যৎকিঞ্চিৎ বীর্য দান করে, জেনে রাখো! আল্লাহ যদি আমাকে তাদের কারো উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেন, তবে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে নারীদের থেকে প্রতিহত করবো।

টীকা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে চারটি ভিন্ন সভায় চারবার, ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে এক সভায় চারবার এবং ইমাম মালেক ও শাফিঈ (র)-এর মতে একবারের স্বীকারোক্তিই দণ্ডিত করার জন্য যথেষ্ট। উল্লেখ্য যে, যেনার ক্ষেত্রে দণ্ড কার্যকর করার সময়ও স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং শাস্তি মওকুফ হবে (সম্পাদক)।

٤٤٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ سِمَاكٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

৪৪২৩। সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে সামুরা (রা)-কে উপরের হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে পূর্বোক্ত বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ। তিনি বলেন, সে দু'বার এই কথা বলে। সিমাক বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনে জুবায়েরের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, সে বরং চারবার একথা বলেছে।

٤٤٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِيْ عَقِيْلٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُثْبَةِ فَقَالَ اللَّبَنُ الْقَلِيْلُ.

৪৪২৪। শো'বা (র) বলেন, আমি সিমাককে 'কুছবাহ'-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, অল্প দুধ (তবে হাদীসে দুধ বলতে বীর্য বুঝানো হয়েছে)।

٤٤٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ قَالَ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِيْ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

৪৪২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয ইবনে মালেককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার সম্বন্ধে যে সংবাদ আমার কানে পৌছেছে তা সত্য নাকি? সে বললো, আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে কিরূপ সংবাদ পৌছেছে? তিনি বললেন : শুনতে পেলাম, তুমি নাকি অমুক গোত্রের জনৈকা বাঁদীর সাথে যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। অতঃপর সে চারবার একথার সাক্ষ্য দেয় (স্বীকারোক্তি করে)। সুতরাং তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর তাকে পাথর মারা হয়।

٤٤٢٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

৪৪২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যেনা করেছে বলে দু'বার স্বীকারোক্তি করে। তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। সে আবারো এসে দু'বার যেনার স্বীকারোক্তি করে। অতঃপর তিনি (সা) বলেন: তুমি নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিয়েছ। তোমরা একে নিয়ে যাও এবং 'রজম' করো।

٤٤٢٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنِيْ يَعْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لاَ قَالَ أَفَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُوْسَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا لَفْظُ وَهْبٍ.

৪৪২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয ইবনে মালেককে বললেন: তুমি সম্ভবত চুমু খেয়েছো অথবা হাতে স্পর্শ করেছ অথবা তাকিয়েছ। সে বললো, না। তিনি বললেন: তবে কি তুমি যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। রাবী বলেন, সে একথা বলতেই তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। রাবী মূসা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেননি, বরং এটি ওয়াহ্‌ব-এর বর্ণনা।

٤٤٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ جَاءَ الأَسْلَمِيُّ إِلى نَبِيِّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتّى غَابَ ذلِكَ مِنْكَ فِيْ ذلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيْبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلاَلاً قَالَ فَمَا تُرِيْدُ بِهذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيْدُ أَنْ تُطَهِّرَنِيْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أُنْظُرْ إِلى هذَا الَّذِيْ سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتّى مَرَّ بِجِيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَيْنَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَقَالاَ نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُوْلَ اللّهِ فَقَالَ انْزِلاَ فَكُلاَ مِنْ جِيْفَةِ هذَا الْحِمَارِ فَقَالاَ يَا نَبِيَّ اللّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هذَا قَالَ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيْكُمَا انِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُ الانَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيْهَا.

৪৪২৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আসলাম গোত্রীয় ব্যক্তি (মায়েয) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, সে জনৈকা নারীর সাথে হারাম কাজ (ব্যভিচার) করেছে। প্রতিবারই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পঞ্চমবার সে একথা বললে তিনি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার সাথে যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তোমার লজ্জাস্থান কি তার লজ্জাস্থানে ঢুকেছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন: যেরূপ সুরমা শলাকা সুরমাদানীতে ঢুকে যায় এবং রশি যেরূপ কূপের মধ্যে ঢুকে পড়ে? সে বললো, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি জানো, যেনা কি? সে বললো, হাঁ, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বৈধভাবে যে সহবাস করে, আমি ঐ নারীর সাথে অবৈধভাবে (হারাম) তা করেছি। তিনি বললেন: তোমার একথা বলার উদ্দেশ্য কি? সে বললো,

আপনি আমাকে পবিত্র করবেন, এই আমার উদ্দেশ্য। অতঃপর তিনি তার সম্পর্কে আদেশ দিলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পান যে, তাঁর দু'জন সাহাবী একে অপরকে বলছেন, লোকটিকে দেখো, আল্লাহ যার অপরাধ গোপন রাখলেন, অথচ নিজেকেই সে রক্ষা করতে পারলো না, অতঃপর কুকুরের মতো তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। তিনি তাদের একথা শুনে চুপ থাকলেন এবং কিছু সময় চলার পর একটি গাধার লাশের কাছে এলেন যার পা উপরের দিকে উত্তোলিত ছিল। তিনি বললেন: অমুক অমুক কোথায়? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইতো আমরা এখানে। তিনি বললেন: তোমরা দু'জন নেমে গিয়ে এ গাধার গোশত খাও। তারা বললো, হে আল্লাহর নবী! এটা কি কেউ খেতে পারে? তিনি বললেন: তোমরা এখনি তোমাদের এক ভাইয়ের মর্যাদা নিয়ে যেরূপ মন্তব্য করেছ, তা এর গোশত খাওয়ার চাইতেও গুরুতর। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার আত্মা! নিশ্চয়ই সে এখন বেহেশতের ঝর্ণাসমূহে (আনন্দে) ডুব মারছে।

٤٤٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَمٍّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ زَادَ وَاخْتَلَفُوْا عَلَيَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ رُبِطَ إِلَى شَجَرَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وُقِفَ.

৪৪২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আরো আছে– হাসান ইবনে আলী বলেন, রাবীগণ বিভিন্ন শব্দে হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেন। কেউ বলেছেন, লোকজন মায়েযকে গাছের সাথে বেঁধেছিল আবার কেউ বলেছেন, তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল।

٤٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ. قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

৪৪৩০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি (মায়েয) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যেনার কথা স্বীকার করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সে আবারো স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এরূপে সে চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন: তোমার পাগলামী রোগ আছে নাকি? সে বললো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হাঁ। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাথর মারার আদেশ করলেন। ঈদগাহে তাকে পাথর মারা হয়। পাথরের আঘাত যখন তাকে সন্ত্রস্ত করে তুললো সে ভাগতে লাগলো। অতঃপর তাকে ধরে এনে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন, তবে তার জানাযা পড়েননি।

٤٤٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ح عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزِ ابْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَوَاللّٰهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ وَلٰكِنَّهُ قَامَ لَنَا. قَالَ أَبُوْ كَامِلٍ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيْدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ. قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلاَ سَبَّهُ.

৪৪৩১। আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয ইবনে মালেককে পাথর মারার আদেশ করলে আমরা তাকে নিয়ে আল-বাকী' নামক স্থানে গেলাম। আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে বাঁধিওনি এবং তার জন্য গর্তও খনন করিনি; কিন্তু তবু সে (শাস্তি ভোগের জন্য) দাঁড়িয়ে থাকে। আবু কামেল বলেন, তিনি (আবু সা'ঈদ) বলেছেন, অতঃপর আমরা তার শরীরে হাড়, মাটির ঢিলা ও কংকর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। সে (আঘাতের চোটে) দৌড়াতে লাগলো, আমরাও তার পিছনে দৌড়াতে লাগলাম। অবশেষে সে সেই প্রস্তরময় প্রান্তরের এক প্রান্তে গিয়ে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করলাম। অবশেষে সে চুপ হয়ে (মারা) গেলো। রাবী বলেন, তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেননি, তাকে গালিও দেননি।

٤٤٣٢- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ ذَهَبُوْا يَسُبُّوْنَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ ذَهَبُوْا يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيْبُهُ اللّٰهُ.

৪৪৩২। আবূ নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হয়। তিনি এ হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হাদীস নয়। তিনি বলেন, উপস্থিত জনতা লোকটিকে গালি দিতে শুরু করলে তিনি তাদের নিষেধ করলেন। রাবী বলেন, তারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলে তিনি তাদের নিষেধ করে বললেন: লোকটি গুনাহ করেছে, আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

٤٤٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا.

৪৪৩৩। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েযের মুখের গন্ধ শুঁকলেন, হয়তো সে মদ খেয়ে মাতাল কিনা।

٤٤٣٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ.

৪৪৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, 'গামেদ' গোত্রের সেই স্ত্রীলোকটি ও মায়েয ইবনে মালেক যদি তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতো অথবা তিনি বলেন, তারা (একবার) স্বীকারোক্তির পর যদি আর পুনর্বার না বলতো, তবে তিনি (সা) তাদের তলব করতেন না। তিনি তাদেরকে পাথর তো মেরেছেন (হুকুম দিয়েছেন) চারবার স্বীকারোক্তি করার পর।

٤٤٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا حَرَمِىُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُلاَثَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلاَجِ

حَدَّثَهُ أَنَّ اللَّجْلاَجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِى السُّوْقِ فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ وَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ أَبُوْ هٰذَا مَعَكِ فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌّ حَذْوَهَا أَنَا أَبُوْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ أَبُوْ هٰذَا مَعَكِ فَقَالَ الْفَتَى أَنَا أَبُوْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَا عَلِمْنَا إِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُوْمِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا هٰذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيْثِ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ فَإِذَا هُوَ أَبُوْهُ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِيْنِهِ وَدَفْنِهِ وَمَا أَدْرِىْ قَالَ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ وَهٰذَا حَدِيْثُ عَبْدَةَ وَهُوَ أَتَمُّ.

৪৪৩৫। খালিদ ইবনুল লাজলাজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাজারে বসে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় জনৈকা স্ত্রীলোক একটি শিশুসহ এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কিছু লোক তার সাথে ভীর করছিল এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার সাথের এ শিশুর পিতা কে? সে চুপ থাকলো। তার পাশে দাঁড়ানো এক যুবক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই এ শিশুটির পিতা। তিনি তার (স্ত্রীলোকটির) দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার সাথের এ শিশুটির পিতা কে? যুবকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল। আমি এর পিতা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চারপাশের লোকজনের নিকট তার সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বললো, তাকে তো আমরা ভালো লোক বলেই জানি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হাঁ। অতঃপর তাঁর হুকুমে লোকটিকে পাথর মারা হয়। তিনি (লাজলাজ) বলেন, আমরা তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, তার জন্য গর্ত খোদলাম এবং তাকে তাতে রাখলাম, অতঃপর তাকে রজম করলাম। ফলে সে মারা গেলো। একজন লোক এসে পাথর নিক্ষেপে নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে

লাগলো। আমরা তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বললাম, এই লোকটি এসে অপবিত্র (নিহত) ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে তো মহামহিম আল্লাহর কাছে মৃগনাভীর চাইতে অধিক সুগন্ধযুক্ত। পরে দেখা গেলো যে, আগন্তুক লোকটি নিহত ব্যক্তির পিতা। অতঃপর আমরা তাকে এর গোসল, কাফন ও দাফন কাজ করতে সাহায্য করলাম। তিনি (খালিদ) বলেন, তার জানাযার নামায পড়া হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কে সে কি বলেছে তা আমি জানি না।

٤٤٣٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ جَمِيْعًا قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

৪৪৩৬। খালিদ ইবনুল লাজলাজ (র) থেকে তার পিতার বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের কতকাংশ বর্ণিত আছে।

٤٤٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُوْنَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا.

৪৪৩৭। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে স্বীকারোক্তি করলো যে, সে এক নারীর সাথে যেনা করেছে। সে তাঁর নিকট সেই নারীর নামও বলেছে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) সেই নারীর নিকট লোক পাঠিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে তা অস্বীকার করে। অতএব তিনি পুরুষ লোকটির উপর বেত্রাঘাতের হদ্দ কার্যকর করেন এবং নারীকে রেহাই দেন।

٤٤٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ الْمَعْنَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَوْقُوْفًا عَلَى جَابِرٍ. وَرَوَاهُ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِنَحْوِ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ إِنَّ رَجُلاً زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ.

৪৪৩৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি কোন নারীর সাথে যেনা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাকে হদ্দ-এর অধীন বেত্রাঘাত করা হয়। অতঃপর তাঁকে অবহিত করা হয় যে, সে বিবাহিত; কাজেই তিনি নির্দেশ দিলে তাকে পাথর মারা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বাকর আল-বুরসানী এ হাদীস ইবনে জুরাইজ-জাবের (রা) থেকে মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। আবু আসেম এ হাদীস ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে ওয়াহবের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং নবী (সা)-এর উল্লেখ করেননি। তিনি (রাবী) বলেন, এক ব্যক্তি যেনা করলো, কিন্তু সে বিবাহিত কিনা তা জানা গেলো না। অতএব তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। পরে সে বিবাহিত বলে জানা গেলে তাকে রজম করা হয়।

٤٤٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَبُوْ يَحْيَى الْبَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ.

৪৪৩৯। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পুরুষটি বিবাহিত কিনা তা জানা যায়নি। সুতরাং তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। অতঃপর তার বৈবাহিক অবস্থা জানা গেলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ জুহায়না গোত্রের যে স্ত্রীলোককে পাথর মারার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছিলেন।

٤٤٤٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتَوَائِيَّ وَأَبَانَ ابْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَ فِي حَدِيْثِ أَبَانٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَدَعَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِىْءْ بِهَا فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلُّوْا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّىْ عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا. لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانٍ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا.

৪৪৪০। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক (আবান বর্ণিত হাদীসে বলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলে যে, সে যেনা করেছে এবং সে অন্তঃসত্তা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে এনে বলেন: এর সাথে উত্তম আচরণ করো। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর সে সন্তান প্রসব করলে অভিভাবক তাকে নিয়ে আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। অতঃপর তিনি তাদের (সাহাবীদের) আদেশ দেন, তোমরা তার জানাযার নামায পড়ো। উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার জানাযার নামায পড়বেন? সে তো যেনা করেছে! তিনি বললেন: যার হাতে আমার আত্মা তাঁর (আল্লাহর) শপথ! সে এরূপ তওবা করেছে, যা মদীনাবাসীদের সত্তরজনের মধ্যে বন্টন করে দিলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। তুমি তার চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তিকে পাবে যে নিজের সত্তাকে উৎসর্গ করে দিলো। আবান থেকে বর্ণিত হাদীসে কাপড় দিয়ে বাঁধার কথাটুকু বলেননি।

٤٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ قَالَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا يَعْنِىْ فَشُدَّتْ.

৪৪৪১। আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে তার কাপড় শক্তভাবে পরানো হয়।

٤٤٤٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً يَعْنِىْ مِنْ غَامِدَ أَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

إِنِّىْ قَدْ فَجَرْتُ فَقَالَ ارْجِعِىْ فَرَجَعَتْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّدَنِىْ كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللّٰهِ إِنِّىْ لَحُبْلٰى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِىْ فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِىْ حَتّٰى تَلِدِىْ فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فَقَالَتْ هٰذَا قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَالَ ارْجِعِىْ فَأَرْضِعِيْهِ حَتّٰى تَفْطِمِيْهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِىْ يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِىِّ فَدُفِعَ إِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وَكَانَ خَالِدٌ فِيْمَنْ يَرْجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلٰى وَجْنَتِهِ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ وَأَمَرَ بِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ.

৪৪৪২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। গামেদ গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি তো ব্যভিচার করেছি। তিনি বললেন: ফিরে যাও। সে ফিরে চলে গেলো। পরদিন সকালে সে আবার তাঁর কাছে এসে বললো, আপনি যেরূপ মায়েয ইবনে মালেককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সম্ভবত আমাকেও সেরূপ ফিরিয়ে দিতে চান। আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয়ই গর্ভবতী। তিনি এবারো তাকে ফিরে যেতে বললে সে চলে গেলো। পরদিন সে পুনরায় আসতেই তিন বললেন: তুমি ফিরে যাও যাবত না সন্তান প্রসব করো। সে ফিরে গেলো। যখন সে পুত্র সন্তান প্রসব করলো, তখন সেই শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে এসে বললো, এই শিশুটিকে আমি প্রসব করেছি। তিনি বললেন: তুমি ফিরে যাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তাকে দুধ পান করাতে থাকো। অবশেষে দুধ ছাড়ানো হলে শিশুটিকে নিয়ে সে হাযির হলো। শিশুটির হাতে খাদ্যদ্রব্য ছিল, যা তখন সে খাচ্ছিল। তিনি জনৈক মুসলমানকে তার ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তার জন্য গর্ত খনন করতে আদেশ দিলে তা খনন করা হলো এবং পাথর মেরে হত্যার আদেশ দিলে তাকে এভাবে হত্যা করা হয়। তাকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে খালিদ (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাকে পাথর মারলে এক ফোটা রক্ত ছিটে এসে তাঁর গালে পড়তেই তিনি স্ত্রীলোকটিকে গালি দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: হে খালিদ! দয়ার্দ্র হও। যাঁর হাতে আমার আত্মা তাঁর (আল্লাহর) শপথ! সে এরূপ তওবা করেছে যে, কোন যালেম কর আদায়কারীও যদি সেরূপ তওবা করতো, তাহলে অবশ্যই তাকে মাফ করে দেয়া হতো। অতঃপর তাঁর আদেশে তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং তাকে দাফন করা হয়।

٤٤٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى الثُّنْدُوَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْغَسَّانِيُّ جُهَيْنَةُ وَغَامِدُ وَبَارِقُ وَاحِدٌ.

৪৪৪৩। ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা স্ত্রীলোককে রজম করেন। তার জন্য বুক সমান একটি গর্ত খনন করা হয় (এবং তাতে গেড়ে রজম করা হয়)। আবু দাউদ (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি উসমান থেকে বর্ণনা করে এ হাদীস আমাকে বুঝিয়ে দেন। আবু দাউদ (র) বলেন, গাচ্ছানী বলেছেন, জুহায়না, গামেদ ও বারেক একই গোত্র।

٤٤٤٤- قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمَّصَةِ ثُمَّ قَالَ ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ.

৪৪৪৪। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারেছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া ইবনে সুলায়েম উপরের সনদসহ এ হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে একথাটুকুও আছে– অতঃপর তাকে চনাবুটের মতো ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: তার মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করো। সে যখন মারা গেলো, তাকে গর্ত থেকে বের করলেন এবং তার জানাযা পড়লেন। আর এর তওবা সম্পর্কে বুরায়দা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ কথা বলেছেন।

٤٤٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الاخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذَا وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ

عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِىْ ثُمَّ إِنِّىْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِىْ إِنَّمَا عَلَى ابْنِىْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالى أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِىَّ أَنْ يَأْتِىَ امْرَأَةَ الاخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

৪৪৪৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাস'উদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা এবং যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, দুই বিবদমান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাদের একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআন অনুসারে আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন। দ্বিতীয়জন বললো, সে ছিল তাদের দু'জনের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, হাঁ ঠিক আছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করে দিন, আর আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন: বলো। সে বললো, আমার ছেলে এই লোকটির শ্রমিক ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। কতক লোক আমাকে অবহিত করেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হলো–পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। সুতরাং আমি তার পক্ষ থেকে একশো বকরী ও আমার একটি দাসী জরিমানা দেই। পুনরায় আমি এ ব্যাপারে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে বলেন যে, আমার ছেলের শাস্তি হলো– একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন, আর এই লোকটির স্ত্রীর শাস্তি হলো পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। এ বৃত্তান্ত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: জেনে রাখো, যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে মহান আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করবো। তোমার বকরী ও দাসী তুমি ফিরে পাবে। অতঃপর তিনি তার ছেলেকে একশো বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের নির্বাসন দেন এবং উনাইস আল-আসলামীকে আদেশ দেন অপর লোকটির স্ত্রীর নিকট যেতে এবং সে যদি (যেনার) স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করতে। অতএব সে স্বীকারোক্তি করলে তিনি তাকে রজম করলেন।

بَابٌ فِيْ رَجْمِ الْيَهُوْدِيَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ দুই ইহুদীকে রজম করার বর্ণনা

٤٤٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرَاةِ فِيْ شَأْنِ الزِّنَا قَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمُ فَأْتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلى ايَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيْهِ ايَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا ايَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِيْ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

৪৪৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো যে, তাদের একজোড়া নারী-পুরুষ যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন: তাওরাতে তোমরা যেনা সম্বন্ধে কি হুকুম দেখতে পাও? তারা বললো, আমরা তো তাদের (যেনার অপরাধীদের) অপমান-লাঞ্ছনা করি এবং বেত্রাঘাত করা হয়। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। নিশ্চয়ই তাতে রজম করার হুকুম বিদ্যমান। অতঃপর তারা তাওরাত কিতাব নিয়ে আসে এবং তা খোলে। তাদের একজন তার একটি হাত রজমের আয়াতের উপর রেখে দিয়ে এর পূর্বাপর পড়তে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তাকে হাত উঠিয়ে নিতে আদেশ দেন। সে হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা গেলো যে, তাতে রজমের আয়াত (হুকুম) বিদ্যমান। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যিই বলেছেন, নিশ্চয়ই তাতে রজমের আয়াত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে দু'জনকেই রজম করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি পুরুষটিকে দেখলাম যে, সে নারীটিকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার দিকে আনত হচ্ছে।

٤٤٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرُّوْا عَلى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُوْدِىٍّ قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ فَنَاشَدَهُمْ مَا حَدُّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِهِمْ قَالَ فَأَحَالُوْهُ عَلى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدُّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِكُمْ

فَقَالَ الرَّجْمُ وَلكِنْ ظَهَرَ الزِّنَا فِيْ أَشْرَافِنَا فَكَرِهْنَا أَنْ نَتْرُكَ الشَّرِيْفَ وَيُقَامُ عَلى مَنْ دُوْنَهُ فَوَضَعْنَا هذَا عَنَّا فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ ثُمَّ قَالَ اَللّهُمَّ إِنِّيْ اَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوْا مِنْ كِتَابِكَ.

৪৪৪৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত এক ইহুদীকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাকে জনসমক্ষে ঘুরানো হচ্ছিল। তিনি তাদের শপথ দিয়ে বলেন যে, তাদের কিতাবে যেনাকারীর হদ্দ (শাস্তি) কী? রাবী বলেন, তারা তাঁকে তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেয়। নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন: তোমাদের কিতাবে যেনাকারীর হদ্দ (শাস্তি) কী? সে বললো, রজম। কিন্তু আমাদের শরীফ লোকদের মধ্যে যেনার বিস্তার ঘটলে তাদের শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া এবং অন্যদের শাস্তি দেয়া আমরা পছন্দ করলাম না। অতএব আমরা উপরোক্ত শাস্তি বাতিল করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে অপরাধীকে রজম করা হয়। অতঃপর তিনি বলেন: হে আল্লাহ! তারা তোমার কিতাবের যে অংশের মৃত্যু ঘটিয়েছিল আমিই প্রথম তা পুনর্জীবিত করলাম।

٤٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُوْدِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُوْدٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِيْ قَالُوْا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ نَشَدْتُكَ بِاللّهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلى مُوْسى أَهكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِكُمْ فَقَالَ اَللّهُمَّ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِيْ بِهذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلكِنَّهُ كَثُرَ فِيْ أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيْفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعَ عَلى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوْهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالى يَأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى

الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ يَقُوْلُوْنَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هذَا فَخُذُوْهُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ فِي الْيَهُوْدِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ فِي الْيَهُوْدِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا يَعْنِي هٰذِهِ الْآيَةَ.

৪৪৪৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেত্রাঘাতকৃত জনৈক ইহুদীর মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: যেনাকারীর এরূপ শাস্তির হুকুম তোমরা (কিতাবে) পেয়েছ নাকি? তারা বললো, হাঁ। অতএব তিনি তাদের একজন আলেমকে ডেকে বললেন: তোমাকে সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমাদের কিতাবে যেনাকারীদের এরূপ শাস্তির কথা উল্লেখ পেয়েছ কি? সে বললো, হে আল্লাহ! না। আপনি যদি এ বিষয়ে আমাকে আল্লাহর কসম না দিতেন, তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে বলতাম না। আমরা আমাদের কিতাবে যেনাকারীর শাস্তি রজমের উল্লেখ পেয়েছি। কিন্তু আমাদের অভিজাত সমাজে যেনার বিস্তার ঘটলে আমরা কোনো মর্যাদাসম্পন্ন লোককে এই অপরাধে ধরতে পারলেও ছেড়ে দিতাম; তবে দুর্বলদের কাউকে পেলে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়িত করতাম। অতঃপর আমরা সকলকে আহ্বান করে বললাম, চলুন, আমরা যেনার শাস্তির ব্যাপারে সকলে ঐকমত্যে পৌছে এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যাতে উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকদের উপর তা বাস্তবায়িত করতে পারি। অতঃপর আমরা এর শাস্তিস্বরূপ মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত করে অপমান করা এবং বেত্রাঘাত করাতে একমত হলাম এবং 'রজম' পরিত্যাগ করলাম। (এসব কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তোমার নির্দেশকে পুনর্জীবন দান করেছে, তারা একে প্রাণহীন (বরবাদ) করে দেয়ার পর। অতঃপর তাঁর নির্দেশে অপরাধীকে রজম করা হয়। অতঃপর মহান আল্লাহ ইহুদীদের সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল করেন: "হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়... তারা বলে, তোমাদেরকে এই প্রকার বিধান দেয়া হলে তোমরা তা গ্রহণ করো এবং তা না দেয়া হলে তোমরা বর্জন করো... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের– ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই জালেম– ইহুদীদের সম্পর্কে... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই পাপাচারী" (সূরা মাইদা : ৪১-৪৭)। তিনি বলেন, এই সমস্ত আয়াত কাফের অবাধ্যদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٤٤٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِّنْ يَهُوْدَ فَدَعَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوْا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُوْنِي بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا وَقَالَ امَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ ثُمَّ قَالَ ائْتُوْنِي بِأَعْلَمِكُمْ فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

৪৪৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'কুফ্' নামক উপত্যকায় যেতে আবেদন জানালো। তিনি তাদের এক পাঠাগারে উপস্থিত হলেন। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আমাদের এক লোক জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে যেনা করেছে। সুতরাং আপনি এদের সম্পর্কে ফয়সালা দিন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বালিশ পেতে দিলো। তিনি তাতে বসে তাদের বললেন: তোমরা একখানি তাওরাত নিয়ে এসো। তাওরাত নিয়ে আসা হলে তিনি তাঁর নীচের বিছানো বালিশ টেনে নিয়ে তার উপর তাওরাত রাখলেন এবং বললেন: আমি তোমার প্রতি এবং তোমায় যিনি নাযিল করেছেন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যকার অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়ে এসো। অতএব এক যুবককে নিয়ে আসা হলো। অতঃপর তিনি (ইবনে উমার) নাফে'র সূত্রে মালেক বর্ণিত (৪৪৪৬ নং) হাদীসের অনুরূপ 'রজমের' ঘটনা বর্ণনা করেন।

٤٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيْهِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَتَمُّ قَالَ زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوْا بِنَا إِلَى

هذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيْفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُوْنَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللّهِ قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ قَالَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ قَالُوْا يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيْهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافَ بِهِمَا قَالَ وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ فَقَالَ اَللّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللّهِ قَالَ زَنَى ذُوْ قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِنَا فَأُخِّرَ عَنْهُ الرَّجْمُ ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِيْ أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُوْنَهُ وَقَالُوْا لاَ يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيْءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ فَأَصْلَحُوْا عَلَى هذِهِ الْعُقُوْبَةِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّيْ أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هذِهِ الايَةَ نَزَلَتْ فِيْهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ.

৪৪৫০। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি মুযায়না গোত্রের এমন এক ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও সংরক্ষণকারী। আমরা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন আবূ হুরায়রা (রা)-র সূত্রে। এটা মা'মার বর্ণিত হাদীস এবং এটি সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। তিনি বলেন, ইহুদীদের মধ্যকার একজোড়া নারী-পুরুষ যেনা করে। তারা পরস্পরকে বললো,

চলো আমরা এই নবী (সা)-এর কাছে যাই। তাঁকে তো (ধর্মীয় বিষয়ে) সহজতর বিধান দান করে পাঠানো হয়েছে। তিনি যদি আমাদের এ ব্যাপারে রজম করার পরিবর্তে লঘু শাস্তির ফতোয়া দেন, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করবো এবং আল্লাহর কাছে এর মাধ্যমে বাহানা দাঁড় করাবো এবং বলবো, হে আল্লাহ! এটা তো আপনার এক নবী প্রদত্ত ফতোয়া। রাবী বলেন, অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। এ সময় তিনি সাহাবীদের সাথে মসজিদে বসা ছিলেন। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! যেনাকারী নারী ও পুরুষের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি তাদের পাঠাগারে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে কথাও বলেননি। অতঃপর পাঠাগারের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন: তোমাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি মূসা (আ)-র প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! বিবাহিত লোক যেনা করলে তার কী হুকুম তোমরা তাওরাতে পাচ্ছো? তারা বললো, চুন-কালিতে মুখমণ্ডল রাঙিয়ে তাজ্‌বীহ্ করা হয় এবং বেত্রাঘাত করা হয়। তাজ্‌বীহ্ অর্থ হলো– যেনার অপরাধীদ্বয়কে গাধার পিঠে উঠিয়ে উভয়ের পিঠ পরস্পর মিশিয়ে এলাকা জুড়ে চক্কর দেয়া। রাবী বলেন, এ সময় এক যুবককে চুপ করে থাকতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কসম দিয়ে অনুরোধ করলে সে বললো, আল্লাহর কসম! আপনি যেহেতু আমাদের কসম দিলেন, আমরা তো তাওরাতে রজমের বিধান পাচ্ছি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে তোমরা আল্লাহর বিধানকে এতো হালকা ভাবলে কেনো? সে বললো, আমাদের কোনো এক রাজার জনৈক নিকটাত্মীয় যেনার অপরাধী সাব্যস্ত হয়; তিনি তাকে রজমের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিলেন। অতঃপর সাধারণ পরিবারের জনৈক ব্যক্তি যেনা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি তাকে রজম করার ইচ্ছা করেন; কিন্তু দোষী লোকটির পক্ষের লোকেরা তাতে বাধা দিলো। তারা বললো, আপনার আত্মীয়টিকে এনে রজম না করা পর্যন্ত আমাদের এই ব্যক্তিকে রজম করা যাবে না। অতঃপর তারা এ শাস্তির উপর ফয়সালা করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি নিশ্চয়ই তাওরাতে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করবো। অতঃপর তাঁর নির্দেশে তাদেরকে (নারী-পুরুষ) রজম করা হয়। যুহরী (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, নিম্নোক্ত আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে: "নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে হেদায়াত ও আলো বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর অনুগত নবীগণ এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে বিধান দিতো" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৪৪)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুগত নবীদের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أُحْصِنَا حِينَ قَدِمَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِمْ فِى التَّوْرَاةِ فَتَرَكُوْهُ وَأَخَذُوْا بِالتَّجْبِيْهِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِيٍّ بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِىْ دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَبَعَثُوْا قَوْمًا اخَرِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَلُوْهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِىْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ قَالَ وَلَمْ يَكُوْنُوْا مِنْ أَهْلِ دِيْنِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَخُيِّرَ فِيْ ذٰلِكَ قَالَ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ.

৪৪৫১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুযায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, একজোড়া বিবাহিত ইহুদী নারী-পুরুষ যেনা করে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসেছেন। যেনার শাস্তির ব্যাপারে তাওরাত কিতাবে রজমের বিধান বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ইহুদীরা তা পরিত্যাগ করে 'তাজ্বীহ' নামক শাস্তি চালু করে। তজ্বীহ হলো– পাকানো রশি দিয়ে এক শতবার প্রহার করা এবং মুখমণ্ডলে চুন-কালি মেখে গাধার উপর এমনভাবে বসিয়ে দেয়া যে, অপরাধীর মুখ গাধার পেছন দিকে থাকে। এমনিভাবে তাকে এলাকা জুড়ে চক্কর দেয়া। অতঃপর তাদের আলেমদের একটি দল একত্র হলো এবং অপর একটি দলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলো এবং তাদের বলে দিলো যে, তাঁকে গিয়ে যেনার শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। এভাবে হাদীসের বর্ণনা গিয়েছে। এ হাদীসে আরো আছে যে, যারা তাঁর ধর্মের অনুসারী নয়, তিনি তাদের মাঝেও ফয়সালা করতেন। অতঃপর এ ব্যাপারে তাঁকে এখতিয়ার দিয়ে আল্লাহ্ বলেন: "তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করুন অথবা তাদের উপেক্ষা করুন" (সূরা মাইদা : ৪২)।

٤٤٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُوْدُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا قَالَ ائْتُوْنِىْ بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَىْ صُوْرِيَا فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هٰذَيْنِ فِى التَّوْرَاةِ قَالاَ نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِيْ فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِى الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا. قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوْهُمَا قَالاَ ذَهَبَ

سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّهُوْدِ فَجَاءُوْا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِيْ فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا.

৪৪৫২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী তাদের মধ্যকার যেনার অপরাধী এক পুরুষ ও এক নারীকে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে হাযির হলো। তিনি বলেন: তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে বিজ্ঞ দু'জন লোক নিয়ে এসো। অতএব তারা 'সূরিয়ার' দুই পুত্রকে তাঁর কাছে হাযির করে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন: তোমরা এদের (যেনার অপরাধীদের) ব্যাপারে তাওরাতে কিরূপ বিধান দেখতে পাও? তারা বললো, আমরা তাওরাতে দেখতে পাই, চারজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা পুরুষটির গুপ্তাঙ্গ স্ত্রীলোকটির গুপ্তাঙ্গে এরূপভাবে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছে, যেরূপ সুরমা শলাকা সুরমাদানীতে ঢুকানো হয়, তাহলে তাদের উভয়কে রজম করা হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে কোন জিনিসটা তোমাদেরকে তাদেরকে রজম করতে বাধা দিচ্ছে? তারা উভয়ে বললো, আমাদের শাসন ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। সুতরাং হত্যা করাকে আমরা অনুমোদন করি না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষীদের নিয়ে আসতে ডাকলেন। তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে এলো। তারা সাক্ষ্য দিলো যে, সুরমা শলাকা যেরূপে সুরমাদানীর ভেতরে ঢুকে যায়, ঠিক সেরূপেই তারা পুরুষটির গুপ্তাঙ্গ স্ত্রীলোকটির গুপ্তাঙ্গের মধ্যে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রজম করার নির্দেশ দেন।

٤٤٥٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُوْدِ فَشَهِدُوْا.

৪৪৫৩। ইবরাহীম ও আশ-শা'বী (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এই কথাটুকু উল্লেখ করেননি: 'তিনি সাক্ষীদের হাযির করতে বললেন। অতএব তারা এসে সাক্ষ্য দিলো'।

٤٤٥٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

৪৪৫৪। আশ-শা'বী (র) থেকে এই সনদ সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٤٥٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ

مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ وَامْرَأَةً زَنَيَا.

৪৪৫৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একজোড়া ইহুদী নারী-পুরুষ যেনা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রজম করার নির্দেশ দেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِيْ بِحَرِيْمِهِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মাহ্‌রাম নারীর সাথে যেনাকারীর শাস্তি

٤٤٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَطُوْفُ عَلَى إِبِلٍ لِيْ ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الأَعْرَابُ يُطِيْفُوْنَ بِيْ لِمَنْزِلَتِيْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوْا مِنْهَا رَجُلاً فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوْا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيْهِ.

৪৪৫৬। আল-বারাআ ইবনে আযের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার একটি হারানো উট খোঁজ করতে বেরিয়েছি, এমন সময় একদল আরোহী অথবা অশ্বারোহী আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়। তাদের কাছে একটি পতাকা ছিল। এই বেদুঈনরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র হিসেবে আমার চারদিকে ঘুরতে থাকে। যখন তারা একটি গম্বুজ সদৃশ স্থাপনার কাছে এসে এর ভেতর থেকে একটি লোককে বের করে হত্যা করে তখন আমি তাদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, লোকটি তার পিতার স্ত্রীকে (বিমাতাকে) বিবাহ (সঙ্গম) করেছিল।

টীকা ঃ জাহিলী যুগে বিমাতাকে বিবাহ করার প্রচলন ছিল। ইসলামী শরীয়াতে কেউ যদি এ ধরনের মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা হালাল মনে করে তবে সে মুরতাদ। কাজেই তাকে হত্যা করা বৈধ (অনুবাদক)।

٤٤٥٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَقِيْتُ عَمِّيْ وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيْدُ فَقَالَ بَعَثَنِيْ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ فَأَمَرَنِىْ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَاٰخُذَ مَالَهُ.

৪৪৫৭। ইয়াযীদ ইবনুল বারাআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে সাক্ষাত করলাম। তার সাথে একটি ঝাণ্ডা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে (বিমাতাকে) বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাকে হত্যা করতে আর তার সম্পদ নিয়ে আসতে।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَزْنِىْ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর দাসীর সাথে যেনা করে তার সম্পর্কে

٤٤٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَهُوَ أَمِيْرٌ عَلَى الْكُوْفَةِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيْكَ بِقَضِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوْهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً. قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلٰى حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِهٰذَا.

৪৪৫৮। হাবীব ইবনে সালেম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে হুনায়েন নামে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে। বিষয়টি কুফার গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীর (রা)-র কাছে দায়ের করা হলে তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করবো। সে (তোমার স্ত্রী) যদি এ বাঁদীকে তোমার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে, তবে আমি তোমাকে একশো বেত্রাঘাত করবো, আর যদি তা তোমার জন্য বৈধ করে না দিয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবো। পরে তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, তার স্ত্রী বাঁদীকে তার জন্য বৈধ করে দিয়েছে। কাজেই তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি হাবীব ইবনে সালেমের কাছে চিঠি লিখলে তিনি এই হাদীসখানি লিখে পাঠান।

٤٤٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يَأْتِىْ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ.

৪৪৫৯। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করলে, তার স্ত্রী যদি তাকে তার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে তবে একশো বেত্রাঘাত দেয়া হবে; কিন্তু যদি বৈধ করে না দিয়ে থাকে, তবে তাকে আমি রজম করবো।

٤٤٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَمَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمٌ عَنِ الْحَسَنِ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُوْنُسُ وَمَنْصُوْرٌ قَبِيْصَةَ.

৪৪৬০। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে ফয়সালা দেন যে, সে যদি তার সাথে জোরপূর্বক একাজ করে থাকে, তাহলে দাসী আযাদ এবং তার কর্তব্য হলো– তার মতো একটি দাসী তার মনিবকে অর্থাৎ স্ত্রীকে দেয়া। আর যদি আপসে তা হয়ে থাকে, তাহলে সে তার মালিকানায় চলে যাবে এবং দাসীর মনিবকে তার মতো একটি দাসী প্রদান করা স্বামীর কর্তব্য হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, ইউনুস ইবনে উবাইদ, আমর ইবনে দীনার, মানসূর ইবনে যাযান ও সাল্লাম (র) আল-হাসানের সূত্রে এ হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মানসূর (র) কাবীসা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٤٤٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا.

৪৪৬১। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে তিনি বলেন: আর সে (দাসী) যদি একাজে সম্মতি জানিয়ে থাকে, তবে সে ও তার মতো আরো একটি দাসী নিজ মাল দ্বারা ক্রয় করে দাসীর মনিবকে প্রদান করতে হবে।

بَابُ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

অনুচ্ছেদ-২৭ঃ কেউ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্ম করলে

٤٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ.

৪৪৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা কাউকে যদি লূত সম্প্রদায়ের অনুরূপ কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা ও যার সাথে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, একইরূপ একটি হাদীস সুলায়মান ইবনে বিলাল-আমর ইবনে আবু আমর সূত্রে বর্ণিত আছে। আব্বাদ ইবনে মানসূর (র) ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ (র) ইবরাহীম-দাউদ ইবনুল হুসাইন-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٤٦٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهُوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

৪৪৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবিবাহিতদের লাওয়াতাতে (পায়ুকামে) লিপ্ত পাওয়া গেলে রজম করা হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আসেম (র) বর্ণিত হাদীস আমর ইবনে আবু আমরের হাদীসকে দুর্বল প্রমাণিত করে।

টীকা ঃ লাওয়াতাতের শাস্তি প্রসঙ্গে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও শাফিঈর মতে তাকে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি দেয়া হবে। তাদের মতে কর্তা যদি বিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে রজম করা হবে, অন্যথায় একশো বেত্রাঘাত। যার সাথে করা হয় তাকে একশো বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দেয়া হবে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের শাস্তি একই ধরনের। ইমাম আবু হানীফার মতে অপরাধী তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। ইমাম মালেক ও আহ্‌মাদের মতে অপরাধীকে রজম করা হবে, পায়ুকামী বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক। শাফিঈর অপর মতে উভয়কে হত্যা করা হবে। তার ধরন এই যে, উভয়কে দেয়ালচাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে (সম্পাদক)।

بَابُ فِيْمَنْ أَتَى بَهِيْمَةً

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি পশুর সাথে সঙ্গম করে

٤٤٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ. قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيْمَةِ قَالَ مَا أُرَاهُ قَالَ ذٰلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُّؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذٰلِكَ الْعَمَلُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هٰذَا بِالْقَوِيِّ.

৪৪৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তি পশুর সাথে সঙ্গম করলে তাকে এবং পশুটিকেও তার সাথে হত্যা করো। তিনি (ইকরিমা) বলেন, আমি তাকে (ইবনে আব্বাসকে) জিজ্ঞেস করলাম, পশুটির অন্যায় কি? তিনি বলেন, আমার মতে যে পশুর সাথে সঙ্গম করা হয়েছে নিশ্চয়ই তিনি তার গোশত খাওয়া অপছন্দ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি খুব একটা শক্তিশালী হাদীস নয়।

٤٤٦٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ أَنَّ شَرِيْكًا وَأَبَا الْأَحْوَصِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوْهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيْمَةَ حَدٌّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُّجْلَدَ وَلاَ يُبْلَغُ بِهِ الْحَدُّ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

৪৪৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশুর সাথে সঙ্গমকারী হদ্দের আওতাভুক্ত নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আতাও এরূপই বলেছেন। হাকাম বলেছেন, আমি মনে করি তাকে বেত্রাঘাত করা উচিত; কিন্তু তা হদ্দের সীমা (১০০ বেত্রাঘাত) পর্যন্ত পৌছা উচিৎ নয়। হাসান বসরী (র) বলেন, সে যেনাকারীর সমতুল্য। আবু দাউদ (র) বলেন, আসেম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আমর ইবনে আবু আমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে দুর্বল প্রমাণিত করে।

টীকা : পশুর সাথে সঙ্গমের অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই। বিচারক তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, সুফিয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ (র) প্রমুখের এই মত। রাসূলুল্লাহ (সা) হত্যা করার কথা বলেছেন হুমকিস্বরূপ (সম্পাদক)।

بَابٌ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تَقِرَّ الْمَرْأَةُ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ পুরুষ লোকটি যেনার অপরাধ স্বীকার করলে এবং স্ত্রীলোকটি স্বীকার না করলে

٤٤٦٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُوْنَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا.

৪৪৬৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে স্বীকারোক্তি করে যে, সে এক স্ত্রীলোকের সাথে যেনা করেছে এবং সে তার নামও বলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে যেনার কথা অস্বীকার করলো। কাজেই তিনি পুরুষটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলেন (সম্ভবত সে অবিবাহিত ছিল) এবং স্ত্রীলোকটিকে রেহাই দিলেন।

٤٤٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُوْنَ الْبُرْدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الْأَبْنَاوِيِّ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِيْنَ.

৪৪৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বাকর ইবনে লাইছ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে চারবার স্বীকারোক্তি করে যে, সে জনৈকা নারীর সাথে যেনা করেছে। সে অবিবাহিত ছিল বিধায় তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর তিনি নারীটির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষী-প্রমাণ আনার জন্য তাকে আদেশ দেন। নারীটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তিনি পুরুষ লোকটিকে যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে আরো আশিটি বেত্রাঘাত করেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا دُوْنَ الْجِمَاعِ فَيَتُوْبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمَامُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সবকিছু করে, অতঃপর কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়ার পূর্বেই তওবা করে

٤٤٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّىْ عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هٰذَا فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلٰى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ فَقَالَ لِلنَّاسِ كَافَّةً.

৪৪৬৮। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি মদীনার উপকণ্ঠে জনৈকা নারীর সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই করেছি। এখন আমি এখানে উপস্থিত। আপনি যা ইচ্ছা আমাকে শাস্তি দিন। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ তোমার এ অপরাধ গোপন রেখেছিলেন, তুমিও যদি তা তোমার কাছে গোপন রাখতে! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার কোন উত্তর দেননি। কাজেই লোকটি ফিরে চলে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: "দিনের দু'প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে তুমি নামায কায়েম করো, নিশ্চয়ই সৎকাজসমূহ

অন্যায় বা গুনাহসমূহকে মুছে ফেলে। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা এক নসীহত" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াত কি শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সমস্ত মানুষের জন্য? তিনি বললেন: বরং তা সকল মানুষের জন্য।

بَابٌ فِى الأَمَةِ تَزْنِى وَلَمْ تُحْصَنْ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ অবিবাহিত দাসী যেনা করলে

٤٤٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ. قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِيْ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ.

৪৪৬৯। আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অবিবাহিত দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে যেনা করেছে। তিনি বলেন: সে যেনা করলে বেত্রাঘাত করো, আবারো যেনা করলে আবারো বেত্রাঘাত করো, পুনরায় যেনা করলে আবারো বেত্রাঘাত করো। সে আবারো যেনা করলে একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। ইবনে শিহাব (র) বলেন, তিনি তৃতীয়বার না চতুর্থবার একথা (বিক্রির কথা) বলেছেন, তা আমার জানা নেই। আর ضَفِيْرٌ শব্দের অর্থ হলো পাকানো রশি।

٤٤٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ ابْنُ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُحِدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِى الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيْرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.

৪৪৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কারো দাসী যেনা করলে সে তাকে যেনো শাস্তি দেয়, শুধু গালি বা তিরস্কার করেই ছেড়ে দিবে না (অথবা শাস্তি দেয়ার পর তিরস্কার করবে না)। তিনবার এরূপ করবে। চতুর্থবারও যদি সে যেনা করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করবে এবং একটি রশির বিনিময়ে হলেও অথবা পশমের তৈরী রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

٤٤٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللّٰهِ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. وَقَالَ فِى الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللّٰهِ ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.

৪৪৭১। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রতিবার তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করবে, শুধু তিরস্কার করেই ছেড়ে দিবে না (অথবা শাস্তি দেয়ার পর তিরস্কার করবে না)। চতুর্থবারও যদি সে এরূপ করে, তাহলে তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি দেয়ার পর একটি চুলের রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দিবে।

بَابٌ فِيْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির উপর হদ্দ কার্যকর করা

٤٤٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِىَ فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُوْدُوْنَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذٰلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوْا لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّيْ قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَىَّ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوْا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِىْ هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْنَا إِلَيْكَ فَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلاَّ جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوْا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوْهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

৪৪৭২। আবূ উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক আনসারী সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাদেরই জনৈক ব্যক্তি

রোগে আক্রান্ত হয়ে হাড্ডিসার হয়ে যায়। তাদের কারো এক দাসী তার কাছে আসলে, সে পুলকিত ও শিহরিত হয় এবং তার সাথে সঙ্গম করে। তার গোত্রের লোকজন তাকে দেখতে এলে, সে তাদেরকে তা অবহিত করে এবং বলে, তোমরা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এই ফতোয়া চাও যে, আমার কাছে আগত জনৈকা দাসীর সাথে আমি যেনা করেছি। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ঘটনা খুলে বললো। তারা আরো বললো, রোগে শুকিয়ে তার মতো হাড্ডিসার হতে আমরা কোনো লোককে দেখিনি। তাকে যদি আপনার কাছে বহন করে আনি তবে তার হাড়গোড় আলাদা হয়ে যাবে। তার হাড়ে চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আদেশ দিলেন: তারা যেনো একশো পাতাবিশিষ্ট একটি ডাল নিয়ে তার দ্বারা তাকে এককার প্রহার করে।

٤٤٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ فَقُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى فَقَالَ فِيهِ قَالَ لاَ تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

৪৪৭৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের এক দাসী ব্যভিচার করে। তিনি আলী (রা)-কে ডেকে বলেন: হে আলী! তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তার উপর হদ্দ কার্যকর করো। (তিনি বলেন) আমি তার কাছে গিয়ে দেখি, বিরামহীনভাবে তার রক্তস্রাব হচ্ছে। কাজেই আমি তাঁর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন: হে আলী! তুমি কি কাজ সেরে এসেছ? আমি বললাম, আমি তার কাছে গিয়ে দেখি, তার অবিরাম রক্তস্রাব হচ্ছে। তিনি বললেন: রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দাও, অতঃপর তার উপর হদ্দ বাস্তবায়িত করো। আর তোমাদের ডান হাতের মালিকানায় যারা আছে (অর্থাৎ দাস-দাসী) তাদের উপর হদ্দ কায়েম করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আবুল আহ্ওয়াস (র) আবদুল আলার সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শো'বা (র) আবদুল আলা থেকে বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসে তিনি (সা) বলেছেন: প্রসব করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে প্রহার করো না। তবে প্রথম বর্ণনাই অধিকতর সহীহ।

بَابٌ فِيْ حَدِّ الْقَاذِفِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যেনার মিথ্যা অপবাদ উত্থাপনকারীর শাস্তি

٤٤٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ الثَّقَفِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِيْ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ تَعْنِي الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ.

৪৪৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সমর্থনে যখন আয়াত নাযিল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং কুরআনের আয়াত (সূরা নূর ঃ ১১-১৯) তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এসে দু'জন পুরুষ (মিস্‌তাহ ও হাসসান) ও একজন নারী সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হয়।

٤٤٧٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ. قَالَ النُّفَيْلِيُّ وَيَقُوْلُوْنَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.

৪৪৭৫। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকেও উপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তিনি আয়েশা (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন : যারা অশ্লীল কথা রটিয়েছিল, তিনি তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে আদেশ দেন। পুরুষ দু'জন হলো– হাসসান ইবনে ছাবেত ও মিসতাহ্ ইবনে উছাছা। নুফায়লী বলেন, তারা বলতেন, নারীটি হলো হামনা বিনতে জাহ্‌শ।

টীকা : কেউ কারো বিরুদ্ধে যেনায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করলে এবং তা প্রত্যক্ষদর্শী চারজন মুসলিম বালেগ পুরুষ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত অভিযোগকে 'কায্‌ফ' বলে। এক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপনকারীকে আশি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে সূরা নূর-এর ১১-১৯ নং আয়াত দ্রষ্টব্য (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ মাদক গ্রহণের শাস্তি

٤٤٧٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيْلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ أَفَعَلَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ حَدِيْثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هٰذَا.

৪৪৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদক গ্রহণের শাস্তিস্বরূপ হদ্দ নির্দিষ্ট করেননি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল হয়। এ সময় তাকে রাস্তায় দুলতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হয়। সে আব্বাস (রা)-র ঘর বরাবর এলে হুঁশ ফিরে পায় এবং আব্বাস (রা)-র কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে (শাস্তির ভয়ে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা আলোচনা করা হলে, তিনি হাসলেন এবং বললেন: সে কি তাই করেছে? তিনি তার ব্যাপারে কোনো আদেশ দেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-হাসান ইবনে আলীর এ হাদীস কেবল মদীনাবাসীগণ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٤٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوْهُ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ.

৪৪৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মাতাল ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে প্রহার করো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমাদের মাঝ থেকে কেউ তাকে হাত দিয়ে মেরেছে, কেউবা জুতাপেটা করেছে আর কেউবা কাপড় দিয়ে মেরেছে। অতঃপর সে চলে যাওয়ার সময় উপস্থিত লোকজনের কেউ বললো, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা এভাবে বলো না, তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না।

٤٤٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ بَكِّتُوهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ مَا خَشِيتَ اللَّهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا.

৪৪৭৮। ইবনুল হাদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি তাতে বলেন, তাকে প্রহারের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন: তোমরা তাকে মৌখিক ধমক দিয়ে নসীহত করে দাও। সুতরাং তারা তার কাছে এসে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করোনি, তুমি তো আল্লাহকে ডরাওনি এবং তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লজ্জিত হওনি। অতঃপর তারা তাকে ছেড়ে দিলেন। হাদীসের শেষাংশে তিনি বলেন: বরং তোমরা বলো, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! তার উপর করুণা বর্ষণ করো। কতক রাবীর বর্ণনায় কিছুটা অধিক বক্তব্য আছে এবং কতকের বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٤٧٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرِّيفِ فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

৪৪৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাদক গ্রহণের অপরাধে খেজুরের ডাল দিয়ে ও জুতা দিয়ে প্রহার করেন। আর আবু বকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর উমার (রা) যখন খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন, তিনি লোকদের ডেকে বললেন, অনেক লোক তো পানির উৎসসমূহে ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই এখন আপনারা মাদক গ্রহণের হদ্দ প্রসঙ্গে কি অভিমত ব্যক্ত করছেন? তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমরা এজন্য হদ্দের আওতায় লঘু শাস্তি দেয়ার অভিমত জ্ঞাপন করছি। সুতরাং তিনি এর শাস্তি হিসেবে আশি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে আবু আরূবা কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপায়ীদের খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে চল্লিশ ঘা প্রহার করেছেন। শো'বা (রা) কাতাদার সূত্রে, তিনি আনাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে প্রায় চল্লিশ ঘা প্রহার করেছেন।

٤٤٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْمَعْنى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الدَّانَاجُ حَدَّثَنِيْ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ هُوَ أَبُوْ سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ اخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَاٰهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ وَشَهِدَ الاخَرُ أَنَّهُ رَاٰهُ يَتَقَيَّأُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتّٰى شَرِبَهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلّٰى قَارَّهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ قَالَ حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

৪৪৮০। হুসাইন ইবনুল মুনযির আর-রাকাশী ওরফে আবু সাসান (র) বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে উপস্থিত। তখন ওলীদ ইবনে উকবাকে ধরে আনা হয়। হুমরান (উসমানের ক্রীতদাস) এবং অপর এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। তাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে শরাব পান করতে দেখেছে। অপর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে মদ বমি করে ফেলতে দেখেছে। উসমান (রা) বললেন, মদ পান না করলে তা বমি করতে পারে না। তাই তিনি আলী (রা)-কে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়ন করতে আদেশ দিলেন। আলী (রা) হাসান (রা)-কে বললেন, তুমি তাকে শাস্তি

দাও। হাসান (রা) বললেন, যিনি খেলাফতের স্বাদ আস্বাদন করছেন তিনি ভার বহন করবেন। অতঃপর আলী (রা) আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে বললেন, তুমি তার উপর হদ্দ কার্যকর করো। অতএব তিনি একটি চাবুক (লাঠি) নিয়ে তাকে প্রহার করতে শুরু করলেন। আর আলী তা গণনা করতে থাকলেন। যখন তিনি চল্লিশে পৌঁছলেন, আলী (রা) বললেন, থামো, যথেষ্ট হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। আমি মনে করি, আবু বকরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, কিন্তু উমার আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। এর প্রতিটিই সুন্নাত। তবে আমি এর (চল্লিশের) পক্ষপাতী।

٤٤٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَلَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا وَلِّ شَدِيْدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هذَا كَانَ سَيِّدُ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ.

৪৪৮১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রা) মদপানের অপরাধে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, আর উমার (রা) তা আশিতে পূর্ণ করেছেন। এর প্রতিটিই সুন্নাত। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-আসমাঈ "এর শীতলতা উপভোগকারী এর উত্তাপ সহ্য করবে" বাগধারার ব্যাখ্যায় বলেন, যে এর (খেলাফতের) সুবিধা ভোগ করবে তাকেই এর কষ্ট-কাঠিন্যের দায় বহন করতে হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সাসান হুসাইন ইবনুল মুনযির ছিলেন তার গোত্রের নেতা।

بَابٌ إِذَا تَتَابَعَ فِيْ شُرْبِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ বারবার মাদক গ্রহণের অপরাধ করলে

٤٤٨٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ.

৪৪৮২। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: লোকে মদ পান করলে, তাদের বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় পান করলে বেত্রাঘাত করো, আবারো পান করলে তাদের হত্যা করো।

টীকা ঃ পঞ্চমবার কেউ মদ পান করলে তাকে হত্যা করো। সম্ভবত ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের জন্যই বলা হয়েছে। অতঃপর তা রহিত হয়েছে, তবে কঠোর শাস্তি দেয়ার আদেশ বিদ্যমান আছে (অনুবাদক)।

٤٤٨٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهٰذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا فِيْ حَدِيْثِ أَبِى غُطَيْفٍ فِى الْخَامِسَةِ.

৪৪৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:... উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস। এই বর্ণনায় আছে: আমি ধারণা করেছি, তিনি পঞ্চমবারে বলেছেন: আবারো যদি সে মদ পান করে তবে তাকে হত্যা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, অনুরূপভাবে আবু গুতাইফ বর্ণিত হাদীসেও পঞ্চমবারের কথা উল্লেখ আছে।

٤٤٨٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيْثُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُمْ. وَكَذَا حَدِيْثُ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرِيْدِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِيْ حَدِيْثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ.

৪৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কেউ মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত করো, আবারো মাতাল হলে বেত্রাঘাত করো, চতুর্থবারও যদি এর পুনরাবৃত্তি হয়, তবে তাকে হত্যা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, উমার ইবনে আবু সালামাও পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও আবু হুরায়রার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনাই করেছেন: কেউ মদ পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। চতুর্থবারও যদি এরূপ করে তবে তাকে হত্যা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, সুহায়লও পর্যায়ক্রমে আবু সালেহ ও আবু হুরায়রার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন: চতুর্থবার যদি তারা মদ পান করে তাহলে তাদের হত্যা করো। একইভাবে ইবনে আবু নু'আয়েম ইবনে উমারের সূত্রে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এবং আশ-শারীদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আল-জাদলী মুআবিয়া (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: সে তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার যদি মদ পান করে, তাহলে তাকে হত্যা করো।

٤٤٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ فَكَانَتْ رُخْصَةً. قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُوْنَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ الشَّرِيْدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشُرَحْبِيْلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ غُطَيْفٍ الْكِنْدِيُّ وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৪৪৮৫। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। তৃতীয় অথবা চতুর্থবার যদি সে এরূপ করে তবে তাকে হত্যা করো। অতঃপর মদ পানের অপরাধে জনৈক ব্যক্তিকে ধরে আনা হলে তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন। পুনরায় তাকে এই অপরাধে নিয়ে

আসা হলে তিনি এবারো তাকে বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর একই অপরাধে তাকে নিয়ে আসা হলে তিনি বেত্রাঘাত করেন আর হত্যা পরিহার করেন। সেটা ছিল "অবকাশ"। সুফিয়ান বলেন, যুহরী (র) মানসূর ইবনুল মু'তামির ও মুখাওয়াল ইবনে রাশেদের উপস্থিতিতে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তোমরা দু'জন প্রতিনিধি হিসেবে ইরাকবাসীদের কাছে গিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আশ-শারীদ ইবনে সুওয়াইদ, শুরাহ্বীল ইবনে আওস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবু গুতাইফ আল-কিন্দী ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٤٨٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفُزَارِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَ أَدِي أَوْ مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ.

৪৪৮৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কারো উপর হদ্দ কার্যকর করলে এবং তাতে সে মারা গেলে আমি তার দিয়াত পরিশোধ করবো না, মদ পানের অপরাধী ব্যতীত। কেনোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করেননি। এর যা কিছু শাস্তি প্রচলিত তা আমরা নিজেরা নির্ধারণ করেছি।

٤٤٨٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ الْمِصْرِيُّ ابْنُ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الانَ وَهُوَ فِي الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ.

৪৪৮৭। আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেনো এখনো দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যশিবিরের মধ্যে খালিদ ইবনুল ওলীদের শিবির খুঁজছেন। এমতাবস্থায় জনৈক মদ্যপায়ীকে ধরে আনা হলো। তিনি লোকদের বললেন: তোমরা একে প্রহার করো। অতএব তাদের কেউ জুতা দিয়ে, কেউবা

লাঠি দিয়ে আর কেউবা 'মিতাখা' দিয়ে তাকে প্রহার করলো। ইবনে ওয়াহ্‌ব বলেন, 'মিতাখা' অর্থ– খেজুরের কাঁচা ডাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীন থেকে কিছু মাটি নিয়ে তার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করলেন।

٤٤٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِ خَالِيْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِيْ وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوْهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمْ ارْفَعُوْا فَرَفَعُوْا فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِيْنَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِيْنَ فِيْ اخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِيْنَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِيْنَ.

৪৪৮৮। আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়নে থাকাকালীন জনৈক মাতালকে তাঁর কাছে আনা হলো। তিনি তার মুখমণ্ডলে মাটি নিক্ষেপ করলেন এবং তাকে প্রহার করতে সাহাবীদের আদেশ দিলেন। তারা তাদের জুতা ও হাতে যা কিছু ছিল তা দিয়ে তাকে প্রহার করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের বললেন যে, বন্ধ করো অর্থাৎ থামো। অতঃপর তারা প্রহার বন্ধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা) মদ পানের জন্য চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর উমারও তার রাজত্বের প্রথম পর্যায়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। তিনি তার খেলাফতের পরবর্তী পর্যায়ে আশি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর উসমান (রা) আশি ও চল্লিশ এই দ্বিবিধ শাস্তিই প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুআবিয়া (রা) মদ পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।

٤٤٨٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَأُتِىَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوْهُ بِمَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا

وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَحَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ فَلَمَّا كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ ضَرَبَ فَحَزَرُوْهُ أَرْبَعِيْنَ فَضَرَبَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوْا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوْا الْحَدَّ وَالْعُقُوْبَةَ قَالَ هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ الأَوَّلُوْنَ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضْرِبَ ثَمَانِيْنَ. قَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يَّجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَبَيْنَ ابْنِ الأَزْهَرِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَزْهَرِ عَنْ أَبِيْهِ.

৪৪৮৯। আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন সকালবেলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জনতার ভীড়ের মধ্যে পদব্রজে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-র শিবিরের সন্ধান করতে দেখলাম। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক। তাঁর নিকট এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হলে তাঁর নির্দেশে লোকজন তাকে তাদের হাতের কাছে সহজলভ্য জিনিস দ্বারা প্রহার করে। তাদের কেউ চাবুক দ্বারা, কেউ লাঠি দ্বারা এবং কতক লোক নিজেদের জুতা দ্বারা তাকে প্রহার করে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতি ধূলা নিক্ষেপ করেন। আবু বকর (রা)-র সময় এক মদ্যপকে উপস্থিত করা হলে তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে কতোস সংখ্যক বেত্রাঘাত করেছেন? তারা চল্লিশ সংখ্যক বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করে। অতএব আবূ বকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। উমার (রা) খলীফা হলে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) তাকে লিখে পাঠান যে, লোকজন মাদক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করছে এবং হদ্দ ও শাস্তির ভয়কে পরোয়া করছে না। উমার (রা) বলেন, আপনার কাছে যারা আছে তাদের জিজ্ঞেস করুন। তার সাথে ছিলেন সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজিরগণ। তিনি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তারা আশি বেত্রাঘাত সম্পর্কে ঐকমত্য ব্যক্ত করেন। রাবী বলেন, আলী (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করলে সে মিথ্যা কথা বলে। অতএব আমি মনে করি যে, তাকে মিথ্যা বলার শাস্তির অনুরূপ শাস্তি দেয়া উচিৎ।

টীকা ঃ আলী (রা) এখানে 'মিথ্যা' দ্বারা কারো বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অভিযোগ (কাযফ) উত্থাপনকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ সে কাযফ-এর জন্য নির্ধারিত দণ্ড (আশি বেত্রাঘাত) ভোগ করবে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মসজিদের ভিতরে হদ্দ কার্যকর করা

٤٤٩٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الشُّعَيْثِيُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ.

৪৪৯০। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের ভিতরে কিসাস গ্রহণ করতে, কবিতা আবৃত্তি করতে এবং হদ্দ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ হদ্দের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষেধ

٤٤٩١- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

১৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কেউ যখন কাউকে প্রহার করবে, তখন তার মুখমণ্ডল পরিহার করবে (মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না)।

بَابٌ فِي التَّعْزِيرِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ তা'যীর (বিচারকের সুবিবেচনা প্রসূত শাস্তি)

٤٤٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

৪৪৯১। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দ ছাড়া কাউকে দশ বেত্রাঘাতের অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

٤٤٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৪৪৯২। আবু বুরদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:... রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٤٩٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

৪৪৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কেউ প্রহার করার সময় যেনো মুখমণ্ডল পরিহার করে।

টীকা ঃ ইসলামী আইনে তিন প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে– কিসাস, হদ্দ ও তা'যীর। মানবজীবন ও তার দেহ সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তিকে কিসাস বলে। কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের বেলায় নির্দিষ্ট কতিপয় শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এগুলোকে 'হদ্দ' বলা হয়। এর বাইরে যতো রকমের শাস্তি আছে তাকে তা'যীর বলে (সম্পাদক)।

অধ্যায় ঃ ৩৯

كِتَابُ الدِّيَاتِ

(রক্তমূল্য)

بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ জীবনের বিনিময়ে জীবন (মৃত্যুদণ্ড)

٤٤٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مُوسى عَنْ عَلِىُّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيْرُ وَكَانَ النَّضِيْرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيْرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيْرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فُوْدِيَ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيْرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوْا ادْفَعُوْا إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيْرُ جَمِيْعًا مِنْ وَلَدِ هَارُوْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

টীকা ঃ "দিয়াত" অথবা "আক্ল" অর্থ হলো– মানুষকে হত্যা অথবা যখম করার বিনিময়ে দেয় ক্ষতিপূরণ। কেউ যদি কোন মুমিন ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং সে হত্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাতে প্রাণদণ্ড হবে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যদি ক্ষমা করে দেয় বা অন্য কোনোভাবে আপোষ-রফায় সম্মত হয় তাহলে আর প্রাণদণ্ড হবে না। আর মানুষের প্রাণের জন্য দিয়াত হলো এক শত উট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে রক্তমূল্যের পরিমাণের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হলো বিভিন্ন মানের মুদ্রার মান ও ওজনের বিভিন্নতা, উটের বাজার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি, ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত প্রতীয়মান হত্যার ব্যাপারে অসাবধানতা ও ভুলের তারতম্য। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থাবিশেষে আট শত দিনার, আট হাজার দিরহাম, দশ হাজার দিরহাম, বারো হাজার দিরহাম এবং উমার (রা) এক হাজার দিনার এবং বারো হাজার দিরহাম ধার্য করেন (অনুবাদক)।

৪৪৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু কুরাইযা ও বনু নযীর নামে (মদীনায়) দু'টি (ইহুদী) গোত্র ছিল। নযীর গোত্র কুরাইযার চেয়ে শক্তিশালী ও শরাফতের দাবিদার ছিল। এজন্য যখন কুরাইযার কোন লোক নযীর গোত্রের কোন লোককে হত্যা করতো বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু যখন নযীর গোত্রের কোন ব্যক্তি কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করতো তখন এক শত ওয়াসাক[১] খেজুরের মাধ্যমে মুক্তিপণ বা দিয়াত আদায় করা হতো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়াত লাভ করলেন, তখন নযীর গোত্রীয় এক ব্যক্তি কুরাইযার এক লোককে হত্যা করলে তারা (কুরাইযার লোকেরা) বললো, তাকে (হত্যাকারীকে) আমাদের হাতে সমর্পণ করো; আমরা তাকে হত্যা করবো। কিন্তু পুরাতন প্রথানুযায়ী এ প্রস্তাবে বনী নযীর অসম্মতি জানালে তারা বললো– আমাদের ও তোমাদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন। তারপর তারা তাঁর (সা) কাছে উপস্থিত হলে এ আয়াত নাযিল হলো, "যদি তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করো, তাহলে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবে" (সূরা মাইদা : ৪২)। আর সেই ইনসাফটি হলো প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ। তারপর নাযিল হলো, "তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধিবিধান কামনা করে (সূরা মাইদা : ৫০)। আবু দাউদ (র) বলেন, বনু কুরাইযা ও বনু নযীর সকলেই নবী হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর।

টীকা ঃ এক শত ওয়াসাক খেজুর হয় ষাট 'সা'-এর সমান। আলমগীরী ও গায়াতুল আওরাত কিতাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক সা'-এর পরিমাণ ২৭০ তোলা বা ৩ সের ৬ ছটাক (অনুবাদক)।

بَابُ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ أَوْ أَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কারো পিতা অথবা ভাই-এর অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না

٤٤٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادُ عَنْ أَبِيْ رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ نَحْوَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِيْ أَبْنُكَ هٰذَا قَالَ إِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِيْ أَبِيْ وَمِنْ حَلْفِ أَبِيْ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِيْ عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِيْ عَلَيْهِ. وَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

৪৪৯৫। আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন: সে কি তোমার ছেলে? তিনি বললেন, হাঁ, কা'বার প্রভুর শপথ! তিনি (সা) বললেন: ঠিক বলেছো? তিনি (আমার পিতা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতার সাথে আমার (শারীরিক) সাদৃশ্য এবং আমার সম্পর্কে পিতার শপথকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন: "জেনে রাখো! তার কোনো অপরাধ তোমাকে অভিযুক্ত করবে না এবং তোমার কোনো অপরাধের জন্যও সে দায়ী হবে না।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন, "তোমাদের কাউকে অপরের পাপের বোঝা বহন করতে হবে না" (সূরা আন'আম : ১৬৪)।

بَابُ الإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِى الدَّمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ শাসক/বিচারক যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেন

٤٤٩٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى الْعَوْجَاءِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِيْبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

৪৪৯৬। আবু শুরায়হ্ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যাকে হত্যা বা আহত করা হয়েছে তাকে অবশ্যই তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় সে কিসাস (সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করবে, অথবা ক্ষমা করবে, অথবা দিয়াত (রক্তমূল্য) গ্রহণ করবে। যদি সে চতুর্থ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তাহলে তোমরা তার দু'হাত ধরে ফেলো (তাকে তা করতে দিও না)। যে ব্যক্তি এরপরও সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

٤٤٩٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيْهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيْهِ بِالْعَفْوِ.

৪৪৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো কিসাসজনিত বিবাদ পেশ করা হলে তিনি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।

٤٤٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ. قَالَ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ. قَالَ وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.

৪৪৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি নিহত হলো। ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলে তিনি তাকে (হত্যাকারীকে) নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করলেন। হত্যাকারী বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। বর্ণনাকারী বলেন, (এতদশ্রবণে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিভাবককে বললেন, 'সাবধান! যদি তার কথায় সে সত্যবাদী হয় আর এরপরও তুমি তাকে হত্যা করো তাহলে তুমি দোযখে যাবে। তিনি বলেন, অতঃপর তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। বর্ণনাকারী বলেন, হত্যাকারীর দু'হাত পিছনের দিক থেকে চামড়ার লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং সে চামড়ার রশিটি টানতে টানতে চেলে গেলো। এজন্য তার নাম দেয়া হলো যুনু-নিসআহ্ বা চামড়ার রশিধারী।

٤٤٩٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُوْ عُمَرَ الْعَائِذِيُّ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيْءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ أَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ أَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ اَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي

الرَّابِعَةِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ قَالَ فَعَفَا عَنْهُ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ.

৪৪৯৯। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় গলায় চামড়ার দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক হত্যাকারীকে নিয়ে আসা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা) নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে ডেকে বললেন, তুমি কি মাফ করে দিবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি দিয়াত নিবে? সে উত্তর করলো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হত্যা করবে? সে বললো, হাঁ। তিনি (সা) নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও। সে যখন যেতে উদ্যত হলো, তখন তিনি (সা) পুনরায় বললেন, তুমি কি ক্ষমা করে দিবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি কি হত্যা করবে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, একে নিয়ে যাও। এভাবে চতুর্থবারে তিনি বললেন, জেনে রাখো, যদি তুমি তাকে মাফ করে দিতে তাহলে সে নিজের ও তার সাথীর গুনাহ নিয়ে ফিরতো। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব সে তাকে ক্ষমা করে দিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে (হত্যাকারীকে) চামড়ার রশি টেনে টেনে চলে যেতে দেখেছি।

٤٥٠٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

৪৫০০। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে উপরোক্ত সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ قَالَ لَا قَالَ لِلرَّجُلِ خُذْهُ فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ. فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَ ذَا فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ. فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ قَالَ مَرَّةً دَعْهُ يَبُوْءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُوْنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. قَالَ فَأَرْسَلَهُ.

৪৫০১। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হাবশী এক লোককে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, এই ব্যক্তিই আমার ভাইপোকে হত্যা করেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে কিভাবে হত্যা করেছো? সে (হাবশী) বললো, আমি কুঠার দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছিলাম, তবে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তিনি বললেন, তোমার কি সম্পদ আছে যা দিয়ে তুমি তার দিয়াত পরিশোধ করতে পারো? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো, যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দেই তাহলে তুমি কি মানুষের কাছে প্রার্থনা করে তার দিয়াত সংগ্রহ করতে পারবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তোমার মনিব গোষ্ঠী কি তোমার পক্ষ থেকে তার দিয়াত দিবে? সে বললো, না। তিনি লোকটিকে (বাদীকে) বললেন, একে নিয়ে যাও। অতঃপর সে তাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "জেনে রাখো! যদি সে তাকে হত্যা করে, তাহলে সেও তার মতোই হবে'। কথাটি লোকটির কানে পৌঁছলো যেখান থেকে সে তাঁর কথা শোনতে পাচ্ছিল। সে বললো, সে এখানে আছে; তার ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা তাই হুকুম দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। অপর বর্ণনায় আছে, তাকে ত্যাগ করো, সে তার ও তার সাথীর গুনাহ বহন করবে ফলে সে দোযখী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে তাকে ছেড়ে দিলো।

٤٥٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُوْنَنِي بِالْقَتْلِ انِفًا قَالَ قُلْنَا يَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُوْنَنِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ. فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِيْ إِسْلَامٍ قَطُّ وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِيْ بِدِيْنِيْ بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي

اللّٰهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُوْنَنِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ.

৪৫০২। আবু উমামা ইবনে সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসমান (রা)-র সাথে ছিলাম, যখন তিনি (বিদ্রোহীগণ কর্তৃক) অবরুদ্ধ ছিলেন। ঘরের একটি প্রবেশদ্বার ছিল। কেউ এই প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করলে সে আল-বালাত নামক স্থানের লোকের কথাবার্তা শুনতে পেতো। উসমান (রা) তাতে প্রবেশ করলেন এবং বিবর্ণ অবস্থায় আমাদের নিকট এসে বললেন, তারা এইমাত্র আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ই তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা আমাকে হত্যা করবে কেনো? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি: তিনটি অপরাধের কোনো একটি ব্যতীত মুসলমান ব্যক্তির রক্তপাত করা হালাল নয়– ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়া, বিবাহিত ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হওয়া এবং হত্যার অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে। আল্লাহ্র শপথ! আমি জাহিলী যুগে এবং ইসলামী যুগেও কখনো যেনা করিনি। আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করার পর থেকে আমি মোটেই অন্য ধর্ম গ্রহণ পছন্দ করি না এবং আমি কোন মানুষকে হত্যা করিনি। অতএব তারা কেনো আমাকে হত্যা করবে? আবু দাউদ (র) বলেন, উসমান ও আবু বকর (রা) জাহিলী যুগেই মাদক গ্রহণ বর্জন করেছেন।

٤٥٠٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ
زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ الضَّمْرِىَّ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ
الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ
سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِىَّ وَهٰذَا حَدِيْثُ وَهْبٍ وَهُوَ أَتَمُّ يُحَدِّثُ عُرْوَةَ
بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مُوْسَى وَجَدِّهِ وَكَانَ شَهِدَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيْثِ وَهْبٍ أَنَّ مُحَلِّمَ
بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِىَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِى الإِسْلاَمِ وَذٰلِكَ أَوَّلُ غِيَرٍ
قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِيْ قَتْلِ
الأَشْجَعِىِّ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُوْنَ مُحَلِّمٍ لأَنَّهُ مِنْ

خَنْدَفَ فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُوْمَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُيَيْنَةُ أَلاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاَ وَاللّهِ حَتّى أُدْخِلَ عَلى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحَزَنِ مَا أَدْخَلَ عَلى نِسَائِيْ قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُوْمَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُيَيْنَةُ أَلاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذلِكَ أَيْضًا إِلى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِيْ يَدِهِ دَرَقَةٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنِّى لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هذَا فِيْ غُرَّةِ الإِسْلاَمِ مَثَلاً إِلاَّ غَنَمًا وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ اخِرُهَا أُسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُوْنَ فِيْ فَوْرِنَا هذَا وَخَمْسُوْنَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَذلِكَ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيْلٌ ادَمُ وَهُوَ فِيْ طَرَفِ النَّاسِ فَلَمْ يَزَالُوْا حَتّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنِّيْ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِيْ بَلَغَكَ وَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَى اللّهِ فَاسْتَغْفِرِ اللّهَ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ بِسِلاَحِكَ فِيْ غُرَّةِ الإِسْلاَمِ اَللّهُمَّ لاَ تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتٍ عَالٍ زَادَ أَبُوْ سَلَمَةَ فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقّى دُمُوْعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْغِيَرُ الدِّيَةُ.

৪৫০৩। মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে সা'দ ইবনে দমরা (র) তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। লাইস গোত্রীয় মুহাল্লিম ইবনে জাসসামাহ আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তিকে ইসলামের (প্রাথমিক) যুগে হত্যা করে। এটা ছিল সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড যার বিচার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। এ ব্যাপারে 'উআইনা আল-আশজায়ী হত্যা সম্পর্কে আলাপ করেন। কেনোনা তিনি গাতাফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত

ছিল এবং আকরা' ইবনে হাবেস (রা) মুহাল্লিমের পক্ষ হয়ে কথা বলেন, কেননা তিনি খিনদিফদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে কথা কাটাকাটি হতে হতে তা ঝগড়া ও শোরগোলের রূপ নিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে উয়াইনা! তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে না? উয়াইনা বললেন, না, আল্লাহ্র শপথ, যতোক্ষণ তাদের নারীর দুঃখভারাক্রান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত না হবে- যেরূপ আমাদের নারীরা দুঃখভারাক্রান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে (ততোক্ষণ দিয়াত গ্রহণ করবো না)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবার বাকবিতণ্ডা, ঝগড়া ও শোরগোল চরম আকার ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় উয়াইনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উয়াইনা! তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে না? উয়াইনা এবারও পূর্বানুরূপ উত্তর দিলেন। এরপর মুকাইতিল নামীয় বনী লাইস গোত্রের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, যার সাথে অস্ত্র ও হাতে ঢাল ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি (মুহাল্লিম) ইসলামের প্রথম যুগে যে কাজ করলো আমি তার এই উদাহরণ ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাই না যে, ছাগলের একটি পাল জলাশয়ে উপনীত হলে যেটি প্রথমে এলো তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা হলে বাকিগুলো পালায়ন করলো।[১] (আরো একটি উদাহরণ) আজ একটি বিধান প্রণয়ন করুন এবং আগামী কাল তা পরিবর্তন করুন।[২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এখনই নগদ পঞ্চাশ (উট) এবং মদীনায় ফিরে গিয়ে বাকি পঞ্চাশটি পাবে। ঘটনাটি তাঁর কোন এক সফরকালে সংঘটিত হয়েছিল। মুহাল্লিম এক দীর্ঘকায় ও বাদামী রংবিশিষ্ট লোক ছিল। সে জনতার এক পাশে উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় তাকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তারা চেষ্টা-তদবীর করতে থাকে। সে স্বস্থান ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সামনা সামনি বসলো, তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পর্কে আপনার কাছে যে অভিযোগ এসেছে- সত্যিই আমি উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত। আর আমি এজন্য আল্লাহর কাছে তওবা করছি, আপনিও আল্লাহর কাছে আমার তওবা কবুলের জন্য দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি ইসলামের প্রথম যুগে তোমার অস্ত্রের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেছো? তিনি উচ্চস্বরে বললেন, হে আল্লাহ! মুহাল্লিমকে ক্ষমা করো না। আবু সালামার বর্ণনায় আরো আছে: সে (মুহাল্লিম) চাদরের আঁচল দ্বারা অশ্রু মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো। ইবনে ইসহাক বলেন, তার গোত্রের লোকদের ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর মুহাল্লিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আন-নাদর ইবনে শুমাইল বলেছেন, আল-গিয়ার অর্থ দিয়াত।

টীকা-১ : খুনের ঘটনাটি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটেছিল। লোকজনের অভিমত ছিল, যদি হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাহলে তার অমুসলিম গোত্র ইসলাম গ্রহণ না করে একে অবজ্ঞা করে তা থেকে দূরে চলে যাবে। যেমন পানি পান করতে আসা মেষপালের সম্মুখভাগের মেষকে তীর নিক্ষেপ করা হলে পিছনেরগুলো দৌড়ে পালিয়ে যায়। বিকল্প ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) যদি আরবের প্রাচীন প্রথা অনুসারে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড না দেন তাহলে আরবরা মনে করবে যে, ইসলামে কিসাসের ব্যবস্থা নেই। অতএব তারা ইসলামকে ঘৃণা করে দূরে সরে যাবে (সম্পাদক)।

টীকা-২ ঃ 'আজ একটি বিধান প্রণয়ন করুন এবং আগামী কাল তা পরিবর্তন করুন' বাক্যাংশের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (এক) আপনি আজ আকিলা (দিয়াত) গ্রহণ করলেও স্থায়ীভাবে তার প্রচলন করতে পারবেন না, কখনো কিসাসও (সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করতে হবে। এভাবে উক্ত বিধান পরিবর্তিত হতে থাকবে। অতএব হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়াই উত্তম। (দুই) আজ আপনি যদি মৃত্যুদণ্ড বর্জন করে অর্থদণ্ড আরোপ করেন এবং পরে মৃত্যুদণ্ড দান করেন, তাহলে ভবিষ্যতে এটি একটি রীতিতে পরিণত হবে। (তিন) আপনার জীবদ্দশায় আজ আপনি যদি কিসাস কার্যকর না করেন, তাহলে কাল আপনার মৃত্যুর পর আপনার এ বিধান কেউ অনুসরণ করবে না। (চার) আপনি যদি এটা না করেন তাহলে হত্যাকারী হয়ত এভাবে বলবে– আজ একটি বিধি প্রণয়ন করুন এবং আগামী কাল তা পরিবর্তন করুন। এভাবে আপনার প্রবর্তিত নিয়মটি পরিবর্তিত হতে থাকবে (সম্পাদক)।

بَابُ وَلِيِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কতলে আমদ-এর বেলায় অভিভাবক দিয়াত গ্রহণ করলে

٤٥٠٤– حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هٰذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هٰذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا.

৪৫০৪। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু শুরায়হ আল-কা'বী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শোনো হে খুযা'আ গোত্রের লোকজন! তোমরা হুযাইল গোত্রের এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছো। আর আমিই তার রক্তমূল্য পরিশোধ করবো। আমার একথার পর যাদের কোনো লোককে হত্যা করা হবে তার (নিহতের) পরিবার (উত্তরাধিকারীগণ) দু'টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে। হয় 'আকল' (দিয়াত) গ্রহণ করবে অথবা হত্যা করবে।

٤٥٠٥– حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوْدِى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُبْ لِيْ قَالَ الْعَبَّاسُ اُكْتُبُوْا لِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاهٍ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَحْمَدَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اُكْتُبُوْا لِيْ يَعْنِيْ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৫০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, যার কোন লোককে হত্যা করা হয়েছে তার দু'টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনোটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে: হয় তাকে রক্তমূল্য দেয়া হবে, না হয় কিসাস (হত্যার প্রতিশোধে হত্যা) কার্যকর করা হবে। তখন ইয়ামানের অধিবাসী আবু শাহ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এটি লিখিয়ে দিন। আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে এভাবে রয়েছে- আমাদের জন্য (এ নিদের্শ) লিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আবু শাহ্-এর জন্য লিখে দাও। মূল পাঠ আহ্মাদ (র)-এর। আবু দাউদ (র) বলেন, "আমাদের জন্য লিখিয়ে দিন" অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণটি।

٤٥٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ مُوْسى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْهُ وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوا الدِّيَةَ.

৪৫০৬। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কাফেরকে হত্যার অপরাধে মুমিন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। কেউ মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহতের ওয়ারিসদের কাছে সোপর্দ করা হবে। তারা চাইলে তাকে হত্যা করবে অথবা চাইলে দিয়াত গ্রহণ করবে।

টীকা ঃ অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে বিধর্মীকে হত্যার অপরাধে মুসলিম ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। হানাফী ফকীহগণের মতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তারা তাদের মতের সমর্থনে সূরা বাকারার ১৭৮ নং আয়াত পেশ করেন। তাদের মতে শত্রুরাষ্ট্রের কোন নাগরিক বিনা অনুমতিতে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে কেবল তার হত্যাকারী মুসলিম ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না (সম্পাদক)।

بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করে

٤٥٠٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ وَأَحْسِبُهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُعْفِى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ.

৪৫০৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করার পর হত্যা করলো, আমি তাকে ক্ষমা করবো না (অর্থাৎ কিসাস নেয়া হবে)।

بَابُ فِيمَنْ سَقَى رَجُلاً سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيُقَادُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি কাউকে বিষ পানাহার করিয়ে হত্যা করলো তাকে কি হত্যা করা হবে?

٤٥٠٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُوْدِيَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ فَقَالَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذٰلِكِ أَوْ قَالَ عَلَيَّ. قَالَ فَقَالُوْا أَلاَ نَقْتُلُهَا قَالَ لاَ فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৫০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী নারী একটা বিষ মিশ্রিত ভুনা ছাগী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হলে তিনি তা থেকে আহার করলেন। অতঃপর তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে এজন্য জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, আমি আপনাকে হত্যা করার জন্যই এটা করেছি। তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে সফল হতে দেননি অথবা তিনি বলেছেন, আমার উপর তোমাকে সফল হতে দেননি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা (সাহাবীগণ) বললেন, একে আমরা হত্যা করবোই। তিনি বললেন, না। (আনাস (রা) বলেন), আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলাজিভে তা (বিষের প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন) দেখতে পেতাম।

٤٥٠٩- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ هَارُوْنُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْيَهُوْدِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَسْمُوْمَةً. قَالَ فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هذِهِ أُخْتُ مَرْحَبٍ الْيَهُوْدِيَّةُ الَّتِيْ سَمَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৫০৯। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা বিষ মিশ্রিত ভুনা ছাগী উপহার দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে কোনো (শাস্তিমূলক) ব্যবস্থা নেননি। আবূ দাউদ (র) বলেন, যে নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ প্রয়োগ করেছিল সে হলো মারহাব নামক ইহুদীর বোন।

٤٥١٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا أَسَمَمْتِ هذِهِ الشَّاةَ قَالَتِ الْيَهُوْدِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ هذِهِ فِيْ يَدِي الذِّرَاعُ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذلِكَ قَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَمْ يَضُرُّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوُفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ أَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِيْ أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهُ أَبُوْ هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِيْ بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ.

৪৫১০। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হাদীস বর্ণনা করেছিলেন যে, খায়বারবাসী এক ইহুদী নারী বিষ মিশিয়ে একটা ছাগী ভুনা করে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রান নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করলেন এবং তাঁর কতক সাহাবীও তাঁর সাথে খেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা হাত গুটিয়ে নাও অর্থাৎ খাওয়া বন্ধ করো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ইহুদী নারীকে লোক পাঠিয়ে ডেকে এনে উপস্থিত করে বললেন, তুমি কি এ ছাগীর সাথে বিষ মিশিয়েছ? ইহুদী নারী বললো, আপনাকে কে খবর দিয়েছে? তিনি বললেন, আমার হাতের এই রান আমাকে খবর দিয়েছে। সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, তোমার তা করার উদ্দেশ্য কি? সে বললো, আমি (মনে মনে) বলেছি, যদি তিনি সত্যিই নবী হন তাহলে বিষ তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নবী না হন তাহলে তার থেকে আমরা ঝামেলামুক্ত হবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন। যেসব সাহাবী তাঁর সাথে ছাগীর গোশত খেয়েছেন তাদের কেউ কেউ মারা গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগীর গোশত খাওয়ার প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য তাঁর বাহুদ্বয়ের মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন। আনসার বনী বায়াদার মুক্তদাস আবু হিন্দ শিং ও বল্লমের ফলা দিয়ে তাঁর রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

٤٥١١- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُوْدِيَّةٌ بِخَيْبَرَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ نَحْوَ حَدِيْثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ الأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ.

৪৫১১। [উল্লেখিত] জাবের (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বারে এক ইহুদী নারী একটা ভুনা ছাগী উপহার দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, বিশর ইবনুল বারাআ' ইবনে মা'রূর আনসারী (বিষক্রিয়ায়) মারা যাওয়ায় তিনি ইহুদী নারীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তা করতে কেনো প্ররোচিত হলে? এরপর এ হাদীসের বাণী জাবের (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ। (শেষে আরো রয়েছে), অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (ইহুদী নারীকে) হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো। কিন্তু রাবী এ হাদীসে রক্তমোক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেননি।

٤٥١٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ فِي مَوْضِعٍ اٰخَرَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. زَادَ فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ قَالَتْ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِيَّ.

৪৫১২। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন কিন্তু সদাকা (যাকাত) গ্রহণ করতেন না। রাবী আরো বলেন, খায়বারে এক ইহুদী নারী একটি ভুনা করা বকরীতে বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে উপঢৌকন দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তা থেকে আহার করেন এবং লোকজনও আহার করে। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। কারণ এটি আমাকে অবহিত করেছে যে, এটি বিষযুক্ত। (বিষক্রিয়ায়) বিশর ইবনুল বারাআ ইবনে মা'রূর আল-আনসারী (রা) মারা গেলেন। তিনি ইহুদী নারীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন: তুমি যা করলে তা করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করেছে? সে বললো, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমি যা করেছি তাতে আপনার ক্ষতি হবে না। আর যদি আপনি রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনার কবল থেকে মানুষকে শান্তি দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিলে পরে তাকে হত্যা করা হলো। অতঃপর তিনি যে ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন সেই সম্পর্কে বলেন: আমি অবিরত সেই গ্রাসের ব্যথা অনুভব করছি যা আমি খায়বারে আহার করেছিলাম। এই সময়ে তা আমার প্রধান ধমনি কেটে দিচ্ছে।

٤٥١٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا يُتَّهَمُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي لاَ أَتَّهِمُ بِابْنِي شَيْئًا إِلاَّ الشَّاةَ الْمَسْمُومَةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا لاَ أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلاَّ ذَلِكَ فَهَذَا أَوَانُ قَطْعِ أَبْهَرِيَّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلاً عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً مُرْسَلاً فَيَكْتُبُونَهُ وَيُحَدِّثُهُمْ مَرَّةً بِهِ فَيُسْنِدُهُ فَيَكْتُبُونَهُ وَكُلٌّ صَحِيحٌ عِنْدَنَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَلَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَرٌ أَحَادِيثَ كَانَ يُوقِفُهَا.

৪৫১৩। ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন তখন উম্মু মুবাশশির (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার রোগ সম্পর্কে কি ভাবছেন? আমি আমার ছেলের রোগ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নই সেই বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত ব্যতীত যা সে খায়বারে আপনার সাথে আহার করেছিল। নবী (সা) বললেন: আমিও সেই বিষ ব্যতীত আমার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নই। এই মুহূর্তে তা আমার প্রধান ধমনি কেটে দিচ্ছে।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র) কখনো হাদীসটি মা'মার- যুহ্রী-নবী (সা) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো তিনি যুহ্রী-আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক (র) উল্লেখ করেছেন যে, মা'মার কখনো হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেন এবং তারা তা লিপিবদ্ধ করেন এবং কখনো তিনি যথার্থ সনদসূত্রে এটিকে বর্ণনা করেন এবং তারা তা লিপিবদ্ধ করেন। আমাদের মতে এর সবই সহীহ। আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইবনুল মুবারক (র) মা'মার (র)-এর নিকট এলে মা'মার (র) তার নিকট মুসনাদ (যথার্থ) সনদে বর্ণনা করেন যেগুলো তিনি আমাদের নিকট মওকূফ সনদে বর্ণনা করেছিলেন।

٤٥١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ مُبَشِّرٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ كَذَا قَالَ عَنْ

أُمِّهِ وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَقَالَ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحِجَامَةَ.

৪৫১৪। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) তার মা উম্মু মুবাশশির (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ ইবনুল আ'রাবী (র) বলেন, অতএব তিনি তার মাতার সূত্রে বলেছেন। আসলে বিশুদ্ধ হলো– তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উম্মু মুবাশশির (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। অতঃপর তিনি মাখলাদ ইবনে খালিদের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন জাবের (রা)-র হাদীসের অনুরূপ। রাবী বলেন, বিশর ইবনুল বারাআ ইবনে মা'রূর (রা) মারা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী নারীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন: তুমি যা করেছ তা করতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করেছে? রাবী জাবের (রা)-র হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে পরে তাকে হত্যা করা হয়। রাবী এখানে রক্তমোক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقَادُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা অথবা অঙ্গছেদন করলো তাতে কি তাকেও অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে

٤٥١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

৪৫১৫। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করবো এবং যে তার দাসের অঙ্গহানি করবে আমরাও তার অনুরূপ অঙ্গহানি করবো।

٤٥١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ خَصى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَحَمَّادٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ حَدِيْثِ مُعَاذٍ.

৪৫১৬। কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার দাসকে নির্বীর্য করবে (অণ্ডকোষ কেটে ফেলবে) আমরাও তাকে নির্বীর্য করবো। এরপর হাদীসের বাকি অংশ শো'বা ও হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু দাউদ আত-তায়ালিসী (র) হিশাম (র)-এর সূত্রে মুআয (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥١٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. زَادَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هذَا الْحَدِيْثَ فَكَانَ يَقُوْلُ لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.

৪৫১৭। কাতাদা (র) থেকে শো'বা (র)-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আরো আছে, পরে আল-হাসান (র) হাদীসটি ভুলে যান। তাই তিনি বলতেন, দাস হত্যার অপরাধে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

٤٥١٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لاَ يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ.

৪৫১৮। আল হাসান (র) বলেন, দাস হত্যার অপরাধে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

٤٥١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيْمٍ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا سَوَّارٌ أَبُوْ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا لَكَ فَقَالَ شَرٌّ أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ فَغَارَ فَجَبَّ مَذَاكِيْرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلى مَنْ نُصْرَتِيْ قَالَ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ عَلى كُلِّ مُؤْمِنٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الَّذِيْ عُتِقَ كَانَ اسْمُهُ رَوْحَ بْنَ دِيْنَارٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الَّذِيْ جَبَّهُ زِنْبَاعٌ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا زِنْبَاعُ أَبُوْ رَوْحٍ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ.

৪৫১৯। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি চিৎকার করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার (অমুকের) দাসী! তিনি বললেন, হতভাগা! তোমার কি হয়েছে তাই বলো। সে বললো, আমার অনিষ্ট হয়েছে। সে তার মালিকের দাসীর প্রতি (প্রেমাসক্ত নেত্রে) তাকিয়েছিল, এতে সে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার (লোকটির) লিঙ্গ কেটে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: লোকটিকে (মালিক) আমার কাছে নিয়ে আসো। তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি দাসত্বমুক্ত; তুমি চলে যাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কে আমায় সাহায্য করবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক মুসলমান বা মুমিনের উপর (তোমায় সাহায্য করার দায়িত্ব রয়েছে)। আবু দাউদ (র) বলেন, দাসত্বমুক্ত ব্যক্তির নাম ছিল রাওহ ইবনে দীনার। আবু দাউদ (র) বলেন, তার লিঙ্গ কর্তনকারীর নাম ছিল যিন্‌বা'। আবু দাউদ (র) বলেন, এই যিন্‌বা' আবু রাওহ ছিল দাসটির মনিব।

بَابُ الْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কাসামা (সম্মিলিত শপথ)

٤٥٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنِى قَالاَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُوْدَ فَجَاءَ أَخُوْهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَاَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي أَمْرِ أَخِيْهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ أَوْ قَالَ لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَلْيَدْفَعْ بِرُمَّتِهِ. قَالُوْا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ. قَالُوْا يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. قَالَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ قَالَ سَهْلٌ دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا. قَالَ حَمَّادٌ هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ فِيْهِ أَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ بِشْرٌ دَمَ. وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى كَمَا قَالَ حَمَّادٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ تُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا يَحْلِفُوْنَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِسْتِحْقَاقَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

৪৫২০। সাহল ইবনে আবু হাসমা ও রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। মুহায়্যাসা ইবনে মাস'উদ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে সাহল (রা) উভয়ে খায়বারে পৌঁছে খেজুর বাগানের মধ্যে দু'জন পৃথক হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে সাহল নিহত হলে তারা ইহুদী সম্প্রদায়কে এজন্য দায়ী করলো। এরপর তার ভাই আবদুর রহমান ইবনে সাহল ও তার দু'জন চাচাতো ভাই হুওয়ায়্যাসা ও মুহায়্যাসা একত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন এবং আবদুর রহমান তার ভাই-এর ব্যাপারে আলাপ করতে শুরু করলো। বস্তুত সে তাদের মধ্যে বয়সে ছোট ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে বড়ো, যে বড়ো অর্থাৎ যে বয়সে বড়ো তাকে আগে কথা বলতে দাও। অথবা তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়ো তারই শুরু করা উচিৎ। অতঃপর তারা দু'জনে তাদের সাথীর (নিহত ব্যক্তির) ব্যাপারে আলাপ করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির দায়ী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজনকে শপথ করতে হবে; অতঃপর কিসাস নেয়ার জন্য আসামীকে সোর্পদ করা হবে। তারা বললো, আমরা কি করে শপথ করবো, আমরা তো (ঘটনাস্থলে) উপস্থিত ছিলাম না! তিনি বললেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তির শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ইহুদীরা তোমাদের থেকে অভিযোগমুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কাফির সম্প্রদায় (কাজেই তাদের শপথের কি মূল্য আছে)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করলেন। সাহল (রা) বলেন, আমি একদিন তাদের উটের বাথানে গিয়েছিলাম, ঐ উটগুলোর মধ্যকার একটা মাদী উট আমাকে পা দিয়ে সজোরে লাথি মেরেছিল। হাম্মাদ (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস বিশর ইবনে মুফাদ্দাল ও মালিক ইবনে ইয়াহয়া ইবনে সা'ঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে– তোমরা কি পঞ্চাশটি শপথ খেয়ে তোমাদের হত্যাকারীর রক্তের অধিকারী হবে? কিন্তু বিশর (র) তার বর্ণনায় দাম (রক্ত) শব্দ উল্লেখ

করেনি। তিনি (আবদুর রহমান) ছাড়া অন্যের (দু'জনের) বর্ণনা ইয়াহ্য়া থেকে বর্ণিত হাদীস হাম্মাদ থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীস ইবনে উয়ায়নাও ইয়াহয়া থেকে বর্ণনা করেছেন এবং "ইহুদীরা পঞ্চাশবার শপথ করে তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে" এখান থেকেই শুরু করেছেন এবং রক্তের অধিকারী হওয়ার উল্লেখ করেনি। আবু দাউদ (র) বলেন, এ(কথা) ইবনে উয়ায়না অনুমানের শিকার হয়েছেন।

টীকা ঃ "কাসামাহ" শব্দের অর্থ ভাগ করা, কর্তন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, শপথ অর্থ প্রকাশে এ শব্দটি অত্যন্ত জোরালো। আরবের সামাজিক জীবনে শপথের একটি ভূমিকা রয়েছে। শপথ গ্রহণকারী "কাসাম" শব্দ দ্বারা অত্যন্ত প্রবলভাবে তার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। যৌথ দায়িত্বের কারণে গোত্র একটি নৈতিক সত্তাবিশেষ; একারণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যক্তির শপথ গোত্রীয় শপথের মর্যাদা লাভ করে। এরূপ গোত্রীয় শপথকে 'কাসামাহ্ বলা হয়। গোত্রের পঞ্চাশজন লোক এতে অংশগ্রহণ করে এবং শপথ করে যে, তারা তাদের দাবিতে সত্য। এ কাসামাহ্ একজন অভিযোগকারীর শপথ যেমন হতে পারে অনুরূপভাবে হতে পারে অভিযুক্তের ঘোষণামূলক। অংশগ্রহণকারীরা সাক্ষী হিসেবে নয়, বরং দায়িত্বশীল হিসেবে শপথ করে; এসম্পর্কে ঘটনাস্থলে তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। আর শপথকারী তার নিজের জীবন, আত্মা, সম্মান ও শক্তি ইত্যাদির স্পষ্ট উল্লেখ করে (অনুবাদক)।

٤٥٢١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ. قَالُوا لاَ قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمُونَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِائَةِ

نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

৪৫২১। আবু লায়লা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবু হাস্‌মার পুত্র সাহ্‌ল (রা) বর্ণনা করেন, সে (সাহ্‌ল) ও তার গোত্রের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে (আবু লায়লা) সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্‌ল ও মুহায়্যাসা উভয়ে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে খায়বারে যায়। মুহায়্যাসা তাদের কাছে ফিরে এসে সংবাদ জানালেন; আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্‌ল (রা)-কে হত্যা করে গর্তে অথবা কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি ইহুদীদের কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরাই তাকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। অতঃপর সে ফিরে এসে গোত্রের লোকজনকে ঘটনার বিবৃতি দিলেন। এরপর সে ও তার ভাই হুওয়ায়্যাসা (যিনি তার চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন) এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহ্‌ল ও খায়বারের ঘটনায় ভুক্তভোগী মুহায়্যাসাসহ এসে, মুহায়্যাসা (এ ব্যাপারে নবী (সা)-এর সাথে) কথা বলতে উদ্যোগী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যে বয়সে বড়ো তাকে সম্মান করো এবং কথা বলার জন্য অগ্রবর্তী করো। অতঃপর পর্যায়ক্রমে হুওয়ায়্যাসা ও মুহায়্যাসা আলাপ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হয় তারা তোমাদের সাথীর দিয়াত দিবে, না হয় তাদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনানো হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তাদেরকে লিখে জানালেন এবং তারাও উত্তরে লিখলো, আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুওয়ায়্যাসা, মুহায়্যাসা ও আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কি শপথ করে তোমাদের সাথীর দিয়াত নিতে পারবে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা তোমাদের জন্য শপথ করবে? তারা বললেন, ওরা তো মুসলমান নয়। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত আদায় করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়িতে এক শত উট পাঠিয়ে দিলেন। সাহ্‌ল (রা) বলেন, ঐ উটগুলোর মধ্যকার একটি লাল রঙের মাদী উট আমাকে লাথি মেরেছিল।

٤٥٢٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ. وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بِبَحْرَةٍ أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ عَلَى شَطِّ لِيَّةَ.

৪৫২২। আমর ইবনে শু'আইব (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসামার (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সম্মিলিত শপথের) ভিত্তিতে বাহরাতুর রুগা নামক স্থানের বনী নাসর ইবনে মালিক গোত্রের এক ব্যক্তিকে বাহরার শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত লিয়্যা উপত্যকায় মৃত্যুদণ্ড দান করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে তাদের অর্থাৎ বনী নাসর গোত্রের লোক ছিল। কেবল মাহ্মূদই লিয়্যা উপত্যকার উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ فِيْ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কাসামার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান বর্জন করা

٤٥٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِيْ حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا فَوَجَدُوْا أَحَدَهُمْ قَتِيْلاً فَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وَجَدُوْهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوْا مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُوْنِيْ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هٰذَا قَالُوْا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ لَكُمْ قَالُوْا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُوْدِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

৪৫২৩। বুশায়ের ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তার মতে সাহ্ল ইবনে আবু হাসমা (রা) নামক আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তাকে অবহিত করেন যে, একটি ক্ষুদ্র দল খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলেন। তখন তারা যাদের কাছে তাকে পেলেন, তাদেরকে অভিযুক্ত করে বললেন, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও জানি না। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা) তাদেরকে বললেন, হত্যাকারীর বিপক্ষে তোমরা প্রমাণ পেশ করো। তারা বললেন, আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তাহলে ওরা তোমাদের জন্য শপথ করবে। তারা বললেন, আমরা ইহুদী জাতির শপথে আস্থাশীল নই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিয়াতের দাবি বাতিল করাকে সমীচীন মনে না করে তার জন্য সদাকার এক শত উট দিয়াত হিসেবে দিলেন।

٤٥٢٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا قَالَ فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ فَأَبَوْا فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

৪৫২৪। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি খায়বারে নিহত হলে তার অভিভাবকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁর নিকট এ ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কি এমন দু'জন সাক্ষী আছে, যারা তোমাদের সাথীর হত্যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে? তারা বললেম, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে কোন মুসলমান নেই। আর এরা হলো সেই ইহুদী জাতি, যারা এর চেয়েও আরো জঘন্য অপকর্মের জন্য কুখ্যাত। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে বেছে নিয়ে তাদের থেকে শপথ গ্রহণ করো। এ প্রস্তাবেও তারা অস্বীকৃতি জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করলেন।

٤٥٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ إِنَّ سَهْلاً وَاللّٰهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا قَاتِلاً قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ.

৪৫২৫। আবদুর রহমান ইবনে বুজায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই সাহ্ল (র) এ হাদীসখানাকে সন্দেহযুক্ত করে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট এই মর্মে পত্রটি লিখেন যে, যেহেতু

তোমাদের এলাকায় নিহত ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেছে, কাজেই তোমরা তার দিয়াত আদায় করো। তারা আল্লাহর নামে পঞ্চাশ বার শপথ করে উত্তরে লিখে, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও জানি না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের পক্ষ থেকে একশটি উট তার দিয়াত হিসেবে দিলেন।

٤٥٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْيَهُوْدِ وَبَدَأَ بِهِمْ يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُوْنَ رَجُلاً فَأَبَوْا فَقَالَ لِلأَنْصَارِ اسْتَحِقُّوْا فَقَالُوْا نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَعَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى يَهُوْدَ لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.

৪৫২৬। আনসার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ইহুদীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করবে। তারা এতে সম্মত না হওয়ায় তিনি আনসার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা (শপথের মাধ্যমে তোমাদের সাথীর) দিয়াতের অধিকারী হও। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি অদৃশ্য ব্যাপারে শপথ করবো? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের উপর দিয়াত আরোপ করলেন। কেননা তাকে (নিহতকে) তাদের এলাকায় পাওয়া গেছে।

بَابُ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ হন্তা থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়া হবে

٤٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

৪৫২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। একটি বালিকাকে তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেতলিয়ে দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে; অমুকে না অমুকে? শেষে এক ইহুদীর

নাম লওয়া হলে সে মাথা দ্বারা হাঁ-সূচক ইঙ্গিত করলো। তখন ঐ ইহুদীকে গ্রেপ্তার করে আনা হলে সে অপরাধ স্বীকার করলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর দিয়ে তার মাথা থেতলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

٤٥٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُوْدِيًا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِيْ قَلِيْبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوْتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ.

৪৫২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী আনসার সম্প্রদায়ের এক বালিকাকে তার অলঙ্কার ছিনতাই করার জন্য হত্যা করে এক কূপে নিক্ষেপ করে। সে তার মাথা পাথর দ্বারা থেতলিয়ে দিয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) আইয়ুব (র) থেকে এ হাদীসখানা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥٢٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَخَ رَأْسَهَا يَهُوْدِيٌّ بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ فَقَالَتْ لاَ بِرَأْسِهَا. قَالَ مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ قَالَتْ لاَ بِرَأْسِهَا. قَالَ فُلاَنٌ قَتَلَكِ قَالَتْ نَعَمْ بِرَأْسِهَا. فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

৪৫২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বালিকার পরিধানের অলঙ্কার ছিনতাই করার জন্য এক ইহুদী তার মাথা পাথর দিয়ে থেতলিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৌঁছলেন তখনও তার প্রাণস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি (নবী) তাকে বললেন, তোমাকে কে হত্যা করেছে? অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো, না। তিনি বললেন, তোমাকে কে হত্যা করেছে? তোমাক অমুক ব্যক্তি কি হত্যা করেছে? সে মাথার ইঙ্গিতে বললো, না। তিনি (আবার) বললেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে হত্যা করেছে? এবার সে মাথার ইঙ্গিতে বললো, হাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে তাকে দু'টি পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করা হলো।

بَابُ أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কাফিরকে হত্যার দায়ে মুসলমানকে হত্যা করা হবে কি?

٤٥٣٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِيْ كِتَابِيْ هٰذَا قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا.

৪৫৩০। কায়েস ইবনে উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আল-আশতার আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এমন কোন উপদেশ দিয়েছেন যা সাধারণভাবে মানুষকে দেননি? তিনি বললেন, না; তবে শুধু এতটুকু যা আমার এই পত্রে রয়েছে। এরপর তিনি তার তরবারির খাপ থেকে একখানা পত্র বের করেন। তাতে (লিখিত) ছিল: সকল মুসলমানের জীবন একসমান। অন্যদের বিরুদ্ধে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি। তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা সকলের জন্য পালনীয়। সাবধান! কোন মুমিন ব্যক্তিকে কোন কাফির ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককেও চুক্তি বলবৎ থাকাকালে হত্যা করা যাবে না। কেউ বিদআতের প্রবর্তন করলে তার দায় তার উপর বর্তাবে। কোন ব্যক্তি বিদআত চালু করলে বা বিদআতীকে আশ্রয় দিলে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ।

টীকা ঃ 'সকল মুসলমানের জীবন এক সমান'– অর্থাৎ একজন সাধারণ মুসলমান একজন প্রভাবশালী মুসলমানকে হত্যা করলে অথবা এর উল্টো হলে সে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে। 'তারা ঐক্যবদ্ধ'– অর্থাৎ তারা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। 'একজন সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা'– অর্থাৎ একজন সাধারণ মুসলমান, যেমন দাস, নারী, শ্রমিক বা অনুরূপ পর্যায়ের কোন ব্যক্তি যদি কোনো অমুসলিম ব্যক্তিকে তার জান-মালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয় তবে তা সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য মান্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়, কেউ এই নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে না।

অমুসলিমকে হত্যার দায়ে মুসলিম হন্তার শাস্তি সম্পর্কে মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বালী ফকীহগণ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে হানাফী ফকীহগণের মতে এ হাদীসের অর্থ হলো– অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্রহণ ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করলে এবং কোন মুসলমান তাকে হত্যা করলে সেই ক্ষেত্রে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। মুসলিম রাষ্ট্রের অথবা নিরপেক্ষ বা অশত্রু অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যার অপরাধে মুসলিম অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত (সম্পাদক)।

٤٥٣١– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَلِيٍّ زَادَ فِيْهِ وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيْهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ.

৪৫৩১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ...আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ তাদের একান্ত দূরবর্তীগণও তাদের পক্ষে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় দিতে পারবে, উত্তম পশু ও দুর্বল পশুর মালিকগণ এবং পিছনে অবস্থানরত ও সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ সৈন্যগণ গনীমতে সমান অংশ পাবে।

بَابُ فِيْمَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য লোককে দেখতে পায়, তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে?

٤٥٣٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ. قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوْا إِلَى مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَى مَا يَقُوْلُ سَعْدٌ.

৪৫৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষলোককে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না। সা'দ (রা) বললেন,

হাঁ; সেই আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন দান করে মর্যাদাবান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের নেতা সা'দ কি বলে তা শোনো।

٤٥٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِيْ رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتّٰى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ.

৪৫৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষ লোককে পাই তাহলে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা পর্যন্ত কি তাকে অবকাশ দিবো? তিনি বললেন: হাঁ।

টীকা ঃ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত দেখতে পায় তবে সে তাকে হত্যা করতে পারবে না, তবে আইনের হাতে সোপর্দ করতে পারবে (সম্পাদক)।

بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلٰى يَدَيْهِ خَطَأً

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যাকাত আদায়কারীর দ্বারা ভুলবশত কেউ আহত হলে

٤٥٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِيْ صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُوْ جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا الْقَوَدَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هٰؤُلاَءِ اللَّيْثِيِّيْنَ أَتَوْنِيْ يُرِيْدُوْنَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا أَرَضِيْتُمْ قَالُوْا لاَ فَهَمَّ الْمُهَاجِرُوْنَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوْا عَنْهُمْ فَكَفُّوْا ثُمَّ

دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ أَرَضِيْتُمْ فَقَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ إِنِّيْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَضِيْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ.

৪৫৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহম ইবনে হুযায়ফা (রা)-কে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন। এক ব্যক্তি তার যাকাত দেয়ার ব্যাপারে তার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হলো। আবু জাহম (রা) তাকে মারধর করলে তাতে তার মাথা ফেটে যায়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! কিসাস কার্যকর করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদেরকে এই এই পরিমাণ দেয়া হবে। কিন্তু তারা এতে সম্মত হলো না। পুনরায় তিনি বললেন, তোমাদেরকে এই এই পরিমাণ দেয়া হবে। কিন্তু এতেও তারা সন্তুষ্ট হলো না। পুনরায় তিনি বললেন, তোমাদেরকে এই এই পরিমাণ দেয়া হবে। এবার তারা রাযী হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি আজ বিকেলে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবো আর তখন তাদেরকে তোমাদের সম্মতির ব্যাপারে অবহিত করবো। তারা বললো, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বললেন, লাইস গোত্রের এসব লোক আমার কাছে এসে কিসাসপ্রার্থী হলে আমি তাদেরকে এই এই পরিমাণ সম্পদ দেয়ার প্রস্তাব করেছি এবং এতে তারা সম্মত হয়েছে- (সকলের সামনে আবার জিজ্ঞেস করলেন) তোমরা কি রাযী আছো? তারা বললো, না। এতে মুহাজিরগণ তাদের উপর চড়াও হতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করলেন এবং তারাও বিরত থাকলেন। পুনরায় তিনি তাদেরকে ডেকে পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা কি সম্মত আছো? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, আমি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবো এবং তখন তোমাদের সম্মতির কথা তাদেরকে অবহিত করবো। তারা বললো, হাঁ। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বললেন, তোমরা কি রাযী আছো? তারা বললো, হাঁ।

بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيْدٍ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে হত্যা করা হলে তার কিসাসের বর্ণনা

٤٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ

الْيَهُوْدِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

৪৫৩৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একটি বালিকাকে তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে থেতলানো অবস্থায় পাওয়া গেলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে? অমুক ব্যক্তি করেছে? অমুক ব্যক্তি করেছে? শেষে এক ইহুদীর নাম উল্লেখ করা হলে সে তার মাথার ইঙ্গিতে 'হাঁ' বললো। অতঃপর সেই ইহুদীকে গ্রেপ্তার করে আনা হলো এবং সে স্বীকারোক্তি করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা পাথরপেটা করে থেতলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيْرِ مِنْ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ প্রহারের কিসাস এবং শাসক তার নিজের উপর কিসাস গ্রহণের সুযোগ প্রদান

٤٥٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُوْنٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ.

৪৫৩৬। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মালামাল বন্টন করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথের খেজুরের লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন এবং এতে তার মুখমণ্ডলে দাগ পড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এসে আমার থেকে কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করো। তিনি (উত্তরে) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বরং আমি ক্ষমা করে দিলাম।

٤٥٣٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ الْفَزَارِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوْا أَبْشَارَكُمْ وَلاَ لِيَأْخُذُوْا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ

بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَىَّ أُقِصَّهُ مِنْهُ. قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ إِيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِلاَّ أُقِصُّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ.

৪৫৩৭। আবু ফিরাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে বলেন, আমি আমার কর্মচারীদেরকে এজন্য পাঠাই না যে, তারা আপনাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালাবে এবং আপনাদের মালামাল কেড়ে নিবে। যদি কারো উপর এ ধরনের কোন কিছু করা হয়ে থাকে তাহলে সে যেনো আমার নিকট অভিযোগ করে। আমি তার বদলা গ্রহণ করবো। 'আমর ইবনুল আস (রা) বললেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো নাগরিককে আবদ-কায়দা শিখানোর জন্য শাস্তি দেয় তাহলে কি তার কিসাস নেয়া হবে? তিনি বললেন, হাঁ। সেই পবিত্র জাতের শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, জেনে রাখো! আমি তার কিসাস নিবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে কিসাস কার্যকর করতে দেখেছি।

بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মহিলারাও কিসাস ক্ষমা করতে পারে

٤٥٣٨- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُقْتَتِلِيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَنْحَجِزُوْا يَكُفُّوْا عَنِ الْقَوَدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الأَوْلِيَاءِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ يَنْحَجِزُوْا يَكُفُّوْا عَنِ الْقَوَدِ.

৪৫৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: বিবদমান পক্ষবৃন্দ যেনো কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তি কিসাস ক্ষমা করবে, অতঃপর পরবর্তী ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তি– যদিও সে মহিলা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, 'ইয়ানহাজিযু' শব্দের অর্থ হলো– তারা কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। আবু দাউদ (র) বলেন, নারীগণের জন্যও হত্যাকারীকে ক্ষমা করা জায়েয, যদি তিনি নিহতের ওয়ারিস হন।

٤٥٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ مَنْ قُتِلَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيًا فِيْ رَمْىٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ. وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ. وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَوَدُ يَدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ.

৪৫৩৯। ইবনে উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অদৃশ্যভাবে নিহত হলো, পাথর নিক্ষেপে, চাবুক বা লাঠির আঘাতে নিহত হলে তা কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা) বলেই গণ্য হবে, আর এজন্য দিয়াত প্রযোজ্য হবে। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) হবে। এরপর উভয় বর্ণনাকারীই সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন, আর যে ব্যক্তি কিসাস কার্যকর করতে বাধা দিবে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত ও ক্রোধ পতিত হবে এবং তার কোনো ব্যয় ও ন্যায়পরায়ণতা অর্থাৎ ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না। সুফিয়ান (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসই পূর্ণাঙ্গ।

٤٥٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

৪৫৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন... রাবী সুফিয়ানের হাদীসের অর্থানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الدِّيَةِ كَمْ هِيَ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ দিয়াতের পরিমাণ কতো?

٤٥٤١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ

مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةٌ. وَعَشْرُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُرٍ.

৪৫৪১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যাকে ভুলবশত হত্যা করা হয়েছে তার দিয়াত হবে এক শত উট। এর মধ্যে ত্রিশটি হবে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং দশটি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উট।

٤٥٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ الاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ. قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.

৪৫৪২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুদ্রায় দিয়াতের পরিমাণ ছিল আটশো দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা আট হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)। সে সময় আহলে কিতাবদের জন্য ছিলো মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত দিয়াতের অর্ধেক। বর্ণনাকারী বলেন, দিয়াতের এ হার উমার (রা)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বলবত ছিলো। খলীফা হয়ে তিনি ভাষণদানকালে বলেন, উটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উমার (রা) দিয়াতের পরিমাণ স্বর্ণের মালিকদের জন্য এক হাজার দীনার, রৌপ্যের মালিকদের জন্য বারো হাজার দিরহাম, গাভীর মালিকদের জন্য দুই শত গাভী, ছাগলের মালিকদের জন্য দুই হাজার ছাগল ও কাপড়ের মালিক বা ব্যবসায়ীদের জন্য দুই শত জোড়া কাপড় ধার্য করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যিম্মীদের দিয়াত পূর্বের অবস্থায় রেখে দিলেন। অর্থাৎ দিয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধিকালে তাদের জন্য নির্ধারিত পূর্বের পরিমাণে বৃদ্ধি করেননি।

টীকা : হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, দিয়াতের মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হলো এক শত উট। উটের দাম বাড়লে দিয়াতের আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

টীকা : হুল্লাহ মানে কাপড়ের জোড়া। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এখানে লুঙ্গি ও চাদরকে বুঝানো হয়েছে।

টীকা : আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র) ও আরো কেউ কেউ বলেন, যিম্মীদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে যিম্মী ও মুসলমানদের দিয়াতের পরিমাণে কোনো পার্থক্য নেই (অনুবাদক)।

٤٥٤٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِّنَ الإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ.

৪৫৪৩। আতা ইবনে আবু রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, উটের মালিকগণ এক শত উট, গরুর মালিকগণ দুই শত গরু, ছাগলের মালিকগণ দুই হাজার ছাগল ও কাপড়ের মালিকগণ দুই শত জোড়া কাপড় (দিয়াত) দিবে এবং গমের মালিকগণ যা দিতে হবে তার পরিমাণ মুহাম্মাদ (বর্ণনাকারী) স্মরণ রাখতে পারেননি।

٤٥٤٤- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ مُوسَى وَقَالَ وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ.

৪৫৪৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন বা ফরয করেছেন... এর পরবর্তী অংশ মূসার হাদীসের অনুরূপ। অতঃপর তিনি বলেন, খাদ্যদ্রব্যের মালিকদের জন্য যা (তিনি নির্ধারণ করেছেন) তা আমি স্মরণ রাখিনি।

٤٥٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُوْنَ حِقَّةً

وَعِشْرُوْنَ جِذَعَةً وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُرٍ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللّٰهِ.

৪৫৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত হলো চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী বিশটি, পঞ্চম বছরে পদাপর্ণকারী উষ্ট্রী বিশটি, দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী বিশটি, তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী বিশটি এবং দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী বিশটি। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্য।

٤٥٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ.

৪৫৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বনী আদী গোত্রের এক ব্যক্তি নিহত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারো হাজার দিরহাম তার দিয়াত নির্ধারণ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উয়াইনা হাদীসটি আমর-ইকরিমা-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করেননি।

بَابٌ فِيْ دِيَةِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কতলে শিব্‌হে আম্‌দ-এর দিয়াত

٤٥٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ إِلَى هٰهُنَا حَفِظْتُهُ مِنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَاثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ. ثُمَّ

قَالَ أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ.

৪৫৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দানকালে তিনবার আল্লাহু আকবার বলার পর বললেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই (কাফিরদের) দলগুলোকে পরাজিত করেছেন"। আমি এ পর্যন্ত মুসাদ্দাদ থেকে মুখস্থ করেছি। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা মিলে গেছে। "জেনে রাখো! অন্ধকার যুগে কিসাসের ব্যাপারে যেসব বংশীয় মর্যাদা ও কৌলিন্যের প্রকাশ ও দাবি করা হতো তা আমার দুই পদতলে প্রোথিত। কিন্তু হাজ্জীদের পানি পান করানো ও কা'বা শরীফের খেদমতের প্রথা আগের মতো বহাল থাকবে। এরপর তিনি আরো বললেন, জেনে রাখো! ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ ভুলক্রমে নরহত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে সংঘটিত হয়ে থাকে, এজন্য এক শত উট দিয়াত দিতে হবে যার মধ্যে চল্লিশটি উষ্ট্রী হবে গর্ভবতী এবং মুসাদ্দাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

٤٥٤٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ.

৪৫৪৮। খালিদ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيْثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ السَّدُوْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبِي مُوْسَى مِثْلُ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৪৫৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে তার (মুসাদ্দাদ) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে একখানা হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ের দিন অথবা মক্কা বিজয়কালে কা'বা শরীফের দরজায় বা কা'বার চত্বরে ভাষণ দেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসখানা ইবনে উয়ায়না আলী ইবনে যায়েদ থেকে কাসেম ইবনে রাবী'আ থেকে ও ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٥٥٠- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا.

৪৫৫০। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। শিব্‌হে আম্‌দ (ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ)-এর ব্যাপারে উমার (রা) সিদ্ধান্ত দেন যে, ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী ত্রিশটি ও এমন চল্লিশটি গর্ভবর্তী উষ্ট্রী যার বয়স ছয় থেকে ন'য়ের মধ্যে রয়েছে, দিয়াত হিসেবে দিতে হবে।

টীকা ঃ শরীয়াতের দৃষ্টিতে নরহত্যা প্রধানত তিন প্রকার। যথা- (ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা- হত্যা করার উদ্দেশ্যে দাও, বটি, তরবারি, বল্লম ইত্যাদি ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করাকে কত্‌লে আম্‌দ (ইচ্ছাকৃত হত্যা) বলে।

খ) ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ– স্বেচ্ছায় উল্লেখিত ধারালো অস্ত্র ছাড়া লাঠিসোটা ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করা, যাতে নিহত ব্যক্তির শরীর বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এরূপ হত্যাকে শিব্‌হে আম্‌দ বলে।

গ) ভুলক্রমে অনিচ্ছাকৃতভাবে অসাবধানতাহেতু হত্যাকে কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা) বলে (অনুবাদক)।

٤٥٥١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلاَثًا ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ.

৪৫৫১। আসেম ইবনে দমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন– "ভুলবশত হত্যার দিয়াত তিন ভাগে বিভক্ত ঃ তেত্রিশটি চার বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, তেত্রিশটি পাঁচ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং চৌত্রিশটি তিন বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, যা ছয় থেকে নয় বছর বয়সী, দিয়াত হিসেবে দিতে হবে।

٤٥٥٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِى الْخَطَإِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ

حِقَّةٌ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جِذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

৪৫৫২। আসেম ইবনে দমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, ভুলবশত হত্যার দিয়াত চার ভাগে বিভক্ত: চার বছরে পদার্পণকারী পঁচিশ উষ্ট্রী, পাঁচ বছরে পদার্পণকারী পঁচিশ উষ্ট্রী, তিন বছরে পদার্পণকারী পঁচিশ উষ্ট্রী এবং দুই বছরে পদার্পণকারী পঁচিশ উষ্ট্রী।

٤٥٥٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حِقَّةٌ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جِذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

৪৫৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, কত্লে শিব্হে আম্দ-এর দিয়াত হলো- পঁচিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, পঁচিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, পঁচিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী ও পঁচিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী।

٤٥٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُوْنَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاَثُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَفِي الْخَطَإِ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاَثُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بَنِي لَبُوْنٍ ذُكُوْرٍ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

৪৫৫৪। উসমান ইবনে আফফান ও যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের মতে কঠোর দিয়াত হলো ঃ পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী গর্ভবতী উষ্ট্রী চল্লিশটি, চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী ত্রিশটি ও তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী ত্রিশটি উষ্ট্রী। আর ভুলক্রমে নরহত্যার দিয়াত হলো ঃ ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট বিশটি এবং বিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী।

٤٥٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

৪৫৫৫। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে কঠোর দিয়াত (কতলে শিব্‌হে আম্‌দ-এর ক্ষেত্রে) হলো... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ ও সমার্থবোধক।

بَابُ أَسْنَانِ الإِبِلِ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِى السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَالأُنْثَى حِقَّةٌ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَثَنِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيْسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ عَامٍ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلٰكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلٰى مَا زَادَ. وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ وَبِنْتُ لَبُوْنٍ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لِثَلاَثٍ وَجَذَعَةٌ لأَرْبَعٍ وَثَنِىٌّ لِخَمْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ وَسَدِيْسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ وَالأَصْمَعِىُّ وَالْجُذُوْعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ. قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ. وَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ إِذَا أُلْقِحَتْ فَهِىَ خَلِفَةٌ فَلاَ تَزَالُ خَلِفَةٌ إِلٰى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِىَ عُشَرَاءُ. قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.

আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উবাইদ প্রমুখ বলেছেন, যখন কোন উষ্ট্রী চতুর্থ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন পুরুষ উটকে বলা হয় হিক্‌কুন ও স্ত্রী উটকে বলা হয় হিক্‌কাতুন। এরূপ নামকরণের কারণ হলো, তখন ঐ উট বা উষ্ট্রী বাহনোপযোগী ও ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়। যখন তা পঞ্চম বছরে পদার্পণ করে তখন পুরুষ বা স্ত্রী

লিঙ্গভেদে যথাক্রমে জায্উন ও জায্আতুন বলা হয়। যখন তা ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করে এবং তার উপর ও নীচের মাড়ির সম্মুখ ভাগের দু'টি করে মোট চারটি দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে সানিয়ুন ও ছানিয়্যাতুন বলা হয়। যখন তা সপ্তম বছরে পদার্পণ করে তখন (তাকে লিঙ্গভেদে যথাক্রমে) রাবাউন ও রাব'ইয়্যাহ্ বলা হয়। যখন তা অষ্টম বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের চারটি দাঁতের পরবর্তী দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে লিঙ্গভেদে যথাক্রমে সাদীস্ ও সাদাস বলা হয়। যখন তা নবম বছরে পদার্পণ করে এবং তার দাঁত পুনরায় ওঠে তখন তাকে বাযেল বলা হয়। যখন তা দশম বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে মুখলিফ বলা হয়। এরপর তার আর নির্ধারিত কোন নাম নেই, বরং এক বছর বেশী হলে বাযিলে 'আম ও দু'বছর বেশী হলে বাযিলে 'আমাইন বলা হয়। এরপর এক বছর হলে মিখলাফে 'আম ও দু'বছর হলে মিখলাফে আমাইন বলা হয়, অতঃপর এভাবে নামকরণ করা হয়।

নাদর ইবনে শুমাইল (র) বলেন, এক বছর হলে বিনতু মাখাদ্, দুই বছর হলে বিনতু লাবুন, তিন বছর হলে হিক্কাহ্, চার বছর হলে জাযাআহ্, পাঁচ বছর হলে সানিয়্যু, ছয় বছর হলে রাবা', সাত বছর হলে সাদীস, আট বছর হলে বাযিল বলা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু হাতিম ও আল-আসমাঈ বলেছেন, জাযাআহ্ হলো সময়, বয়স নয়। আবু হাতেম (র) বলেন, কতক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সামনের দাঁত পড়ে গেলে বলা হয় রাবাউন। আর যখন মাড়ির দাঁত পড়ে যায় তখন বলা হয় ছানী। আবু উবায়েদ (র) বলেন, যখন উষ্ট্রী গর্ভবতী হয় তখন তাকে খালিফাহ্ বলা হয়। অতঃপর দশ মাসের পূর্ব পর্যন্ত তাকে খালিফাহ্ই বলা হয়। কিন্তু যখন দশম মাসে পদার্পণ করে তখন তাকে 'উশারা বলা হয়। আবু হাতিম (র) বলেন, যখন উপর ও নীচের মাড়ির সামনের দু'টি করে দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে সানিয়্যূন্নন বলা হয়। যখন চারটি দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে রাবাউন বলা হয়।

بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৮ : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত

٤٥٥٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ.

৪৫৫৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দিয়াতের ক্ষেত্রে আঙ্গুলগুলো সমান। প্রত্যেক আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট।

٤٥٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ قُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقَ بْنَ أَوْسٍ. وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ التَّمَّارُ بِإِسْنَادِ أَبِى الْوَلِيْدِ. وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ غَالِبٍ بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيْلَ.

৪৫৫৭। আল-আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিয়াতের ক্ষেত্রে আঙ্গুলগুলো সমান। আমি বললাম, দশটি দশটি করে? তিনি বললেন, হাঁ। হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ. قَالَ يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ.

৪৫৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এটি ও এটি সমান, অর্থাৎ বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলদ্বয় (এর দিয়াত সমান)।

٤٥٥٩- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنٰى عَبْدِ الصَّمَدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ النَّضْرِ.

৪৫৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (দিয়াতের ক্ষেত্রে) আঙ্গুলগুলো সমান এবং দাঁতগুলো সমান, সম্মুখের দাঁত ও চোয়ালের দাঁত সমান; এটি ও এটি (বৃদ্ধা আঙ্গুল ও কনিষ্ঠা) সমান।

٤٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ

أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ.

৪৫৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাঁতগুলো সমান এবং আঙ্গুলগুলোও সমান (অর্থাৎ দিয়াতের ব্যাপারে বড়ো-ছোট হওয়ায় কোনো পার্থক্য হবে না)।

٤٥٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً.

৪৫৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো (এর দিয়াত) সমান হিসেবে ধার্য করেছেন।

٤٥٦٢- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ.

৪৫৬২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার সাথে পিঠ লাগিয়ে ভাষণদানকালে বলেন, আঙ্গুলগুলো দশটি দশটি করে অর্থাৎ প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি উট।

٤٥٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

৪৫৬৩। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি উট।

٤٥٦٤- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ

فَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ صَاحِبُ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ مُوسى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلى أَهْلِ الْقُرى أَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِيْ قِيْمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ إِلى ثَمَانِ مِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَالَ وَقَضى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِى الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ. قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيْلِ عَلى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. قَالَ وَقَضى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ ثُنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُوْنَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِى الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِى الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ مِنَ الإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةِ مِثْلُ ذلِكَ وَفِى الأَصَابِعِ فِيْ كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى الأَسْنَانِ فِيْ كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. وَقَضى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوْا لاَ يَرِثُوْنَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهُمْ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْئٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. قَالَ مُحَمَّدٌ هذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِى بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ.

৪৫৬৪। আমর ইবনে শু'য়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলক্রমে হত্যার অপরাধে গ্রামের অধিবাসীদের উপর চার শত দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা ধার্য করতেন অথবা এর সম-পরিমাণ আট হাজার রৌপ্য মুদ্রা ধার্য করতেন। আর তিনি মুদ্রার সংখ্যা নির্ধারিত করতেন উটের মূল্যকে ভিত্তি করে। অতএব উটের মূল্য বৃদ্ধি পেলে দিয়াতের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে আর যখন তার দাম সস্তা হবে তখন কিসাসের (মুদ্রামানও) বৃদ্ধি পেতো। আর উটের বাজার দর নিম্নগামী হলে দিয়াতের পরিমাণও কমে যেতো। এ (মান বেড়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে স্বর্ণমুদ্রা চার শত থেকে আট শত পর্যন্ত উঠানামা করেছে এবং এর বিকল্প মূল্য অনুরূপভাবে রৌপ্য মুদ্রা আট হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরুর মালিকদের জন্য দুই শত গরু এবং ছাগলের মালিকদের জন্য দুই হাজার ছাগল দিয়াত হিসেবে ধার্য করেছেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির দিয়াত তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীরাস হিসেবে গণ্য বলে সিদ্ধান্ত দেন এবং আত্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রথমে যাবিল ফুরূয ও তাদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর বাদবাকি আসাবাগণ পাবে বলে হুকুম দেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো নির্দেশ দেন যে, নাকের দিয়াত হলো- যদি তা (সম্পূর্ণ) কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াত, আর যদি নাকের সম্মুখভাগ বা আংশিকভাবে কাটা হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক পঞ্চাশটি উট অথবা তার মূল্য হিসেবে স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রা অথবা এক শত গরু অথবা এক হাজার ছাগল। আর যদি হাত কেটে ফেলা হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং পা কাটার জন্যও অনুরূপ অর্ধেক দিয়াত। আর আঘাত মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছলে এজন্য এক-তৃতীয়াংশ দিয়াতস্বরূপ তেত্রিশটি উট এবং একটি উটের মূল্যের তিন ভাগের একভাগ অথবা দিয়াতের বিনিময় মূল্য– স্বর্ণ বা রৌপ্য বা গরু অথবা ছাগল দিয়ে আদায় করতে হবে। আর আঘাত যদি পেটের অভ্যন্তরে পৌঁছে তাহলেও অনুরূপ (এক-তৃতীয়াংশ) দিয়াত ধার্য হবে। আর প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি উট এবং প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি করে উট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যে, মহিলাদের অপরাধের দিয়াত তার সেই সকল আসাবা আদায় করবে যারা যাবিল ফুরূযের অংশ দেয়ার পর সম্পূর্ণ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, যেমন পুত্র, পিতা, চাচা, ভাই ইত্যাদি। আর যদি কোনো মহিলা নিহত হয় তাহলে তার রক্তমূল্য তার উত্তরাধিকারীগণ পাবে অথবা তারা তার হত্যাকারীকে হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির (সম্পত্তির) কোনো কিছুই পাবে না। যদি তার কোনো যাবিল ফুরূয উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে তারপর যারা আত্মীয় সম্পর্কের দিক থেকে নিকটতর (অর্থাৎ আসাবা) তারা উত্তরাধিকারী

হবে। মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ বলেন, এই সম্পূর্ণ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইবনে মূসা (র) আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। আবু দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ দামিশকের অধিবাসী। তিনি হত্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বসরায় পলায়ন করেন।

٤٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الْعَامِلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ. قَالَ وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ وَذٰلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُوْنَ دِمَاءٌ فِيْ عِمِّيًّا فِيْ غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ.

৪৫৬৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শিব্‌হে আম্‌দ (ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ)-র দিয়াত ইচ্ছাকৃত নরহত্যার মতোই কঠোর; তবে তার কর্তাকে (শিব্‌হে আমাদের ঘাতককে) হত্যা করা যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, খলীল আমাদেরকে ইবনে রাশেদের সূত্রে আরো তথ্য দিয়েছেন। তা হলো: (ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ নরহত্যা হলো): শয়তান মানুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অতঃপর অপরের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা ও অস্ত্র ব্যতীত বেপরোয়াভাবে জীবনহানি ঘটে।

٤٥٦٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ.

৪৫৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আঘাতের ফলে কোনো অঙ্গের হাড় দৃশ্যমান হলে তার দিয়াত পাঁচটি উট।

٤٥٦٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ.

৪৫৬৭। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, আঘাতের ফলে চক্ষু যদি স্থানচ্যুত না হয় কিন্তু চোখের জ্যোতি নষ্ট হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে।

بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ভ্রূণের দিয়াত

٤٥٦٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرٰى بِعَمُوْدٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدِيْ مَنْ لاَ صَاحَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَقَالَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ وَقَضٰى فِيْهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلٰى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.

৪৫৬৮। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল। তাদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে তাকে ও তার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করে। বাদী-বিবাদী উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করে। পক্ষদ্বয়ের একজনে বলে, আমরা কি করে এমন ব্যক্তির দিয়াত আদায় করবো যে না চিৎকার করেছে, না খেয়েছে, না পান করেছে, আর না কেঁদেছে। তিনি বললেন, এ তো বেদুঈনদের ছন্দময় গদ্য আর কি! তিনি ঐ (গর্ভস্থ শিশুর) ব্যাপারে একটি দাস দিয়াত হিসেবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং (দিয়াত) হত্যাকারী নারীর পিতৃ আত্মীয়দের (আকিলা) উপর ধার্য করলেন।

٤٥٦٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِيْ بَطْنِهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ.

৪৫৬৯। মানসূর (র) উল্লেখিত হাদীসখানা এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা

করেছেন এবং আরো বর্ণনা করেছেন, রাবী বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উপর ধার্য করেছেন এবং তার (নিহত মহিলার) গর্ভে যে সন্তান ছিল তার দিয়াতস্বরূপ একটি উত্তম গোলাম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٥٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِيْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. زَادَ هَارُوْنُ فَشَهِدَ لَهُ يَعْنِي ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلاَصًا لأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلاَدَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.

৪৫৭০। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। মহিলাদের গর্ভপাত ঘটানোর অপরাধ সম্পর্কে উমার (রা) লোকজনের কাছে পরামর্শ চাইলেন। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি (ক্ষতিপূরণস্বরূপ) একটি দাস বা দাসী দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (উমার) বললেন, এমন এক ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আসো যিনি তোমার পক্ষে সাক্ষী দিবে। তারপর তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)-কে আনলেন। অতঃপর তিনি তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর পেটে আঘাত করেছিল। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উবাইদের সূত্রে আমি অবহিত হয়েছি যে, এই গর্ভপাতকে এজন্য 'ইমলাস' বলা হয় যে, নারী গর্ভ খালাস হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গর্ভপাত করে। একইভাবে হাত থেকে কোন জিনিস পতিত হওয়াকেও ইমলাস বলে।

٤٥٧١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ.

৪৫৭১। উমার (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমার (রা) বলেন।

٤٥٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنِيْنِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبَجُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ الْمِسْطَحُ عُوْدٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ.

৪৫৭২। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (লোকদের কাছে) এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে হামাল ইবনে মালিক ইবনুন-নাবিগা (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, একদা আমি দু'জন মহিলার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করলে সে ও তার গর্ভস্থ সন্তান মারা যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গর্ভস্থ সন্তানের বিনিময়ে একটি উৎকৃষ্ট গোলাম দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন, যদিও তাকে (হত্যাকারিণীকে কিসাসস্বরূপ) হত্যা করা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আন-নাদর ইবনে শুমাইল বলেছেন, মিসতাহ হলো সূচালো মাথাযুক্ত গোলাকার খুঁটা। আবু দাঊদ (র) আরো বলেন, আবু উবাইদ বলেছেন, মিসতাহ হলো তাঁবুর খুঁটা।

٤٥٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ. زَادَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهٰذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هٰذَا.

৪৫৭৩। তাউস (র) বর্ণনা করেন, উমার (রা) মিম্বারে দাঁড়ালেন...রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের মর্মানুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই সূত্রে "তাকে হত্যা করা হবে" বাক্যটি উল্লেখ করেননি। এরপর উৎকৃষ্ট দাস অথবা দাসীর উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রা) বললেন, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ), আমি যদি হাদীস না শোনতাম তাহলে ভিন্নতর নির্দেশ দিয়ে ফেলতাম।

٤٥٧٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّمَّارُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ

قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَأَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتُهَا أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةُ وَالأُخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ.

৪৫৭৪। হামাল ইবনে মালিকের ঘটনায় ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে একটি মৃত ছেলে সন্তান প্রসব করে, যার (মাথায়) চুল গজিয়েছিল। মহিলাও মারা যায়। নবী (সা) হত্যাকারিনীর পিতৃ পক্ষীয় আত্মীয়দেরকে দিয়াত পরিশোধের নির্দেশ দেন। তার চাচা বললেন, হে আল্লাহর নবী! সে এমন একটি ছেলে প্রসব করেছে যার মাথায় চুল গজিয়েছে মাত্র। আর হত্যাকারিণীর পিতা বললো, নিশ্চয়ই সে (নিহত মহিলার চাচা) মিথ্যাবাদী। কেনোনা আল্লাহর শপথ! সে না চিৎকার করেছে, না আহার করেছে। অতএব এ ধরনের হত্যায় জরিমানা হতে পারে না। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এ কি জাহিলিয়াতের ছন্দোময় বক্তৃতা ও ভবিষ্যৎ বক্তাদের মন্ত্র? শিশুটির বিনিময়ে একটি দাস প্রদান করো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাদের দু'জনের একজনের নাম ছিল মুলায়কা ও অপরজনের নাম ছিল উম্মে গুতায়েফ।

٤٥٧٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا. قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا.

৪৫৭৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। হুযায়েল গোত্রের দুই নারীর একজন অপরজনকে হত্যা করে, আর এদের প্রত্যেকেরই স্বামী-সন্তান ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর পিতৃ

পক্ষীয় আত্মীয়দের উপর ধার্য করলেন এবং তার স্বামী ও সন্তানদেরকে দায়মুক্ত করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর (দণ্ড কার্যকর করার ফলে) নিহত মহিলার আত্মীয়গণ বললো, তাহলে তার উত্তরাধিকার আমাদেরই প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, তার উত্তরাধিকারের অংশীদার তার স্বামী ও সন্তানগণ।

٤٥٧٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوْا إِلى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضي رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةُ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ وَقَضي بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ ابْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّهِ كَيْفَ أُغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِيْ سَجَعَ.

৪৫৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়েল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পর মারামারি করে। তাদের একজন অপরজনের উপর পাথর ছুঁড়ে মেরে তাকে হত্যা করে। অতঃপর তারা (উভয়ের অভিভাবক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গর্ভস্থ শিশুর দিয়াত হিসেবে একটি মূল্যবান দাস বা দাসী দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর গোত্রের লোকজনের উপর ধার্য করেন এবং দিয়াতের উত্তরাধিকারী বানান নিহতের সন্তান ও তার সাথের অন্যান্য অংশীদারকে। এতে হুযায়েল গোত্রের হামাল ইবনে মালিক ইবনে নাবিগাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে এমন একটি শিশুর, যে না পানাহার করেছে আর না কথা বলেছে, না চিৎকার করেছে, দিয়াত আমরা পরিশোধ করবো। এরূপ ক্ষেত্রে জরিমানা তো নিষ্ফল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে যেভাবে ছন্দোবদ্ধ বক্তব্য রেখে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সে তো ভবিষ্যত বক্তাদের ভাই।

٤٥٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ هذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ

قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

৪৫৭৭। এ ঘটনায় আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই দণ্ডিত নারী যার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি দাস দিয়াতস্বরূপে পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তার (দণ্ডিতার) সন্তানরাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে এবং তার দিয়াত পরিশোধ করবে তার আত্মীয়গণ।

٤٥٧٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتْ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ فِيْ وَلَدِهَا خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذَا الْحَدِيْثُ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ. وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ وَهُوَ وَهْمٌ.

৪৫৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলা অন্য এক মহিলার উপর পাথর ছুঁড়ে মারলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি সন্তানের দিয়াতস্বরূপ পাঁচ শত ছাগল ধার্য করেন এবং ঐ দিনই পাথর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এভাবেই হাদীসটিতে পাঁচ শত ছাগলের উল্লেখ আছে, কিন্তু সঠিক হলো এক শত ছাগল। আবু দাউদ (র) বলেন, রাবী আব্বাস এরূপই বলেছেন এবং এটা ভুল ধারণা মাত্র।

٤٥٧٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَرَسًا وَلَا بَغْلًا.

৪৫৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতিসাধনের জরিমানা ধার্য করেছেন একটি উত্তম দাস বা দাসী অথবা একটি ঘোড়া অথবা একটি খচ্চর। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসখানা মুহাম্মাদ

ইবনে 'আমর (র) থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা ও খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)-ও বর্ণনা করেছেন। তবে তারা দু'জনে ঘোড়া ও খচ্চরের কথা উল্লেখ করেননি।

٤٥٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةٍ يَعْنِي دِرْهَمًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ رَبِيعَةُ الْغُرَّةُ خَمْسُوْنَ دِيْنَارًا.

৪৫৮০। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্-গুররাহ্ হলো পাঁচ শত দিরহাম। আবু দাঊদ (র) বলেন, রবী'আহ্ বলেছেন, গুররাহ্ হলো পঞ্চাশ দীনার।

بَابٌ فِيْ دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম)-এর দিয়াত

٤٥٨١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُؤْدَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوْكِ.

৪৫৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুকাতাব গোলাম নিহত হলে তার দিয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, মুকাতাব তার নির্ধারিত মুক্তিপণ থেকে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে সে পরিমাণ স্বাধীন ব্যক্তির সমান দিয়াত হিসেবে আদায় করবে এবং বাকি অংশ গোলামের দিয়াতের হারে হবে।

٤٥٨٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيْرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

৪৫৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যখন মুকাতাব গোলাম হদ্দ-এর অপরাধে অভিযুক্ত হয় অথবা মৃতের ওয়ারিস হয়, তখন সে অংশীদার হবে ততোটুকুর যতোটুকু অংশ তার মুক্ত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি উহাইব (র) আইউব-ইকরিমা-আলী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও ইসমাঈল (র) আইউব-ইকরিমা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনে উলায়্যা এটিকে ইকরিমা (র)-এর বক্তব্য গণ্য করেছেন।

بَابٌ فِيْ دِيَةِ الذِّمِّيِّ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-এর দিয়াত

٤٥٨٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ.

৪৫৮৩। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির (যিম্মী) দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক। আবু দাউদ (র) বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ আল-লাইসী ও আবদুর রহ্মান ইবনুল হারিস (র) এ হাদীস আমর ইবনে শু'আইব (র)-এর সূত্রে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, মুজাহিদ, উমার (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)-র মতে যিম্মীর দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের সমান। ইমাম আহ্মাদ (র)-এর মতে দুর্ঘটনাক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকলে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক, আর ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটলে ১২ হাজার দিরহাম (পূর্ণ দিয়াত)। ইমাম মালেক (র)-এর মতে অর্ধ দিয়াত এবং ইমাম শাফিঈর মতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে তাকে প্রতিহত করলে

٤٥٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَاتَلَ أَجِيْرٌ لِي رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ

فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا وَقَالَ أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا وَقَالَ بَعِدَتْ سِنُّهُ.

৪৫৮৪। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক কর্মচারী এক ব্যক্তির সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে সে তার হাত কামড়িয়ে ধরে এবং সে (কর্মচারী) টান দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে আনলে তার সামনের পাটির দাঁত পড়ে যায়। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি তার মামলা খারিজ করে দেন এবং বলেন: তুমি কি চাও যে, সে তার হাত তোমার মুখে পুড়ে রাখুক আর তুমি তা উটের মতো চিবাতে থাকো? রাবী বলেন, ইবনে আবু মুলাইকা (র) তার দাদার সূত্রে আমাকে অবহিত করেন যে, আবূ বকর (রা)-ও অনুরূপ ঘটনার দিয়াতের দাবি বাতিল করে দেন এবং বলেন, তার দাঁত গত হয়েছে।

٤٥٨٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاضِّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُّهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ.

৪৫৮৫। ইয়া'লা ইবনে উমায়্যা (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তার বর্ণনায় আরো আছে: অতঃপর নবী (সা) বলেন, "যদি তুমি পারো তাহলে তুমিও তার মুখে হাত দাও আর সে চিবাতে থাকুক। তারপর তুমি তার মুখ থেকে তা বের করে নিয়ে আসো। অতঃপর তিনি তার দাঁতের দিয়াতের দাবি বাতিল করে দেন।

بَابُ فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَأَعْنَتَ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ চিকিৎসা বিদ্যাহীন ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হলে

٤٥٨٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. قَالَ نَصْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ لاَ.

৪৫৮৬। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চিকিৎসা বিদ্যাহীন ব্যক্তি চিকিৎসা করলে তাতে সে দায়ী হবে। নাদর (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি আল-ওয়ালীদ একাই বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ কিনা তা আমরা জ্ঞাত নই।

٤٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلَى أَبِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا طَبِيْبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذٰلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوْقِ وَالْبَطُّ وَالْكَيُّ.

৪৫৮৭। আবদুল আযীয ইবনে উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বর্ণনা করেন, আমার পিতার কাছে যেসব প্রতিনিধি দল এসেছিল তার কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেসব ডাক্তারের চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান নেই তারা যদি কোন গোত্রের চিকিৎসা করে এবং এর ফলে রোগীর ক্ষতি হয় তাহলে সে এজন্য দায়ী হবে। আবদুল আযীয (রা) বলেন, তবে সাধারণভাবে ডাক্তার দায়ী হবে না, বরং শিরা উন্মুক্ত করা, অস্ত্রপচার করা ও উত্তপ্ত লোহার সেঁক দেয়া ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

بَابٌ فِيْ دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ ভুলবশত হত্যার দিয়াত

٤٥٨٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تُذْكَرُ وَتُدْعٰى تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا.

৪৫৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দানকালে তিনবার আল্লাহু আকবার বলার পর বললেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই (কাফিরদের) দলগুলোকে পরাজিত করেছেন"। আমি এ পর্যন্ত মুসাদ্দাদ থেকে মুখস্ত করেছি। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা মিলে গেছে। "জেনে রাখো! অন্ধকার যুগে কিসাসের ব্যাপারে যেসব বংশীয় মর্যাদা ও কৌলিন্যের প্রকাশ ও দাবি করা হতো তা আমার দুই পদতলে প্রোথিত। কিন্তু হাজ্জীদের পানি পান করানো ও কা'বা শরীফের খেদমতের প্রথা আগের মতো বহাল থাকবে। এরপর তিনি আরো বললেন, জেনে রাখো! ইচ্ছাকৃ হত্যা সদৃশ ভুলক্রমে নরহত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে সংঘটিত হয়ে থাকে, এজন্য এক শত উট দিয়াত দিতে হবে যার মধ্যে চল্লিশটি উষ্ট্রী হবে গর্ভবতী এবং মুসাদ্দাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

٤٥٨٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ.

৪৫৮৯। খালিদ (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ দাঁতের কিসাস

٤٥٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللّٰهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ. فَعَجِبَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لأَبَرَّهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تُبْرَدُ.

৪৫৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনুদ নাদর (রা)-র বোন রুবাই' (রা) এক মহিলার সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (বিচারের জন্য) আসে। তিনি আল্লাহর কিতাব

অনুসারে কিসাসের নির্দেশ দেন। তখন আনাস ইবনুন নাদর (রা) বললেন, (হে নবী) আপনাকে যে পবিত্র সত্তা সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আজ তার দাঁত উপড়ে ফেলবেন না। তিনি বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো কিসাস। এরপর বিবাদী পক্ষ আরশ (দিয়াত) গ্রহণে সম্মত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে বিস্মিত হয়ে বললেন, "আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যদি তারা আল্লাহর উপর কসম করে বসে আল্লাহ তাদের কসমকে পূর্ণ করেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর নিকট শুনেছি যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, দাঁতের কিসাস কিভাবে কার্যকর করা হবে। তিনি বলেন, এক ফালি কাঠ দ্বারা তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

بَابٌ فِي الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ পশু পা দিয়ে লাথি মারলে

٤٥٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّجْلُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ.

৪৫৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জীবজন্তুর আঘাত ক্ষমাযোগ্য। খনির দুর্ঘটনা নিষ্ফল। আবু দাউদ (র) বলেন, পশুর পিঠে আরোহী থাকা অবস্থায় তা কাউকে পদাঘাত করলে।

টীকা ঃ জীবজন্তুর পদাঘাতে কেউ আহত হলে এজন্য মালিকের নিকট দিয়াত দাবি করা যাবে না (অনুবাদক)।

بَابُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ নির্বাক প্রাণী, ভূ-গর্ভস্থ খনি ও কূপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা নিষ্ফল

٤٥٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لاَ يَكُوْنُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُوْنُ بِالنَّهَارِ لاَ تَكُوْنُ بِاللَّيْلِ.

৪৫৯২। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: চতুষ্পদ জন্তু আহত করলে তা মাফ অর্থাৎ কিসাসযোগ্য নয়, খনিতে চাপা পড়ে ও কূপের মধ্যে পড়ে মারা গেলে নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য মাফ এবং মাটির নীচে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত হিসেবে সরকারকে) দিতে হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, জীবজন্তুর আহত করা যদি দিবাভাগে মাঠে চরাকালে হয় এবং তার সাথে রাখাল না থাকে তাহলে ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু রাতের বেলা সংঘটিত ব্যাপারে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়।

بَابُ فِي النَّارِ تَعَدَّى

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ আগুন ছড়িয়ে পড়া

٤٥٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارُ جُبَارٌ.

৪৫৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আগুন নিষ্ফল (বাতাস বা অন্য কোন দুর্ঘটনাক্রমে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা) ক্ষমাযোগ্য (ক্ষতিপূরণ নেই)।

بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُوْنُ لِلْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ গরীব মালিকের দাসের অপরাধ

٤٥٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلاَمًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا.

৪৫৯৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক গরীব লোকের এক দাস অপর এক ধনী ব্যক্তির দাসের কান কেটে ফেললো। অতঃপর তার (অপরাধী গোলামের) পরিবারের লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা গরীব লোক (দিয়াত আদায়ে অক্ষম)। অতএব তিনি তার উপর কোন কিছুই (দিয়াত) ধার্য করলেন না।

بَابُ فِيمَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا بَيْنَ قَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ লোকজনের পারস্পরিক সংঘাত চলাকালে ঘটনাক্রমে কেউ নিহত হলে

٤٥٩٥- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا تَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

৪৫৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাতভাবে নিহত হলে অথবা লোকজনের পাথর নিক্ষেপের সময় তার আঘাতে অথবা চাবুকের আঘাতে নিহত হলে ভুলবশত হত্যার দিয়াত প্রযোজ্য হবে। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলো তার হত্যার কিসাস কার্যকর করা হবে। যে ব্যক্তি তাতে বাধা সৃষ্টি দিবে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের ও সকল মানুষের অভিশাপ।

টীকা ঃ মানব জীবন ও মানব দেহের বা তার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করা হলে যে অর্থদণ্ড দিতে হয় তাকে ক্ষেত্রভেদে দিয়াত, আক্‌ল ও আরশ বলা হয়। যেমন ইচ্ছাকৃত নরহত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত, ভুলবশত নরহত্যার ক্ষেত্রে আক্‌ল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে আরশ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। সব কয়টি শব্দের অর্থ অর্থদণ্ড (সম্পাদক)।

অধ্যায়-৪০

كِتَابُ السُّنَّةِ

(সুন্নাতের অনুসরণ)

بَابُ شَرْحِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সুন্নাতের ব্যাখ্যা

٤٥٩٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً.

৪৫৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইহুদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং খৃস্টানরাও একাত্তর বা বাহাত্তর দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।

টীকা ঃ সুন্নাত শব্দের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন বা সমর্থন, অর্থাৎ হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারকেও সুন্নাহ বলা হয়। হাদীস ও সুন্নাহ সমার্থবোধক। নামাযের ক্ষেত্রে সুন্নাত বলতে সুন্নাত সালাত বুঝায় (সম্পাদক)।

٤٥٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ نَحْوَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَازِيُّ عَنْ أَبِيْ عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِيْنَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْنَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَإِنَّ هٰذِهِ الْمِلَّةَ

سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ زَادَ ابْنُ يَحْيى وعَمْرُو فِيْ حَدِيْثِهِمَا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ لِصَاحِبِهِ. وَقَالَ عَمْرُو الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ.

৪৫৯৭। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব সম্প্রদায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাত্তর দল দোযখে যাবে এবং এক দল যাবে বেহেশতে। আর সে দল হচ্ছে আল্-জামা'আত। ইবনে ইয়াহ্য়া ও আমর (র) উল্লেখ করেন, "ব্যাপার এই যে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যাদের সর্বশরীরে (অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজদেহে) সেসব (বিদ'আতের) প্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে যেরূপ পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তার কোন শিরা বা গ্রন্থি বাকি থাকে না যাতে তা সঞ্চারিত হয় না।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ وَاتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কুরআন নিয়ে মতবিরোধ ও বিতর্ক পরিহার এবং মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতের অনুসরণ নিষিদ্ধ

٤٥٩٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَرَأَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ الايَةَ هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتبَ مِنْهُ أيتٌ مُّحْكَمتٌ إِلى أُوْلُوا الأَلْبَابِ. قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوْهُمْ.

৪৫৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানা পাঠ করলেন (অনুবাদ) : "তিনিই আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু সংখ্যক আয়াত মুহকাম... থেকে কিন্তু "জ্ঞানী ছাড়া কেউ

উপদেশ গ্রহণ করেনা" (৩ঃ৭ পর্যন্ত)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা দেখবে সেসব লোককে যারা মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করছে, তখন মনে করবে, এরাই সেসব লোক আল্লাহ যাদের নাম করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।

টীকা ঃ কুরআন শরীফের আয়াতগুলোকে শব্দ ও অর্থের সহজবোধ্য ও দুর্বোধ্যতার পার্থক্যক্রমে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- মুহকাম ও মুতাশাবিহ।

ক) মুহকাম- যার শব্দ ও অর্থ উভয়ই পরিষ্কার, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং অস্পষ্টতাও নেই, বরং দীন বুঝার জন্য এগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়। এ আয়াতগুলোকে উম্মুল কিতাব বা কুরআনের মূল বলা হয়েছে।

টীকা ঃ যা শব্দ ও অর্থগতভাবে দুর্বোধ্য, যথা হুরূফে মুকাত্তা'আত, বা সূরার প্রথমের একক বর্ণ বা কোনো কোনো দ্ব্যর্থবোধক আয়াত। এ সকল বর্ণ বা আয়াত কুরআনে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন। আমাদের শুধু এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা যে উদ্দেশ্যে ও অর্থে ব্যবহার করেছেন তা সত্য (অনুবাদক)।

بَابُ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ প্রবৃত্তির অনুসারীদের থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা

٤٥٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ.

৪৫৯৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উত্তম কাজগুলোর মধ্যে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য (কাউকে) ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য (কারো প্রতি) ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করা অতি উত্তম কাজ।

٤٦٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةَ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ

تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيْلِ تَوْبَتِهِ.

৪৬০০। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) অবহিত করেছেন যে, কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) যিনি তার পিতার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুত্রদের মধ্য থেকে তার সহগামী ও তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে শুনেছি এবং বর্ণনাকারী ইবনুস সারহ তার (কা'বের) তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ না করে পিছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঐ তিনজনের সাথে কথা বলতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করে দিলেন। এ অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদা (রা)-এর বাগানের দেয়ালে উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ! সে আমার সালামের জবাব দিলো না। অতঃপর রাবী তার তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন।

بَابُ تَرْكِ السَّلاَمِ عَلَى أَهْلِ الأَهْوَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের সালাম দেয়া বর্জন করা

٤٦٠١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَّقُوْنِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ.

৪৬০১। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুই হাত ফেটে গেলে আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে এলাম। তারা আমাকে (আমার হাতকে) জাফরান দিয়ে রাঙিয়ে দিলো। পরের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার সালামের উত্তর না দিয়ে বললেন: তুমি ফিরে গিয়ে তোমার হাতের রং ধুয়ে ফেলো।

٤٦٠٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ

فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْنَبَ أَعْطِيهَا بَعِيْرًا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرَ.

৪৬০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা)-এর উট অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং যয়নব (রা)-এর নিকট তার অতিরিক্ত বাহন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব (রা)-কে তার বাহনটি সাফিয়্যা (রা)-কে দিতে বললেন। যয়নব (রা) বললেন, আমি কি ঐ ইহুদীনীকে দিবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং যিলহজ্জ, মুহাররম ও সফর মাসের কিছু দিন তার সংশ্রব ত্যাগ করলেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কুরআন শরীফ নিয়ে বিতর্ক-বাহাসে লিপ্ত হওয়া নিষেধ

٤٦٠٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

৪৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ ও তর্ক-বিতর্ক করা কুফরী।

بَابٌ فِي لُزُوْمِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য

٤٦٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ. أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا

صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

৪৬০৪। আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জেনে রাখো! আমাকে কিতাব অর্থাৎ কুরআন মজীদ দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ কিছু। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কোন প্রাচুর্যবান লোক তার গদী আঁটা আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করো, তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল এবং যা হারাম পাবে তাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- জেনে রাখো! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেদন দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশুও হালাল নয়। অনুরূপভাবে সন্ধিবদ্ধ অমুসলিম সম্প্রদায়ের হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, অবশ্য যদি সে এর মুখাপেক্ষী না হয়। আর যখন কোনো লোক কোনো কওমের কাছে আগন্তুক হিসেবে পৌছে তখন তাদের উচিত তার আথিত্য প্রদান করা। যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার আথিত্য পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার তার রয়েছে।

٤٦٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِيْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ نَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ.

৪৬০৫। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: অচিরেই তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার গদি আঁটা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকা অবস্থায় তার নিকট আমার নির্দেশিত কোন কর্তব্য অথবা নিষেধাজ্ঞা পৌছবে, তখন সে বলবে, আমি জানি না। আমরা যা আল্লাহ্র কিতাবে পাবো শুধু তার অনুসরণ করবো।

٤٦٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ. قَالَ ابْنُ عِيْسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ.

৪৬০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাদের এই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করবে যা তাতে নেই– তা প্রত্যাখ্যাত। ইবনে ঈসা (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (তাঁর কথার ব্যাখ্যা এই যে): কোনো ব্যক্তি আমাদের আচার-অনুষ্ঠানের বিপরীত কোন আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করলে তা প্রত্যাখ্যাত, বর্জনীয়।

٤٦٠٧– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيْهِ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ وَعَائِدِيْنَ وَمُقْتَبِسِيْنَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

৪৬০৭। আবদুর রহমান ইবনে আমর আস-সুলামী ও হুজুর ইবনে হুজুর (র) বলেন, আমরা আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা)-র নিকট এলাম। যাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদ): "তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে: আমি তোমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না" (সূরা তওবা : ৯২)। আমরা সালাম দিয়ে বললাম, আমরা আপনার দর্শন লাভ করতে, আপনার রোগগ্রস্ত অবস্থার খোঁজখবর নিতে এবং আপনার কাছ থেকে কিছু অর্জন করতে এসেছি। আল-ইরবাদ (রা) বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো। এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যেনো কারো বিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন?

তিনি বলেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, (নেতৃত্ব-আদেশ) শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে হয় একজন আবিসিনীয় গোলাম। কেনোনা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ লক্ষ করবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হেদোয়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাত অবলম্বন করবে, দৃঢ়ভাবে তা ধারণ করবে এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান প্রতিটি অভিনব আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে! কেনোনা প্রতিটি অভিনব আচার-অনুষ্ঠান হলো নবরীতি (বিদ্আত) এবং প্রতিটি বিদ্আত হলো ভ্রষ্টতা।

টীকা ঃ আভিধানিক অর্থে কোনো মডেল বা আদর্শ ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করাকে বিদ'আত বলে। ইসলামের পরিভাষায় এর অর্থ হলো– এমন কোনো বিষয়, পথ বা কাজকে শরীয়াত সম্মত বলে মেনে নেয়া যা বাস্তবিকই শরীয়াতের কোনো দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। উল্লেখ্য যে, বিদ'আত ও ইজতিহাদ এক নয়। নতুন কোনো ব্যাপার বা সমস্যা উপস্থিত হলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর মর্যাদা বা সমাধান কি হবে, সে সম্পর্কে কোন্ নীতি ও রীতি অবলম্বন করা হবে তা ইজতিহাদের সাহায্যে ঠিক করা হয়। অপরদিকে বিদ'আতের ব্যাপারে কোনো সমস্যা দেখা দেয়া এবং এ সম্পর্কে শরীয়াতের সমাধান অনুসন্ধান করার সাথে এর সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনের কামনা ও ঝোঁক-প্রবণতা অনুসারে শরীয়াত বিবর্জিত কাজ করাকে বিদ'আত বলে। যেমন বৈরাগ্যবাদ, কবর পূজা, নৃত্য-গীত, অভিনয় ইত্যাদি। আলোচ্য হাদীসে বিশেষভাবে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ'আত সম্পর্কেই সাবধান করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, খিলাফতকে বাদ দিয়ে রাজতন্ত্র, ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে ইচ্ছামত শাসনকার্য পরিচালনা, ব্যক্তিমালিকানা বাতিল করা ও যাকাতের পরিবর্তে ট্যাক্স, সুদ, জুয়া ইত্যাদি বিদ'আত। বিদ'আত সম্পর্কে নবী (সা) বলেছেন: এর পরিণাম হলো সুস্পষ্ট গোমরাহী। আর গোমরাহীর পরিণাম হলো দোযখ (অনুবাদক)।

٤٦٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ عَتِيقٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৪৬০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন: সাবধান! চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে, কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

بَابُ مَنْ دَعَا إِلَى السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি সুন্নাত অনুসরণে জন্য আহ্বান করে

٤٦٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا.

৪৬০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে ডাকবে সে (নিজের সওয়াব ছাড়াও) তার অনুসরণকারীর (সওয়াবের) সমান সওয়াব পাবে, তা অনুসরণকারীদের সওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস করবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে সে (নিজের পাপ ছাড়াও) তার অনুসরণকারীর (পাপের) সম-পরিমাণ পাপে জর্জরিত হবে, তা অনুসরণকারীদের পাপ কিছুমাত্র হ্রাস করবে না।

٤٦١٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

৪৬১০। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুসলিম ব্যক্তির জিজ্ঞাসার কারণে মানুষের জন্য হারাম ছিল না এমন বস্তু হারাম হয়েছে– সে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধী।

٤٦١١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيَّ عَائِذَ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عَمِيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لاَ يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَجْلِسُ إِلاَّ قَالَ اَللّٰهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُوْنَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيْهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيْهَا الْقُرْاٰنُ حَتّٰى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَيُوْشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَّقُوْلَ مَا لِلنَّاسِ لاَ يَتَّبِعُوْنِيْ وَقَدْ قَرَأْتُ

الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلاَلَةٌ وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيْمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيْمِ وَقَدْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ. قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يُدْرِيْنِي رَحِمَكَ اللّٰهُ أَنَّ الْحَكِيْمَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الْحَقِّ. قَالَ بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كَلاَمِ الْحَكِيْمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِيْ يُقَالُ لَهَا مَا هٰذِهِ وَلاَ يَثْنِيَنَّكَ ذٰلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُوْرًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلاَ يُنْئِيَنَّكَ ذٰلِكَ عَنْهُ مَكَانَ يَثْنِيَنَّكَ. وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِالْمُشْتَبِهَاتِ مَكَانَ الْمُشْتَهِرَاتِ وَقَالَ لاَ يَثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيْمِ حَتَّى يَقُوْلَ مَا أَرَادَ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ.

৪৬১১। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবু ইদরীস আল-খাওলানী আয়েযুল্লাহ (র) তাকে অবিহিত করছেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-র সহচর ইয়াযীদ ইবনে 'আমীরাহ তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি (ইয়াযীদ) বলেন– মুয়ায (রা) যখনই কোন ওয়াজ মাহফিলে বসতেন তখন বলতেন, আল্লাহ মহা ন্যায়বিচারক, সন্দেহকারীরা ধ্বংস হয়েছে। অতঃপর মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) একদিন বলেন, তোমাদের পরবর্তী যুগে ফেতনার সৃষ্টি হবে, তখন অঢেল সম্পদ থাকবে ও মুমিন, মুনাফিক, পুরুষ, নারী, ছোট, বড়ো, স্বাধীন ও গোলাম সকলে কুরআন শরীফ খুলে তা পড়বে (কিন্তু অর্থ বুঝবে না)। অচিরেই কেউ বলবে, লোকদের কি হয়েছে, কেনো তারা আমার অনুসরণ করছে না; আমি তো কুরআন শরীফ পড়েছি। লোকেরা তখন পর্যন্ত আমার অনুসরণ করবে না যতোক্ষণ না আমি তাদের জন্য এছাড়া নতুন কিছু প্রবর্তন করতে পারি"। অতএব তোমরা তার এ বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকবে। কেনোনা যা কিছু দীনের মধ্যে নতুন প্রবর্তন করা হয় তা গোমরাহী। আমি তোমাদেরকে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করছি। কেনোনা শয়তান পণ্ডিতদের মুখ দিয়ে গোমরাহী কথা বলায়। আবার মুনাফিকরাও মাঝে মাঝ হক কথা বলে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মুয়ায (রা)-কে বললাম, আল্লাহ আপনার উপর সদয় হোন, বিজ্ঞ ব্যক্তি যে পথভ্রষ্টতাপূর্ণ কথা বলে আর মুনাফিক সত্য কথা বলে এটা আমি কিভাবে বুঝবো? তিনি বললেন, হাঁ (সম্ভব), বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সেসব ভ্রান্তিপূর্ণ ও বাতিল কথা পরিহার করবে যা লোকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং বলবে, এ আবার কোন

ধরনে কথা। তবে এসব কথায় তোমরা বিজ্ঞদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। কেনোনা হয়ত বিজ্ঞ ব্যক্তি এসব ভ্রান্তিপূর্ণ কথা থেকে ফিরে আসবে। আর তুমি হক কথা শুনামাত্র তা গ্রহণ করো, কেননা হকের মধ্যে নূর রয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, মা'মার (র) যুহ্‌রীর সূত্রে এ হাদীসে يُثْنِيَنَّكَ শব্দের পরিবর্তে وَلاَ يُنْئِيَنَّكَ শব্দ উল্লেখ করেছেন (অর্থ একই) "তোমাকে যেনো ভিন্নমুখী না করে"। সালেহ ইবনে কায়সান (র) যুহ্‌রী (র)-এর সূত্রে এ হাদীসে بِالْمُشْتَبِهَاتِ (সন্দেহজনক জিনিস) শব্দ উল্লেখ করেছেন اَلْمُشْتَهِرَاتِ (সুপরিজ্ঞাত জিনিস) শব্দের পরিবর্তে এবং لاَيَثْنِيَنَّكَ শব্দ উল্লেখ করেছেন, যেমন উকাইল বলেছেন। ইবনে ইসহাক (র) যুহ্‌রী (র)-এর সূত্রে বলেছেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, হাঁ, তুমি যদি বিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্যে সন্দিহান হও, যতোক্ষণ না বলো, তিনি এ শব্দ দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন!

٤٦١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ دُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ أَبِى الصَّلْتِ وَهذَا لَفْظُ حَدِيْثِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَمَعْنَاهُمْ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّهِ وَالاَقْتِصَادِ فِيْ أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُوْنَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُوْا مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُوْمِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلاَّ قَدْ مَضى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيْلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيْهَا فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِيْ خِلاَفِهَا وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ كَثِيْرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَاءِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ فَأَرْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلى عِلْمٍ وَقَفُوْا وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوْا وَلَهُمْ عَلى كَشْفِ الأُمُوْرِ كَانُوْا أَقْوى وَبِفَضْلِ مَا كَانُوْا فِيْهِ أَوْلى فَإِنْ كَانَ الْهُدى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوْهُمْ إِلَيْهِ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّ مَا

حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُوْنَ فَقَدْ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ بِمَا يَكْفِيْ وَوَصَفُوْا مِنْهُ مَا يَشْفِيْ فَمَا دُوْنَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُوْنَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلَوْا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذٰلِكَ لَعَلٰى هُدًى مُسْتَقِيْمٍ. كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الإِقْرَارِ بِالْقَدْرِ فَعَلَى الْخَبِيْرِ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ وَلاَ ابْتَدَعُوْا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ أَثَرًا وَلاَ أَثْبَتُ أَمْرًا مِنَ الإِقْرَارِ بِالْقَدْرِ لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهْلاَءُ يَتَكَلَّمُوْنَ بِهِ فِيْ كَلاَمِهِمْ وَفِيْ شِعْرِهِمْ يُعَزُّوْنَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلٰى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ بَعْدُ إِلاَّ شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ وَلاَ حَدِيْثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَتَكَلَّمُوْا بِهِ فِيْ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقِيْنًا وَتَسْلِيْمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضْعِيْفًا لأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكُوْنَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمْضِ فِيْهِ قَدَرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذٰلِكَ لَفِيْ مَحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوْهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوْهُ. وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ كَذَا وَلِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَأُوْا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوْا مِنْ تَأْوِيْلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقْدَرُ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلاَ نَمْلِكُ لأَنْفُسِنَا نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا ثُمَّ رَغِبُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ وَرَهَبُوْا.

৪৬১২। আবুস্ সালত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর কাছে তাকদীর (নিয়তি) সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লিখে। উত্তরে তিনি লিখেন, অতঃপর আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে ভয় করো, ভারসাম্যপূর্ণভাবে তাঁর হুকুম পালন করো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও সুন্নাতের অনুসরণ করো, তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভের ও সংরক্ষিত হওয়ার পর বিদ'আতীদের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করো। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা তোমার কর্তব্য। কেনোনা এ সুন্নাত তোমাদের জন্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে রক্ষাকবজ। তারপর জেনে রাখো! মানুষ এমন কোন বিদ'আত আবিষ্কার করেনি যার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত

হয়নি বা তার বিরুদ্ধে এমন কোন শিক্ষা নেই যা তার ভ্রান্তি প্রমাণ করে। কেনোনা অবশ্যি সুন্নাতকে এমন এক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যিনি সুন্নতের বিপরীত সম্বন্ধে অবগত। আর ইবনে ফাসির তার বর্ণনায়– "তিনি অবগত ছিলেন ভুলত্রুটি, অজ্ঞানতা ও গোঁড়ামি সম্পর্কে" একথাগুলো উল্লেখ করেননি। কাজেই তুমি নিজের জন্য ঐ পথ বেছে নাও যা অবলম্বন করেছেন তোমার পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ তাদের নিজেদের জন্য। কারণ তারা যা জানতে পেরেছেন তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তিক্ষ্ণ দূরদর্শিতার সাথে বিরত রয়েছেন এবং তারা দীনের ব্যাপারসমূহে পারদর্শী ছিলেন, আর যা করতে তারা নিষেধ করেছেন, তা জেনে-শুনেই নিষেধ করেছেন। তারা দীনের অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক মেধাবী ছিলেন। আর তোমাদের মতাদর্শ যদি সঠিক পথ হয় তাহলে তোমরা তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে গেলে। আর যদি তোমরা বলো যে, তারা দীনের মধ্যে নতুন কথা উদ্ভাবন করেছেন তবে বলবো, পূর্বকালের লোকজনই উত্তম ছিলেন এবং তারা এদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। যতোটুকু বর্ণনা করার তা তারা বর্ণনা করেছেন, আর যতোটুকু বলা প্রয়োজন তা তারা বলেছেন। এর অতিরিক্তও কিছু বলার নেই এবং এর কমও বলার নেই। আর এক সম্প্রদায় তাদেরকে উপেক্ষা করে কিছু কমিয়েছে, তারা সঠিক পথ থেকে সরে গেছে, আর যারা বাড়িয়েছে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে। আর পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ ছিলেন এর মাঝামাঝি সঠিক পথের অনুসারী। পত্রে তুমি তাকদীরে বিশ্বাস ও স্বীকার করা সম্পর্কে জানতে চেয়ে (আমাকে) লিখেছো। আল্লাহর কৃপায় তুমি এমন ব্যক্তির কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছো যিনি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমার জানামতে, তাকদীরে বিশ্বাসের উপর বিদ'আতীদের নবতর মতবাদ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়; জাহিলিয়াতের সময়ও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। জাহিল বা অজ্ঞ লোকেরা তখনও তাদের আলাপ-আলোচনা ও কবিতায় এ ব্যাপারে উল্লেখ করতো এবং তাদের ব্যর্থতার জন্য তাকদীরকে দায়ী করতো। ইসলাম এসে এ ধারণাকে আরো বদ্ধমূল করেছে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর মুসলমানগণ তাঁর নিকট সরাসরি শুনেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে পরস্পর আলোচনা করেছে– তারা অন্তরে বিশ্বাস রেখে, তাদের প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পণ করে, নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে এ বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে, এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর জ্ঞান, কিতাব ও তাকদীর বহির্ভূত। এতদ্ব্যতীত তা আল্লাহর অমোঘ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যদি তোমরা বলো, কেনো আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন এবং কেনো একথা বলেছেন, তবে জেনে রাখো! তারাও কিতাবের ঐসব বিষয় পড়েছেন যা তোমরা পড়ছো; উপরন্তু তারা সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যা তোমরা জানো না। এতদসত্ত্বেও তারা বলেছেন, সবকিছু আল্লাহর কিতাব ও তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে, আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। লাভ বা ক্ষতি কোনো কিছুই আমরা নিজেদের জন্য করতে সক্ষম নই। এরপর তারা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহী ও খারাপ কাজের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থেকেছেন।

٤٦١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ لابْنِ عُمَرَ صَدِيْقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقَدْرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالْقَدْرِ.

৪৬১৩। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সিরিয়ায় এক বন্ধু ছিলেন। তিনি তার সাথে পত্র বিনিময় করতেন। তিনি এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠালেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকদীরের কোন বিষয়ে সমালোচনা করছো। কাজেই এখন থেকে তুমি আর আমার কাছে (পত্র) লিখবে না। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাকদীরকে অস্বীকার করবে।

٤٦١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيْدٍ أَخْبِرْنِي عَنْ ادَمَ أَلِلسَّمَاءِ خُلِقَ أَمْ لِلأَرْضِ قَالَ لاَ بَلْ لِلأَرْضِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوِ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ قُلْتُ أَخْبِرْنِيْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ. إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ. قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لاَ يَفْتِنُوْنَ بِضَلاَلَتِهِمْ إِلاَّ مَنْ أَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَحِيْمَ.

৪৬১৪। খালিদ আল-হায্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু সা'ঈদ! আদম (আ) সম্বন্ধে আমাকে বলুন, তাঁকে কি আসমানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না পৃথিবীর জন্য? তিনি বলেন; বরং পৃথিবীর জন্য। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন, তিনি যদি নিষ্পাপ থাকতেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল না খেতেন? আরো বলুন! যদি তিনি নিজেকে সংযত রাখতেন তাহলে কি বৃক্ষের ফল না খেয়ে পারতেন? তিনি বললেন, না খেয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। আমি পুনরায় বললাম, আল্লাহ তা'আলার বাণী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন: "তোমরা কেউই কাউকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, কেবল দোযখে প্রবেশকারীকে ব্যতীত" (সূরা আস-সাফ্ফাত : ১৬২-৩)। তিনি (হাসান বসরী) বলেন, আল্লাহ যাদের জন্য

জাহান্নামে প্রবেশকে অবধারিত করে রেখেছেন, শয়তান কেবল তাদেরকেই দোযখে নিতে পারবে।

٤٦١٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ. قَالَ خَلَقَ هٰؤُلَاءِ لِهٰذِهِ وَهٰؤُلَاءِ لِهٰذِهِ.

৪৬১৫। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "এবং তিনি তাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন" (হূদ : ১১৯)-এর ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে বলেন, তিনি (আল্লাহ্) এদেরকে (মুমিনদেরকে) এর (বেহেশতের) জন্য এবং এদেরকে (মুনাফিকদেরকে) এজন্য (দোযখের জন্য) সৃষ্টি করেছেন।

٤٦١٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ. إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ. قَالَ إِلاَّ مَنْ أَوْجَبَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيْمِ.

৪৬১৬। খালিদ আল-হায্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে "তোমরা কেউই কাউকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না- কেবল দোযখে প্রবেশকারীকে ব্যতীত" এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, শুধু তাদেরকেই শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারবে যাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাকে আল্লাহ্ অবধারিত করে দিয়েছেন।

٤٦١٧- حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدٌ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ لأَنْ يُّسْقَطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّقُوْلَ الأَمْرُ بِيَدِيْ.

৪৬১৭। হুমাইদ (র) বলেন, হাসান বসরী (র) বলতেন, তার আসমান (জান্নাত) থেকে যমীনে পতিত হওয়া এ কথা বলা তার কাছে নিম্নোক্ত কথা বলার তুলনায় উত্তম- 'বিষয়টি আমারই কর্তৃত্বে'।

٤٦١٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَسَنُ مَكَّةَ فَكَلَّمَنِيْ فُقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِيْ أَنْ يَّجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يَعِظُهُمْ فِيْهِ فَقَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعُوْا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ

اللّٰهِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ خَلَقَ اللّٰهُ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْرَ وَخَلَقَ الشَّرَّ قَالَ الرَّجُلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ كَيْفَ يَكْذِبُوْنَ عَلٰى هٰذَا الشَّيْخِ.

৪৬১৮। হুমাইদ (র) বলেন, হাসান বসরী (র) বসরা থেকে মক্কায় আমাদের কাছে আগমন করলে মক্কা শরীফের ফকীহগণ আমাকে তার সাথে আলোচনা করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে এক সমাবেশে যেন ওয়ায করেন। তিনি তাতে সম্মত হলে তারা একত্র হলেন এবং তিনি তাদের উদ্দেশে ওয়ায করলেন। আমি তার চেয়ে উত্তম বক্তা আর দেখিনি। এক ব্যক্তি বললো, হে আবু সা'ঈদ! শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি (বিস্মিত কণ্ঠে) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে? আল্লাহ শয়তান, ভালো ও মন্দ সবই সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বললো, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! কি করে তারা এ শায়খের উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

٤٦١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنِ الْحَسَنِ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ. قَالَ الشِّرْكُ.

৪৬১৯। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী "এভাবে আমি পাপীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি" (সূরা হিজর : ১২)। এর অর্থ হলো- শিরক।

٤٦٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ غَيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الصِّيْدِ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ. قَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِيْمَانِ.

৪৬২০। হাসান বসরী (র) মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে "তাদের ও এদের বাসনার মধ্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছে" (সূরা সাবা : ৫৪) তিনি বলেন, তাদের ও ঈমানের মধ্যে।

٤٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسِيْرُ بِالشَّامِ فَنَادَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِيْ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَقَالَ يَا أَبَا عَوْنٍ مَا هٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُوْنَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكْذِبُوْنَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيْرًا.

৪৬২১। ইবনে 'আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় সফর করছিলাম। এক ব্যক্তি আমার পিছন থেকে আমাকে ডাক দিলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তিনি রাজা' ইবনে হাইওয়াহ। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু আওন! তারা হাসান বসরী (র) সম্পর্কে এসব কি বলছে! ইবনে আওন বলেন, আমি বললাম, তারা হাসান বসরী (র)-এর উপর অনেক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ দিচ্ছে।

٤٦٢٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَقُولُ كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرْبَانِ مِنَ النَّاسِ قَوْمٌ الْقَدْرُ رَأْيُهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُنَفِّقُوا بِذَلِكَ رَأْيَهُمْ وَقَوْمٌ لَهُ فِي قُلُوبِهِمْ شَنَانٌ وَبُغْضٌ يَقُولُونَ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا.

৪৬২২। হাম্মাদ (র) বলেন, আমি আইউবকে বলতে শুনেছি, দুই ধরনের লোক হাসান বসরী (র)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। প্রথমত: তাকদীর অস্বীকারকারীগণ, তাদের এরূপ মিথ্যা বলার কারণ হলো তাদের ধারণা, এরূপ প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সন্দেহের শিকারে পরিণত করা যাবে। দ্বিতীয় সম্প্রদায় হলো তারা যারা তার সম্বন্ধে অন্তরে শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করে। তারা বলে থাকে, তিনি কি এরূপ এরূপ কথা বলেননি?

٤٦٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ يَحْيَى بْنَ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لَنَا يَا فِتْيَانُ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى الْحَسَنِ فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيُهُ السُّنَّةَ وَالصَّوَابَ.

৪৬২৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাসীর আল-আনবারী (র) বলেন, কুররা ইবনে খালিদ (র) আমাদেরকে বলতেন, হে যুবকেরা! তোমরা হাসান বসরী (র) সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করো না যে, তিনি তাকদীর বিরোধী ছিলেন। কেনোনা তার অভিমত (বিশ্বাস) ছিল সুন্নাতের অনুসারী ও সঠিক।

٤٦٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ كَلِمَةَ الْحَسَنِ تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ لَكَتَبْنَا بِرُجُوعِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدْنَا عَلَيْهِ شُهُودًا وَلَكِنَّا قُلْنَا كَلِمَةٌ خَرَجَتْ لاَ تُحْمَلُ.

৪৬২৪। ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমরা জানতাম যে, হাসান বসরী (র)-এর উক্তি এতোটা প্রসিদ্ধি লাভ করবে তাহলে অবশ্যি আমরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে একটি কিতাব লিখতাম এবং লোকজনকে সাক্ষী বানাতাম। যাক আমরা একটি কথা বলেছি, এখন কে তা মশহুর করবে।

٤٦٢٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ لِي الْحَسَنُ مَا أَنَا بِعَائِدٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا.

৪৬২৫। আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বসরী (র) আমাকে বলেছেন, আমি আর কখনো এ ধরনের কথা বলবো না।

٤٦٢٦- حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ مَا فَسَّرَ الْحَسَنُ ايَةً قَطُّ إِلاَّ عَلَى الإِثْبَاتِ.

৪৬২৬। উসমান আল্-বাত্তী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বসরী (র) যখন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন, তাকদীরকে প্রমাণ করতেন।

টীকা ঃ তাকদীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিতর্কের উদ্ভব হয় বসরাতে সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষ পর্যায়ে। হাসান বসরী (র) বসরার অধিবাসী হওয়ায় লোকজন সন্দেহ করে যে, তিনিও হয়ত তাকদীরে বিশ্বাসী নন। তাছাড়া তাঁর সহচর ওয়াসিল ইবনে আতা প্রমুখ তাকদীরে অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্যও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তাঁর তাকদীর বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) এখানে অনেকগুলো বর্ণনা এনে তাঁর সম্পর্কিত সন্দেহ নিরসন করেন (সম্পাদক)।

بَابُ فِي التَّفْضِيْلِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ফযীলাত

٤٦٢٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِيْ بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ.

৪৬২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় বলতাম, আমরা আবু বকর (রা)-এর সমকক্ষ কাউকে গণ্য করবো না। অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান, অতঃপর আমরা নবী (সা)-এর সাহাবাগণের মধ্যে কোনরূপ মর্যাদার তারতম্য করবো না।

٤٦٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ اَفْضَلُ اُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

৪৬২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় বলাবলি করতাম– নবী (সা)-এর পরে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবু বকর (রা), অতঃপর উমার (রা), অতঃপর উসমান (রা)।

٤٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ قَالَ ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُولَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَةِ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

৪৬২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, আবু বকর (রা)। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন, তারপর উমার (রা)। রাবী বলেন, তারপর কে তা জিজ্ঞেস করতে শঙ্কিত হলাম। তিনি হয়ত বলতেন, উসমান (রা)। আমি বললাম, হে পিতা! তারপর আপনি? তিনি বলেন, আমি মুসলমানদের মধ্যকারই একজন।

٤٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى الْفِرْيَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْوِلاَيَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَّأَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ وَمَا أُرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هذَا عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ.

৪৬৩০। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আলী (রা) তাদের দু'জনের তুলনায় খিলাফতের অধিক হকদার ছিলেন, সে আবু বকর (রা), উমার (রা), মুহাজিরগণ ও আনসারগণের ভুল নির্দেশ করলো। আর যে ব্যক্তি এরূপ মত পোষণ করে, তার কোনো আমল আসমানে উত্তোলিত হবে বলে আমি মনে করি না।

٤٦٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ السَّمَّاكُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

৪৬৩১। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, খলীফাগণের সংখ্যা পাঁচজন: আবু বকর, উমার, উসমান, আলী ও উমার ইবনে আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

بَابُ فِي الْخُلَفَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ খলীফাগণ সম্পর্কে

٤٦٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ

مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيْ أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلاً مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَأَرَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَعَلاَ بِهِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ لَتَدعَنِّيْ فَلأَعْبُرَنَّهَا فَقَالَ اعْبُرْهَا فَقَالَ اَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الاِسْلاَمِ وَاَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْانُ لِيْنُهُ وَحَلاَوَتُهُ وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْانِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهِ أَيْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُحَدِّثَنِّيْ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا فَقَالَ أَقْسَمْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّيْ مَا الَّذِيْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْسِمْ.

৪৬৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, এক টুকরা মেঘ থেকে মাখন ও মধু ঝরে পড়ছে এবং আমি আরো দেখলাম যে, লোকজন হাতের মুঠোয় করে তা তুলে নিচ্ছে; তাতে কেউ বেশী নিচ্ছে আবার কেউ কম নিচ্ছে। আর একখানা রশি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখলাম, তা ধরে আপনি উপরে উঠে গেলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তা ধরে উপরের দিকে উঠে গেলেন। এরপর আর এক ব্যক্তি তা ধরে উঠতে লাগলে তা ছিড়ে যায়, তারপর পুনরায় তা জোড়া দেয়া হলে সেও তা দিয়ে উপরে উঠে যায়। আবু বকর (রা) বললেন, আমার

পিতা-মাতার শপথ! আমাকে অনুমতি দিন আমিই এর ব্যাখ্যা করি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি এর ব্যাখ্যা করো। তিনি (আবু বকর রা) বললেন, মেঘ হলো ইসলামের মেঘ, আর মেঘ থেকে যে মধু ও মাখন টপকে পড়ছে তা হলো কুরআনের মাধুর্যতা ও আস্বাদ, আর কম-বেশী গ্রহণ হলো কুরআন থেকে বেশী হেদায়াত গ্রহণ ও কম গ্রহণ করা। আর আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হলো সেই সত্য যার উপর আপনি রয়েছেন এবং এটা ধরেই আল্লাহ আপনাকে উর্ধ্বে উঠাবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরে উঠবেন [তিনি হলেন, আবু বকর (রা)]। তারপর আর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরে উঠবেন [তিনি হলেন উমর (রা)]। এরপর আর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরের দিকে উঠতেই তা ছিড়ে যাবে, তারপর পুনরায় জুড়ে দেয়া হলে তা ধরে তিনিও উপরে উঠবেন (তিনি হলেন উসমান রা.)। হে আল্লাহর রাসূল! আমি (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) ভুল বলেছি না ঠিক বলেছি বলে দিন। তিনি বললেন, কিছুটা ঠিক হয়েছে এবং কিছুটা ভুল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি শপথ করে বলছি! আমার যা ভুল হয়েছে তা হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অবশ্যি বলে দিন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি শপথ করো না।

টীকা ঃ খুলাফা বহুবচন। একবচনে খলীফা, শব্দটির অর্থ- উত্তরাধিকারী, পরে আগমনকারী, প্রতিনিধি। এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিসিক্ত অর্থে মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধানের পদবীরূপে ব্যবহৃত হয়। সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা)-কে খলীফাতু রাসূলিল্লাহ (আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত) বলা হতো। তাঁর পরে উমার (রা)-কে প্রথম প্রথম খলীফাতু খালীফাতি রাসূলিল্লাহ (রাসূলুল্লাহর খলীফার খলীফা) বলা হতে থাকে। কিন্তু হযরত উমার (রা) নিজের জন্য আমীরুল মু'মিনীন পদবী গ্রহণ করেন। খলীফাতু রাসূলিল্লাহ উপাধিটি, যার অর্থ আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, একথাই নির্দেশ করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) নবুয়াতের বিশেষ দায়িত্ব ছাড়া যেসব কাজ করতেন এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন তার দায়িত্বভার খলীফার উপর ন্যস্ত হয়। পরবর্তী কালে আব্বাসী যুগে এবং অন্যান্য বাদশাহগণের মধ্যেও কেউ কেউ এ উপাধি ব্যবহার করেন (অনুবাদক)।

٤٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ.

৪৬৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (সা) ভুল-ত্রুটি তাকে (আবু বকর রা.) অবহিত করতে অসম্মতি জানান।

٤٦٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا

رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُوْ بَكْرٍ فَرُجِحْتَ أَنْتَ بِأَبِيْ بَكْرٍ وَوُزِنَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجِحَ أَبُوْ بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجِحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَّةَ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৬৩৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছো? এক ব্যক্তি বললো, আমি দেখেছি যে, আসমান থেকে যেনো একখানা নিক্তি নেমে এলো। তাতে আপনাকে এবং আবু বকর (রা)-কে ওজন করা হলো। এতে দেখা গেলো যে, আপনার ওজনই আবু বকর (রা)-র চেয়ে বেশি। অতঃপর আবু বকর ও উমার (রা)-কে ওজন করা হলে দেখা গেলো, আবু বকর (রা)-এর ওজন বেশী হয়েছে। তারপর উমার ও উসমান (রা)-কে ওজন করা হলে উমার (রা)-এর ওজন প্রাধান্য পেলো। অতঃপর নিক্তিটি উপরে তুলে নেয়া হলো। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম।

٤٦٣٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ فَسَاءَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِى اللّٰهُ الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ.

৪৬৩৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছো? তারপর উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ নেই। বরং এখানে বর্ণনাকারী বলেন যে, একথা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরক্তি ভাব প্রদর্শন করে বললেন, তুমি যা দেখেছো তার ব্যাখ্যা হলো– নবুয়াতের প্রতিনিধিত্বের পর হলো রাজতন্ত্র; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন।

٤٦٣٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيْطَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ. قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلاَةُ هَذَا الأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذْكُرَا عَمْرَو بْنَ أَبَانٍ.

৪৬৩৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমাকে স্বপ্নযোগে এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন, উমার (রা) আবু বকর (রা)-এর সাথে এবং উসমান (রা) উমার (রা)-এর সাথে সংযুক্ত রয়েছেন। জাবের (রা) বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে উঠে দাঁড়ালাম তখন আমরা বললাম, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর একে অপরের সাথে সংযুক্ত হলো– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাঁরা তারই অভিভাবক। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসখানি ইউনুস ও শু'আইব (র) বর্ণনা করেছেন, তবে তারা উভয়ে আমর ইবনে আবান (র)-এর উল্লেখ করেননি।

٤٦٣٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلْوًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتَشَطَتْ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ.

৪৬৩৭। সামুরা ইবনে জুন্‌দুব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে একটি বালতি আকাশ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। অতঃপর আবু বকর (রা) এসে এর কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরে যৎসামান্য পান করলেন। তারপর উমার (রা) এসে বালতির কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরলেন এবং পেটপুরে পান করলেন। তারপর উসমান (রা) আসলেন এবং এর কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরে মনমত পান করলেন, অতঃপর আলী (রা) এসে তার কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরলে তা দোল খেতে থাকে এবং কিছু পানি তা থেকে ছিটকে তার দেহে পড়ে যায়।

٤٦٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ لَتَمْخُرَنَّ الرُّوْمُ الشَّامَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا لاَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلاَّ دِمَشْقَ وَعَمَّانَ.

৪৬৩৮। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমানরা (বায়যানটীয় খৃস্টানরা) সিরিয়ায় প্রবেশ করে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে এবং দামিশক ও আম্মান ব্যতীত কোনো স্থানই তাদের থেকে নিরাপদ থাকবে না।

টীকা ঃ শব্দটি 'উমান' হলে তা ইয়ামানের একটি শহর (বর্তমানে ইবাদী নামে খারিজীদের একমাত্র রাষ্ট্র উমান)। আর 'আম্মান' হলে তা সিরিয়ার একটি শহর এবং বর্তমানে জর্দানের রাজধানী (সম্পাদক)।

٤٦٣٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْعَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَعْيَسِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَلْمَانَ يَقُوْلُ سَيَأْتِي مَلِكٌ مِنْ مُلُوْكِ الْعَجَمِ يَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلاَّ دِمَشْقَ.

৪৬৩৯। আবদুল আযীয ইবনুল 'আলা (র) আবুল আ'য়াস আবদুর রহমান ইবনে সালমান (র)-কে বলতে শুনেছেন, সেদিন বেশী দূরে নয় যখন একজন বিদেশী বাদশাহ দামিশ্‌ক ছাড়া অন্যান্য সকল শহরের উপর বিজয়ী হবে।

٤٦٤٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا بُرْدٌ أَبُو الْعَلاَءِ عَنْ مَكْحُوْلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمَلاَحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوْطَةُ.

৪৬৪০। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমুল যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সমাবেশ স্থলের নাম হলো গূতা।

টীকা ঃ গূতা হলো সিরিয়ার রাজধানী দামিশ্‌ক-এর নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম (সম্পাদক)।

٤٦٤١- حَدَّثَنَا أَبُوْ ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلاَمِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ إِنَّ مَثَلَ عُثْمَانَ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الاٰيَةَ يَقْرَؤُهَا وَيُفَسِّرُهَا إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا. يُشِيْرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ وَإِلَى أَهْلِ الشَّامِ.

৪৬৪১। 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই উসমান (রা)-এর উদাহরণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-এর অনুরূপ। অতঃপর তিনি (নিম্নোক্ত) আয়াত পড়ে ব্যাখ্যা করলেন (অনুবাদ): "যখন আল্লাহ্ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনবো এবং তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে আনবো। তোমাকে যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের সংশ্রব, সাহচার্য ও তাদের পঙ্কিল পরিবেশ থেকে তোমাকে পবিত্র করবো" (সূরা আল ইমরান : ৫৫) এবং সে তার হাতের মাধ্যমে আমাদের সিরিয়াবাসীদের দিকে ইঙ্গিত করছিলো।

٤٦٤٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ رَسُوْلُ أَحَدِكُمْ فِيْ حَاجَتِهِ أَكْرَمُ عَلَيْهِ أَمْ خَلِيْفَتُهُ فِيْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلاَّ أُصَلِّيَ خَلْفَكَ صَلاَةً أَبَدًا وَإِنْ وَجَدْتُ قَوْمًا يُجَاهِدُوْنَكَ لأُجَاهِدَنَّكَ مَعَهُمْ. زَادَ إِسْحَاقُ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ فَقَاتَلَ فِى الْجَمَاجِمِ حَتَّى قُتِلَ.

৪৬৪২। রবী' ইবনে খালিদ আদ-দাব্বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে তার ভাষণে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো প্রয়োজনে প্রেরিত দূত তার নিকট বেশী সম্মানিত না তার পরিবারের মধ্যে তার প্রতিনিধি? একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমার এখন কর্তব্য হলো- তোমার পিছনে কখনো নামায না পড়া। আর আমি যদি এমন কোন দল পাই যারা তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তবে আমিও তাদের সাথে সংগ্রাম করবো। ইসহাক (র) তার হাদীসে আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, জামাজিম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন।

টীকা ঃ জামাজিম শব্দটি জুমজুমাহ শব্দের বহুবচন, অর্থ মাথার খুলি। দায়রুল জামাজিম ইরাকের একটি স্থানের নাম। এখানে আবদুর রহমান ইবনুল আশআছ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হন। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক কুরআন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত (কুররা) শহীদ হন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিল উমায়্যা রাজত্বের এক স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও নির্মম খুনী গভর্নর। উমায়্যাদের স্বার্থ রক্ষায় মানুষের জীবন ছিল তার কাছে পশুর চেয়েও তুচ্ছ। নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহ্র বার্তাবাহক, আর খলীফা হলো তার প্রতিনিধি। সাধারণত বার্তাবাহকের তুলনায় প্রতিনিধির মর্যাদা অধিক। মনে হয় হাজ্জাজ বুঝাতে চেয়েছে যে, উমায়্যা শাসক হলো নবীর প্রতিনিধি, আর নবী হলেন একজন বার্তাবাহক মাত্র। অতএব নবীর চেয়ে প্রতিনিধির মর্যাদা অধিক (নাউযু বিল্লাহ)। এজন্যই আর-রাবী' ইবনে খালিদ মনে মনে হাদীসে উক্ত মন্তব্য করেছেন (সম্পাদক)।

٤٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

الْحَجَّاجَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَيْسَ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاللّٰهِ لَوْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ بَابٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَخَرَجُوا مِنْ بَابٍ اخَرَ لَحَلَّتْ لِي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَاللّٰهِ لَوْ أَخَذْتُ رَبِيعَةَ بِمُضَرَ لَكَانَ ذٰلِكَ لِي مِنَ اللّٰهِ حَلَالٌ وَيَا عَذِيرِي مِنْ عَبْدِ هُذَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ قِرَاءَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا هِيَ إِلاَّ رَجَزٌ مِّنْ رَجَزِ الأَعْرَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَذِيرِي مِنْ هٰذِهِ الْحَمْرَاءِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرْمِي بِالْحَجَرِ فَيَقُولُ إِلَى أَنْ يَقَعَ الْحَجَرُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فَوَاللّٰهِ لأَدَعَنَّهُمْ كَالأَمْسِ الدَّابِرِ. قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِلأَعْمَشِ فَقَالَ أَنَا وَاللّٰهِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

৪৬৪৩। 'আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো– এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। আর আমিরুল মু'মিনীন আবদুল মালেকের (নির্দেশ) শ্রবণ করো এবং অনুসরণ করো, এতেও কোনো ব্যতিক্রম নেই। আল্লাহর শপথ! আমি লোকদেরকে যদি মসজিদের এক দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেই এবং তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তাহলে আমার জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল (তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা আমার জন্য বৈধ)। আল্লাহর শপথ! যদি আমি রাবী'আ গোত্রকে মুদার গোত্রের অপরাধের জন্য শাস্তি দেই এটাও আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধ বলে গণ্য হবে। কে ওজর পেশ করবে আমার নিকট আবদে হুযাইল (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)-এর পক্ষ থেকে, সে মনে করে যে, সে যেভাবে কুরআন পড়ে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর শপথ! তা তো বেদুঈনদের সঙ্গীতমালার মধ্যকার সঙ্গীতমাত্র। তা আল্লাহ তার নবীর উপর নাযিল করেননি। অনারব লোকদের পক্ষ থেকে কে আমার নিকট ওজরখাহি করবে। তাদের মধ্যকার কেউ পাথর নিক্ষেপ করে (বিশৃংখলা সৃষ্টি করে), অতঃপর বলে, দেখো! এই পাথর কতো দূর গিয়ে পৌঁছে। সে একটি নতুন ঘটনার জন্ম দিলো। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে গতকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিবো। রাবী বলেন, আমি কথাগুলো আল-আ'মাশ (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমিও তাকে কথাগুলো বলতে শুনেছি।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) স্বহস্তে কুরআন মজীদের কপি তৈরি করেন এবং লোকজনকেও তা থেকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু হযরত উসমান (রা)-র নির্দেশে সংকলিত কপি অনুসরণ করতেন না। এজন্য হাজ্জাজ বিদ্বেষবশত তাঁর কপিকে খাঁটি মনে করতো না এবং তাঁর

সমালোচনা করতো। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) যে চারজন সাহাবীর নিকট থেকে লোকজনকে কুরআন শিক্ষা করতে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। হাজ্জাজ তাঁর এতোই বিদ্বেষী ছিল যে, সে তার কুরআন পাঠকে বেদুঈনদের সঙ্গীততুল্য বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি (সম্পাদক)।

٤٦٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ هَذِهِ الْحَمْرَاءُ هَبْرٌ هَبْرٌ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَدْ قَرَعْتُ عَصًا بِعَصًا لأَذَرَنَّهُمْ كَالأَمْسِ الذَّاهِبِ يَعْنِي الْمَوَالِيَ.

৪৬৪৪। আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, এসব অনারব মাওয়ালী (মুক্তদাসগণের বংশধর) হত্যা ও টুকরা টুকরা করে দেয়ার যোগ্য। আল্লাহর শপথ! আমি যদি লাঠির উপর লাঠি মারি (চরম আঘাত হানি) তাহলে তাদেরকে গত কালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিবো।

٤٦٤٥- حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ قَالَ جَمَّعْتُ مَعَ الْحَجَّاجِ فَخَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ فِيهَا فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةِ اللَّهِ وَصَفِيِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ لَوْ أَخَذْتُ رَبِيعَةَ بِمُضَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْحَمْرَاءِ.

৪৬৪৫। সুলায়মান আল্-আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজের সাথে জুমুআর নামায আদায় করলাম। সে ভাষণ দিলো...অতঃপর বর্ণনাকারী আবূ বকর ইবনে আইয়াশের হাদীস উল্লেখ করেন। সে ভাষণে বলে, তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি ও বন্ধু আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কথা শ্রবণ করো ও অনুসরণ করো। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উদ্ধৃত করেন। সে বললো, আমি যদি রাবীআ গোত্রকে মুদার গোত্রের অপরাধে পাকড়াও করি। কিন্তু বর্ণনাকারী এখানে অনারবদের ঘটনাটি উল্লেখ করেননি।

খিলাফত ৩০ বছর

٤٦٤٦- حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَعُمَرَ عَشْرًا وَعُثْمَانَ اثْنَيْ عَشَرَ وَعَلِيٌّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ

هؤُلاَءِ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ عَلِيًا لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ قَالَ كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنِى الزَّرْقَاءِ يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ ح.

৪৬৪৬। সাফীনাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নবুয়াতের ভিত্তিতে পরিচালিত খেলাফত ত্রিশ বছর অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর পরে তাঁর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ত্রিশ বছর কাল অব্যাহত থাকবে। অতঃপর আল্লাহর যাকে ইচ্ছা রাজত্ব বা তাঁর রাজত্ব দান করবেন। সা'ঈদ (র) বলেন, আমাকে সাফীনাহ (রা) বলেছেন, হিসেব করো, আবু বকর (রা) দুই বছর, উমার (রা) দশ বছর, উসমান (রা) বারো বছর ও আলী (রা) এতো বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। সা'ঈদ (র) বলেন, আমি সাফীনাহ (রা)-কে বললাম, এরা (মারওয়ানের বংশধরগণ) ধারণা পোষণ করে যে, আলী (রা) খলীফা ছিলেন না। তিনি বলেন, বনী যারকা অর্থাৎ মারওয়ানের বংশধরগণ মিথ্যা বলেছে।

٤٦٤٧- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ الْمَعْنى جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللّٰهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ.

৪৬৪৭। সাফীনাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নবুয়াতের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ত্রিশ বছর পরিচালিত হবে। অতঃপর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রাজত্ব বা তাঁর রাজত্ব দান করবেন।

জান্নাতী দশ সাহাবী

٤٦٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِىِّ وَسُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِىِّ قَالَ ذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلاً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ فُلاَنٌ إِلَى الْكُوْفَةِ أَقَامَ فُلاَنٌ خَطِيبًا فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَلاَ تَرى إِلى هذَا الظَّالِمِ فَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ أَيْثَمْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ اثَمْ قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلى حِرَاءَ اُثْبُتْ حِرَاءُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قُلْتُ وَمَنِ الْعَاشِرُ فَتَلَكَّأَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ أَنَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

৪৬৪৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে যালিম আল্-মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রা) বলেছেন এবং আমি শুনেছি, অমুক ব্যক্তি (মুয়াবিয়া রা.) যখন কুফায় আসলেন তখন অমুকে (মুগীরা ইবনে শো'বা রা.) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন [(তার খুৎবায় আলী (রা)-এর মর্যাদার পরিপন্থী উক্তি থাকায়] সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) আমার হাত ধরে বললেন, এ যালেম তার খুৎবায় কি বলছে তুমি কি লক্ষ করছো না? তারপর তিনি নয় ব্যক্তির জান্নাতবাসী হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন এবং আরো বললেন, আমি যদি দশম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করি তাতে আমি গুনাহগার হবো না। আবদুল্লাহ ইবনে যালিম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই নয়জন কে কে? তিনি (সাঈদ রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়টিকে কাঁপতে দেখে বললেন, ওহে হেরা স্থির হও। কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং একজন শহীদ অবস্থান করছেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সেই নয়জন কে কে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)। আমি আবার বললাম, দশম ব্যক্তি কে? তখন তিনি কিছু সময় চুপ থেকে অবশেষে বললেন, আমি। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-আশজা'ঈ (র) হাদীসটি সুফিয়ান-মানসূর-হেলাল ইবনে ইয়াসাফ-ইবনে হায়্যান-আবদুল্লাহ ইবনে যালিম (র) সূত্রে একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٦٤٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُرِّ ابْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًّا فَقَامَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ عَشْرَةٌ فِى الْجَنَّةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنَّةِ وَأَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ

وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ ابْنُ مَالِكٍ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَلَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ. قَالَ فَقَالُوْا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ. قَالَ فَقَالُوْا مَنْ هُوَ قَالَ هُوَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ.

৪৬৪৯। আবদুর রহমান ইবনুল আখনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে অবস্থানরত থাকতে এক ব্যক্তি আলী (রা)-এর (প্রসঙ্গে) সমালোচনা করলে সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দশ ব্যক্তি বেহেশতের অধিবাসী হবে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতে প্রবেশ করবেন, আবু বকর (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, উমার (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, উসমান (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, আলী (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, তালহা (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, যুবাইর ইবনুল আওয়াম বেহেশতের অধিবাসী, সা'দ ইবনে মালেক (রা) বেহেশতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ বেহেশতী, আমি (সাঈদ) ইচ্ছা করলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা (সাহাবাগণ) বললেন, তিনি কে? কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পুনরায় তারা বললেন, তিনি কে? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হলেন (স্বয়ং আমি) সা'ঈদ ইবনে যায়েদ।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে নয়জন সাহাবীর নাম উক্ত হয়েছে। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-র নাম উক্ত হয়নি। অন্য হাদীসে তাঁর নাম উল্লেখ আছে (সম্পাদক)।

٤٦٥٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ حَدَّثَنِي جَدِّيْ رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فُلاَنٍ فِيْ مَسْجِدِ الْكُوْفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوْفَةِ فَجَاءَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَرَحَّبَ بِهِ وَحَيَّاهُ وَأَقْعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيْرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ سَعِيْدٌ مَنْ يَسُبُّ هذَا الرَّجُلُ قَالَ يَسُبُّ عَلِيًّا. قَالَ لاَ أَرى أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّوْنَ عِنْدَكَ ثُمَّ لاَ تُنْكِرُ وَلاَ تُغَيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُوْلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيْتُهُ أَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ

مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُ فِيْهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوْحٍ.

৪৬৫০। রিয়াহ্ (রাবাহ্?) ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অমুক ব্যক্তির (মুগীরা ইবনে শো'বা) কাছে কুফার মসজিদে বসা ছিলাম এবং তার কাছে কুফার লোকজনও উপস্থিত ছিল। এমতাবস্থায় সা'ঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) আসলে তিনি তাকে সাদর সম্ভাষণ ও সালাম জানিয়ে খাটের উপর নিজের পায়ের কাছে বসালেন। অতঃপর কায়েস ইবনে আলকামা নামক কুফাবাসী এক ব্যক্তি আসলো এবং তিনি তাকেও অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর সে গালাগালি করতে লাগলো। সা'ঈদ (রা) বললেন, এ ব্যক্তি কাকে গালি দিচ্ছে? তিনি বললেন, সে আলী (রা)-কে গালি দিচ্ছে। তিনি (সা'ঈদ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীকে আপনার সম্মুখে গালাগালি করছে অথচ আপনি তাকে নিষেধও করছেন না আর থামাচ্ছেনও না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমি তাঁর সম্পর্কে এমন উক্তি করা থেকে মুক্ত যা তিনি বলেননি, অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তার সাথে আমার সাক্ষাত হবে তখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন– আবু বকর (রা) বেহেশতী, উমার (রা) বেহেশতী, রাবী অতঃপর অনুরূপ অর্থবহ হাদীসখানা বললেন। তারপর তিনি বললেন, তাদের কোনো একজনের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ, যে সাহচর্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না তাও তোমাদের কোনো ব্যক্তির সারা জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম, যদিও সে নূহ (আ)-এর মতো দীর্ঘ জীবন লাভ করে।

٤٦٥١– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنَى قَالاَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا فَتَبِعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ.

৪৬৫১। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ের উপর উঠলেন। অতঃপর আবু বকর, উমার ও উসমান (রা) তাঁর অনুসরণ করলেন। পাহাড় কাঁপতে থাকলে আল্লাহর নবী (সা) একে পদাঘাত করে বললেন, "উহুদ স্থির হও! তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক (আবু বকর) ও দু'জন শহীদ (উমার ও উসমান) রয়েছেন।

٤٦٥٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ

حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

৪৬৫২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা গাছের নিচে (বায়'আতে রিদওয়ানে) শপথ গ্রহণ করেছে তাদের কেউ দোযখে প্রবেশ করবে না।

٤٦٥٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسَى فَلَعَلَّ اللّٰهَ وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ اِطَّلَعَ اللّٰهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

৪৬৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এবং রাবী মূসার বর্ণনায় আছে, "আশা করা যায় যে আল্লাহ তা'আলা" এবং রাবী ইবনে সিনান (র)-এর বর্ণনায় আছে– আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে অবহিত করে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

٤٦٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَأَتَاهُ يَعْنِيْ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ.

৪৬৫৪। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার যমানায় রওয়ানা হলেন। অতঃপর রাবী হাদীসখানা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তখন উরওয়া ইবনে মাস'উদ এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করতে লাগলো। কথোপকথন চলাকালে সে বরাবর তাঁর

দাড়ি মুবারকে হাত লাগায় আর মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মাথার) কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার হাতে তরবারি ও মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তিনি তার হাতে তরবারির হাতল দিয়ে আঘাত করে বললেন, তোমার হাত তাঁর দাড়ি থেকে সরিয়ে নাও। উরওয়া মাথা তুলে বললো, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি হলেন মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)।

٤٦٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى اٰلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِيْ جِبْرَائِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِيْ تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِيْ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ.

৪৬৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে আমার হাত ধরে আমার উম্মত বেহেশতের যে দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করবে তা দেখালেন। আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একান্ত বাসনা যে, আমি তা দেখা পর্যন্ত আপনার সাথে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে সে তুমিই।

٤٦٥٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ أَيَاسٍ الْجُرَيْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الأَقْرَعِ مُؤَذِّنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِيْ عُمَرُ إِلَى الأَسْقُفِّ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَهَلْ تَجِدُنِيْ فِى الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ كَيْفَ تَجِدُنِى قَالَ اَجِدُكَ قَرْنًا قَالَ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيْدٌ أَمِيْنٌ شَدِيْدٌ. قَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي يَجِيْءُ مِنْ بَعْدِيْ فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيْفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُؤْثِرُ قَرَابَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَرْحَمُ اللّٰهُ عُثْمَانَ ثَلاَثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِيْ بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدَاءَ حَدِيْدٍ. قَالَ فَوَضَعَ عُمَرُ يَدَهُ عَلى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ يَا دَفْرَاهُ. فَقَالَ

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّهُ خَلِيْفَةٌ صَالِحٌ وَلٰكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُ حِيْنَ يُسْتَخْلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُوْلٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّفْرُ النَّتْنُ.

৪৬৫৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর মুয়ায্যিন আকরা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে বিশপ (খৃস্টানদের ধর্মগুরু)-এর কাছে পাঠালেন। আমি তাকে ডেকে আনলাম। উমার (রা) তাকে বললেন, তুমি আমার সম্পর্কে কোনো কিছু কিতাবে দেখতে পাও কি? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আমাকে কিভাবে পাও। তিনি বললেন, আমি আপনাকে দুর্গ হিসেবে পাই। রাবী বলেন, তার উপর চাবুক তুলে তিনি (উমার) বললেন, দুর্গ মানে? সে বললো, একটি লৌহ দুর্গ ও কঠোর আস্থাভাজন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমার পরে যিনি আসবেন তাকে তুমি কেমন পাচ্ছো? তিনি বললেন, আমি তাকে পুণ্যবান খলীফা হিসেবে পাচ্ছি, তবে তিনি আত্মীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হবেন। উমার (রা) তিনবার বললেন, আল্লাহ্ উসমানের উপর দয়া করুন। তারপর তিনি (উমার রা.) বললেন, তারপর যিনি আসবেন তাকে কেমন পাচ্ছো? বিশপ বলেন, তাঁকে লোহার মরিচা হিসেবে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর উমার (রা) তার হাত তার মাথায় রেখে বলেন, হে দুর্গন্ধ, হে দুর্গন্ধ! বিশপ বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ খলীফা, কিন্তু যখন তাকে খলীফা নির্বাচন করা হবে তখন তরবারি কোষমুক্ত অবস্থায় থাকবে এবং হানাহানি চলবে।

بَابُ فِيْ فَضْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নবী (সা)-এর সাহাবীগণের ফযীলাত

٤٦٥٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِيْ بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَفْشُوْا فِيْهِمُ السِّمَنُ.

৪৬৫৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারা যাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি, অতঃপর যারা তাদের (সাহাবাদের) সাথে সংলগ্ন, তারপর যারা তাদের সাথে সংলগ্ন। আল্লাহই ভালো জানেন যে, তিনি তৃতীয় স্তরটি উল্লেখ করেছেন কিনা।

তারপর এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষী হিসেবে তাদেরকে না ডাকা হলেও সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করে তা পূর্ণ করবে না। তারা আত্মসাৎ করবে এবং আমানতদার হবে না। আর তাদের মধ্যে মেদ-ভূঁড়ি প্রকাশ পাবে।

টীকা ঃ সাহাবা শব্দের অর্থ সহচর। ইসলামী পরিভাষায় শব্দটির অর্থ নবী (সা)-এর সহচরগণ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে শব্দটির পারিভাষিক অর্থ সীমাবদ্ধ ছিল, তখন শুধু যারা মহানবী (সা)-এর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে এসেছেন তাদেরকেই সাহাবা বলা হতো। পরবর্তী কালে সাহাবার সংজ্ঞার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে এবং যারা তাঁকে সল্প সময়ের জন্য বা বাল্যকালে দেখেছেন, তারাও সাহাবা নামে খ্যাত। যেমন- আমের ইবনে ওয়াসিল আল-কিনানী, তাঁকে সর্বশেষ সাহাবী বলা হয়। তিনি শুধু শিশুকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছিলেন। সাহাবীর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো- যিনি মুসলমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ আরবী "তাবিউন" শব্দের অর্থ অনুসরণকারী। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সাহচর্য লাভ করেছেন তাদেরকে তাবিঈ বলা হয়। তাবিঈ তারা যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পরবর্তী যুগের লোক অথবা যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কোন সাহাবীর সাথে পরিচিত ছিলেন। আর যারা তাবিঈগণের সাহচর্য লাভ করেছেন তাদেরকে তাবে তাবিঈন বলা হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের ভর্ৎসনা করা নিষেধ

٤٦٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

৪৬৫৮। আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তবে তা তাদের কোনো একজনের এক মুদ্দ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) বা অর্ধ মুদ্দ ব্যয়ের সমানও হবে না।

٤٦٥٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ قُرَّةَ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لأُنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِّمَّنْ سَمِعَ ذلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَأْتُوْنَ سَلْمَانَ وَيَذْكُرُوْنَ لَهُ قَوْلَ حُذَيْفَةَ فَيَقُوْلُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُ فَيَرْجِعُوْنَ إِلى حُذَيْفَةَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَّقَكَ وَلاَ كَذَّبَكَ فَأَتى حُذَيْفَةُ سَلْمَانَ وَهُوَ فِيْ مَبْقَلَةٍ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِيْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُوْلُ فِي الْغَضَبِ لِنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَيَرْضى فَيَقُوْلُ فى الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِيْ حَتّى تُوَرِّثَ رِجَالاً حُبَّ رِجَالٍ وَرِجَالاً بُغْضَ رِجَالٍ وَحَتّى تُوْقِعَ اخْتِلاَفًا وَفُرْقَةً وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ سَبَبْتُهُ سَبَّةً أَوْ لَعَنْتَهُ لَعْنَةً فِيْ غَضَبِيْ فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ ادَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُوْنَ وَإِنَّمَا بَعَثَنِيْ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلاَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاللّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لأَكْتُبَنَّ إِلى عُمَرَ فَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ بِرِجَالٍ فَكَفَّرَ يَمِيْنَهُ وَلَمْ يَكْتُبْ إِلى عُمَرَ وَكَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَبْلُ وَبَعْدُ كُلُّهُ جَائِزٌ.

৪৬৫৯। 'আমর ইবনে আবু কুর্‌রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে অবস্থানকালে এমন কিছু কথা উল্লেখ করেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্য থেকে কোনো কোনো ব্যক্তিকে অসন্তুষ্ট অবস্থায় বলেছিলেন। হুযায়ফা (রা)-এর কথাগুলো যারা শুনেছিলেন, তাদের কেউ কেউ এসে সালমান (রা)-র কাছে হুযায়ফা (রা)-এর বক্তব্যের বিবরণী পেশ করলে সালমান (রা) বলেন, হুযায়ফা (রা) যা বলেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। অতঃপর তারা হুযায়ফা (রা)-র কাছে ফিরে এসে বললেন, আমরা সালমান (রা)-র নিকট আপনার কথাগুলো বলেছি কিন্তু তিনি আপনার কথার সমর্থন বা অসমর্থন কোনোটাই করেননি। তারপর হুযায়ফা (রা) সালমান (রা)-এর সাথে সব্‌জি বাগানে সাক্ষাত করে বলেন, হে সালমান! যে কথা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি তার সমর্থন ও সত্যতা জ্ঞাপনে তোমাকে কোন বস্তু বিরত রেখেছে? সালমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলে তাঁর সাহাবীদের কোনো কোনো ব্যক্তিকে কিছু (ক্রোধ

সূচক) কথা বলতেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কারো উপর সন্তুষ্ট হয়ে সন্তোষসূচক কিছু কথা বলতেন। যদি তুমি এ বিষয়গুলোর উল্লেখ থেকে বিরত না থাকো, তাহলে তুমি (তোমার এ ভূমিকা) অনেক লোককে পরস্পর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে আবদ্ধ করবে আর এক দলকে পরস্পর মনমালিন্য ও অসন্তোষে নিক্ষেপ করবে, ফলে মতভেদ ও দলাদলির সৃষ্টি হবে। তুমি জানো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেছেন, আমার উম্মতের যাকে আমি অসন্তুষ্ট অবস্থায় মন্দ বলি বা অভিশাপ দেই, কেননা আদম সন্তান হিসেবে আমিও তাদের মতো অসন্তুষ্ট হয়ে থাকি। তিনি আমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য করুণার আঁধার করে প্রেরণ করেছেন। হে আল্লাহ! আমার গালি ও অভিশাপকে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রহমতে পরিণত করো। আল্লাহর শপথ! যদি তুমি বিরত না থাকো তাহলে আমি অবশ্যি উমার (রা)-কে (ব্যাপারটি) লিখে পাঠাবো। অতঃপর কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হলে তিনি তার শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিলেন, উমার (রা)-কে চিঠি লিখেননি এবং শপথ ভঙ্গের আগেই কাফ্ফারা দিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, শপথ ভঙ্গের আগে বা পরে (কাফ্ফারা আদায়) উভয়টিই জায়েয।

بَابٌ فِيْ اِسْتِخْلَافِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আবু বকর (রা)-র খেলাফত লাভ প্রসঙ্গে

٤٦٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ لَمَّا اسْتُعِزَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوْا مَنْ يُصَلِّىْ لِلنَّاسِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَمْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِى النَّاسِ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ غَائِبًا فَقُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا قَالَ فَأَيْنَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْبَى اللّٰهُ ذٰلِكَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَأْبَى اللّٰهُ ذٰلِكَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فَبَعَثَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

৪৬৬০। আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ যখন মারাত্মক রূপ ধারণ করলো তখন আমি মুসলমানদের একটি দলের সাথে তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলে তিনি বললেন, "লোকদেরকে নামায পড়াতে তোমরা কাউকে নির্দেশ দাও। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে যাম'আহ্ (রা) বেরিয়ে এসে দেখলেন লোকদের মধ্যে উমার (রা) উপস্থিত আছেন, কিন্তু আবু বকর (রা) অনুপস্থিত। আমি বললাম, হে উমার! আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ান (ইমামতি করুন)। অতএব তিনি সামনে আসলেন এবং তাকবীর তাহরীমা বললেন। উমার (রা) উচ্চস্বরসম্পন্ন হওয়ায় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শব্দ শুনতে পেলেন তখন বললেন, আবু বকর কোথায়? আল্লাহ ও মুসলমানগণ একে (আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে ইমামতির জন্য দেয়াকে) অপছন্দ করেন। তিনি পুনরায় বললেন, আল্লাহ ও মুসলমানগণ এটা অপছন্দ করেন। অতএব আবু বকর (রা)-এর কাছে লোক পাঠানো হলো, কিন্তু তিনি উমার (রা)-এর ঐ ওয়াক্তের নামায পড়ানোর পরে উপস্থিত হলেন এবং এরপর থেকে তিনি লোকদের নামাযে ইমামতি করতে থাকেন।

٤٦٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ لاَ لاَ لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ يَقُولُ ذٰلِكَ مُغْضَبًا.

৪৬৬১। 'উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। এ হাদীসখানা সম্পর্কে তাকে আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আহ্ (রা) অবহিত করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-র কণ্ঠস্বর শোনার সাথে উঠে এসে তাঁর হুজরা থেকে মাথা বের করে ক্রোধের সাথে বললেন, না, না, না; আবু কুহাফার পুত্র যেনো লোকজনের নামাযে ইমামতি করে।

بَابُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সমাজে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা চলাকালে বাকসংযমী হওয়ার নির্দেশ

٤٦٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ

بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ إِنَّ ابْنِي هذَا سَيِّدٌ وَإِنِّي أَرْجُوْ أَنْ يُصْلِحَ اللّٰهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي. وَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَظِيْمَتَيْنِ.

৪৬৬২। আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী (রা) সম্পর্কে বললেন, আমার এ ছেলে (নাতি) নেতা হবে। আর আমি কামনা করি, আল্লাহ তার মাধ্যমে আমার উম্মতের দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করাবেন। হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, আশা করি আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের বৃহৎ দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করাবেন।

٤٦٦٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلاَّ أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلاَّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ.

৪৬৬৩। মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) ছাড়া অন্যান্য সকল লোকের (ব্যাপারেই) গোলযোগ ও হাঙ্গামার শিকার হওয়ার আশঙ্কা করেছি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাঙ্গামা ও গণ্ডগোল তোমার (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার) কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

٤٦٦٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلى حُذَيْفَةَ فَقَالَ إِنِّي لأَعْرِفُ رَجُلاً لاَ تَضُرُّهُ الْفِتَنُ شَيْئًا قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوْبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيْدُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَىَّ شَيْءٌ مِنْ أَنْصَارِكُمْ حَتّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ.

৪৬৬৪। সা'লাবা ইবনে দুবায়'আহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-র কাছে গেলে তিনি বললেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে চিনি, সংঘাত বা গোলযোগ যার কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা রওয়ানা হয়ে একটি তাঁবু খাটানো দেখতে পেলাম এবং তার মধ্যে ঢুকে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার সাক্ষাত পেলাম। আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি চাই না যে, তোমাদের শহরগুলোর মধ্যে কোন শহর আমাকে ঘিরে ধরবে (বসবাস করবো), যাবত না সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান হয়।

٤٦٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ حُصَيْنٍ الثَّعْلَبِيِّ بِمَعْنَاهُ.

৪৬৫৫। দুবায়'আহ ইবনে হুসাইন আস-ছা'লাবী (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٦٦٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيْرِكَ هٰذَا أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ قَالَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لٰكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ.

৪৬৬৬। কায়েস ইবনে উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম, আপনার এ সফর (মুআবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) কি আপনার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো, না আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি এরকম কোনো নির্দেশ দেননি, বরং এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মোতাবেক।

٤٦٦٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

৪৬৬৭। আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মুসলমানদের মধ্যে কলহ-বিবাদ চলাকালে একটি দল আত্মপ্রকাশ করবে। [অর্থাৎ আলী ও মুয়াবিয়া (রা)-এর দুই দলে বিভক্ত হওয়ার সময় খারিজীরা মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে]। যারা সত্যের নিকটতর তারা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

بَابُ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ নবীগণের (আ) মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করা

٤٦٦٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ.

৪৬৬৮। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা নবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।

٤٦٦٩- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ ابْنِ يَحْيَى أَتَمُّ.

৪৬৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহূদী বললো, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। তখন এক মুসলমান তার হাত তুলে ইহুদীর মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করে। ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা আমাকে মূসা আলাইহিস্ সালামের উপর অধিক মর্যাদা দিও না। কেনোনা (কিয়ামতের দিন) সব মানুষ মূর্ছা যাবে। সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরে পাবো। আর তখন মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে থাকবেন। আমি জানি না, মূসা (আ) মূর্ছা গিয়ে আমার আগে হুঁশ ফিরে পাবেন, না তিনি মূর্ছা যাবেন না অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ ব্যতিক্রম করবেন তিনি তাদের একজন কিনা। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়ার হাদীস অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

٤٦٧٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي

عَمَّارٌ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَرُّوخٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

৪৬৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি আদম সন্তানের নেতা এবং আমাকেই সর্বপ্রথম কবর থেকে তোলা হবে এবং আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হবো এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

٤٦٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

৪৬৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির একথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনে মাত্তার (আ) চেয়ে উত্তম।

٤٦٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَقُوْلَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

৪৬৭২। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: কোনো নবীর একথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার (আ) চেয়ে উত্তম।

٤٦٧٣- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

৪৬৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, ওহে সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তিনি তো ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

٤٦٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْرِي أَتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لاَ وَمَا أَدْرِي أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ.

৪৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার জানা নেই যে, তুব্বা' অভিশপ্ত কিনা এবং আমার জানা নেই যে, উযায়ের নবী কি না।

টীকা ঃ ইমাম হাকেম (র)-এর বর্ণনায় উক্ত হাদীসে আরো আছে: যুল-কারনায়ন নবী কিনা তা আমি জানি না। হদ্দ সংশ্লিষ্ট গুনাহের কাফফারার ব্যবস্থা আছে কিনা তা আমি জানি না (সম্পাদক)।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীস তুব্বা' সম্প্রদায় ও উযায়ের সম্বন্ধে নবী (সা) তাঁর কাছে ওহী আসার পূর্বে একথা বলেছেন। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, তুব্বা'কে গালি দিও না। কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। উয়াবের (আ) নবী ছিলেন কিনা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের দ্বিমত আছে (সম্পাদক)।

٤٦٧٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ اَلأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

৪৬৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি আত্মীয়তায় মরিয়ম (আ)-এর পুত্র ঈসা (আ)-এর নিকটতর। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। আমার ও তাঁর মাঝখানে কোন নবী নেই।

بَابٌ فِي رَدِّ الإِرْجَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মুরজিয়া সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত

٤٦٧٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ أَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيْمَانِ.

৪৬৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই" এ ঘোষণাটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সাধারণটি হলো জনপথ থেকে হাড় (কষ্টদায়ক বস্তু) অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ ঈমানের একটি শাখা।

٤٦٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللّٰهِ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الإِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ.

৪৬৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল-এর সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা। এছাড়া তোমরা গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা দিবে।

٤٦٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

৪৬৭৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বান্দা ও কুফর (অবিশ্বাস)-এর মধ্যে (সীমারেখা) হলো নামায ত্যাগ করা।

টীকা ঃ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমেই ঈমানদার মুসলমান ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য

মৌলিক ইবাদত অনুষ্ঠিত হয় বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে, অহরহ নয়। আল্লাহর বাণী : وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "তোমরা নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না" (সূরা রূম : ৩১)।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"তাদের পরে এলো এক অপদার্থ গোষ্ঠী, তারা নামাযকে ধ্বংস (ত্যাগ) করলো এবং লালসার বশবর্তী হলো। অতএব তারা অচিরেই খারাপ কাজের শাস্তিতে পতিত হবে" (সূরা মারয়াম : ৫৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ

"নামায হলো দীনের স্তম্ভ। অতএব যে ব্যক্তি একে (নামায বা স্তম্ভকে) কায়েম রাখলো সে দীনকে কায়েম রাখলো। আর যে ব্যক্তি একে ধ্বসিয়ে দিলো সে দীনকে ধ্বংস করলো" (সহীহ বুখারী)।

চিন্তা করুন, নামায ইসলাম ধর্মের কতো গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত। যে ব্যক্তি নামায পড়লো সে তার ধর্মকে অটুট রাখলো। আর যে ব্যক্তি বেনামাযী হলো সে তার ধর্মকে ধ্বংস করে দিলো। যে ব্যক্তি নিজ ধর্মকে ধ্বংস করে সে কি মুসলমান! অতএব নামাযের প্রতি অমনোযোগী, উদাসীন ও অবহেলাকারীরা যেনো সাবধান হয় (সম্পাদক)।

بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى زِيَادَةِ الْاِيْمَانِ وَنُقْصَانِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের দলীল

٤٦٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يُصَلُّوْنَ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمٰنَكُمْ.

৪৬৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে নিবিষ্ট হলেন (কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায পড়া আরম্ভ করলেন), তখন তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়া অবস্থায় মারা গেছে তাদের অবস্থা কি হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, "আল্লাহ তোমাদের ঈমান (নামায) বিনষ্ট করবেন না" (সূরা বাকারা : ১৪৩)।

٤٦٨٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ.

৪৬৮০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়ে থাকে সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার।

٤٦٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلاَ دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لاَ تُصَلِّي.

৪৬৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নারীদের) বলেছেন: বুদ্ধি ও দীনদারীতে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান পুরুষকে হতভম্ব করে দেয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের (নারী জাতির) কোন একজনের চেয়ে অধিক পারঙ্গম আর কাউকে আমি দেখিনি। এক মহিলা বললেন, বুদ্ধি ও দীনের অপূর্ণতা কি? তিনি বললেন, বুদ্ধির অপূর্ণতা হলো- দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর দীনের অপূর্ণতা হলো- তোমাদের কেউ কেউ রমযানের রোযা ভঙ্গ করে থাকে আর একাধারে কিছুদিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকে।

٤٦٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

৪৬৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ঈমানে পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।

٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا فَقُلْتُ أَعْطِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ أَوْ مُسْلِمٌ إِنِّي

لأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ.

৪৬৮৩। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মালামাল বন্টন করছিলেন। আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করলাম যে, অমুক ব্যক্তিকে দিন, কেননা সে মু'মিন। তিনি বললেন, অথবা মুসলমান। আমি ঐ ব্যক্তিকে কোন অনুদান দেয়ার চেয়ে সেই সব লোকদেরকে দেয়া পছন্দ করি যাদেরকে না দিলে (মুরতাদ হয়ে যাবে) পরিণামে তাকে মুখের উপর হেঁচড়িয়ে টেনে নেয়া হবে (জাহান্নামে যাবে)।

٤٦٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالاً وَلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَلَمْ تُعْطِ فُلاَنًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِي رِجَالاً وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لاَ أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ.

৪৬৮৪। আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে তার পিতার বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক লোককে দিলেন এবং কিছু সংখ্যক লোককে কিছুই দিলেন না। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক অমুককে দিলেন অথচ অমুক অমুককে মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও দিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অথবা মুসলমান। এভাবে সা'দ (রা) তিনবার বললেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলতে থাকলেন: অথবা মুসলমান। অতঃপর তিনি বলেন: আমি এমন সব লোককে দিয়ে থাকি এবং তাদের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় লোকদেরকে বঞ্চিত করে থাকি– এই ভয়ে যে, যদি না দেয়া হয় তাহলে (তারা মুরতাদ হয়ে যাবে এবং পরিণামে) তাদেরকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

٤٦٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. قَالَ نَرَى أَنَّ الإِسْلاَمَ الْكَلِمَةُ وَالإِيمَانَ الْعَمَلُ.

৪৬৮৫। মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এবং যুহরী (র) বলেছেন, আল্লাহর বাণী: "(হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আনোনি, বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" (সূরা হুজুরাত : ১৪)। এর তাৎপর্য আমরা বুঝেছি ইসলাম হলো কলেমা শাহাদাত আর ঈমান হলো আমল করা।

٤٦٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪৬৮৬। ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: আমার পরে তোমরা হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পুনরায় কাফের হয়ে যেও না।

٤٦٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلاَّ كَانَ هُوَ الْكَافِرُ.

৪৬৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমানকে কাফের বলে, সে যদি কাফির না হয় তাহলে সে-ই কাফের।

٤٦٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

৪৬৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোনটি পাওয়া যায়, পরিত্যাগ করা পর্যন্ত তার ভিতরে

মুনাফিকের একটি স্বভাব আছে। উক্ত চারটি কুস্বভাব হলো: সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে, যখন প্রতিজ্ঞা করে প্রতারণা করে এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল কথা বলে।

٤٦٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ.

৪৬৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় ঈমানদার থাকতে পারে না। চোর চুরি করাকালে ঈমানদার থাকতে পারে না। মাদক দ্রব্য সেবনকারী তা পানরত অবস্থায় ঈমানদার থাকতে পারে না। এরপরও তওবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

٤٦٩٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ.

৪৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো লোক ব্যভিচার করতে থাকে তখন তার (অন্তর) থেকে ঈমান বের হয়ে তার (মাথার) উপর ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর যখন সে নিক্রান্ত হয় তখন ঈমান তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে।

بَابٌ فِي الْقَدَرِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : তাকদীর প্রসঙ্গে

٤٦٩١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي بِمِنًى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هذهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَإِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ.

৪৬৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কাদরিয়াগণ হচ্ছে এ উম্মতের মজুসী (অগ্নিপূজক)। সুতরাং তারা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যেও না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না।

٤٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوْسٌ وَمَجُوْسُ هذهِ الأُمَّةِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ قَدَرَ. مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلاَ تَشْهَدُوْا جِنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ وَحَقٌّ عَلَى اللّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ.

৪৬৯২। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে মজূসী (অগ্নিপূজক) রয়েছে। এ উম্মতের অগ্নিপূজক হলো যারা বলে, তাকদীর বলতে কিছু নেই। তাদের মধ্যকার কেউ মারা গেলে তোমরা তার জানাযায় উপস্থিত হবে না এবং তাদের কেউ রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যেও না। তারা হচ্ছে দাজ্জালের অনুসারী এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে দাজ্জালের সাথে মিলিয়ে দিবেন।

٤٦٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُمْ قَالاَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ خَلَقَ ادَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ ادَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ زَادَ فِيْ حَدِيْثِ يَحْيَى وَبَيْنَ ذلِكَ وَالإِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ.

৪৬৯৩। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম (আ)-কে একমুঠো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন– যা তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে নিয়েছিলেন। ফলে আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতি অনুসারে (বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতির) হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ লোহিত, কেউ সাদা, কেউ কালো এবং কেউ এ সকলের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়েছে। এরূপে কেউ কোমল, কেউ কঠোর এবং কেউ অসৎ ও কেউ সৎ প্রকৃতির হয়েছে।

٤٦٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبٍ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْمِخْصَرَةِ فِى الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلاَّ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ مَكَانَهَا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ لَيَكُوْنَنَّ إِلَى السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشِّقْوَةِ لَيَكُوْنَنَّ إِلَى الشِّقْوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشِّقْوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِلشِّقْوَةِ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى.

৪৬৯৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকী' আল-গারকাদে এক জানাযার নামাযে উপস্থিত হয়েছিলাম, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বসলেন এবং তাঁর সাথের লাঠি দিয়ে মাটির উপর আঁচড় দিতে লাগলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, এমন কোন নিঃশ্বাসধারী নেই যার দোযখে বা বেহেশতে নেককার বা বদকার হিসেবে ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি। আলী (রা) বলেন, উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন বললো, হে আল্লাহর নবী! তাহলে আমরা কি আমাদের সে লেখার উপর নির্ভর করে কাজকর্ম করা ছেড়ে দিবো না? তারপর যার নাম

সৌভাগ্যবান হিসেবে লেখা রয়েছে সে ভালো কাজেই ব্রতী হবে, আর আমাদের মধ্যে যার নাম হতভাগা ও পাপিষ্ঠ হিসেবে আছে সে পাপ কাজেই অগ্রসর হবে। নবী সা) বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। কেনোনা প্রত্যেকের জন্য সেটাই সহজসাধ্য করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ভাগ্যবান সৎকর্ম তার জন্য সহজ হয়, আর যে অসৎ ও পাপিষ্ঠ তার জন্য পাপ কাজ সহজ হয়। অতঃপর আল্লাহর নবী (সা) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ): "সুতরাং দান করলে, মোত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে আমি তার জন্য সুগম করে দিবো কঠোর পরিণতির পথ" (সূরা লাইল : ৫-১০)।

٤٦٩٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِيْنَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُوْلُ هٰؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ فَوَفَّقَ اللّٰهُ تَعَالَى لَنَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ دَاخِلاً فِى الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِيْ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِيْ سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ يَزْعُمُوْنَ أَنْ لَا قَدَرَ وَالْأَمْرُ أُنُفٌ فَقَالَ إِذَا لَقِيْتَ أُولٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيْءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَاءُ مِنِّيْ وَالَّذِيْ يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْهُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا نَعْرِفُهُ حَتّٰى جَلَسَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِيْمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ. قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

৪৬৯৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বসরায় সর্বপ্রথম মা'বাদ আল্-জুহানী তাকদীর সম্বন্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করে। অতএত আমি ও হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান আল্-হিমায়রী হজ্জ অথবা উমরাহ করতে রওয়ানা হলাম। আমরা বললাম, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীর সাক্ষাত পাই তাহলে আমরা এসব লোক তাকদীর সম্পর্কে যা বলে সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবো। অতএব আল্লাহ্ আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাক্ষাত লাভে সাহায্য করলেন, যিনি মসজিদে প্রবেশ করছিলেন। আমি ও আমার সাথী তাকে ঘিরে বসলাম। আমি চিন্তা করলাম যে, আমার সাথী কথা বলার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করবেন। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমাদের এখানে কিছু সংখ্যক লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যারা কুরআন পড়ে, জ্ঞানচর্চা ও বিতর্কও করে এবং মত পোষণ করে যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই এবং প্রতিটি বিষয় পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে যাচ্ছে। তিনি বললেন, যখন তুমি ঐসব লোকের সাক্ষাত পাবে তখন তাদেরকে (আমার পক্ষ থেকে) সংবাদ দিবে যে, আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন আর তারাও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে আবদুল্লাহ (ইবনে উমার রা.) শপথ করে বলেন, "তাদের (তাকদীরে অবিশ্বাসীদের) কারো যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান করে দেয়, তবুও তাকদীরের উপর ঈমান আনার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাদের এ দান কবুল করবেন না"।

তারপর তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন– একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় পরিহিত ও মিশমিশে কালো চুলধারী এক ব্যক্তি আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার মধ্যে (পথিকের ন্যায়) ভ্রমণের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না, আবার আমাদের মধ্যকার কেউ তাকে চিনতেও পারছে না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বসলেন। অতঃপর তাঁর (নবী সা) দুই হাঁটুর সাথে নিজের দুই হাঁটু মিশিয়ে এবং নিজের দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে বলুন ইসলাম সম্বন্ধে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম এই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রাসূল– এ ঘোষণা করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে– যদি তোমার সেখানে পৌছার সামর্থ্য থাকে। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন। তিনি (উমার রা) বলেন, তাঁর আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম, কারণ (অজ্ঞের ন্যায়) তিনি প্রশ্ন করছেন আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) নিজেই তার সমর্থন করছেন। পুনরায় তিনি বলেন, আমাকে বলুন ঈমান কি? তিনি বললেন, আপনি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর নবী-রাসূলগণে ও পরকালে ঈমান আনবেন এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস করবেন। তিনি (আগন্তুক) বললেন, হাঁ, ঠিক বলেছেন। এবার আমাকে বলুন ইহসান কি। তিনি বললেন, "আল্লাহর ইবাদত এরূপ নিষ্ঠার সাথে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে নাও পান তবুও মনে করবেন যে, তিনি আপনাকে দেখছেন। এরপর তিনি বললেন, কিয়ামত কবে হবে তা আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন: এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। তিনি এবার বললেন– তবে তার (কিয়ামতের) নিদর্শনসমূহ আমায় বলে দিন। তিনি (মহানবী সা) বললেন– দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে এবং (এক কালের) নাঙ্গা পা বস্ত্রহীন শরীর দরিদ্র মেষ চারকদেরকে (পরবর্তী কালে) দালানকোঠা নিয়ে গর্ব করতে দেখবে। তিনি (উমর রা) বলেন, তারপর লোকটি চলে গেলেন এবং এরপর আমি তিন দিন কাটালাম। তৎপর তিনি (নবী সা) আমাকে বললেন, হে উমার! তুমি কি জানো, প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল (আ), তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে এসেছিলেন।

টীকা ঃ "দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে" এর দু'টি অর্থ হতে পারে- (ক) মনিব তার বাঁদীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করে, সন্তানগণ তাদের মাতাদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করবে এবং মাতার অবাধ্য হবে। (খ) বড়ো লোকেরা অধিক বাঁদী-দাসী রাখতে আরম্ভ করবে, বাঁদীর প্রসবিত সন্তানরা বাপের কুল পাবে বলে মাতারা তাদের দাসীস্বরূপ এবং তারা মাতাদের মনিবস্বরূপ হবে (অনুবাদক)।

٤٦٩٦– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

قَالاَ لَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. زَادَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا نَعْمَلُ أَفِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلاَ أَوْ مَضٰى أَوْ فِيْ شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الاٰنَ قَالَ فِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلاَ وَمَضٰى فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ.

৪৬৯৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়া'মুর ও হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তার নিকট তাকদীর প্রসঙ্গ এবং এ সম্বন্ধে সমালোচনাকারীদের বক্তব্যও তুলে ধরি। তারপর হাদীসখানা উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে আরো বলা হয় যে, তিনি বলেন, মুযায়না বা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা করি তা কি পূর্ব নির্ধারিত ও সিদ্ধান্তকৃত (তাকদীর) অনুযায়ী করি, না স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে? তিনি (সা) বললেন, আমাদের আমল পূর্ব-নির্ধারিত। তখন লোকটি বা উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বললো, তাহলে আমাদের আমলের আর কি মূল্য আছে? তিনি (সা) বললেন : বেহেশতবাসীর জন্য বেহেশতের উপযোগী আমল করা সহজ করে দেয়া হয় এবং দোযখীদের জন্য দোযখের উপযোগী কাজ সহজ করে দেয়া হয়।

٤٦٩٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ قَالَ فَمَا الإِسْلاَمُ قَالَ إِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَلْقَمَةُ مُرْجِيْءٌ.

৪৬৯৭। ইবনে ইয়া'মুর (র) থেকে এ হাদীসখানা শাব্দিক কিছু কম-বেশি বক্তব্যসহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, ইসলাম কি? তিনি (সা) বললেন, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা, রমযান মাসের রোযা রাখা এবং জানাবাতের (সঙ্গমজনিত অপবিত্রতার) গোসল করা। আবু দাউদ (র) বলেন, আলকামা ইবনে মারছাদ হলেন মুরজিয়া গোষ্ঠীভুক্ত।

টীকা : মুরজিয়াদের মতে গুনাহ ঈমানের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং সৎকাজ ঈমানের অংশ নয়। এটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ (সম্পাদক)।

٤٦٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلاَ يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ. قَالَ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ وَذَكَرَ هَيْئَتَهُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৬৯৮। আবু যার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে সাধারণত সাহাবাদের মধ্যেই বসতেন। ফলে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আসলে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বলতে পারতেন না যে, তিনি (রাসূল) কোনজন। অতএব আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলাম যে, আমরা তাঁর জন্য একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে দেই যাতে আগন্তুকরা দেখেই তাঁকে চিনতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং আমরা তাঁর জন্য মাটি দিয়ে একটি বসার স্থান বানালাম এবং তিনি তার উপর বসলেন আর আমরা তাঁর নিকটে বসলাম। রাবী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। রাবী তার দৈহিক গঠনেরও বর্ণনা দিলেন। সে উপস্থিত জনতার এক প্রান্ত থেকে সালাম দিলো। সে বললো- হে মুহাম্মাদ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন।

٤٦٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَذَّبَ أَهْلَ سَمواتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৪৬৯৯। আবু আবদুল্লাহ ইবনুদ দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা দ্বিধার উদ্রেক হয়েছে। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু (উপদেশ বাণী) বলুন যার বিনিময়ে আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমার মনের এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে দিবেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমান ও পৃথিবীবাসী সকলকে শাস্তি দিতে পারেন। তারপরও তিনি তাদের প্রতি অন্যায়কারী ও যালিম সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাদের সকলকে দয়া করেন তাহলে তাঁর এ দয়া তাদের জন্য তাদের নেক আমল থেকে উৎকৃষ্ট হবে। সুতরাং যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে দান করো আর তাকদীরে বিশ্বাস না রাখো, তবে তা গ্রহণ করা হবে না– যতোক্ষণ না তুমি পুনরায় তাকদীরে বিশ্বাস করবে এবং উপলব্ধি করবে যে, যা তোমার ঘটেছে তা ভুলেও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। পক্ষান্তরে যা এড়িয়ে গেছে তা কখনো ভুলেও তোমার বেলায় ঘটবার ছিল না। আর এ বিশ্বাস ব্যতিরেকে যদি তুমি মারা যাও তাহলে নিশ্চয়ই দোযখে যাবে। ইবনুদ দায়লামী বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনিও অনুরূপ উত্তর দিলেন। এরপর আমি হুযায়ফা (রা)-এর নিকট গেলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে আমি যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়ে একই কথা বলেন (অর্থাৎ এটি নবী সা.-এর হাদীস)।

٤٧٠٠- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ عَبْلَةَ عَنْ أَبِيْ حَفْصَةَ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ حَتّٰى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ

قَالَ اُكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّيْ.

৪৭০০। আবু হাফসাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তার ছেলেকে বললেন- হে বৎস! তুমি ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না যতোক্ষণ না তুমি জানতে পারবে– "যা তোমার উপর ঘটেছে তা তোমার থেকে ভুলেও এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। পক্ষান্তরে যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার উপর ভুলেও ঘটবার ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, লেখো! কলম বললো, হে রব! কি লিখবো? তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদীর লেখো। হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি (তাকদীর সম্বন্ধে) এরূপ বিশ্বাস ছাড়া মারা গেলো সে আমার (উম্মতের অন্তর্ভুক্ত) নয়।

٤٧٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ ادَمُ وَمُوْسَى فَقَالَ مُوْسَى يَا ادَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ ادَمُ أَنْتَ مُوْسَى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ تَلُوْمُنِيْ عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِيْ بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ ادَمُ مُوْسَى. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ.

৪৭০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (উর্দ্ধ জগতে) আদম (আ) ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করেছেন। আদম (আ) বললেন, তুমি তো সেই মূসা, আল্লাহ তোমাকে তাঁর (প্রত্যক্ষ) কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং নিজ হাতে তোমার জন্য তাওরাত (কিতাব) লিখে দিয়েছেন। তুমি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছো যা আমি করবো বলে আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে তিনি সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। সুতরাং এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।

٤٧٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى قَالَ يَا رَبِّ أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ فَقَالَ لَهُ آدَمُ نَعَمْ. قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ آدَمُ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى. قَالَ أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولاً مِنْ خَلْقِهِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَفَمَا وَجَدْتَ أَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فِيمَ تَلُومُنِي فِي شَيْءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ.

৪৭০২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মূসা (আ) বললেন, হে প্রভু! যে আদম (আ) আমাদেরকে ও তাঁর নিজেকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করেছেন, তাঁকে আমি দেখতে চাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদম (আ)-কে দেখালেন। তিনি বললেন, আপনিই আমাদের পিতা আদম (আ)? আদম (আ) তাকে বললেন, হাঁ। তারপর তিনি বললেন, আপনি সেই মহান ব্যক্তি যাঁর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করেছেন এবং আপনাকে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন, আর ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলে তারা আপনাকে সিজদা করেছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তিনি পুনরায় বললেন, আমাদেরকে ও আপনার নিজেকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করার জন্য আপনাকে কোন বস্তু উদ্বুদ্ধ করেছিল? এবার তাঁকে আদম (আ) বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা (আ)। তিনি বললেন, তুমি বনী ইসরাঈলের এমন একজন নবী যাঁর সাথে আল্লাহ পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি কথা বলেছেন এবং তোমার ও তাঁর মাঝে সৃষ্টি জগতের কাউকে বার্তাবাহক হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি বললেন, হাঁ। তিনি (আদম আ) বললেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র কিতাবে দেখতে পাওনি যে, সেটি নির্ধারিত ছিল আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি (আদম আ) বললেন, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও নির্দেশ আমার পূর্ব

থেকেই লিপিবদ্ধ সে ব্যাপারে আমাকে কেনো অভিযুক্ত করছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সুতরাং এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন।

٤٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ أُنَيْسَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ. قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِىُّ الْاٰيَةَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ.

৪৭০৩। মুসলিম ইবনে ইয়াসার আল্-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো: "যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পিঠ হতে তাদের সমস্ত সন্তানদেরকে বের করলেন..." (সূরা আল্-আ'রাফ : ১৭২)। বর্ণনাকারী বলেন, আল্-কা'নাবী এ আয়াত পড়েছিলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে আপন (কুদরতের) ডান হাত দিয়ে তাঁর পিঠ বুলালেন তা থেকে তাঁর একদল (ভাবী) সন্তান বের করলেন এবং বললেন, আমি এদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা বেহেশতবাসীর উপযোগী কাজই করবে। তারপর আবার তাঁর পিঠে হাত বুলালে (অপর) একদল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি

এবং দোযখীদের উপযোগী কাজই এরা করবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কিসের জন্য নেককাজ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা বেহেশতীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষে সে বেহেশতীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। আর আল্লাহ এর বিনিময় তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি (আল্লাহ) কোনো বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা দোযখীদের কাজ করিয়ে নেন। অবশেষে সে দোযখীদের কাজ করে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর এজন্য তিনি তাকে দোযখে প্রবেশ করান।

٤٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جُعْثُمٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ

৪৭০৪। নু'আয়ম ইবনে রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক (র) বর্ণিত হাদীস অধিক পূর্ণাঙ্গ।

٤٧٠٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلاَمُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

৪৭০৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ছেলেটিকে খাদির (খিযির) (আ) হত্যা করেছিলেন, তাকে কাফের হিসেবেই সীলমোহর করা হয়েছিল। যদি সে বেঁচে থাকতো তাহলে সে তার পিতা-মাতাকে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা বিব্রত করতো।

٤٧٠٦- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. وَكَانَ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا.

৪৭০৬। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বলতে শুনেছি: "আর কিশোরটি, তার মাতা-পিতা ছিল মুমিন" (সূরা কাহ্ফ : ৮০)– যেদিন মোহর মারা হয়েছিল সেদিনই তাকে কাফের হিসেবে মোহর মারা হয়েছিল।

٤٧٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَتَنَاوَلَ رَأْسَهُ فَقَلَعَهُ فَقَالَ مُوْسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً الايَةَ.

৪৭০৭। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: খাদির (খিযির) একটি তরুণ ছেলেকে বালকদের সাথে খেলাধূলারত দেখতে পেলেন। তিনি তার মাথা ধরে কাবু করে তাকে হত্যা করেন। তখন মূসা (আ) বললেন: "আপনি এক নিষ্পাপ জীবন হত্যা করলেন..." (সূরা কাহ্ফ : ৭৪)।

٤٧٠٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالإِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ ثُمَّ يَكْتُبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ أَوْ قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ أَوْ قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

৪৭০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেন– আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে

সমর্থিত, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (তার মূল উপাদান বা শুক্র প্রথম) চল্লিশ দিন তার মায়ের গর্ভে শুক্ররূপে থাকে, অতঃপর চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ডরূপে বিরাজ করে; তারপর চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডরূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার কাছে একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং তাকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়। তখন সে তার (১) রিযিক, (২) মৃত্যু, (৩) আমল (কার্যকলাপ) এবং (৪) সে নেক কি বদ তাও লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করানো হয়। বস্তুত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেহেশতের উপযোগী কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও বেহেশতের মধ্যে মাত্র এক হাত বা এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার সামনে তার তাকদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে দোযখীদের কাজ করে, ফলে সে দোযখে চলে যায়। আবার তোমাদের কেউ কেউ দোযখীদের কাজ করতে করতে তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক হাত বা অনুরূপ পরিমাণ দূরত্ব থাকে। এমন সময় তার সামনে সে লেখা অগ্রবর্তী হয় এবং সে বেহেশতীদের কাজ করে, ফলে সেই বেহেশতে চলে যায়।

٤٧٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

৪৭০৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে বেহেশতবাসী আর কে দোযখবাসী তা কি পরিজ্ঞাত? তিনি বললেন, হাঁ। প্রশ্নকারী বললো, তাহলে কিসের জন্য আমলকারীগণ আমল করবে? তিনি (সা) বললেন, প্রত্যেকের জন্য তাই সহজসাধ্য যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٤٧١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ شَرِيْكٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُوْنٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوْهُمْ.

৪৭১০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যারা তাকদীরে বিশ্বাস করে না তোমরা তাদের সাথে ওঠা-বসা করো না এবং তোমাদেরকে সম্বোধন করার আগে তাদেরকে সম্বোধন করো না।

بَابُ فِي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে

٤٧١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

৪৭১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো (তাদের স্থান কোথায় হবে– বেহেশতে না দোযখে)। তিনি বললেন: আল্লাহই অধিক জ্ঞাত, তারা (বেঁচে থাকলে) কি আমল করতো।

টীকা ঃ মুসলমানদের নাবালেগ ছেলে-মেয়ে বেহেশতে যাবে। কাফির-মুশরিকদের ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন কথা উল্লেখ রয়েছে। ফলে আলেম ও ইমামগণের মধ্যেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। কারো মতে তারা দোযখে যাবে। কারো মতে তাদের সম্পর্কে কিছু না বলাই উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেন, এরা বেহেশতে যাবে। কারণ আল্লাহ বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেন না। এই প্রেক্ষিতে কোন কোন আলেম বলেন, এরা বেহেশতের সেবক বা সেবিকা হবে (অনুবাদক)।

٤٧١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ هُمْ مِنْ ابَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ ابَائِهِمْ قُلْتُ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

৪৭১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের (নাবালেগ) সন্তানদের কি হবে (তারা বেহেশতে যাবে না দোযখে যাবে)? তিনি বললেন, তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো নেক আমল ব্যতীতই? তিনি বললেন, আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত, তারা (বেঁচে থাকলে) কি আমল করতো। আমি (আবার) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কাফির মুশরিকদের সন্তানদের কি হবে? তিনি বললেন, তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত (পিতার অনুসারী হিসেবে দোযখে যাবে)। আমি বললাম, কোনো (বদ) আমল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহই অধিক অবগত যে, তারা (বেঁচে থাকলে) কি আমল করতো।

٤٧١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طُوْبَى لِهٰذَا لَمْ يَعْمَلْ شَرًا وَلَمْ يَدْرِ بِهِ فَقَالَ أَوَ غَيْرُ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِيْ أَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِيْ أَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ.

৪৭১৩। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার নামায পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক আনসারী বালকের লাশ আনা হলো। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এর কি সৌভাগ্য, সে কোনো পাপ করেনি এবং তার বয়সও পায়নি। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এর বিপরীত কি হতে পারে না? আল্লাহ তা'আলা বেহেশত ও তার অধিবাসীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা (বেহেশত) যখন তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল। আবার তিনি দোযখ ও তার জন্য একদল ভুক্তভোগী সৃষ্টি করেছেন এবং তা তাদের জন্য যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল।

٤٧١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوْتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ قَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

৪৭১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক সন্তানই ফিতরতের উপর (সত্য ধর্মে) জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাদেরকে ইহুদী বা খৃষ্টান বানায়। যেভাবে উট পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে, তাতে তোমরা কোনো কান কাঁটা দেখো কি? তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে (সন্তান) অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায় এদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, আল্লাহই অধিক জ্ঞাত তারা (যদি বেঁচে থাকতো তাহলে) কিরূপ আমল করতো।

٤٧١٥- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَأَنَا شَاهِدٌ

أَخْبَرَكَ يُوسُفُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ يَحْتَجُّونَ عَلَيْنَا بِهذَا الْحَدِيثِ، قَالَ مَالِكٌ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِاخِرِهِ. قَالُوْا أَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ قَالَ اَللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

৪৭১৫। ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, আমি ইমাম মালেক (র)-এর নিকট বলতে শুনেছি– প্রবৃত্তির পূজারীরা আমাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে। মালেক (র) বলেন, তোমরা অপর হাদীস তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করো। তারা বলে, যে নাবালেগ অবস্থায় মারা গেছে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন: তারা (বেঁচে থাকলে) কিরূপ আমল করতো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

٤٧١٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ هذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللّهُ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِيْ أَصْلاَبِ ابَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. قَالُوْا بَلَى.

৪৭১৬। হাজ্জাজ ইবনুল মিনহাল (র) বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনে সালামা (র)-কে "প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের (সত্য ধর্মের) উপর জন্মগ্রহণ করে" হাদীসখানার ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি– এ হলো আমাদের নিকট সেই ওয়াদা যা পিতার মেরুদণ্ডে অবস্থানকালে আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে গিয়ে বলেছিলেন: আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলেছিল, হাঁ।

٤٧١٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِي النَّارِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَبِيْ فَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِسْحَاقَ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৭১৭। আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে নারী তার কন্যা সন্তানকে কবরে জীবন্ত প্রোথিত করেছে এবং যে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়েছে তারা উভয়ে দোযখী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (র) বলেন, আমার পিতা-আবু ইসহাক-আমের-আলকামা-ইবনে মাসউদ (রা)– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٤٧١٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى قَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ.

৪৭১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন, তোমার পিতা দোযখে। অতঃপর যখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে লাগলো তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা ও আমার পিতা দোযখে।

٤٧١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ ادَمَ مَجْرَى الدَّمِ.

৪৭১৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শয়তান আদম সন্তানের শিরায়-উপশিরায় রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়।

٤٧٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوهُمُ الْحَدِيثَ.

৪৭২০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যারা তাকদীরে বিশ্বাস করে না তোমরা তাদের সাথে ওঠা-বসা করো না এবং তোমাদেরকে সম্বোধন করার আগে তাদেরকে সম্বোধন করো না।

بَابٌ فِي الْجَهْمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বর্ণনা

٤٧٢١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ

النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّى يُقَالَ هذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ.

৪৭২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মানুষ পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, শেষে এ পর্যন্ত বলে বসে, (আচ্ছা) আল্লাহ তো সৃষ্টি জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? যখনই কেউ এরূপ কিছু অনুভব করবে তখন যেনো সে বলে, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি।

টীকা ঃ জাহম ইবনে সাফওয়ান আবু মুহরিয-এর নামানুসারে এ সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে জাহমিয়া। ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে সে কিছুটা স্বাধীন মত পোষণ করতো। সে জাবরিয়াদের মতো তাকদীরের বাধ্যবাধকতায় বিশ্বাসী, মু'তাযিলাদের মতো ঈমানকে অন্তরের ব্যাপার বলে মনে করতো এবং আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও স্রষ্টা এ গুণ দু'টোকেই বিশ্বাস করতো (অনুবাদক)।

٤٧٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَإِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

৪৭২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:... উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, যখন তারা এরূপ কথা (আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে) বলবে তখন তোমরা বলো, আল্লাহ একক, আল্লাহ অভাবমুক্ত, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো সন্তান নন। আর কেউই তাঁর সাথে তুলনাযোগ্য নয়। তারপর যেনো বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং (আল্লাহর কাছে) শয়তানের (কুমন্ত্রণা) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

٤٧٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّوْنَ هٰذِهِ قَالُوا السَّحَابَ. قَالَ وَالْمُزْنَ قَالُوْا وَالْمُزْنَ. قَالَ

وَالْعَنَانَ قَالُوْا وَالْعَنَانَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ أُتْقِنِ الْعَنَانَ جَيِّدًا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالُوْا لاَ نَدْرِيْ قَالَ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ وَسَبْعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلٰى ظُهُوْرِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ اللّٰهُ تَعَالٰى فَوْقَ ذٰلِكَ.

৪৭২৩। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি একদল লোকের সাথে আল্-বাতহা উপত্যকায় ছিলাম, যে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন। তাদের মাথার উপর দিয়ে একখণ্ড মেঘ উড়ে গেলো। তিনি (সা) সেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা একে কি বলে অভিহিত করো? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, 'সাহাব' (মেঘ)। তিনি বললেন, 'আল্-মুয্ন'? তারাও বললেন, এবং মুয্নও (সাদা মেঘ)। তিনি বললেন: আর 'আল্-আনান'? তারা বললেন, আল্-আনামও। আবু দাউদ (র) বলেন, আনান শব্দটিকে আমি ভালোভাবে মুখস্ত করতে পারিনি। তিনি (সা) বললেন, তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কতো? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ হলো একাত্তর বা বায়াত্তর বা তিয়াত্তর বছরের সমান। তারপর এর অনুরূপ দূরত্বে প্রথম আসমান, এভাবে পরপর সাতটি আসমানের দূরত্ব নির্দেশ করলেন। অতঃপর সপ্তম আসমানের উপরে একটি সমুদ্র রয়েছে যার উপর ও নীচের মধ্যকার গভীরতা আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। এর উপরে আটটি পাহাড়ী ছাগল রয়েছে যার ক্ষুর ও হাঁটুর মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তারপর এদের পিঠের উপরে রয়েছে মহান আরশ যার উপর ও নীচের মধ্যকার দূরত্বও আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। এর উপরে রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

٤٧٢٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

৪৭২৪। সিমাক (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِيْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى هذَا الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ.

৪৭২৫। সিমাক (র) থেকে এই সনদ সূত্রে এই দীর্ঘ হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسْخَتِهِ وَهذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ جُهِدَتِ الأَنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنُهِكَتِ الأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللّهِ عَلَيْكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ أَتَدْرِيْ مَا تَقُوْلُ وَسَبَّحَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذلِكَ فِيْ وُجُوْهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللّهِ عَلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِيْ مَا اللّهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلى سَموَاتِهِ لَهكَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيْطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ. قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِيْ حَدِيْثِهِ إِنَّ اللّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَموَاتِهِ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلى وَابْنُ الْمُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَدِيْثُ بِإِسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيْدٍ هُوَ الصَّحِيْحُ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا وَكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ الأَعْلى وَابْنُ الْمُثَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ مِنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيْمَا بَلَغَنِيْ.

৪৭২৬। জুবায়ের ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত'ইম তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজন অবর্ণনীয় কষ্টে পতিত হয়েছে, পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সহায়-সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এবং জীবজন্তু মরে যাচ্ছে। কাজেই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। কেননা আমরা আপনার সুপারিশ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে যাই এবং আল্লাহ্র সুপারিশ নিয়ে আপনার কাছে আসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি ধ্বংস হও! তুমি কি জানো! তুমি (কার সম্বন্ধে) কি উক্তি করছো এবং তারপর তিনি তাসবীহ পাঠ করতে থাকলেন, এমনকি তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এর (অসন্তুষ্টির) চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো। তিনি আবার বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। আল্লাহ্র সুপারিশ নিয়ে তাঁর কোনো সৃষ্টির কাছে যাওয়া যায় না। আল্লাহর মর্যাদা এর চেয়ে অনেক ঊর্ধে, অনেক মহান। তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি জানো আল্লাহ্ কে (তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা কি)? তাঁর আরশ আসমানের উপরে এভাবে আছে এবং অঙ্গুলীর দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, তার উপর রয়েছে গম্বুজ সদৃশ ছাদ। তা সত্ত্বেও তা (আরশ) তাঁকে নিয়ে (তাঁর মহত্বে অভিভূত হয়ে) গোঙ্গানীর মতো শব্দ করে, যেমনটি করে আরোহীর কারণে জিনপোষ। ইবনে বাশ্শার তার হাদীসে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশের উপরে এবং তার আরশ আসমানসমূহের উপরে। এরপর হাদীসখানা এভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

আবদুল আ'লা, ইবনুল মুছান্না ও ইবনে বাশশার- ইয়া'কূব ইবনে উতবা ও জুবাইর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর- তার পিতা- তার দাদা, এই সূত্রে হাদীস বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, আহ্মাদ ইবনে সাঈদের সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি সহীহ্। একদল মুহাদ্দিস এ বিষয়ে একমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন ও আলী ইবনুল মাদনী। আরেক দল রাবী হাদীসটি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন আহমাদও বলেছেন। আমি যতোটা জানতে পেরেছি- আবদুল আ'লা, ইবনুল মুছান্না ও ইবনে বাশশার একই পাণ্ডুলিপি থেকে শুনেছেন।

٤٧٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُذِنَ لِيْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيْرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ.

৪৭২৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ্র যে সকল ফেরেশতা আরশ বহন করেন তাদের একজনের সাথে আলাপ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তার কানের লতি (নিম্নভাগ) থেকে কাঁধ পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব সাতশো বছরের দূরত্বের সমান।

٤٧٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبُوْ يُوْنُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هذه الآيَةَ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا إِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى سَمِيْعًا بَصِيْرًا. قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلٰى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيْهَا عَلٰى عَيْنِهِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ. قَالَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ الْمُقْرِئُ يَعْنِي أَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ يَعْنِي أَنَّ اللّٰهَ سَمْعًا وَبَصَرًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ.

৪৭২৮। আবু হুরায়রা (রা)-র মুক্তদাস আবু ইউনুস সুলাইম ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে এ আয়াতখানা পড়তে শুনেছি (অনুবাদ): "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার প্রাপকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। ... আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা" (সূরা নিসা : ৫৮) পর্যন্ত। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বৃদ্ধা আঙ্গুলকে কানে এবং তর্জনীকে দুই চোখের উপর রাখতে দেখেছি। (অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধা আঙ্গুল কানে ও তর্জনী চোখে রেখে আয়াতের মর্মানুসারে আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা গুণ দু'টোকে বুঝিয়েছেন)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা (আয়াতখানা) পড়তে দেখেছি এবং তার আঙ্গুল দু'টি রাখতে দেখেছি। ইবনে ইউনুস বলেন, আল-মুকরী বলেছেন, অর্থাৎ 'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা', এর অর্থ আল্লাহ্র শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি আছে। আবু দাউদ (র) বলেন, এতে জাহমিয়াদের মতবাদ রদ হয়ে যায়।

بَابٌ فِي الرُّؤْيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ আল্লাহ্র দর্শন লাভ

٤٧٢٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَوَكِيْعٌ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرٍ

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوْسًا فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذَا لاَ تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الاٰيَةَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.

৪৭২৯। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তিনি চর্তুদশী রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো, আর একে দেখতে তোমাদের কোনো প্রকার কষ্ট হচ্ছে না। যদি তোমরা সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আসর) নামায আদায়ে পরাভূত না হও তাহলে পড়ে নাও। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন: "সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পড়ো"।

٤٧٣٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَنَرى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِيْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لاَ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِىْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لاَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا.

৪৭৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবো? তিনি বললেন, মেঘহীন দুপুরে তোমাদের কি (স্পষ্টভাবে) সূর্য দেখতে কষ্ট হয়? সাহাবাগণ বললেন, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মেঘহীন নির্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বললেন, না। তিনি (সা) বললেন, সেই, মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! এর একটি (চাঁদ বা সুরুজ) তোমরা যেভাবে অতি সহজে ও নির্বিঘ্নে দেখতে পাও অনুরূপভাবেই তাঁকেও তোমরা দেখতে পাবে।

٤٧٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ

وَكِيعٍ قَالَ مُوسَى ابْنِ حُدُسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ مُوسَى الْعُقَيْلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُّنَا يَرَى رَبَّهُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ مُخْلِيًا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بَلَى. قَالَ فَاللَّهُ أَعْظَمُ. قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ فَإِنَّمَا هُوَخَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَاللَّهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ.

৪৭৩১। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রত্যেকেই কি কিয়ামতের দিন তার প্রভুকে দেখতে পাবে? তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এর কি নিদর্শন আছে? তিনি বললেন, হে আবু রাযীন! তোমাদের প্রত্যেকে কি পূর্ণিমা রাতের চাঁদ দেখতে পায় না? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহ তো মহান। তিনি (সা) বলেন, তা তো (চাঁদ বা সূর্য) আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যকার একটি সৃষ্টি। অতএব আল্লাহ তো মহিমান্বিত ও মহান।

بَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহ্‌মিয়াদের মতবাদ প্রত্যাখ্যাত

٤٧٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوِي اللَّهُ تَعَالَى السَّمٰوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ. قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ بِيَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ.

৪৭৩২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে গুটিয়ে তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই সর্বময় কর্তা ও মালিক, দুর্দান্ত স্বৈরাচারীরা ও অহংকারীরা কোথায়? অতঃপর পৃথিবীসমূহকে গুটিয়ে অপর হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই মালিক, দুর্দান্ত স্বৈরাচারীরা ও অহংকারীরা কোথায়?

٤٧٣٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

৪৭৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আমাদের মহান প্রভু দয়াময় আল্লাহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এসে বলতে থাকেন, ওগো কে আছো, যে (এ সময়) আমাকে ডাকছো, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আছো যে আমার কাছে কিছু চাচ্ছো, আমি তাকে তা দিবো। ওগো কে আছো যে (এ সময়) আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।

بَابٌ فِى الْقُرْانِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ আল-কুরআন আল্লাহর বাণী

٤٧٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلُنِيْ إِلى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّيْ.

৪৭৩৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেখানে মানুষ জড়ো হতো সেখানে (আরাফাতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে নিজেকে পেশ করে বলতেন: এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে তার গোত্রে নিয়ে যাবে? কেনোনা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আমাকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছিয়ে দিতে বাধার সৃষ্টি করছে।

٤٧٣٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِى الشَّعْبِيَّ عَنْ عَامِرِ ابْنِ شَهْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ فَقَرَأَ ابْنٌ لَهُ ايَةً مِّنَ الإِنْجِيْلِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ أَتَضْحَكُ مِنْ كَلاَمِ اللّٰهِ تَعَالى.

৪৭৩৫। 'আমের ইবনে শাহর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাজ্জাশীর (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তার এক ছেলে ইনজীলের একখানা আয়াত পাঠ করলে আমি হাসলাম। তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী শুনে হাসছো!

٤٧٣٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَّتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلٰى.

৪৭৩৬। ইবনে শিহাব (র) বর্ণনা করেন, আমাকে উরওয়া ইবনুয যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) আয়েশা (রা)-র হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেছেন; তিনি বলেছেন, আমি নিজেকে এই পর্যায়ের মনে করতাম না যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সম্পর্কে এমন কথা বলবেন (আয়াত নাযিল করবেন) যা অনবরত তিলাওয়াত করা হবে।

টীকা ঃ আয়েশা (রা)-র পুত-পবিত্র নিষ্কলুস চরিত্রের উল্লেখ করে কুরআন মজীদে যে আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়েছে এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (দ্র. সূরা নূর : ১১-২০ নং আয়াত–সম্পাদক)।

٤٧٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ. ثُمَّ يَقُوْلُ كَانَ أَبُوْكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى أَنَّ الْقُرْاٰنَ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ.

৪৭৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রা)-র জন্য এই বলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন: "আমি তোমাদের দু'জনের জন্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কলেমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী হতে এবং সকল প্রকার বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। অতঃপর তিনি বলতেন, তোমাদের পিতা (ইবরাহীম আ)-ও ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) উভয়ের জন্য এই দোয়া পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা একথার প্রমাণ যে, আল-কুরআন মাখলুক (সৃষ্টি) নয়।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআনকে চূড়ান্তভাবে সঠিক, নিখুঁত ও আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী বলেছেন। এরূপ বাণী কখনো সৃষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ যেমন অনাদি, অনন্ত, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অনাদি-অনন্ত (সম্পাদক)।

٤٧٣٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُوْنَ فَلاَ يَزَالُوْنَ كَذٰلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيْلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيْلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا جِبْرِيْلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ الْحَقَّ فَيَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ الْحَقَّ.

৪৭৩৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণের কথা বলেন, তখন এক আসমানের অধিবাসীগণ (ফেরেশতাগণ) অন্য আসমান থেকে সাফা পর্বতের উপর দিয়ে শিকল টানার শব্দের অনুরূপ শব্দ শুনতে পায়। অনুরূপ আওয়াজ শুনে তারা বেহুঁশ হয়ে যায় এবং জিবরীল (আ) তাদের নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকে। শেষে জিবরীল (আ) তাদের নিকট উপস্থিত হলে তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়ে তারা হুঁশ ফিরে পায়। তখন তারা বলে, তিনি (সা) বলেন: অতঃপর তারা বলে, হে জিবরীল! আপনার প্রতিপালক কী বলেছেন? তিনি বলেন, যা সত্য তাই বলেছেন। তখন তারা বলে, সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন।

بَابُ ذِكْرِ الْبَعْثِ وَالصُّوْرِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পুনরুত্থান ও শিঙ্গায় ফুৎকারের বর্ণনা

٤٧٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْلَمُ عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّوْرُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ.

৪৭৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূর একটি শিং-এর ন্যায়, তাতে ফুঁ দেয়া হবে।

٤٧٤٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ ادَمَ تَأْكُلُ الأَرْضُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ.

৪৭৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানকে মাটি হজম করে ফেলবে, শুধু মেরুদণ্ডের নীচের হাঁড়টুকু অবশিষ্ট থাকবে। এ থেকেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ থেকেই তাকে পুনর্গঠন করা হবে।

بَابٌ فِي الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ শাফা'আতের বর্ণনা

٤٧٤١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِيْ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ.

৪৭৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যারা কবীরাহ গুনাহকারী তাদের জন্য আমার শাফা'আত।

٤٧٤٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ.

৪৭৪২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার উম্মতের এক সম্প্রদায় আমার শাফাআতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসবে এবং তারপর তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর তাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসী নামেই আখ্যায়িত করা হবে।

টীকা ঃ শাফা'আত শব্দের অর্থ সুপারিশ জ্ঞাপন, মধ্যস্থতা করা। আল্লাহর দরবারে একজন লোক দু'টো শর্তসাপেক্ষে শাফা'আত করতে পারবে। (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে লোককে যে পাপীর জন্য শাফা'আত করার অনুমতি দেয়া হবে কেবল সেই লোকই সে ব্যক্তির জন্য শাফা'আত করতে পারবে। (২) সুপারিশ করতে পারবেন শুধু এমন ব্যক্তির জন্য যিনি অন্তত ইসলামে বিশ্বাসী মুসলমান ছিল, যদিও সে কবীরাহ গুনাহকারী। কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ চলবে না (অনুবাদক)।

٤٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ.

৪৭৪৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বেহেশতের অধিবাসীরা সেখানে পানাহার করবে।

بَابُ فِيْ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি প্রসঙ্গে

٤٧٤٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُر إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ. ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلاَلِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا.

৪৭৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বেহেশত তৈরি করে জিবরীল (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি গিয়ে তা দেখে আসো। অতএব তিনি সেখানে গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে প্রতিপালক! আপনার ইজ্জতের শপথ! এটি সম্পর্কে যে-ই শুনবে সে তাতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না। তারপর তিনি (আল্লাহ) তাকে কষ্টসাধ্য বিষয়সমূহ দ্বারা বেষ্টিত করে পুনরায় বললেন, হে জিবরীল! এবার আবার গিয়ে তা দেখে আসো। অতএব তিনি আবার গিয়ে দেখে এসে বললেন, প্রভু হে, আপনার মর্যাদার শপথ! আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে যে, কেউই তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি (সা) বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা

দোযখ তৈরি করে বললেন, হে জিবরীল! তুমি গিয়ে তা দেখে আসো। অতএব তিনি গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রভু! আপনার ইজ্জতের শপথ! কেউই তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। তারপর আল্লাহ একে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি আকর্ষণে আচ্ছাদিত করে পুনরায় জিবরীল (আ)-কে বললেন, যাও তা দেখে আসো। তিনি সেখানে গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে রব্বুল আলামীন! তোমার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! আমার ভয় হচ্ছে যে, কেউই অবশিষ্ট থাকবে না, সকলেই তাতে প্রবেশ করবে।

بَابٌ فِي الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ হাওয কাওসারের বর্ণনা

٤٧٤٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

৪৭৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে যে হাওয্ রয়েছে তার বিস্তৃতি জারবাহ ও আয্‌রুহ-এর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

٤٧٤٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً قَالَ مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. قَالَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانَ مِائَةٍ.

৪৭৪৬। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (এক সফরে) ছিলাম এবং এক স্থানে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করার পর তিনি বললেন: হাওয কাওসারে যেসব লোক আমার নিকট উপস্থিত হবে, তাদের তুলনায় তোমরা মাত্র তাদের এক লাখ ভাগের এক ভাগ। তিনি (আবু হামযা) বললেন, আমি (যায়েদ ইবনে আরকামকে) বললাম, আপনারা তখন কতো লোক সেখানে ছিলেন? তিনি বললেন, সাত বা আট শত।

٤٧٤٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ أَغْفَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَإِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوْا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ انِفًا سُوْرَةً فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ حَتّٰى خَتَمَهَا فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ.

৪৭৪৭। আল-মুখতার ইবনে ফুলফুল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তন্দ্রাভিভূত হলেন। অতঃপর মুচকি হাসি দিয়ে মাথা তুলে তিনি তাদেরকে অথবা তাঁকে তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেনো হাসলেন? তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি পড়লেন, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে আল-কাওসার দান করেছি"। এভাবে তিনি সূরাটি সমাপ্ত করে বললেন, তোমরা কি জানো কাওসা কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, তা এমন একটি পানির প্রস্রবণ যা আমার প্রভু বেহেশতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাতে অসংখ্য কল্যাণ বিদ্যমান। তাতে হাওয কাওসারও রয়েছে। আমার উম্মতগণ কিয়ামতের দিন সেখানে উপস্থিত হবে। তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে (আকাশের) তারকার সমপরিমাণ।

٤٧٤٨- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا عُرِجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوْتُ الْمُجَيَّبُ أَوْ قَالَ الْمُجَوَّفُ فَضَرَبَ الْمَلَكُ الَّذِيْ مَعَهُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَلَكِ الَّذِيْ مَعَهُ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৪৭৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেহেশতে পরিভ্রমণ করানো হয়। তাঁর সামনে একটি নহর উপস্থিত করা হয় যার উভয় তীর ছিল নিরেট নীলকান্ত মনি দ্বারা সুশোভিত। যে ফেরেশতা তাঁর সাথে ছিলেন, তার হাতে আঘাত করলে কস্তুরী বেরিয়ে আসে। অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সফরসঙ্গী ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তিনি বললেন, এ হলো সেই কাওসার যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন।

٤٧٤٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ أَبُوْ طَالُوْتَ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِيْ فُلَانٌ بِاسْمِهِ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ فِي السِّمَاطِ قَالَ فَلَمَّا رَاٰهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هٰذَا الدَّحْدَاحُ فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّيْ أَبْقٰى فِيْ قَوْمٍ يُعَيِّرُوْنِيْ بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنِ الْحَوْضِ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِيْهِ شَيْئًا قَالَ أَبُوْ بَرْزَةَ نَعَمْ لَا مَرَّةً وَلَا ثِنْتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا وَلَا أَرْبَعًا وَلَا خَمْسًا فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا.

৪৭৪৯। আবদুস সালাম ইবনে আবু হাযিম আবু তালূত (র) বলেন, আমি আবু বারযা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সাথে সাক্ষাত করলেন। সেখানে লোকজনের সাথে উপস্থিত মুসলিম নামীয় এক ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, উবাইদুল্লাহ তাঁকে দেখে বললো, তোমাদের এই বেঁটে ও মাংসল মুহাম্মাদী। শায়খ (আবু বারযা) কথাটি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহচর্য লাভকারী আমার মতো ব্যক্তির এসব লোকের মধ্যে অবস্থান করা উচিৎ নয় যারা আমাকে (তাঁর সাহাবী হওয়ায়) দোষারোপ করে। উবাইদুল্লাহ তাকে বললো, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহচর্য লাভ তো আপনার জন্য গৌরবের বিষয়, দোষের বিষয় নয়। পুনরায় সে বলে, আমি আপনার নিকট হাওয কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন? আবু বারযা (রা) বলেন, হাঁ, একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয় (বহুবার শুনেছি)। যে ব্যক্তি তা মিথ্যা জানবে তাকে আল্লাহ তা থেকে পান করাবেন না। অতঃপর তিনি অসন্তুষ্ট অবস্থায় বের হয়ে চলে গেলেন।

بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কবরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তি প্রসঙ্গে

٤٧٥٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ فَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

৪৭৫০। আল-বারাআ ইবনে 'আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই মুসলমানকে যখন কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন সে এ সাক্ষ্য দেয়– আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। এ হলো আল্লাহর এ কালামের অর্থ– "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন..." (সূরা ইবরাহীম : ২৭)।

টীকা ঃ কবর বা সমাধি দ্বারা এখানে মাটির গর্তকে বুঝানো হয়নি, বরং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মধ্যকার সময়কে বুঝানো হয়েছে। এ সময়কে বা জগতকে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'আলমে বারযাখ' বলা হয়। কুরআনের ভাষায় : وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. "তাদের সামনে রয়েছে 'বারযাখ' (মধ্যবর্তী জগৎ) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত" (সূরা মুমিনূন : ১০০)। সুতরাং কাউকে যদি মাটি না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় বা পানিতে ফেলে দিলে পানির সাথে মিশে যায় বা বাঘ-ভাল্লুকে খেয়ে ফেলে ইত্যাদি কারণে সে কবর আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। কারণ সে আলমে বারযাখেই অবস্থান করছে। কবর আযাবের উপর বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ। পার্থিব জগতে বসে পরজগৎ সম্বন্ধে সম্যকভাবে ধারণা করা অসম্ভব। আর কোন জিনিস বুঝে না আসার অর্থ এই নয় যে, সে জিনিসের অস্তিত্ব নেই। বরং এতোটুকু বলা যায় যে, এ সম্বন্ধে আমি জানি না। অতএব কেমন করে কবরে মৃত ব্যক্তিকে বসানো হবে, কেমন করে সাপ-বিচ্ছু দংশন করবে বা কিভাবে ফেরেশতাগণ সওয়াল-জওয়াব করবে বা মুগুর পেটা করবে আর কিভাবে বা কবর বড়ো-ছোট করা হবে আমরা তো কিছুই দেখি না– এ ধরনের প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম, সেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্য কবর আযাব সম্বন্ধে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাই মুমিনের কর্তব্য (অনুবাদক)।

٤٧٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ أَبُوْ نَصْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلاً لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابُ هٰذِهِ الْقُبُوْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قَالُوْا وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُوْلُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنِ اللَّهُ تَعَالَى هَدَاهُ قَالَ كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ فَيُقَالُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُوْلُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ

لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلكِنَّ اللّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِي حَتّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِيْ فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِيْ فَيُقَالُ لَهُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

৪৭৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করে একটা শব্দ শুনে শঙ্কিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কবরগুলোর অধিবাসী কারা? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সেসব লোক যারা জাহিলী যুগে মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে দোযখের আযাব থেকে ও দাজ্জাল সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি জন্য? তিনি বললেন, যখন কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা এসে তাকে বলে, তুমি কার ইবাদত করতে? যদি আল্লাহ তাকে পথ দেখান তাহলে সে বলে, আমি আল্লাহর ইবাদত করতাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি এ ব্যক্তি (নবী সা) সম্বন্ধে কি বলতে? সে বলে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! এরপর আর তার কাছে অন্য কিছু জিজ্ঞেস না করে তাকে নিয়ে এমন একটি ঘরে যাওয়া হয় যা তার জন্য দোযখে (তৈরী) ছিল। অতঃপর তাকে বলা হয়, এ হলো তোমার ঘর যা দোযখে তোমার জন্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে এ থেকে রক্ষা করেছেন এবং দয়া করে এর পরিবর্তে তোমার জন্য বেহেশতে একখানা ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। তখন সে বলে, আমাকে একটু ছেড়ে দিন, আমি আমার পরিবার-পরিজনকে এ সুসংবাদটি দিয়ে আসি। তাকে বলা হবে, তুমি এখানে বসবাস করো। আর যখন কোনো কাফের ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলবে, তুমি কার ইবাদত করতে? সে বলবে, আমি জানি না। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চাওনি এবং (মুমিনদের) অনুসরণও করোনি। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সা) সম্বন্ধে তুমি কি বলতে? সে বলবে, অন্যান্য লোক যা বলতো আমিও অনুরূপ বলতাম। তখন তার দুই কানের মধ্যস্থলে লোহার হাতুড়ী দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়। এতে সে এমন জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টিজীব তা শুনতে পায়।

٤٧٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بِمِثْلِ هذَا

الإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ فَذَكَرَ قَرِيْبًا مِنْ حَدِيْثِهِ الأَوَّلِ قَالَ فِيْهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ زَادَ الْمُنَافِقَ وَقَالَ يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

৪৭৫২। আবদুল ওয়াহ্হাব (র) থেকে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সা) বলেন, যখন কোন লোককে কবরে রেখে তার সাথী-সঙ্গীরা এতটুকু দূরে চলে আসে যেখান থেকে সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে বলে... এরপর এ হাদীসখানার ভাষণ প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে কাফিরের সাথে মুনাফিকেরও উল্লেখ রয়েছে এবং বলা হয়েছে এভাবে– আর কাফির ও মুনাফিককে জিজ্ঞেস করা হবে এবং এরপর তিনি বলেন, তা (চিৎকার) শুনতে পায় মানব ও জিন ছাড়া যারা কবরের কাছে থাকে।

٤٧٥٣– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَهذَا لَفْظُ هَنَّادٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِيْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِى الأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. زَادَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ ههُنَا وَقَالَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ حِيْنَ يُقَالُ لَهُ يَا هذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ. قَالَ هَنَّادٌ قَالَ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِىَ الإِسْلاَمُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلاَنِ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللّهِ فَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. زَادَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ فَذلِكَ قَوْلُ اللّهِ تَعَالى يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَفِى الأخِرَةِ. ثُمَّ

اتَّفَقَا قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ
الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. قَالَ فَيَأْتِيهِ
مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا. قَالَ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ. قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ
فَذَكَرَ مَوْتَهُ. قَالَ وَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ
فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ
فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ
فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوْهُ
مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ
مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا. قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ
أَضْلاَعُهُ. زَادَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ قَالَ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمى أَبْكَمَ مَعَهُ
مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا. قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِهَا
ضَرْبَةً يَّسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا.
قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ.

৪৭৫৩। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে কবরের কাছে পৌছলাম। কিন্তু তখনও কবর খনন করা শেষ হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারিদিকে নীরবে তাঁকে ঘিরে বসলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তাঁর হাতে ছিল একখানা লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে দুই বা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) আশ্রয় প্রার্থনা করো। এখানে (বর্ণনাকারী) জারীর তার হাদীসে আরো উল্লেখ করেন– তিনি (সা) বলেন, সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা (দাফনকার্য সমাপন করে) ফিরে যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা হয়, ওহে! তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দীন কি ও নবী কে? হান্নাদ (র) বলেন, তিনি (সা) বলেছেন, এরপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব (প্রতিপালক) কে? তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। তাঁরা উভয়ে তাকে (আবার) জিজ্ঞেস করে, তোমার দীন কি? সে বলে, ইসলাম আমার দীন। পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করে, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত

হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি। জারীরের বর্ণিত হাদীসে আরো আছে, এটাই হলো আল্লাহর এ কালামের অর্থ: "যারা এ শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে ইহজীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম : ২৭)।

অতঃপর জারীর ও হান্নাদ উভয়ে একইভাবে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেছেন– অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য (তার কবর থেকে) বেহেশতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি (নবী সা) বলেন, ফলে তার দিকে বেহেশতের স্নিগ্ধকর হাওয়া ও তার সুগন্ধি বইতে থাকে। তিনি আরো বলেন, ঐ দরজা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

তিনি (সা) কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক বলেন, তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর ঐ দু'জনে আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করে, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তখন আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখ থেকে একখানা বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্য দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, তারপর তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। তিনি (সা) আরো বলেন, এছাড়া তার জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ফলে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। জারীরের হাদীসে আরো আছে, তিনি (সা) বলেছেন, অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ী থাকে, যদি এ (হাতুড়ী) দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে। নবী (সা) বলেন, তারপর সে (ফেরেশতা) তাকে তা দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে, এতে সে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে যা মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল সৃষ্টি জীবই শুনতে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটিতে বিলীন হয়ে যায়। তিনি বলেন, অতঃপর পুনরায় তাতে রূহ ফেরত দেয়া হয় (এভাবে অবিরাম শাস্তি চলতে থাকে)।

٤٧٥٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ أَبِي عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৪৭৫৪। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন... রাবী এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِيْ ذِكْرِ الْمِيْزَانِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ মীযান (ওজনদণ্ড) প্রসঙ্গে

٤٧٥٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ أَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِيْ ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِيْ يَمِيْنِهِ اَمْ فِيْ شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ. قَالَ يَعْقُوْبُ عَنْ يُوْنُسَ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِهِ.

৪৭৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কাঁদছো কেনো? তিনি বললেন, দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। আপনি কি কিয়ামতের দিন আপনার পরিবার-পরিজনের কথা মনে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অবশ্য তিনটি স্থান যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ রাখবে না– মীযানের কাছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে তার আমলের পরিমাণ কম হবে কি বেশী হবে; আমলনামা প্রাপ্তির স্থান, যখন বলা হবে, "লও আমার আমলনামা পাঠ করে দেখো" (সূরা হাক্কাহ : ১৯); কেননা তখন সকলেই পেরেশান থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে পাচ্ছে না পিছন দিক থেকে না বাম হাতে পাচ্ছে; আর পুলসিরাতের কাছে, যখন তা জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

بَابٌ فِى الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ- ২৭ ঃ দাজ্জালের বর্ণনা

٤٧٥٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ

نَبِيٌّ بَعْدَ نُوْحٍ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّيْ أُنْذِرُكُمُوْهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِيْ وَسَمِعَ كَلاَمِيْ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ قُلُوْبُنَا يَوْمَئِذٍ أَمِثْلَهَا الْيَوْمَ قَالَ أَوْ خَيْرٌ.

৪৭৫৬। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নূহ (আ)-এর পর যাঁরাই নবী হিসেবে এসেছেন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। আর আমিও তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (দাজ্জালের) বর্ণনা দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে এবং আমার কথা শুনেছে সেও হয়ত বা তার সাক্ষাত পেতে পারে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে আমাদের যেরূপ মন-মানসিকতা আছে তখনও কি এরূপ থাকবে? তিনি বললেন, হয়ত আরো উত্তম।

٤٧٥٧- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّيْ لأُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّيْ سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

৪৭৫৭। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসম্মুখে আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসার পরে দাজ্জালের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: প্রত্যেক নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করে গেছেন। নূহ (আ)-ও তাঁর কওমকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে যান। কিন্তু আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলবো যা অন্য কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলে যাননি। তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবে কানা; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্ধ নন।

بَابٌ فِي الْخَوَارِجِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ খারিজীদের প্রসঙ্গে

٤٧٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيْ جَهْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ.

৪৭৫৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি (মুসলিম) সমাজ পরিত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজ্জু তাঁর গর্দান থেকে খুলে ফেললো।

٤٧٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيْفٍ عَنْ أَبِى الْجَهْمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِيْ يَسْتَأْثِرُوْنَ بِهٰذَا الْفَيْءِ قُلْتُ أَمَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِيْ عَلٰى عَاتِقِيْ ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتّٰى أَلْقَاكَ أَوْ أَلْحَقَكَ قَالَ أَوَلاَ أَدُلُّكَ عَلٰى خَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ تَصْبِرُ حَتّٰى تَلْقَانِيْ.

৪৭৫৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার (ইনতেকালের) পরে শাসকগণ এসব ফায় নিজেদের জন্য আত্মসাৎ করলে তাদের সম্পর্কে তোমাদের ভূমিকা কি হবে? আমি বললাম, সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীন নিয়ে পাঠিয়েছেন! আমি আমার তরবারি আমার কাঁধে রাখবো এবং তা দিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাত করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত (আমরণ) লড়ে যাবো। তিনি (সা) বলেন: আমি কি তোমাকে এর চেয়ে একটা উত্তম পথ বলে দিবো না? তা হচ্ছে, আমার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত (আমরণ) তুমি ধৈর্য ধারণ করবে।

٤٧٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلّٰى بْنِ زِيَادٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُوْنَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ هِشَامٌ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ نَقْتُلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلُّوْا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ.

৪৭৬০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অচিরেই তোমাদের জন্য এমন সব নেতা নিযুক্ত হবে যাদের কিছু কার্যকলাপ তোমরা পছন্দ করবে এবং কিছু অপছন্দ করবে। তখন যে ব্যক্তি তার মুখ দিয়ে অস্বীকার করবে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার অন্তর দিয়ে অপছন্দ করবে সে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট মনে তা অনুকরণ করবে সে তার দীনকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করবে। অতঃপর বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদেরকে হত্যা করবো না? ইবনে দাউদ বলেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? তিনি (সা) বললেন: না, যতোক্ষণ তারা নামায পড়বে।

٤٧٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ. قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ.

৪৭৬১। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি তা ঘৃণা করলো সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলো। যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করলো সে নিরাপদ হলো। কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করলো এবং যে ব্যক্তি তার অন্তর দিয়ে অপছন্দ করলো।

٤٧٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

৪৭৬২। 'আরফাজাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে বিচিত্রমুখী দুর্নীতি ব্যাপকভাবে দেখা দিবে। মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের কাজকর্মে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে সে যে-ই হোক, তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করো।

بَابٌ فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ

অনুচ্ছেদ-২৯ : খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

٤٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ

فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَّأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْهُ قَالَ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

৪৭৬৩। উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) নাহরাওয়ানের অধিবাসীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ বা খাটো হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আছে, যদি তোমরা আনন্দে আত্মহারা না হও তাহলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সেই ওয়াদা সম্বন্ধে অবহিত করবো যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উবায়দা (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি একথা তাঁর থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, কা'বার প্রভুর শপথ!

٤٧٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِيْ تُرْبَتِهَا فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِيْ نَبْهَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِيْ كِلاَبٍ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَقَالَتْ يُعْطِيْ صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ قَالَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِيءُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقٌ قَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ إِذَا عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِيَ اللّٰهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُوْنِيْ قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيْدِ قَالَ فَمَنَعَهُ قَالَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هٰذَا أَوْ فِيْ عَقِبِ هٰذَا قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا وَاللّٰهِ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

৪৭৬৪। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু অপরিশোধিত স্বর্ণ পাঠালে তিনি তা চার ব্যক্তি, যথা– আকরা' ইবনে হাবিস আল-হানযলী আল-মুজাশিঈ, উয়াইনা ইবনে বদর আল-ফাযারী, যায়েদ আল-খায়ল আত-তাঈ, অতঃপর নাবহান গোত্রের এক ব্যক্তি এবং (অতিরিক্ত) আলকামা ইবনে উলাছাহ আল্-আমেরী এবং বনী কিলাব গোত্রের এক ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দেন। রাবী বলেন, এতে কুরাইশ ও আনসারগণ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, নাজদের অধিবাসীদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে। তিনি (নবী) বললেন, আমি তাদেরকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করার জন্য দিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কোটরাগত চোখ, উদ্যত চিবুক, ঘন দাড়ি ও মুড়ানো মাথাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করো। তিনি (সা) বললেন, আমিই যদি অবাধ্য হই তাহলে কে আর আল্লাহর আনুগত্য করবে? আল্লাহ তো আমাকে পৃথিবীবাসীর জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে নিয়োগ করেছেন; আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছো না! আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, আমার মতে, তিনি (হত্যার অনুমতিপ্রার্থী) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)। তিনি বলেন, তিনি (সা) তাকে নিষেধ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি চলে গেলে তিনি (সা) বলেন, তার বংশধর থেকে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যে গতিতে শিকারের দিকে ছুটে যায় তারাও অনুরূপভাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে এবং পৌত্তলিকদেরকে নিরাপদ রাখবে। যদি আমি তাদের সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে তাদেরকে হত্যা করবো, যেভাবে 'আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছে।

٤٧٦٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ وَمُبَشِّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِيَّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو قَالَ يَعْنِي الْوَلِيْدَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُوْنَ الْقِيْلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِعْلَ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَرْجِعُوْنَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوْقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ طُوْبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَيْسُوْا مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللّٰهِ تَعَالَى مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سِيْمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيْقُ.

৪৭৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও মতদ্বৈততা সৃষ্টি হব। তারা উত্তম উত্তম কথা বলবে, আর নিকৃষ্ট কাজ করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার হাড় অতিক্রম করবে না। তারা দীন (অর্থাৎ ইমামের আনুগত্য) থেকে এমনভাবে বিচ্যুত হবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছুটে যায়, তারা আর ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টিজগতে নিকৃষ্টতম। ঐ ব্যক্তি ভাগ্যবান যে তাদেরকে হত্যা করলো এবং তারা তাকে হত্যা করলো। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকে কিন্তু নিজেরা তার অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে সে-ই হবে আল্লাহর দরবারে (আমার উম্মতের মধ্যে) সর্বোত্তম। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের লক্ষণ কি হবে? তিনি বললেন, মাথা মুড়ানো গোষ্ঠী।

٤٧٦٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ وَالتَّسْبِيدُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمْ فَأَنِيمُوْهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ التَّسْبِيْدُ اسْتِئْصَالُ الشَّعْرِ.

৪৭৬৬। আনাস (রা) থেকেও অনুরূপ একখানা হাদীস বর্ণিত আছে। (যেখানে আরো আছে) তিনি বলেন, তাদের নিদর্শন হলো- তারা মাথা মুড়ানো ও টাকপড়া হবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে দেখলে হত্যা করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আত-তাসবীদ অর্থ চুল উপড়ে ফেলা।

٤٧٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَأْتِي فِيْ اخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِن خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৭৬৭। সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন,

যখন আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে হাদীস বর্ণনা করি, তখন তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আমার আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অতি প্রিয় মনে হয়। আর যখন আমি আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপার নিয়ে আলাপ করি তখন "যুদ্ধ হলো কৌশল"। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: শেষ যুগে এমন সব লোকজনের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যারা হবে বয়সে নবীন এবং প্রতিজ্ঞাহীন নির্বোধ। তারা তামাম মাখলূকের সর্বোত্তম কথা বলবে, তীর যেভাবে ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় তারাও অনুরূপভাবে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, তাদের ঈমান কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যেখানেই এ ধরনের লোকের সাক্ষাত পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে। কেনোনা যারা এদেরকে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তারা সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হবে।

٤٧٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ عَلِيٍّ الَّذِيْنَ سَارُوْا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ شَيْئًا وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَّكَلُوْا عَلَى الْعَمَلِ وَآيَةُ ذٰلِكَ أَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ أَفَتَذْهَبُوْنَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُوْنَ هٰؤُلاَءِ يَخْلُفُوْنَكُمْ إِلَى ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لأَرْجُوْ أَنْ يَّكُوْنُوْا هٰؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوْا فِيْ سَرْحِ النَّاسِ فَسِيْرُوْا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَّلَنِيْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً مَنْزِلاً حَتّٰى مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ. قَالَ فَلَمَّا

الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا السُّيُوفَ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ. قَالَ فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَاسْتَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ. قَالَ وَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلاَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ فَلَمْ يَجِدُوا قَالَ فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ فَكَبَّرَ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ يَحْلِفُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ ذُلٌّ لِلْعِلْمِ أَنْ يُجِيبَ الْعَالِمُ كُلَّ مَنْ سَأَلَهُ.

৪৭৬৮। সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব আল্‌-জুহানী (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি আলী (রা)-এর সাথে সেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন, যারা খারিজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গিয়েছিলেন। আলী (রা) বলেন, হে লোকসকল! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন একটি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যাদের কুরআন পাঠের সামনে তোমাদের তিলাওয়াত কিছুই নয়, তোমাদের নামায তাদের নামাযের তুলনায় কিছুই নয় এবং তোমাদের রোযা তাদের রোযার তুলনায় কিছুই নয়। তারা কুরআন পাঠ করবে সওয়াব লাভের ধারণা করে, কিন্তু ফল পাবে উল্টো। তাদের নামায তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেভাবে ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়, তারাও অনুরূপভাবে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। যেসব সৈন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা যদি সেই সওয়াবের কথা জানতে পারে যা তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখে তাদের জন্য বলেছেন, তাহলে তারা অন্যান্য আমল করা ত্যাগ করবে এবং এরই উপর নির্ভর করে বসবে। এই ফেরকার নিদর্শন হলো, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি থাকবে যার বাহু থাকবে কিন্তু হাত থাকবে না এবং তার বাহুর উপর (নারীর) স্তনের বোঁটার ন্যায় একটি বোঁটা থাকবে এবং তার উপর সাদা লোম থাকবে। তোমরা কি তোমাদের ছেলেমেয়ে ও ধন-সম্পদ এদের আয়ত্তে রেখে মুআবিয়া ও সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতে চাও? আল্লাহর শপথ! আমার ধারণা যে, এরাই

হচ্ছে (হাদীসে বর্ণিত) সেই সম্প্রদায়। কেনোনা এরা হারামভাবে রক্ত প্রবাহিত (নরহত্যা) করছে এবং চারণভূমি থেকে মানুষের পশু লুট করছে। অতএব তোমরা (তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য) আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হও।

সালামা ইবনে কুহাইল (র) বলেন, যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব তাদের (খারিজীদের) কাছে যাওয়ার ঘটনা পর্যায়ক্রমে আমার নিকট বর্ণনা করেন ও বলেন, অবশেষে আমরা একটি পুল অতিক্রম করে যখন দুই দল মুখামুখী হলাম– আর খারিজীদের দলপতি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব আর-রাসিবী। সে তাদেরকে বললো, তোমরা বল্লম নিক্ষেপ করো এবং খাপ থেকে তরবারি বের করো। এমন যেনো না হয় যে, তারা তোমাদেরকে শপথ দিয়ে বলবে যেমন হারূরার দিবসে তারা শপথ দিয়েছিল। তিনি বলেন, তারপর তারা বল্লম নিক্ষেপ করতে লাগলো ও খাপ থেকে তরবারি বের করলো এবং মুসলমানরা বল্লম নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রতিরোধ করলো এবং একের পর এক তারা নিহত হতে থাকলো। তিনি বলেন, ঐদিন আলী (রা)-এর পক্ষের দুই ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করলো। আলী (রা) বলেন, তোমরা নিহতদের মধ্যে মুখদাজ (ক্ষুদ্র হাতবিশিষ্ট)-কে খোঁজ করো; কিন্তু তারা তাকে পেলো না। রাবী বলেন, তারপর আলী (রা) নিজে উঠে পরস্পরের উপর পড়ে থাকা লাশের কাছে এসে বললেন, এদেরকে বের করো। তারা তাকে (মুখদাজকে) ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় পেয়ে গেলে তিনি আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে বললেন, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূলও (সঠিক সংবাদ) দিয়েছেন। এরপর উবায়দা আস্-সালমানী তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই! আপনি কি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, সেই আল্লাহর শপথ। যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। উবায়দা তিনবার শপথ করে তার নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনিও তিনবার শপথ করে একই কথা বলেন। আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, আলেম ব্যক্তির শান হলো, তার কাছে যা জানতে চাওয়া হয় তিনি তার জবাব দিবেন।

٤٧٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ ابْنِ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَضِيءِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أُطْلُبُوا الْمُخْدَجَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى فِي طِينٍ قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ قُرَيْطَقٌ لَهُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ شُعَيْرَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوعِ.

৪৭৬৯। আবুল ওয়াদী' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বললেন, তোমরা মুখদাজকে খুঁজে বের করো। অতঃপর হাদীসখানা পূর্বানুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর

তারা তাকে ভূলুণ্ঠিত লাশসমূহের নীচ থেকে (খুঁজে) বের করলো। আবুল ওয়াদী' আরো বলেন, তাকে দেখে আমার মনে হলো সে যেন হাবসী লোক, তার পরিধানে কা'বা (জুব্বা) ছিল। তার এক হাতের উপর মেয়েলোকের স্তনের বোঁটার অনুরূপ একটি বোঁটা ছিল এবং তাতে ইয়ারবু'র লেজের লোমের ন্যায় পশম ছিল (এক ধরনের ইঁদুর জাতীয় প্রাণী)।

٤٧٧٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعَنَا يَوْمَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ يُجَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَقِيرًا وَرَأَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِيْنِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِيٍّ مَعَ النَّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُرْنُسًا لِيْ قَالَ أَبُوْ مَرْيَمَ وَكَانَ الْمُخْدَجُ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الثُّدَيَّةِ وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ السِّنَّوْرِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عِنْدَ النَّاسِ اسْمُهُ حَرْقُوْسُ.

৪৭৭০। আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মুখদাজ (খোঁড়া হাতবিশিষ্ট) সেকালে আমাদের সাথে মসজিদে দিনরাত উঠা-বসা করতো এবং সে ছিল দিনহীন। আমি তাকে লোকজনের সাথে আলী (রা)-র আহারে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। আমি তাকে আমার একটি আলখাল্লা দান করেছিলাম। আবু মরিয়ম বলেন, মুখদাজকে নাফে' যু- সাদয়াহ (বোঁটাধারী) নামে ডাকা হতো। আর তার হাতে নারীর স্তনের বোঁটার ন্যায় একটি বোঁটা ছিল এবং বিড়ালের লোমের ন্যায় লোম ছিল।

بَابٌ فِيْ قِتَالِ اللُّصُوْصِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ চোরের মোকাবিলা করা সম্পর্কে

٤٧٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

৪৭৭১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কারো ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উপক্রম হলে এবং সে তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য।

٤٧٧٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا أَيُّوْبَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ أَوْ دُوْنَ دَمِهِ أَوْ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

৪৭৭২। সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তি তার মাল-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদ। একইভাবে কেউ তার পরিবার-পরিজন ও জীবন বা ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে সেও শহীদ।

টীকা ঃ আবু দাউদ (র) বলেন, মু'তাযিলাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাজার অথবা প্রায় দুই হাজার হাদীস প্রত্যাখ্যান করে (সম্পাদক)।

অধ্যায় ঃ ৪১

كِتَابُ الأَدَبِ

(আচার-ব্যবহার)

بَابٌ فِى الْحِلْمِ وَأَخْلاَقِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নবী (সা)-এর সহনশীলতা ও আখলাক-চরিত্র সম্বন্ধে

٤٧٧٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِيْ يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ أَذْهَبُ وَفِيْ نَفْسِيْ أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِيْ بِهِ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرُّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِى السُّوْقِ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِضٌ بِقَفَاىَ مِنْ وَرَائِيْ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ. قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَنَسٌ وَاللّٰهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِيْنَ أَوْ تِسْعَ سِنِيْنَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُ هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا.

৪৭৭৩। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি (মনে মনে) বললাম আল্লাহর শপথ! আমি যাবো না। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে প্রয়োজনে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে যাবো। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি রওয়ানা হয়ে বাজারে খেলাধূলারত বালকদের নিকট দিয়ে যেতে খেলায় মাতলাম। হঠাৎ পিছন দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমার ঘাড় ধরলেন। পিছন দিকে ফিরে আমি

দেখলাম যে, তিনি হাসছেন। তিনি বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছি তুমি সেখানে যাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হাঁ, আমি যাচ্ছি। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি সাত বছর অথবা নয় বছর তাঁর খেদমত করেছি; কিন্তু আমার মনে পড়ছে না যে, তিনি আমার কোনো কাজের জন্য আমাকে বলেছেন: তুমি এটা কেনো করেছো? অথবা কোনো কাজ না করলে তিনি আমার কৈফিয়ত তলব করেননি, এ কাজ কেনো করোনি।

٤٧٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فِيهَا أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا أَمْ أَلاَّ فَعَلْتَ هٰذَا.

৪৭৭৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আমি দশ বছর যাবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি। তখন আমি বালক ছিলাম। সব কাজ আমার মালিক যেভাবে করাতে চেয়েছেন সেভাবে করতে পারিনি। সেজন্য তিনি আমার প্রতি কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি এবং কখনো আমাকে বলেননি, তুমি এটা কেনো করেছো অথবা এটা কেনো করোনি।

٤٧٧٥- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حِينَ قَامَ فَنَظَرْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِدَاءً خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ أَحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَىَّ هٰذَيْنِ فَإِنَّكَ لاَ تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلاَ مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لاَ أَحْمِلُكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي جَبَذْتَنِي. فَكُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ لَهُ الأَعْرَابِيُّ وَاللّٰهِ لاَ أُقِيدُكَهَا فَذَكَرَ

الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَجُلاً فَقَالَ لَهُ اَحْمِلْ لَهُ عَلى بَعِيْرَيْهِ هذَيْنِ عَلى بَعِيْرٍ شَعِيْرًا وَعَلَى الاخَرِ تَمْرًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ انْصَرِفُوْا عَلى بَرَكَةِ اللّهِ.

৪৭৭৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মসজিদে বসতেন, কথাবার্তা বলতেন। অতঃপর তিনি যখন উঠে যেতেন আমরাও দাঁড়াতাম এবং তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতাম। একদিন তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন এবং তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম জনৈক বেদুঈন তাঁকে নাগালে পেয়ে তাঁর চাদর ধরে এমন জোরে টান দিলো যে, তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেলো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তাঁর চাদরটা ছিল খসখসে। তিনি ফিরে তাকালেন। বেদুঈন তাঁকে বললো, এ দুই উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য আমাকে দাও। কেনোনা তুমি তো তোমার নিজের মাল থেকেও দিচ্ছো না আর তোমার বাবার সম্পদ থেকেও দিচ্ছো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি; না, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি; না, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি আমাকে যে জোরে টান দিয়েছো তুমি তোমার উপর আমাকে তার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছুই দিবো না। বেদুঈনও বারবার বলছিল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে তার প্রতিশোধ (কিসাস) নেয়ার সুযোগ দিবো না। অতঃপর রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি একটি লোককে ডেকে এনে বললেন: তার এ দুই উটের একটিতে যব এবং অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দিয়ে দাও। এরপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কল্যাণ নিয়ে ফিরে যাও।

بَابٌ فِى الْوَقَارِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যদাবোধ

٤٧٧٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا قَابُوْسُ بْنُ أَبِيْ ظَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

৪৭৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উত্তম পথ, গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তম আচরণ এবং মিতাচার বা পরিমিতিবোধ নবুয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।

بَابُ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে

٤٧٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ الْعِينِ شَاءَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَيْمُونٍ.

৪৭৭৭। সাহল ইবনে মুয়ায (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার ক্রোধ বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও সংযত থাকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সকল সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে ডেকে নিবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমত যে কোন একজনকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দান করবেন।

٤٧٧٨- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ بِشْرٍ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ مَلأَهُ اللَّهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ دَعَاهُ اللَّهُ. زَادَ وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بِشْرٌ أَحْسِبُهُ قَالَ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ تَوَّجَهُ اللَّهُ تَاجَ الْمُلْكِ.

৪৭৭৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের কোনো একজনের পুত্র থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ডাকবেন, এর স্থানে বলেন, আল্লাহ তাকে শান্তি ও ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। এরপর আরো বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকে এবং বিশর (ইবনে মানসূর) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, নম্রতা ও সদাচার হিসেবে পরিত্যাগের কথা বলেছেন, আল্লাহ তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান

করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিবাহ করবে আল্লাহ তাকে রাজ-মুকুট পরিধান করাবেন।

٤٧٧٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّوْنَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ قَالُوا الَّذِيْ لاَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

৪৭৭৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা মনে করো? সাহাবাগণ বললেন, যাকে কেউ মল্লযুদ্ধে হারাতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, বরং প্রকৃত মল্লযোদ্ধা বীর হলো যেই ব্যক্তি রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় যা বলতে হবে

٤٧٨٠- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيْدًا حَتّٰى خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ أَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاذٌ يَأْمُرُهُ فَأَبٰى وَمَحِكَ وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَبًا.

৪৭৮০। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাদের একজনের রাগ এতো চরমে উঠলো যে, আমার মনে হচ্ছিল, রাগের প্রচণ্ডতায় বোধ হয় তার নাক ফেটে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি এমন একটি বাক্য জানি যা বললে রাগের প্রতিক্রিয়া চলে যাবে। তখন মু'আয (রা) বললেন,

হে আল্লাহর রাসূল! সেই বাক্যটি কি? তিনি বললেন, সে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"। আবদুর রহমান বলেন, তখন মু'আয (রা) তাকে তা পড়ার তাকিদ দিতে থাকলেন। কিন্তু সে তা পড়তে সম্মত হলো না এবং ঝগড়া করতে থাকলো এবং তার ক্রোধ আরো বেড়ে গেলো।

٤٧٨١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هٰذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِيْ يَجِدُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرٰى بِيْ مِنْ جُنُوْنٍ.

৪৭৮১। সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। ফলে এদের একজনের চোখ লাল হতে থাকে ও ঘাড়ের শিরা মোটা হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি অবশ্যই এমন একটি দোআ জানি এ ব্যক্তি তা বললে নিশ্চয়ই তার রাগ চলে যাবে। তাহলো: অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। লোকটি বললো, আপনি কি আমার পাগল ভাব দেখতে পাচ্ছেন!

٤٧٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ.

৪৭৮২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাঁড়ানো অবস্থায় যদি তোমাদের কারোর রাগের উদ্রেক হয় তাহলে সে যেনো বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ দূরীভূত হয় তো ভালো, অন্যথায় সে যেনো শুয়ে পড়ে।

٤٧٨٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا ذَرٍّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا أَصَحُّ الْحَدِيْثَيْنِ.

৪৭৮৩। ওয়াহ্ব ইবনে বাকিয়্যা (র)... বাকর (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যার (রা)-কে পাঠালেন... রাবী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, দু'টি হাদীসের মধ্যে (সনদের বিচারে) এটি অধিকতর সহীহ।

টীকা ঃ আবু দাউদের বর্ণনায় এটি মুরসাল হাদীস, কিন্তু ইমাম আহ্মাদের বর্ণনায় মারফূ' হাদীস (সম্পাদক)।

٤٧٨٤- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ وَائِلٍ الْقَاصُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

৪৭৮৪। আবু ওয়ায়েল আল্-কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উরওয়াহ ইবনে মুহাম্মাদ আস্-সা'দীর কাছে গেলাম। এক ব্যক্তি তার সাথে কথা কাটাকাটি করে তাকে রাগান্বিত করে ফেলে। অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং উযু করলেন। অতঃপর বললেন, আমার পিতা আমার দাদা আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রাগ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়েই নিভানো যায়। অতএব তোমাদের কারো ক্রোধের উদ্রেক হলে সে যেনো উযু করে নেয়।

بَابٌ فِي التَّجَاوُزِ فِي الأَمْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ক্ষমাশীলতা ও অপরাধ উপেক্ষা করা

٤٧٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا.

৪৭৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি কাজের যে কোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হতো তখন তিনি দু'টির মধ্যে সহজতরটিকেই গ্রহণ করতেন, যদি না তা পাপ কাজ হতো। আর যদি

তা পাপ কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা বা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের বেলায় তিনি আল্লাহর জন্য অবশ্যই তার প্রতিশোধ নিতেন।

٤٧٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا وَلاَ امْرَأَةً قَطُّ.

৪৭৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাদেমকে (অপরাধ সত্ত্বেও) এবং কোনো মহিলাকে মারধর করেননি।

٤٧٨٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ فِيْ قَوْلِهِ خُذِ الْعَفْوَ. قَالَ أُمِرَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ.

৪৭৮৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) আল্লাহ তা'আলার বাণী "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো" (সূরা আ'রাফ : ১৯৯) সম্পর্কে বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকজনের চারিত্রিক দুর্বলতা বা দোষক্রটি ক্ষমা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

بَابٌ فِيْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ লোকজনের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করা

٤٧٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ مَا بَالُ فُلاَنٍ يَقُولُ وَلٰكِنْ يَقُولُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا.

৪৭৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো ব্যক্তির কোনো কিছু সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি এভাবে বলতেন না– তার কি হলো যে, সে একথা বলে? বরং তিনি বলতেন, লোকজনের কি হলো যে, তারা এই এই বলে।

٤٧٨٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِيْ وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هٰذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَلْمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًا كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُوْمِ وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ.

৪৭৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তার শরীরে হলুদ রং-এর চিহ্ন ছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মুখের উপর তার দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করতে সংকোচবোধ করতেন। তাই লোকটি যখন চলে যেতে লাগলো তখন তিনি বললেন- তোমরা যদি এ ব্যক্তিকে তার চেহারার ঐ রং ধুয়ে ফেলতে বলতে। আর দাউদ (র) বলেন, সাল্‌ম আলী (রা) বংশীয় নন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি আদী ইবনে আরতাত (রা)-র সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি।

٤٧٩٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَاهُ جَمِيْعًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ.

৪৭৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মুমিন ব্যক্তি হয় সহজ-সরল ও ভদ্র প্রকৃতির, কিন্তু পাপিষ্ঠ হয় প্রতারক ও নির্লজ্জ।

٤٧٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَلَمَّا

دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لاتِّقَاءِ فُحْشِهِ.

৪৭৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন– গোত্রের নিকৃষ্ট লোক। অতঃপর তিনি বললেন- আসতে দাও। যখন সে ভিতরে প্রবেশ করলো তার সাথে তিনি নম্রভাবে কথা বললেন। (সে চলে যাওয়ার পর) আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ ব্যক্তির সাথে নম্রভাবে কথা বললেন, অথচ ইতিপূর্বে আপনি তার সম্পর্কে অন্য রকম মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট গণ্য হবে, যাকে মানুষ তার অশালীন কথার ভয়ে পরিত্যাগ করেছে।

٤٧٩٢- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فَقَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِيْنَ يُكْرَمُوْنَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ.

৪৭৯২। আয়েশা (রা) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আয়েশা! সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ ওরাই যাদেরকে মানুষ তাদের ব্যাক্যবাণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সম্মান করে।

٤٧٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ قَطَنٍ أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً الْتَقَمَ أُذُنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنَحِّيْ رَأْسَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يُنَحِّيْ رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَخَذَ بِيَدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يَدَعُ يَدَهُ.

৪৭৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন ব্যক্তি এসে কানে কানে কথা বললে যতোক্ষণ সে তার কান না সরাতো তার আগে তাঁকে কখনো নিজের কান সরিয়ে নিতে দেখিনি। আর কোনো ব্যক্তি তার হাত ধরলে যতোক্ষণ সে হাত না ছাড়তো ততোক্ষণ তিনি (নবী সা) তাঁর হাত বিচ্ছিন্ন করতেন না।

٤٧٩٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَمَّا اسْتَأْذَنَ قُلْتَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ. سُئِلَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَقَالَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً.

৪৭৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই। অতঃপর লোকটি প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে হাসিমুখে কথা বললেন। লোকটি চলে গেলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি যখন প্রবেশের জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছিল আপনি তখন তার সম্পর্কে বলেছিলেন, গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই; কিন্তু প্রবেশ করলে আপনি তার সাথে হাসিখুশীভাবে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা অশালীন ও অশোভনভাষীকে পছন্দ করেন না। আবু দাউদ (র)-কে নবী (সা)-এর বাণী 'গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা (অনুপস্থিতিতে সমালোচনা) কেবল নবী (সা)-এর জন্যই খাস (অপরের জন্য নয়)।

بَابٌ فِى الْحَيَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ লজ্জাশীলতা

٤٧٩٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيْمَانِ.

৪৭৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ভাইকে (অতিরিক্ত) লজ্জাশীলতার কারণে ভর্ৎসনা করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: একে ছেড়ে দাও; কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অঙ্গ।

٤٧٩٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَثَمَّ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَوَقَارًا وَمِنْهُ ضَعْفًا فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيْثَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ الْكَلاَمَ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلاَ أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ كُتُبِكَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِيْهٍ إِيْهٍ.

৪৭৯৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'লজ্জার সবটুকুই কল্যাণকর'। অধস্তন রাবী বুশাইর ইবনে কা'ব বলেন, আমরা বিভিন্ন পুস্তকে দেখতে পাই যে, লজ্জা দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয় এবং গাম্ভীর্য অর্জন করা যায় এবং তাতে দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়। ইমরান (রা) হাদীসখানা পুনরায় বললেন। বুশাইরও তার কথার পুনরোক্তি করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এতে ইমরান (রা) রাগান্বিত হয়ে যান, ফলে তার দুই চোখ লাল বর্ণ ধারণ করে এবং বলেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলছি আর তুমি এর বিপরীতে তোমার কিতাবের কথা উল্লেখ করছো। আবু কাতাদা (র) বলেন, আমরা বললাম, হে আবু নুজায়েদ! থামো থামো।

٤٧٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. سُئِلَ أَبُوْ دَاوُدَ أَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لاَ.

৪৭৯৭। আবু মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: পূর্বকালের নবীগণের যে কথাটি মানুষের কাছে পৌছেছে তা হলো:

যখন তুমি নির্লজ্জ হবে তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। আবু দাউদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, শো'বা (র)-এর সূত্রে আল-কা'নাবী কর্তৃক বর্ণিত আর কোনো হাদীস আছে কি? তিনি বলেন, না।

بَابٌ فِيْ حُسْنِ الْخُلُقِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী

٤٧٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى الإِسْكَنْدَرَانِىَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

৪৭৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে (দিনভর) রোযাদার এবং (রাতভর) ইবাদতকারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।

٤٧٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِيْ بَزَّةَ عَنْ عَطَاءٍ الْكَيْخَارَانِىِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. قَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْكَيْخَارَانِىَّ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوْبَ وَهُوَ خَالُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ يُقَالُ كَيْخَارَانِىٌّ وَكَوْخَارَانِىٌّ.

৪৭৯৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সচ্চরিত্রই হবে মীযানে (আমলনামার নিক্তিতে) সকল নেক আমলের মধ্যে সবচেয়ে ওজনদার (মীযানে সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিক ওজনদার আর কিছুই নেই)। আবুল ওলীদ (র) বলেন, আমি আতা আল-কায়খারানীকে বলতে শুনেছি, আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি হলেন ইয়া'কূবের পুত্র ইবরাহীম ইবনে নাফে'-এর মামা। কায়খারানী ও কাওখারানী উভয়ই বলা হয়।

٤٨٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَان الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا

أَبُوْ كَعْبٍ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

৪৮০০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে আমি তার জন্য বেহেশতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের যামিনদার; আর যে ব্যক্তি ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলে না আমি তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটি ঘরের জন্য দায়িত্বশীল এবং যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চে অবস্থিত একটি ঘরের যামিনদার।

٤٨٠١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ. قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ.

৪৮০১। হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জাওয়ায ও জা'যারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাওয়ায অর্থ অমার্জিত ও অসভ্য।

টীকা ঃ জা'যারী অর্থ অমার্জিত, অহংকারী ও আত্মগর্বী (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ الرِّفْعَةِ فِى الأُمُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কাজে-কর্মে অহমিকা প্রদর্শন দূষণীয়

٤٨٠٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الأَعْرَابِيُّ فَكَأَنَّ ذٰلِكَ شَقَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.

৪৮০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আদবা" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রীকে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) কখনো হারানো যেতো না। এক বেদুঈন তার একটি যুবতী উষ্ট্রী নিয়ে এসে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলো এবং সে তাতে বিজয়ী হলো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোনো কিছুর চরম উন্নতি লাভের পর আবার অবনতির দিকে প্রত্যাবর্তিত করা আল্লাহর চিরন্তন নীতি।

٤٨٠٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.

৪৮০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর কোন বস্তু উন্নতির সোপানে পৌঁছার পর সেটিকে অবনত বা ধ্বংস করা আল্লাহ তা'আলার কর্তব্য (প্রাকৃতিক বিধান)।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ التَّمَادُحِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ চাটুকারিতা নিন্দনীয়

٤٨٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنٰى عَلٰى عُثْمَانَ فِيْ وَجْهِهِ فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ تُرَابًا فَحَثَا فِيْ وَجْهِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِى وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ.

৪৮০৪। হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে উসমান (রা)-এর সামনে তার প্রশংসা আরম্ভ করলো। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) মাটি তুলে নিয়ে তার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা চাটুকারদের সাক্ষাৎ পেলে তাদের মুখমণ্ডলে মাটি নিক্ষেপ করবে।

٤٨٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَثْنٰى عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ثَلاَثَ

مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَحْسِبُهُ كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَقُوْلَ وَلاَ أُزَكِّيْهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى.

৪৪০৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অন্য এক লোকের প্রশংসা করলে তিনি তাকে (প্রশংসাকারীকে) তিনবার বলেন, তুমি তো তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমাদের কেউ একান্তই তার সাথীর প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেনো বলে, আমি তাকে এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহর কাছে তাকে নির্দোষ বলে ধারণা করি না।

٤٨٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْلَمَةَ سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِيْ انْطَلَقْتُ فِيْ وَفْدِ بَنِيْ عَامِرٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللّٰهُ قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ.

৪৪০৬। মুতাররিফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমরা বললাম, আপনি আমাদের নেতা। তিনি বললেন, প্রকৃত নেতা হলেন আল্লাহ! আমরা বললাম, আপনি মর্যাদার দিক থেকে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দানের মহান ব্রতে আপনি মহাত্মন। তিনি বললেন, তোমাদের একথা তোমরা বলতে পারো, অথবা তোমাদের এরূপ কিছু বলায় কোন অসুবিধা নেই। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি না বানায়।

بَابٌ فِي الرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বিনয় ও নম্রতা

٤٨٠٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُوْنُسَ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ.

৪৮০৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নম্র ও দয়ালু, তিনি নম্রতা ও বিনয় পছন্দ করেন। তিনি বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের লোককে যা দান করেন তা রূঢ় ও কঠোর স্বভাবের লোককে দান করেন না।

٤٨٠٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرِ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالُوْا حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُوْ إِلى هذهِ التِّلَاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِيْ يَا عَائِشَةُ ارْفَقِيْ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِيْ حَدِيْثِهِ مُحَرَّمَةً يَعْنِيْ لَمْ تُرْكَبْ.

৪৮০৮। আল-মিকদাম ইবনে শুরাইহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মরুভূমিতে বসবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরুভূমিতে এ ঝর্ণার দিকে যেতেন। তিনি একদা মরুভূমিতে ভ্রমণ করার মনস্থ করলেন এবং আমার কাছে বাহন হিসেবে তখনও অব্যবহৃত যাকাতের একটি উষ্ট্রী পাঠালেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আয়শা! (উষ্ট্রীর প্রতি) নম্রতা প্রদর্শন করো। কেনোনা কোনো কিছুর মধ্যে বিনয়-নম্রতা বিদ্যমান থাকলে তা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। কোনো কিছু থেকে তা অপসারণ করা হলে তা সেটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইবনুস সাব্বাহ (র) তার হাদীসে বলেন, 'মাহরামাহ' অর্থ ভারবাহী হিসেবে অব্যবহৃত।

٤٨٠٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ.

৪৮০৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যাকে নম্রতা ও বিনয়ের গুণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সকল প্রকার মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

٤٨١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الأَعْمَشُ

وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُوْنَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ الأَعْمَشُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّؤَدَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِيْ عَمَلِ الاخِرَةِ.

৪৮১০। মুস'আব ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরকালের আমল ছাড়া পার্থিব সকল ব্যাপারেই তাড়াহুড়া পরিহার করতে হবে।

টীকা ঃ আখেরাতের কাজ, অর্থাৎ নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ফরয হওয়ার পর বিলম্ব না করেই তা আদায় করবে। আর পার্থিব ব্যাপারসমূহ চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করে ধীরে-সুস্থে সম্পাদন করবে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ شُكْرِ الْمَعْرُوْفِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য

٤٨١١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ.

৪৮১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না। অথবা যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।

٤٨١٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَتِ الأَنْصَارُ بِالأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ لاَ مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ.

৪৮১২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাজিরগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনসাররাই তো সকল সওয়াব নিলেন (কেনোনা তারা তাদের সকল সম্পদ আমাদের খেদমতে দান করেছেন)। তিনি বললেন: না, যতোক্ষণ তোমরা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দোআ করবে ও তাদের প্রশংসা করবে।

٤٨١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ

فَمَنْ أَثْنٰى بِهٖ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ شُرَحْبِيْلُ يَعْنِيْ رَجُلاً مِنْ قَوْمِيْ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوْهُ فَلَمْ يُسَمُّوْهُ.

৪৮১৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কাউকে কিছু দান করা হলে সে যেনো সামর্থ্য থাকলে তার প্রতিদান দেয়। যদি সেই সামর্থ্য না থাকে তবে সে যেনো তার প্রশংসা করে। সে তার প্রশংসা করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি তা (অনুগ্রহ) গোপন রাখলো সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব (র) এ হাদীস উমারা ইবনে গাযিয়া-শুরাহ্বীল-জাবের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি শুরাহ্বীল, অর্থাৎ আমার গোত্রের একজন সদস্য। মনে হয় তারা তাকে অপছন্দ করতো, তাই তার নাম উল্লেখ করেনি।

٤٨١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُبْلِيَ بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.

৪৮১৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি অনুদান পেয়ে দানকারীর প্রশংসা করলো সে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো আর যে ব্যক্তি অনুদান গোপন করলো সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলো।

بَابٌ فِي الْجُلُوْسِ بِالطُّرُقَاتِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ পথিপার্শ্বে বসা সম্বন্ধে

٤٨١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِيْ ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِيْ ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بُدٌّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

৪৮১৫। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা পথিপার্শ্বে বসা সম্পর্কে সতর্ক হও (অথবা তা পরিহার করো)। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে না বসে তো আমাদের উপায় নেই। আমরা তথায় আলাপ-আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যদি তোমাদের একান্তই বসতে হয় তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ নিষেধ করা।

٤٨١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِرْشَادُ السَّبِيْلِ.

৪৮১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাস্তায় বসার কর্তব্য প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, (পথভুলা ব্যক্তিকে) রাস্তা বা পথ দেখানো।

٤٨١٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى النَّيْسَابُوْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ.

৪৮১৭। জারীর ইবনে হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলতে শুনেছি: বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে এবং পথহারাকে পথ দেখাবে।

٤٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ ابْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ فُلاَنٍ اجْلِسِيْ فِيْ أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكِ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيْسَى حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا وَقَالَ كَثِيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ.

৪৮১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে এক প্রয়োজনে এসেছি। তিনি বললেন, হে অমুকের মা! তোমার সুবিধা মতো রাস্তার যে কোনো গলিপথে বসো এবং আমি তোমার কাছে বসে তোমার প্রয়োজন পূরণ করবো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সে মহিলা বসলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বসে থাকলেন যাবত না তার প্রয়োজন পূরণ হলো।

٤٨١٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِيْ عَقْلِهَا شَيْءٌ بِمَعْنَاهُ.

৪৮১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারীর বুদ্ধি-জ্ঞানে কিছুটা জড়তা ছিল... পূর্বোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী।

بَابٌ فِيْ سِعَةِ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে বসার স্থান প্রশস্ত করা

٤٨٢٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ.

৪৮২০। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বসার জন্য উত্তম হলো প্রশস্ত স্থান বা ময়দান। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান হলেন আমর ইবনে আবু আমরাহ আল-আনসারীর পুত্র।

بَابٌ فِى الْجُلُوْسِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি বসা

٤٨٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الشَّمْسِ وَقَالَ مَخْلَدٌ

فِى الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِى الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِى الظِّلِّ فَلْيَقُمْ.

৪৮২১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ রোদের মধ্যে বসা অবস্থায় সেখানে ছায়া এসে যাওয়ায় তার দেহের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় পড়ে গেলে সে যেনো সেখান থেকে উঠে যায়।

টীকা ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই সময় দেহের কিছু অংশ রোদে ও কিছু অংশ ছায়ায় রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর (সম্পাদক)।

٤٨٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِى الشَّمْسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ.

৪৮২২। কায়েস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা দানরত অবস্থায় এসে রোদে দাঁড়ালেন। তখন তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তাকে ছায়ায় আনা হয়।

بَابٌ فِى التَّحَلُّقِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ গোলাকার হয়ে বসা

٤٨٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنِي الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ بْنُ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ مَا لِيْ أَرَاكُمْ عِزِيْنَ.

৪৮২৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ বিচ্ছিন্নভাবে এক এক স্থানে কয়েকজন করে মসজিদের মধ্যে গোলাকার হয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, আমার কি হলো, আমি যে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি!

٤٨٢٤- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا قَالَ كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ.

৪৮২৪। আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো তাদের একতাবদ্ধভাবে বসাকে পছন্দ করেছেন।

٤٨٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَارْكَانِيُّ وَهَنَّادٌ أَنَّ شَرِيكًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي.

৪৮২৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতাম, তখন আমাদের যে কোনো ব্যক্তি সভার প্রান্তের খালি জায়গায় বসতো।

بَابُ الْجُلُوْسِ وَسْطِ الْحَلْقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃত্তের মাঝখানে বসা

٤٨٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ.

৪৮২৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বৃত্তের (গোলাকার হয়ে বসা লোকজনের) মাঝখানে গিয়ে উপবেশনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْمُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ কেউ অপরের বসার জন্য নিজের স্থান থেকে উঠে গেলে

٤٨٢٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى لآلِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ فِيْ شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَّجْلِسَ فِيْهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ.

৪৮২৭। সা'ঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাক্ষী দেয়ার জন্য আবু বাকরা (রা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন তার জন্য জনৈক ব্যক্তি তার স্থান ছেড়ে দাঁড়ালো। কিন্তু তিনি সেখানে বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আরো নিষেধ করেন- কোন ব্যক্তি যেনো তার হাত এমন কাপড়ে না মোছে যা তাকে দেয়া হয়নি।

٤٨٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

৪৮২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করলে অন্য এক ব্যক্তি তার জন্য তার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালো। সে সেখানে বসার জন্য যেতে থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সেখানে বসতে) নিষেধ করলেন।

بَابُ مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالَسَ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যাদের সংস্পর্শে বসা উচিত

٤٨٢٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ.

৪৮২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হলো কমলা-লেবু, যার ঘ্রাণ পবিত্র এবং যা সুস্বাদু। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না

তার উদাহরণ হলো খেজুর, যা সুস্বাদু কিন্তু ঘ্রাণহীন। আর যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ লতাগুল্ম, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ কিন্তু স্বাদ তিক্ত। অপর পক্ষে যে পাপী ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না সে হানযালা বৃক্ষের ফল সদৃশ, যার স্বাদ তিক্ত কিন্তু গন্ধ নেই। আর পুণ্যবান ও সৎলোকের সংসর্গ হলো কস্তুরী বিক্রেতার সাথে তুলনীয়। তুমি কস্তুরী না পেলেও তার সুবাস পাবে এবং অসৎ লোকের সংসর্গ হলো কামাড়ের সাথে তুলনীয়। যদিও কালি ও ময়লা না লাগে, তবে ধুমা থেকে কোন প্রকারেই তুমি রক্ষা পাবে না।

٤٨٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْكَلاَمِ الأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَثَلَ جَلِيْسِ الصَّالِحِ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ.

৪৮৩০। আনাস (রা)-আবু মূসা (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের শুরু থেকে 'তার স্বাদ তিক্ত' পর্যন্ত বর্ণনা করেন। রাবী ইবনে মু'আযের বর্ণনায় আরো আছে, আনাস (রা) বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম, সৎকর্মশীল সাথীর উদাহরণ... এরপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৪৮৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন: সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٣٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلاَنَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ.

৪৮৩২। আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: তুমি মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেনো মোত্তাকী লোকে খায়।

٤٨٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ.

৪৮৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের ও রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেনো লক্ষ করে যে, কার সাথে সে বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছে।

٤٨٣٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِي ابْنَ الأَصَمِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ الأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

৪৮৩৪। আবু হুরায়রা (রা) মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আত্মাসমূহ দলে দলে যুথবদ্ধ ছিল। যার সাথে পরিচয় ছিল তার সাথে তার বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় এবং যাদের মধ্যে পরিচয় ছিল না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ الْمِرَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ বিরোধ বা বিবাদ করা নিন্দনীয়

٤٨٣٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا.

৪৮৩৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কোনো সাহাবাকে কোনো কাজে পাঠাতেন তখন তাকে নির্দেশ দিতেন: তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ শোনাও, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না, আর সহজ করো, কঠিন করো না।

٤٨٣٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوْا يُثْنُوْنَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُوْنِّي فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ أُمِّي كُنْتَ شَرِيْكِي فَنِعْمَ الشَّرِيْكُ كُنْتَ لاَ تُدَارِيْ وَلاَ تُمَارِيْ.

৪৮৩৬। আস-সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে সাহাবারা আমার প্রশংসা ও সুনাম করতে আরম্ভ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তার সম্বন্ধে তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি সত্য বলেছেন, আপনি আমার (সফরের) সাথী ছিলেন। আপনি কতো উত্তম সুজন! আপনি না আমার বিরোধিতা করেছেন; আর না আমার সাথে বিবাদ করেছেন।

بَابُ الْهَدْيِ فِي الْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কথা বলার আদব-কায়দা

٤٨٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَّرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

৪৮৩৭। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (সাহাবাগণকে নিয়ে) আলাপ-আলোচনা করতেন, তখন তিনি প্রায়ই চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতেন।

٤٨٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ كَانَ فِيْ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيْلٌ أَوْ تَرْسِيْلٌ.

৪৮৩৮। মিস'আর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন শায়েখকে মসজিদে বলতে শুনেছি, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও মন্থর গতিসম্পন্ন।

٤٨٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ كَلاَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَمًا فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ.

৪৮৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারতো।

٤٨٤٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ قَالَ زَعَمَ الْوَلِيْدُ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ وَعُقَيْلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.

৪৮৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহর প্রশংসার সাথে আরম্ভ করা হয় না তা হয় পঙ্গু। আবু দাউদ (র) বলেন, ইউনুস, উকাইল, শুআইব ও সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র) এ হাদীস আয-যুহ্‌রী (র)-নবী (সা) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ খুৎবাহ (ভাষণ) সম্বন্ধে

٤٨٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

৪৮৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে খুতবায় (বক্তৃতায়) আল্লাহর একত্ব ও রিসালাতের সাক্ষ্য থাকে না তা পঙ্গু হাত সদৃশ।

بَابٌ فِيْ تَنْزِيْلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ স্তর বা পদমর্যাদা অনুসারে লোকদের সাথে আচরণ

٤٨٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَابْنُ أَبِيْ خَلَفٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ

الْيَمَانِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ ابْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ أَنَّ عَائِشَةَ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيْلَ لَهَا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مَيْمُوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ.

৪৮৪২। মায়মূন ইবনে আবু শাবীব (র) থেকে বর্ণিত। এক ভিক্ষুক আয়েশা (রা)-র নিকট এলে তিনি তাকে এক টুকরা রুটি দান করেন। পোশাক পরিহিত ও সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট আর এক ব্যক্তি এলে তিনি তাকে বসালেন এবং খেতে দিলেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মানুষের সাথে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে আচরণ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) বর্ণিত হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, মায়মূন (র) আয়েশা (রা)-র সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

টীকা ঃ আবু দাউদ (র)-এর মতে এটি মওকূফ হাদীস, অর্থাৎ আয়েশা (রা)-র বক্তব্য। অপর একটি সনদ সূত্রেও এটি আয়েশা (রা)-র বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে (সম্পাদক)।

٤٨٤٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ أَبِيْ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

৪৮৪৩। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই প্রবীণ মুসলমানকে সম্মান প্রদর্শন এবং কুরআনের ধারক-বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি না নিয়ে বসা

٤٨٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنٰى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.

৪৮৪৪। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উভয়ের অনুমতি না নিয়ে কেউ যেনো দুই ব্যক্তির মাঝখানে না বসে।

٤٨٤٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.

৪৮৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উভয়ের অনুমতি গ্রহণ না করে (একত্রে বসা) দুই ব্যক্তিকে পৃথক করে দেয়া (তাদের মাঝখানে বসে) কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।

بَابٌ فِي جُلُوْسِ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মানুষের কিভাবে বসা উচিৎ

٤٨٤٦- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

৪৮৪৬। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাঁটুদ্বয় খাড়া করে তা তাঁর হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বসতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম হাদীস শাস্ত্রে একজন প্রত্যাখ্যাত (বর্জিত) শায়খ।

টীকা ঃ হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইমাম আবু দাউদ ও দারা কুতনীর মতে প্রত্যাখ্যাত রাবী, ইবনে আদীর মতে বিশ্বস্ত রাবীগণ তার হাদীস গ্রহণ করেন না। ইবনে হিব্বানের মতে তিনি জাল হাদীস রচয়িতা। হাকেমের মতে তিনি দুর্বল রাবীদের নিকট থেকে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদও অজ্ঞাত পরিচয় রাবী (সম্পাদক)।

٤٨٤٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَدَّتَاىَ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ قَالَ مُوْسٰى بِنْتِ حَرْمَلَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيْهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَشِعَ وَقَالَ مُوْسَى الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ.

৪৮৪৭। মাখরামা (রা)-র কন্যা কাইলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হাঁটুদ্বয় খাড়া করে তা দুই হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বসতে দেখছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিনীতভাবে বসা অবস্থায় দেখে ভয়ে শিউরে উঠলাম।

بَابٌ فِي الْجِلْسَةِ الْمَكْرُوْهَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টিকটু পদ্ধতিতে বসা

٤٨٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرٰى خَلْفَ ظَهْرِيْ وَاتَّكَأْتُ عَلٰى أَلْيَةِ يَدِيْ فَقَالَ أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ.

৪৮৪৮। আমর ইবনুস শারীদ (র) থেকে তার পিতা শারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আমার বাম হাত পিঠের পিছে নিয়ে তার পাতার উপর বসেছিলেন। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের মতো বসছো, যারা অভিশপ্ত।

بَابٌ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ এশার নামাযের পর নৈশ আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে

٤٨٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثِ بَعْدَهَا.

৪৮৪৯। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পূর্বে ঘুমাতে ও ঐ নামাযের পরে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করতেন।

টীকা ঃ এশার নামাযের পর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ নয়, অবশ্য অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কখনো তাঁর সাহাবীগণের সাথে গভীর রাত পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করতেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি চার হাঁটু হয়ে বসে

٤٨٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِيْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ.

৪৮৫০। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায সমাপন করার পর চার জানু হয়ে সস্থানে বসে থাকতেন সূর্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত।

টীকা ঃ ডান হাঁটু ডান দিকে, বাম হাঁটু বাম দিকে কাৎ করে ডান পায়ের পাতা বাম দিকে এবং বাম পায়ের পাতা ডান দিকে ছড়িয়ে বসা (বাজলুল মাজহুদ)। সংস্কৃত ভাষায় পদ্মাসন আর স্থানীয় চলতি ভাষায় 'আসন' করে বসা বলে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي التَّنَاجِيْ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কানাঘুষা করা সম্বন্ধে

٤٨٥١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْتَجِيْ اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ.

৪৮৫১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি যেনো তাদের অপর সঙ্গীকে (একাকী) রেখে কানাঘুষা না করে। কেনোনা তা তাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পারে।

٤٨٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَأَرْبَعَةٌ قَالَ لاَ يَضُرُّكَ.

৪৮৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :... উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। আবু সালেহ (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, লোক চারজন হলে? তিনি বললেন, তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি নেই।

بَابٌ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ কেউ তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে

٤٨٥٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

৪৮৫৩। সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কাছে বসা ছিলাম এবং তার কাছে একটি বালকও ছিল। অতঃপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলো। আমার পিতা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি বৈঠক থেকে চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসে তাহলে সে পূর্বের স্থানে বসার বেশী হকদার।

٤٨٥٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ كَعْبٍ الإِيَادِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ.

৪৮৫৪। কা'ব আল-ইয়াদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু দারদা (রা)-এর সাক্ষাতে যেতাম। আবু দারদা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও বসতেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসাতাম। এরপর তিনি বৈঠক

থেকে কোথাও উঠে গেলে এবং পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলে তাঁর জুতা জোড়া বা অন্য কিছু রেখে যেতেন। এর দ্বারা তাঁর সাহাবাগণ তাঁর ফিরে আসার ইচ্ছা জ্ঞাত হতেন এবং বৈঠকে বসে অপেক্ষা করতে থাকতেন।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ

অনুচ্ছেদ ঃ যিকির না করে কোনো ব্যক্তির মজলিস থেকে উঠে যাওয়া মাকরূহ

٤٨٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

৪৮৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে সম্প্রদায় কোনো সমাবেশে একত্র হয়ে পুনরায় চলে যাবার সময় তাতে আল্লাহকে স্মরণ না করেই চলে গেলে তা যেন গাধার শবদেহ। আর তা তাদের জন্য দুঃখ ও পরিতাপের কারণ হবে।

٤٨٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً.

৪৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে বসলো কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করলো না তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বঞ্চনা নেমে আসবে। আর কোনো ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহর নাম নিলো না তার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে বঞ্চনা নেমে আসবে।

بَابٌ فِيْ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ মজলিসের কাফ্ফারা

٤٨٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ كَلِمَاتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ

فِيْ مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلاَ يَقُوْلُهُنَّ فِيْ مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلاَّ خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيْفَةِ سُبْحَانَكَ اَللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

৪৮৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়টি বাক্য আছে যা কোন ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় তিনবার উচ্চারণ করলে উক্ত বাক্যগুলো তার ঐ মজলিসের ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি উক্ত বাক্যগুলো কোনো উত্তম মজলিসে ও যিকিরের মজলিসে পাঠ করে তাহলে পুস্তিকায় সীল মোহর করার অনুরূপ তা তার জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে। বাক্যগুলো হলো : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা"। "হে আল্লাহ! মহিমা তোমার, আমি তোমার প্রশংসা সহকারে শুরু করছি। তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং অনুতপ্ত হয়ে তোমার নিকট ফিরে আসছি"।

٤٨٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ بِنَحْوِ ذلِكَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِيْ عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ذلِكَ.

৪৮৫৮। আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِىُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنى أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِأَخِرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اَللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا مَضى. قَالَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِى الْمَجْلِسِ.

৪৮৫৯। আবু বারযা আল-আস্‌লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বৈঠক শেষ করে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন– "হে আল্লাহ! প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি,

আপনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন করছি"। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি যে বাণী পাঠ করলেন অতীতে তো আপনি তা পাঠ করেননি? তিনি বললেন, মজলিসে যা কিছু হয়ে থাকে একথাগুলো তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য।

بَابٌ فِيْ رَفْعِ الْحَدِيْثِ مِنَ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ মজলিসে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন

٤٨٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْوَلِيدِ وَنَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ فِيْ هذَا الْحَدِيْثِ قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِيْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

৪৮৬০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার সাহাবীগণের কেউ যেনো অপর সাহাবী সম্পর্কে আমার কাছে কোনো অভিযোগ না করে। কারণ আমি তোমাদের নিকট প্রশান্ত অন্তরে আসতে ভালোবাসি (বিরক্তিকর অনুভূতি নিয়ে নয়)।

بَابٌ فِى الْحَذْرِ مِنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ লোকজন সম্পর্কে সতর্ক থাকা

٤٨٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنِ سَيَّارٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيْسَى بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَّبْعَثَنِيْ بِمَالٍ إِلى أَبِيْ سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِيْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْتَمِسْ صَاحِبًا قَالَ فَجَاءَنِيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُرِيْدُ الْخُرُوْجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَأَنَا

لَكَ صَاحِبٌ قَالَ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا قَالَ فَقَالَ مَنْ قُلْتُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ إِذَا هَبَطْتَ بِلاَدَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ أَخُوْكَ الْبِكْرِيُّ فَلاَ تَأْمَنْهُ. فَخَرَجْنَا حَتّٰى إِذَا كُنْتُ بِالأَبْوَاءِ قَالَ إِنِّي أُرِيْدُ حَاجَةً إِلٰى قَوْمِي بِوَدَّانَ فَتَلْبَثُ لِي قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلّٰى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَدَدْتُ عَلٰى بَعِيْرِي حَتّٰى خَرَجْتُ أُوْضِعُهُ حَتّٰى إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِيْ فِيْ رَهْطٍ قَالَ وَأَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا رَاٰى أَنْ قَدْ فُتُّهُ انْصَرَفُوْا وَجَاءَنِيْ فَقَالَ كَانَتْ لِيْ إِلٰى قَوْمِيْ حَاجَةٌ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ وَمَضَيْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلٰى أَبِيْ سُفْيَانَ.

৪৮৬১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ফাগওয়া আল্-খুযাঈ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের মধ্যে কিছু মাল বণ্টন করার উদ্দেশ্যে আমাকে আবু সুফিয়ানের (রা) কাছে পাঠাবার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, তুমি একজন সাথী সংগ্রহ করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমর ইবনে উমায়্যা আদ-দামরী আমার কাছে এসে বললেন, জানতে পারলাম, আপনি নাকি সফরে যেতে চান এবং একজন সাথী খুঁজছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমিই সাথী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জানালাম, আমি একজন সাথী পেয়েছি। তিনি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, আমর ইবনে উমায়্যা আদ-দামরী। তিনি বললেন, তুমি যখন তার গোত্রের এলাকায় পৌঁছবে তখন তার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেনোনা প্রবাদ প্রচলিত আছে : "আপন ভাইকেও নিজের জন্য নিরাপদ ভেবো না"। অতঃপর আমরা যাত্রা করে আল-আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলো। আমর ইবনে উমায়্যা বললো, আমি আমার গোত্রের কাছে এক দরকারে যাচ্ছি। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি বললাম, আপনি যান, কিন্তু যেনো রাস্তা ভুলে না যান। তিনি চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সতর্ক) বাণী মনে পড়লে আমি আমার হাওদা উটের উপর শক্ত করে বেঁধে তাড়াহুড়া করে দ্রুত আল-আসাফ নামক স্থানে উপস্থিত হলে তিনিও সদলবলে আমার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। আমি অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পিছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হয়ে যাই। তাতে তারা ফিরে যায় এবং আমর ইবনে উমাইয়্যা আমার কাছে এসে বলে, গোত্রের লোকদের কাছে আমার বিশেষ কাজ ছিল। আমি বললাম, হাঁ। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে মক্কায় উপস্থিত হলাম এবং আবু সুফিয়ানের কাছে মালগুলো হস্তান্তর করলাম।

٤٨٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

৪৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একই গর্ত থেকে মু'মিন ব্যক্তি দু'বার দংশিত হয় না।

بَابٌ فِيْ هَدْيِ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ব্যক্তির হাঁটার পদ্ধতি

٤٨٦٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ.

৪৮৬৩। আনাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পথ চলতেন তখন মনে হতো তিনি যেনো সামনে ঝুঁকে হাঁটছেন।

٤٨٦٤- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيْحًا إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَهْوِىْ فِيْ صَبُوْبٍ.

৪৮৬৪। আবুত তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখেছেন? তিনি বললেন, সাদা রং মিশ্রিত, দর্শনীয় আর তিনি যখন হাঁটতেন তখন মনে হতো যে, তিনি যেনো নীচু স্থানে অবতরণ করছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি এক পা-এর উপর অপর পা রাখে

٤٨٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّضَعَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. زَادَ قُتَيْبَةُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

৪৮৬৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পায়ের উপর অন্য পা রাখতে নিষেধ করেছেন। কুতাইবা (র)-এর বর্ণনায় আছে, কোনো ব্যক্তি যেনো তার এক পায়ের উপর অপর পা না তোলে। কুতাইবা (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে : অর্থাৎ সে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায়।

টীকা ঃ অর্থাৎ চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় কেউ যেনো এক পা অপর পায়ের উপর তুলে না রাখে। তাতে অজান্তে আবরণীয় অঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করে তা করা দূষণীয় নয় (সম্পাদক)।

٤٨٦٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

৪৮৬৬। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে চিত হয়ে মসজিদে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

٤٨٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ.

৪৮৬৭। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব ও উসমান ইবনে আফফান (রা) উভয়ে তা করতেন।

بَابٌ فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ কথাও আমানতস্বরূপ

٤٨٦٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

৪৮৬৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলার পর মুখ ফিরিয়ে নিলে তা (সে কথা) আমানতস্বরূপ (তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা জায়েয নয়)।

٤٨٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ أَخِيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

৪৮৬৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকল মজলিসই আমানতস্বরূপ, তিন প্রকার মজলিস ব্যতীত। তা হলো- (১) অবৈধভাবে খুন করার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত মজলিস অথবা (২) যেনার মজলিস অথবা (৩) অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাত করার মজলিস।

٤٨٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

৪৮৭০। আবদুর রহমান ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত হবে- স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যৌন সম্ভোগ করলো। পরে স্বামী এ গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করে দিলো (সেদিন আল্লাহর কাছে এটাই হবে বড়ো খিয়ানত)।

بَابٌ فِي الْقَتَّاتِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ চোগলখোর সম্পর্কে

٤٨٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

৪৮৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

بَابٌ فِيْ ذِى الْوَجْهَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ : দ্বিমুখী চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে

٤٨٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.

৪৮৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দ্বিমুখী চরিত্রের মানুষ সর্বাধিক নিকৃষ্ট। তারা এক রূপ ধরে এক দলের কাছে আসে এবং অপর দলের কাছে অন্য চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

٤٨٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ ابْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ نُعَيْمِ بنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ

৪৮৭৩। আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবীতে দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের কিয়ামতের দিন আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে।

بَابٌ فِى الْغِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ : গীবত (কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা)

٤٨٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

৪৮৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

জিজ্ঞেস করা হলো– গীবত কী? তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে (তার অসাক্ষাতে) তোমার এমন কিছু বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তাহলে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।

٤٨٧٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

৪৮৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সাফিয়্যা (রা)-এর ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ তিনি বেঁটে। তিনি বললেন: তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে তাতে সমুদ্রের পানির রং পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেয়া হলেও আমি কারো অনুকরণ করা পছন্দ করবো না।

٤٨٧٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

৪৮৭৬। সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের মানসম্মানে হস্তক্ষেপ করা ব্যাপকভাবে প্রচলিত সুদের অন্তর্ভুক্ত (গুরুতর অন্যায়)।

٤٨٧٧– حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ.

৪৮৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমান ব্যক্তির সম্মানে আঘাত হানা গুরুতর (কবীরা) গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং একবার গালি দেয়ার পরিবর্তে দু'বার গালি দেয়াও কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত।

٤٨٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ قَالاَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ لَيْسَ فِيهِ أَنَسٌ.

৪৮৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মি'রাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আচড় মারছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো– যারা মানুষের গোশত খেতো (গীবত করতো) এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে উসমান (র) বাকিয়া (র)-এর সূত্রে। তাতে আনাস (রা)-র উল্লেখ নেই।

٤٨٧٩- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى السَّيْلَحِينِيُّ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى.

৪৮৭৯। আবুল মুগীরা (র) থেকে এই সনদসূত্রে ইবনুল মুসাফ্ফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

৪৮৮০। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ওহে সেই সকল লোক যারা শুধু শুধু মুখেই ঈমান এনেছে, অথচ ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না ও দোষক্রটি খুঁজে বেড়াবে না। কেনোনা যারা তাদের দোষক্রটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষক্রটি অনুসরণ করবেন। আর আল্লাহ্ কারো দোষক্রটি অনুসন্ধান করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপমানিত করে ছাড়বেন।

٤٨٨١- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أُكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৮৮১। আল-মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের গীবত করে এক গ্রাস খাবে আল্লাহ্ তাকে এজন্য জাহান্নাম থেকে সমপরিমাণ খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষক্রটি বর্ণনার পোশাক পরবে আল্লাহ তাকে অনুরূপভাবে জাহান্নামের কাপড় পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (কুৎসা বর্ণনা) দ্বারা নাম-যশ ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌঁছবে- আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে অনুরূপ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রদর্শনীমূলক তাকওয়া অবলম্বন করে পার্থিব সুযোগ লুটবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে তাকে প্রদর্শনকারীদের এবং নাম-যশের কাঙ্গালদের অনুরূপ কঠোর শাস্তি দিবেন যার চর্চা মুখে মুখে হতে থাকবে (অনুবাদক)।

٤٨٨٢- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

৪৮৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের জান-মাল ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোনো ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে।

بَابُ الرَّجُلِ يَذُبُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর মানসম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ অবলম্বন করে

٤٨٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمَعَافِرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أُرَ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَ مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلَى جِسْرِ جَهَ يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

.হল ইবনে মুয়ায ইবনে আনাস আল্‌-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিক বেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার শরীর দোযখ থেকে রক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার লক্ষ্যে তাকে দোষারোপ করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের সেতুর উপর প্রতিরোধ করে রাখবেন যতোক্ষণ না তার আচরণের ক্ষতিপূরণ হয়।

٤٨٨٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اللّٰهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللّٰهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ

هذَا هُوَ ابْنُ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قِيلَ عُتْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ مَوْضِعَ عُقْبَةَ.

৪৮৮৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু তালহা ইবনে সাহল আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্য কোনো মুসলমানের মানসম্মান বিনষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্যপ্রাপ্তি কামনা করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের মানসম্মান নষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্যপ্রাপ্তি কামনা করে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও উকবা ইবনে শাদ্দাদ। আবু দাউদ (র) বলেন, এই ইবনে সুলাইম হলেন নবী (সা)-এর মুক্তদাস যায়েদ (রা)-র পুত্র। আর ইসমাঈল ইবনে বাশীর হলেন বনূ মাগালার মুক্তদাস। উকবা-এর স্থলে উকবা ইবনে শাদ্দাদ বলা হয়েছে।

بَابُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যার গীবত করা গীবত হিসেবে গণ্য হয় না

٤٨٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْجُشَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُوْلُوْنَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا إِلَى مَا قَالَ قَالُوْا بَلَى.

৪৮৮৫। জুনদুব (রা) বলেন, এক বেদুঈন এসে তার উটটি বসিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালে পর সে তার উটের কাছে এসে তার বাঁধন খুলে তাতে আরোহণ করলো, অতঃপর সজোরে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদ (সা)-কে দয়া করুন এবং আমাদের দয়ার সাথে কাউকে

শরীক না করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা বলো তো, সে বেশি অজ্ঞ না তার উট? সে কি বলেছে তা তোমরা কি শুনোনি? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَحِلُّ الرَّجُلُ قَدْ اغْتَابَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অপবাদ দিলে সে তার জন্য বৈধ

٤٨٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ أَبِيْ ضَيْغَمٍ أَوْ ضَمْضَمٍ شَكَّ ابْنُ عُبَيْدٍ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِيْ عَلَى عِبَادِكَ.

৪৮৮৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কি আবু দায়গাম বা আবু দামদাম-এর অনুরূপ হতে অপারগ? তিনি প্রতি দিনের সূচনায় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আমার মান-ইজ্জতকে তোমার বান্দাদের জন্য দান-খয়রাত করলাম।

٤٨٨٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ اَبِىْ ضَمْضَمٍ قَالُوْا وَمَنْ اَبُوْ ضَمْضَمٍ قَالَ رَجُلٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمَعْنَاهُ قَالَ عِرْضِيْ لِمَنْ شَتَمَنِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَمِّيِّ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ حَمَّادٍ أَصَحُّ.

৪৮৮৭। আবদুর রহমান ইবনে আজলান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ কি আবু দামদাম-এর অনুরূপ হতে অপারগ? লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আবু দামদাম কে? তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বেকার জাতির এক ব্যক্তি... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। সে বললো, যে ব্যক্তি আমাকে গালি দেয় তার জন্য আমার মান-ইজ্জত উৎসর্গিত। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস হাশেম ইবনুল কাসেম (র) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আম্মী-ছাবেত-আনাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ-এর হাদীস অধিকতর সহীহ।

টীকা ঃ হাদীসের তাৎপর্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের আগেকার কালের আবু দামদাম নামক ব্যক্তিকে কেউ গালি দিলে বা ভর্ৎসনা করলে তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন না। কাতাদা (র) বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার সমালোচনাকারীকে মাফ করে দিতে পারে আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করে– হে আল্লাহ! আমার সমালোচনাকারীকে আমি অগ্রিম ক্ষমা করে দিলাম। তাতে সমালোচনাকারীর গুনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে (সম্পাদক)।

بَابُ فِي التَّجَسُّسِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মানুষের ছিদ্রান্বেষণ (গোয়েন্দাগিরি)

٤٨٨٨- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ عَوْفٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا.

৪৮৮৮। মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তুমি যদি মানুষের গোপন দোষত্রুটি অনুসন্ধান করো তাহলে তাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলবে অথবা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে দিবে। অতঃপর আবু দারদা (রা) বললেন, একথা মু'আবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর দ্বারা লাভবান করুন।

٤٨٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ.

৪৮৮৯। জুবাইর ইবনে নুফাইর, কাছীর ইবনে মুররা, আমর ইবনুল আসওয়াদ, আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব ও আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমীর (শাসক) জনগণকে দোষী সন্দেহ করলে তাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলবে।

٤٨٩٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقِيْلَ هذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلكِنْ إِنْ يَّظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

৪৮৯০। যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মাসঊদ (রা)-র নিকট এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এনে বলা হলো, এ অমুক ব্যক্তি যার দাড়ি দিয়ে মদ টপকে পড়ছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমাদের জন্য গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি প্রকাশ্যে কোনো অন্যায় আমাদের সামনে ধরা পড়ে তাহলে এজন্য আমরা তাকে পাকড়াও করবো।

بَابٌ فِى السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মুসলমানের ত্রুটি গোপন রাখা

٤٨٩١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَشِيْطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً.

৪৮৯১। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি (কারো মধ্যে) কোনো গোপনীয় ত্রুটি দেখতে পেয়েও তা গোপন রাখলো সে যেনো জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জীবন দান করলো।

٤٨٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَشِيْطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ جِيْرَانَنَا هؤُلاَءِ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَإِنِّيْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ فَقَالَ دَعْهُمْ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلى عُقْبَةَ مَرَّةً أُخْرى فَقُلْتُ إِنَّ جِيْرَانَنَا قَدْ أَبَوْا أَنْ يَّنْتَهُوْا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ قَالَ وَيْحَكَ دَعْهُمْ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَيْثٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لاَ تَفْعَلْ وَلٰكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدْهُمْ.

৪৮৯২। কা'ব ইবনে আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল হাইসাম (র)-কে উল্লেখ করতে শুনেছেন, তিনি উকবা ইবনে আমের (রা)-এর সচিব দুখাইনা-কে বলতে শুনেছেন, আমাদের এক প্রতিবেশী পরিবার মাদক সেবন করতো। আমি তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তা ত্যাগ করেনি। আমি উকবা ইবনে আমের (রা)-কে বললাম, আমাদের ঐসব প্রতিবেশী পরিবার মাদক সেবন করে। আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি কিন্তু তারা বিরত হয়নি। তাই আমি এখন পুলিশ ডেকে আনতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। এরপর আবার আমি উকবা (রা)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করলাম, আমাদের সেই প্রতিবেশীরা মদ পান থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করেছে। আমি পুলিশ ডেকে আনতে যাচ্ছি। তিনি এবার বললেন, তোমার জন্য দুঃখ! তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ত্যাগ করো। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... অতঃপর মুসলিম ইবনে ইবরাহীম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীস সম্পর্কে লাইস (র)-এর থেকে বর্ণনা করে আবু দাঊদ (রা) বলেন, তিনি বলেন, বরং তাদেরকে উপদেশ দাও এবং হুমকি দাও।

بَابُ الْمُؤَاخَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

٤٨٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৮৯৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সুতরাং সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ত্যাগ করবে না (বা তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না)। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তার বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।

بَابُ الْمُسْتَبَّانُ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ পরস্পর গালিগালাজকারী ব্যক্তিদ্বয়

٤٨٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِيْ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ.

৪৮৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পরস্পর ভর্ৎসনাকারীদ্বয়ের মধ্যে যে প্রথমে শুরু করে উভয়ের দোষ তার উপর বর্তায়, যাবত না শেষোক্তজন সীমালংঘন করে।

بَابٌ فِى التَّوَاضُعِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ বিনয় ও নম্রতা সম্বন্ধে

٤٨٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَبْغِيْ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

৪৮৯৫। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা বিনয়ী হও, যতোক্ষণ না একে অপরের উপর অত্যাচার করে এবং অহংকার করে।

بَابٌ فِى الإِنْتِصَارِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ প্রতিশোধ গ্রহণ সম্বন্ধে

٤٨٩٦- حَدَّثَنَا عِيْسَي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِيْ بَكْرٍ فَاذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ اذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ اذَاهُ الثَّالِيَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حِيْنَ انْتَصَرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَوَجَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ.

৪৮৯৬। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে নিয়ে বসা ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু আবু বকর (রা) কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার সে আবার আবু বকর (রা)-কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার সে আবু বকর (রা)-কে গালি দিলে এবং কষ্ট দিলে এবার তিনি তার প্রতিশোধ নিলেন। আবু বকর (রা) যখন প্রতিশোধ নিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আসমান থেকে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছিলেন এবং তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তুমি তার প্রতিশোধ নিলে তখন শয়তান এসে উপস্থিত হয়েছে। অতএব শয়তান এসে যাওয়াতে আমি আর বসতে পারি না।

٤٨٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَسَاقَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

৪৮৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে গালি দিচ্ছিল... পরবর্তী বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, সাফওয়ান ইবনে ঈসা (র) ইবনে আজলান (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন যেমন সুফিয়ান (র) বলেছেন।

٤٨٩٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الاِنْتِصَارِ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ. فَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيْهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَزَعَمُوْا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فَطَنْتُهُ لَهَا فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقْحَمُ لِعَائِشَةَ فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِيَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ سُبِّيهَا فَسَبَّتْهَا فَغَلَبَتْهَا فَانْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَةَ وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَانْصَرَفَتْ فَقَالَتْ لَهُمْ إِنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ وَجَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ.

৪৮৯৮। ইবনে আওন (র) বলেন, আমি প্রতিশোধ গ্রহণ ও আল্লাহর বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম– "তবে নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না" (সূরা শূরা : ৪১)। আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদ'আন তার বিমাতা উম্মু মুহাম্মাদ থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন, ইবনে আওন বলেন, তাদের বর্ণনানুযায়ী তার বিমাতা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট যাতায়াত করতেন। মুহাম্মাদ বলেন, উম্মুল মু'মিনীন (আয়েশা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং তখন আমার কাছে (উম্মুল মুমিনীন) যয়নব বিনতে জাহশ (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি (সা) হাত দিয়ে কিছু করতে শুরু করলেন [অর্থাৎ তিনি আয়েশা (রা)-কে স্পর্শ করতে চাইলেন]। আমি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে যয়নবের উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন। এরপর যয়নব (রা) অগ্রসর হয়ে আয়েশা (রা)-কে বকতে লাগলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বকতে নিষেধ করলেন কিন্তু তিনি বিরত হলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে বললেন, তুমিও তাকে গালি দাও। তারপর আয়েশা (রা)-ও তাকে গালি দিলেন এবং তাকে পরাভূত করলেন। অতঃপর যয়নব (রা) আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন যে, আয়েশা (রা) তোমাদের গালি দিয়েছে এবং এই কাজ করেছে। অতঃপর ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এলে তিনি (সা) বললেন, কা'বার প্রভুর শপথ! নিশ্চয়ই সে (আয়েশা) তোমার পিতার প্রিয়পাত্রী। একথা শুনে তিনি (ফাতিমা) ফিরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, আমি তাঁকে (আব্বাকে) এই এই কথা বলেছি এবং এর উত্তরে তিনি এই এই কথা বলেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন।

بَابُ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى

অনুচ্ছেদ-৪২ : মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ

٤٨٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ وَلاَ تَقَعُوْا فِيْهِ.

৪৮৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কোনো সাথী মারা গেলে তাকে বাদ দাও এবং তার সম্পর্কে কটূক্তি করো না।

٤٩٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ.

৪৯০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের গুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দোষচর্চা থেকে বিরত থাকো।

بَابٌ فِى النَّهْيِ عَنِ الْبَغْيِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ বিদ্রোহ ও জুলুম নিষিদ্ধ

٤٩٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَانَ رَجُلاَنِ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالاخَرُ مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الاخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُوْلُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِيْ وَرَبِّيْ أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيْبًا فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ لِهٰذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِيْ عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِيْ يَدِيْ قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلاخَرِ اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى النَّارِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقَتْ دُنْيَاهُ وَاخِرَتَهُ.

৪৯০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে সমকক্ষ দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের একজনে পাপকাজ করতো এবং অপরজন সর্বদা ইবাদতে সচেষ্ট থাকতো। যখনই ইবাদতে রত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখতো তখনই তাকে পাপাচার থেকে বিরত থাকতে বলতো। একদিন সে তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখে বললো, তুমি হেন কাজ থেকে বিরত থাকো। সে বললো, আমাকে আমার প্রভুর উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? সে বললো, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা তোমাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর দু'জনকেই মৃত্যু দিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি ইবাদতে রত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলে? অথবা তুমি কি আমার হাতে যা আছে তার উপর ক্ষমতাবান ছিলে? এবং পাপাচারীকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং আমার রহমতে বেহেশতে প্রবেশ করো। আর অপর ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন, তোমরা একে দোযখে নিয়ে যাও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! সে এমন উক্তি করেছে যার ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই বরবাদ হয়ে গেছে।

٤٩٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

৪৯০২। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর ন্যায় অন্য কাউকে পৃথিবীতে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেয়ার পরও পরকালের শাস্তিও তার জন্য জমা করে রাখেননি (এরা দু'জন উভয় স্থানেই শাস্তি ভোগ করবে)।

بَابٌ فِي الْحَسَدِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষ

٤٩٠٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ.

৪৯০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা অবশ্যই হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করবে। কেনোনা আগুন যেভাবে কাঠকে অথবা ঘাসকে হজম করে ফেলে, অনুরূপভাবে হিংসা-বিদ্বেষও মানুষের নেক আমলকে হজম করে ফেলে।

٤٩٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوْهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّيْ صَلاَةً خَفِيْفَةً دَقِيْقَةً كَأَنَّهَا صَلاَةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيْبًا مِّنْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِيْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ أَرَأَيْتَ هٰذِهِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ أَوْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ قَالَ إِنَّهَا الْمَكْتُوْبَةُ وَإِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْطَأْتُ إِلاَّ شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ تُشَدِّدُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ غَدَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَلاَ تَرْكَبُ لِتَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ قَالَ نَعَمْ فَرَكِبُوْا جَمِيْعًا فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادَ أَهْلُهَا وَانْقَضَوْا وَفَنُوْا خَاوِيَةً عَلَى عُرُوْشِهَا فَقَالَ أَتَعْرِفُ هٰذِهِ الدِّيَارَ فَقَالَ مَا أَعْرَفَنِيْ بِهَا وَبِأَهْلِهَا هٰذِهِ دِيَارُ قَوْمٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُوْرَ الْحَسَنَاتِ وَالْبَغْيُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ وَالْعَيْنُ تَزْنِيْ وَالْكَفُّ وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَاللِّسَانُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

৪৯০৪। সাহ্ল ইবনে আবু উমামা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তার পিতা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) মদীনার গভর্ণর থাকাকালে মদীনায় আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি খুবই সংক্ষেপে নামায পড়লেন, যেনো তা মুসাফিরের নামায অথবা প্রায় তার অনুরূপ। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমার পিতা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়ার্দ্র হোন! আমাকে বলুন, এটা কি ফরয নামায

না নফল নামায? তিনি বলেন, এটা ফরয নামায এবং তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায (তাঁর নামাযের অনুরূপ)। আমি ভুল করিনি, তবে তার যতোটুকু বিস্মৃত হয়েছি। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলতেন: তোমরা নিজেদের উপর কঠোরতা চাপিও না; ফলে তোমাদের উপর কঠোরতা চাপিয়ে দেয়া হবে। অতীতে একটি সম্প্রদায় নিজেদের জন্য কঠোরতা অবলম্বন করেছিল, ফলে আল্লাহও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিলেন। তাদের অবশেষ (উত্তরসূরি) দৃষ্টিগোচর হয় মঠে ও নির্জন প্রকোষ্ঠে। (অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন) "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ– তা তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য চালু করেছিল। আমি তাদেরকে এ বিধান দেইনি" (সূরা হাদীদ : ২৭)। পরবর্তী দিন সকালে তিনি গেলেন এবং বললেন, তুমি কি আরোহণ করবে না যাতে তুমি স্বচক্ষে তাদের দেখতে পাও এবং উপদেশ গ্রহণ করতে পারো? অতএব তারা সদলবলে সফর করলেন এবং একটি এলাকায় পৌঁছলেন যার বাসিন্দাগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, অতীতের মধ্যে বিলীন হয়েছে এবং বাসস্থানের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এই জনপদ চিনতে পেরেছো? তিনি বলেন, এ হলো সেই জাতির জনপদ যাদের স্বৈরাচার ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদের ধ্বংস করেছে। নিশ্চয়ই ঈর্ষা-বিদ্বেষ সৎকর্মের নূরকে নিভিয়ে দেয় এবং স্বৈরাচার তাকে সত্যে বা মিথ্যায় পরিণত করে। চোখ যেনা করে এবং হাত-পা, দেহ, জবান ও লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে।

بَابٌ فِي اللَّعْنِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ : অভিশাপ দেয়া

٤٩٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ نِمْرَانَ يَذْكُرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ وَهِمَ فِيهِ.

৪৯০৫। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো বান্দা কোনো বস্তুকে অভিশাপ দেয় তখন ঐ অভিশাপ

আকাশের দিকে ধাবিত হয়। অতঃপর সেই অভিশাপের আকাশে উঠার পথকে বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য রওয়ানা হয়, কিন্তু পৃথিবীতে আসার পথও বন্ধ করে দেয়ায় সে ডানে বামে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে অন্য কোনো পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ করা হয়েছে তার কাছে ফিরে আসে। তখন সেই বস্তু যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহলে তার উপর ঐ অভিশাপ পড়ে, অন্যথায় অভিশাপকারীর উপরই তা পতিত হয়। আবূ দাউদ (র) বলেন, মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ বলেছেন, তিনি হলেন রবাহ ইবনুল ওলীদ, যিনি নিমরানের কাছে শুনেছেন। মারওয়ান আরো বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে হাসসান এ সম্পর্কে সন্দেহের শিকার হয়েছেন।

٤٩٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَلاَعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلاَ بِالنَّارِ.

৪৯০৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আল্লাহর অভিসম্পাত, আল্লাহর গযব বা দোযখের দ্বারা অভিশাপ দিও না।

টীকা ঃ অর্থাৎ এভাবে বলো না, তোমার উপর আল্লাহর গযব পড়ুক ইত্যাদি (সম্পাদক)।

٤٩٠٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ.

৪৯০৭। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: (কিয়ামতের দিন) অভিশাপকারীগণ সুপারিশকারীও হতে পারবে না এবং সাক্ষী দানকারীও হতে পারবে না।

٤٩٠٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانٌ ح وَحَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ زَيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيْحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ

تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

৪৯০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বায়ুকে অভিশাপ দিলো এবং মুসলিম (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে ওলটপালট হলে সে বাতাকে অভিশাপ দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি বাতাসকে অভিশাপ দিও না, কেননা সে নির্দেশপ্রাপ্ত। যা অভিশাপযোগ্য নয় কেউ তাকে অভিশাপ দিলে তা অভিশাপকারীর উপরই পতিত হয়।

بَابُ فِيْمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ যে ব্যক্তি জালিমকে বদদোয়া করে

٤٩٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَبِّخِيْ عَنْهُ.

৪৯০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার কিছু জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেলে তিনি চোরকে অভিশাপ দিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি চোরের শাস্তি হ্রাস করো না।

بَابٌ فِيْ هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে

٤٩١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ.

৪৯১০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না, একে অপরের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, বরং আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। যে কোনো মুসলমানের জন্য তার কোনো ভাইয়ের সাথে (রাগ করে) তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে বিচ্ছিন্ন থাকা জায়েয নয়।

٤٩١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

৪৯১১। আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো মুসলমানের পক্ষে তার কোনো ভাইয়ের সাথে (রাগ করে) তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। দু'জন পথিমধ্যে মুখোমুখি হলে একজন এদিকে এবং অপরজন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ দু'জনের মধ্যে সে-ই উত্তম যে সর্বাগ্রে সালাম দেয়।

٤٩١٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ السَّرْخَسِيُّ الرِّبَاطِيُّ أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِى الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ. زَادَ أَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

৪৯১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে কোনো ঈমানদার ব্যক্তির সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখবে। অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উভয়ের সাক্ষাত হলে একজন সালাম দিলে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সালামের উত্তর দিলে উভয়ই সালামের সওয়াব লাভ করবে। আর যদি (দ্বিতীয় ব্যক্তি) সালামের জবাব না দেয় তাহলে সে গুনাহগার হবে। আহ্‌মাদ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, সালামকারী সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

٤٩١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُنِيْبِ يَعْنِي الْمَدَنِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثَةٍ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ.

৪৯১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে থাকা সমীচীন নয়। অতঃপর যখন সে তার সাক্ষাত পেলো তখন যে পরপর তিনবার তাকে সালাম দিলো কিন্তু সে একবারও উত্তর দিলো না, তাহলে সে তার গুনাহসহ প্রত্যাবর্তন করলো।

٤٩١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

৪৯১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য তার অপর (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিন দিনের বেশী থাকা জায়েয নয়। অতঃপর সে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় সম্পর্ক পরিত্যাগ করে থাকা অবস্থায় মারা গেলো, সে দোযখে প্রবেশ করলো।

٤٩١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى الْوَلِيدِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ.

৪৯১৫। আবু খিরাশ আস্-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখলো সে যেনো তাকে হত্যা করলো।

٤٩١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى

أَنْ مَاتَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِذَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ لِلّٰهِ فَلَيْسَ مِنْ هٰذَا بِشَيْءٍ وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ غَطَّى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ.

৪৯১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা হয়। অতঃপর ঐদিন মুশরিক অংশীবাদী ও ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা পোষণকারীরা ছাড়া সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হয়। বলা হয়, তোমরা এ দু'জনকে শত্রুতা পরিহার করার অবকাশ দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ দিন যাবত তাঁর কোন স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ইবনে উমার (রা) আমৃত্যু তার এক পুত্রের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশে হয়ে থাকলে তাতে কোনো গুনাহ হবে না। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) এক ব্যক্তি থেকে তার মুখমণ্ডল আড়াল করে রেখেছেন।

بَابٌ فِي الظَّنِّ

অনুচ্ছেদ-৪৮ : সন্দেহ করা

٤٩١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا.

৪৯১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সাবধান! তোমরা সন্দেহ পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। কেনোনা সন্দেহ পোষণ হলো সর্বাধিক মিথ্যাচার। পরস্পরের বিরুদ্ধে তথ্যানুসন্ধান করো না এবং গোয়েন্দাগিরি করো না।

بَابٌ فِي النَّصِيْحَةِ وَالْحِيَاطَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ : আন্তরিকতা ও নিরাপত্তা বিধান

٤٩١٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

৪৯১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক মুমিন ব্যক্তি অন্য মুমিন ব্যক্তির জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মু'মিনের ভাই। একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতি তাকে হেফাজত করে।

بَابٌ فِيْ إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ পরস্পরের মধ্যে আপোষরফা করা

٤٩١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.

৪৯১৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি কি তোমাদেরকে রোযা, নামায ও দান-খয়রাতের চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন কাজের কথা বলবো না? সাহাবাগণ বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: পরস্পরের মধ্যে আপোসরফা করা। আর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগানো হলো ধ্বংসের কারণ।

٤٩٢٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا.

৪৯২০। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে দু'জনের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য কিছু কথা বাড়িয়ে বলে। আহমাদ ও মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে: যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে আপোসরফা করার জন্য কিছু উত্তম কথা বলে এবং কিছু বাড়িয়ে বলে- সে মিথ্যাবাদী নয়।

٤٩٢١- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلَ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلَ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلَ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

৪৯২১। উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুধু তিনটি ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার অনুমতি দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি শুনিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: যে ব্যক্তি সংশোধন ও সন্ধি স্থাপনকল্পে যেসব কথা বলে থাকে এজন্য তাকে আমি মিথ্যাবাদী মনে করি না। আর যুদ্ধের সময় যুদ্ধ কৌশল হিসেবে যেসব কথা বলা হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে যা বলে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা বলে।

بَابٌ فِي الْغِنَاءِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ সঙ্গীত সম্বন্ধে

٤٩٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةَ بُنِيَ بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدَفٍّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِي هذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

৪৯২২। মু'আব্বিয্ ইবনে আফরা (রা)-এর কন্যা রুবাঈ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বাসর রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমার বিছানায় এমনভাবে বসলেন, যেমনটি তুমি (খালিদ ইবনে যাকওয়ান) বসে আছো। অতঃপর কয়েকটি বালিকা তাদের দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত আমার বাপ-চাচার

গুণগান করছিল। এক পর্যায়ে একটি বালিকা বললো– "আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি জানেন কি হবে আগামী কাল"। একথা শুনে তিনি বললেন: এটা বর্জন করো, বরং আগে যা বলছিলে তাই বলো।

٤٩٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ.

৪৯২৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করলেন তখন আবিসিনীয়রা তাঁর আগমন উল্লাসে বল্লম খেলা প্রদর্শন করে।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ সঙ্গীত ও বাঁশী বাজানো নিন্দনীয়

٤٩٢٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ يَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

৪৯২৪। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে আমাকে বললেন, হে নাফে'! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছো? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, না। বর্ণনাকারী আরো বলেন, অতঃপর তিনি কান থেকে হাত তুলে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি এ ধরনের শব্দ শুনে এরূপ করেছিলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি মুনকার হাদীস।

টীকা ঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) মিরকাতুস-সুঊদ গ্রন্থে লিখেছেন, হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনুল হাদী বলেছেন, সুলায়মান ইবনে মূসা দুর্বল রাবী– বাস্তবিকপক্ষে একথা সঠিক নয়। সুলায়মানের হাদীস হাসান পর্যায়ের এবং কয়েকজন ইমাম তাকে শক্তিশালী রাবী বলেছেন। তারাবানীতে এর সমর্থক হাদীস বিদ্যমান আছে। ইবনে তাহের দীর্ঘ আলোচনার পর উপরোক্ত আপত্তি খণ্ডন করেছেন (সম্পাদক)।

٤٩٢٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ

قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أُدْخِلَ بَيْنَ مُطْعِمٍ وَنَافِعٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

৪৯২৫। নাফে' (র) বলেন, আমি বাহনে ইবনে উমার (রা)-র পিছনে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি এক রাখালকে অতিক্রম করলেন যে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল... পরবর্তী বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, মুতইম ও নাফে'-এর মাঝখানে সুলায়মান ইবনে মূসাকে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়েছে।

٤٩٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ زَامِرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَنْكَرُهَا.

৪৯২৬। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রীর শব্দ শুনতে পেলেন... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি অধিকতর মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।

٤٩٢٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَا أَبَا وَائِلٍ فِي وَلِيمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يُغَنُّونَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حُبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ.

৪৯২৭। সাল্লাম ইবনে মিসকীন (র) এক শায়খের বরাতে বর্ণনা করেন যিনি আবু ওয়াইল (র)-এর সাথে এক বিবাহভোজে উপস্থিত ছিলেন। লোকজন খেলাধূলা ও আনন্দ-স্ফূর্তি, সঙ্গীতে মত্ত হলো। আবু ওয়াইল (র) তার হাত দ্বারা নিজ হাঁটুদ্বয় পেঁচিয়ে ধরে বললেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই সঙ্গীত অন্তরে নিফাক (কপটতা) উৎপন্ন করে।

بَابُ الْحُكْمِ فِي الْمُخَنَّثِينَ

অনুচ্ছেদ-৫৩ : উভয় লিঙ্গধারী (হিজড়া) সম্পর্কে বিধান

٤٩٢٨- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ

بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هٰذَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهٖ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ. قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ وَالنَّقِيْعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيْعِ.

৪৯২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক হিজড়াকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করা হলো। তার হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এর এ অবস্থা কেনো? বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে নারীর বেশ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আন-নকী' নামক স্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, নামাযীদেরকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আবু উসামা (র) বলেন, আন-নাকী' হলো মদীনার প্রান্তবর্তী একটি জনপদ, আল-বাকী' নয়।

٤٩٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللّٰهِ أَخِيْهَا إِنْ يَفْتَحِ اللّٰهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْمَرْأَةُ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ عُكَنٍ فِيْ بَطْنِهَا.

৪৯২৯। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আগমন করলেন, তখন তার কাছে এক হিজড়া উপস্থিত ছিল। সে তার (উম্মে সালমার) ভাই আবদুল্লাহ (রা)-কে বলছিল, আল্লাহ আগামীতে তায়েফ বিজয় দান করলে আমি আপনাকে অবশ্যই এমন এক নারীকে দেখাবো, যে চার ভাঁজে সামনে আসে এবং আট ভাঁজে পিছনে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, ঐ নারীর পেটে চার ভাঁজ ছিল।

٤٩٣٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ

الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْنِى الْمُخَنَّثِيْنَ.

৪৯৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। পুরুষ ও নারী হিজড়া যারা পুরুষ সাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি (সা) বলেছেন: তোমরা এদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দাও এবং অমুক অমুক হিজড়াকেও বের করে দাও।

بَابُ اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পুতুল নিয়ে খেলা করা

٤٩٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى الْجَوَارِىُ فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ.

৪৯৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যান্য বালিকাদের সাথে নিয়ে পুতুল খেলা করতাম। কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় আমার ঘরে আসতেন। তিনি প্রবেশ করলে তারা (বালিকারা) বেরিয়ে যেতো এবং তিনি চলে গেলে তারা আবার প্রবেশ করতো।

٤٩٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ الرِّيْحُ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هذَا الَّذِىْ أَرَى وَسْطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هذَا الَّذِي عَلَيْهِ قُلْتُ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ.

৪৯৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক অথবা খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। ঘরের তাকের উপর পর্দা ঝুলানো ছিল। বায়ু প্রবাহের ফলে তার এক পাশ সরে যায় যাতে তার খেলার পুতুলগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তিনি (সা) পুতুলগুলো দেখে বললেন, হে আয়েশা! এসব কি? উত্তরে তিনি বললেন, এগুলো আমার পুতুল। আর তিনি এগুলোর মাঝখানে কাপড়ের তৈরী দুই ডানাবিশিষ্ট একটি ঘোড়াও দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এগুলোর মাঝখানে ওটা কি দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন, ঘোড়া। তিনি (সা) বললেন, তার উপর আবার ওটা কি? তিনি বললেন, দু'টো পাখা। তিনি বললেন, এ আবার কেমন ঘোড়া, যার পাখা আছে! আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি যে, সুলাইমান (আ)-এর ঘোড়ার কয়েকটি পাখা ছিল! আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, যাতে আমি তাঁর সম্মুখ সারির দাঁত দেখতে পেলাম।

بَابٌ فِى الأَرْجُوحَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ দোলনা সম্বন্ধে

٤٩٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ سِتٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَ نِسْوَةٌ وَقَالَ بِشْرٌ فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ فَذَهَبْنَ بِي وَهَيَّأْنَنِي وَصَنَّعْنَنِي فَأُتِيَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ فَوَقَفَتْ بِيَ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هِيهْ هِيهْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَىْ تَنَفَّسْتُ فَأُدْخِلْتُ بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِى الآخَرِ.

৪৯৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ছয় অথবা সাত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করেন। আমরা (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছলে একদল মহিলা এলেন। রাবী বিশরের বর্ণনায় আছে: আমার নিকট (আমার মা) উম্মু রূমান (রা) এলেন, তখন আমি দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, আমাকে প্রস্তুত করলে এবং পোশাক পরিয়ে সাজালেন। অতঃপর

আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি আমার সাথে বাসর যাপন করলেন, তখন আমার বয়স নয় বছর। তিনি (মা) আমাকে ঘরের দরজায় দাঁড় করালেন এবং আমি উচ্চহাসি দিলাম। আবূ দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আমার মাসিক ঋতু হয়েছে। আমাকে একটি ঘরে প্রবেশ করানো হলো। তাতে আনসার সম্প্রদায়ের একদল মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তারা আমার জন্য কল্যাণ ও বরকত কামনা করলেন। দু'জন রাবীর একজনের হাদীস অপরজনের হাদীসের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে।

٤٩٣٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ مِثْلَهُ قَالَ عَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَسَلَّمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ.

৪৯৩৪। ইবরাহীম ইবনে সা'দ... আবূ উসামা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে– তারা আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। তিনি (সা) আমাকে আনসার মহিলাদের কাছে সোপর্দ করলেন। তারা আমার মাথা ধৌত করলেন এবং আমাকে পরিপাটি করলেন। হঠাৎ কেউই আমার কাছে আসেনি পূর্বাহ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত। অতএব তারা আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করলেন।

٤٩٣٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عُوْرَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوْحَةٍ وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ فَذَهَبْنَ بِي فَهَيَّأْنَنِي وَصَنَّعْنَنِي ثُمَّ أَتَيْنَ بِي رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ.

৩৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনায় আগমন করলাম তখন মহিলারা আমার নিকট আসে, আর এ সময় আমি দোলনায় খেলছিলাম। আমার মাথায় ঘন কালো ও লম্বা চুল ছিল। তারা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং আমাকে সাজিয়ে প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসে। তিনি আমার সাথে বাসর যাপন করেন। আর এ সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।

٤٩٣٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ وَأَنَا عَلَى الأَرْجُوْحَةِ وَمَعِي صَوَاحِبَاتِي فَأَدْخَلْنَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ.

৪৯৩৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) আলোচ্য হাদীস সম্বন্ধে সনদের সাথে বর্ণনা করেন- আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি আমার বান্দবীকে নিয়ে দোলনায় ছিলাম। অতঃপর আমাকে এক ঘরে প্রবেশ করানো হলো, সেখানে আনসারদের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। তারপর তারা আমাকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানালেন।

٤٩٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَعَلَى أُرْجُوْحَةٍ بَيْنَ عَذْقَيْنِ فَجَاءَتْنِيْ أُمِّيْ فَأَنْزَلَتْنِيْ وَلِيَ جُمَيْمَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৯৩৭। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাতিব (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা মদীনায় আগমন করে বনী হারিস ইবনুল খাযরায গোত্রে অবতরণ করি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি দু'টি খেজুর গাছের মধ্যে দোলনার উপর ছিলাম, আমার মাথায় ঘন ও লম্বা চুল ছিল। তারপর আমার আম্মাজান এসে আমাকে (দোলনা হ'তে) নামালেন।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ اللَّعْبِ بِالنَّرْدِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ : পাশা খেলা নিষেধ

٤٩٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

৪৯৩৮। আবু মূসা আল্-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করলো।

٤٩٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ.

৪৯৩৯। সুলায়মান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে যেনো শূকরের মাংস ও রক্তের মধ্যে তার হাত ডুবালো।

بَابٌ فِي اللَّعْبِ بِالْحَمَامِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ কবুতর নিয়ে খেলা করা

٤٩٤٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً.

৪৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেন: এক শয়তান অপর শয়তানীর অনুসরণ করছে।

بَابٌ فِي الرَّحْمَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ দয়া-মায়া ও করুণা

٤٩٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلًى لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৯৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দয়াশীলদের উপর করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করবে। মুসাদ্দাদ (র) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র মুক্তদাস-এর উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন।

٤٩٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَقُولُهُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ فَقَالَ إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَيَّ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ صَاحِبَ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُوْلُ لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ.

৪৯৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত এ পবিত্র হুজরার মালিক আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি: পাপিষ্ঠ ও হতভাগা ছাড়া অন্য কারো মধ্য (অন্তর) থেকে দয়ামায়া তুলে নেয়া হয় না।

٤٩٤٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيْهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

৪৯৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে দয়া ও স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়োদের অধিকার উপলব্ধি করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

بَابٌ فِى النَّصِيْحَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নসীহত বা কল্যাণ কামনা

٤٩٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِلّٰهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ أَوْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

৪৯৪৪। তামীম আদ্-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দীন হলো কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ ও সুপরামর্শ; দীন হলো কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ ও সুপরামর্শ; দীন হলো কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ ও সুপরামর্শ। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুমিন অথবা মুসলিম নেতাগণ ও সর্বসাধারণের জন্য।

টীকা ঃ اَلنُّصْحُ শব্দের আভিধানিক অর্থ খাঁটি ও বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম, আন্তরিক। আর পরিভাষায় নসীহত এমন একটি শব্দ বাংলা ভাষায় যার একক প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। সকল প্রকার কল্যাণ কামনা ও উত্তম আচরণ-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ হলো- তাওহীদের বিশ্বাসকে সকল প্রকার কুফরী ও শিরক থেকে বিশুদ্ধ করা এবং ইবাদত ও নিয়াতকে বিশুদ্ধ করা। আর আল্লাহর কিতাবের জন্য উপদেশ এর অর্থ হলো- কিতাবের প্রতিটি বাণীর উপরে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী আমল করা। আল্লাহর রাসূলের জন্য নসীহতের রূপ হলো- তাঁর নবুয়াতের উপর ঈমান এনে তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। আর মু'মিনদের নেতার জন্য নসীহতের তাৎপর্য হলো- হকের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা। আর জনসাধারণকে কল্যাণের পথে পরিচালিত ও পথ প্রদর্শন করাই হলো তাদের জন্য নসীহত (অনুবাদক)।

٤٩٤٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ فَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ أَوِ اشْتَرَاهُ قَالَ أَمَا إِنَّ الَّذِيْ أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَرْ.

৪৯৪৫। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত হয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, জারীর (রা) কোনো কিছু বিক্রি করলে বা কিনলে তখন বলতেন, আমি যা আপনার কাছ থেকে কিনেছি তা আমার নিকট আপনাকে যা দিয়েছি তার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। কাজেই আপনার এখতিয়ার থাকলো।

بَابٌ فِى الْمَعُوْنَةِ لِلْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ মুসলমানকে সাহায্য করা

٤٩٤٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وجَرِيْرٌ الرَّازِىُّ ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلى أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوْا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ

عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ.

৪৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে পার্থিব বিপদসমূহের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিপদ থেকে মুক্ত করবে, বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অসচ্ছল লোকের সাথে (পাওনা আদায়ে) নরম ব্যবহার করবে, আল্লাহ তার সাথে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে নম্র ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করে রাখবে আল্লাহও তার দোষত্রুটি ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে গোপন করে রাখবেন। আর বান্দা যতোক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য করে, আল্লাহও ততোক্ষণ তাঁর বান্দার সাহায্য করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উছমান (র) আবু মুআবিয়া (র) সূত্রে "যে ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তির সাথে নম্র ব্যবহার করবে..." কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٤٩٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

৪৯৪৭। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক নেক কাজই এক একটি সদাকা (আল্লাহর নামে দানের শামিল)।

بَابٌ فِيْ تَغْيِيْرِ الأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ নাম পরিবর্তন করা

٤٩٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ ابَائِكُمْ فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ أَبِىْ زَكَرِيَّا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ.

৪৯৪৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে (হিসাব, বিচার, আমলনামা গ্রহণ

ইত্যাদির জন্য) তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে আবু যাকারিয়া (র) আবু দারদা (রা)-র সাক্ষাৎ পাননি।

٤٩٤٩- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلاَنُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ.

৪৯৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহামহিম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

٤٩٥٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ ابْنُ شَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ.

৪৯৫০। আবু ওয়াহ্‌ব আল্‌-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান এবং নামের মধ্যে হারিস ও হাম্মাম (কৃষক ও কর্মশক্তিসম্পন্ন) বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ (যুদ্ধ ও তিক্ত) সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম।

٤٩٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُلِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيْرًا لَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِيْ فِيْهِ فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ فَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ.

৪৯৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তালহা (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহকে তার জন্মগ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উলের আলখাল্লা পরিহিত ছিলেন এবং তাঁর উটের গায়ে তৈল মালিশ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে কিছু সংখ্যক খেজুর দিলাম। তিনি ঐ খেজুরগুলো তাঁর মুখে দিয়ে (আঁটি ছাড়িয়ে) চিবালেন এবং তার মুখ থেকে শিশুর মুখ খুলে তাতে দিলেন। তখন শিশুটি তার মুখ নাড়তে শুরু করে এবং খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আনসারদের প্রিয় খাদ্য হলো খেজুর এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।

بَابٌ فِيْ تَغْيِيْرِ الإِسْمِ الْقَبِيْحِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ খারাপ নাম পরিবর্তন করা

٤٩٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيْلَةُ.

৪৯৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-র কন্যা আসিয়ার নাম পরিবর্তন করে বলেন, তোমার নাম জামীলা।

٤٩٥٣- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا بَرَّةَ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ هذَا الإِسْمِ سُمِّيْتُ بَرَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالَ مَا نُسَمِّيْهَا قَالَ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ.

৪৯৫৩। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। যয়নব বিনতে আবু সালামা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মেয়ের কি নাম রেখেছো? তিনি বললেন, আমি তার নাম রেখেছি বাররা (অনুগত, পুণ্যবতী)। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আমার নামও বাররা রাখা হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ দাবি করো না। কেননা আল্লাহই ভালো জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র ও

পুণ্যবান"। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এর কি নাম রাখবো? নবী করীম (সা) বললেন, এর নাম রাখো যয়নব (সৌন্দর্য)।

٤٩٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ قَالَ أَنَا أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ.

৪৯৫৪। উসামা ইবনে আখদারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে এক লোকের নাম ছিল আসরাম (কর্কশ, ভয়ংকর, বিচ্ছিন্ন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, আমি আসরাম। তিনি বললেন: না, এ নাম ঠিক নয়, বরং তুমি যুর'আহ্ (শস্যবীজ)।

٤٩٥٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِي ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ هَانِيءٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّوْنَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوْا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هٰذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ. قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُوْ شُرَيْحٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ شُرَيْحٌ هٰذَا هُوَ الَّذِيْ كَسَرَ السِّلْسِلَةَ وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ تُسْتَرَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَبَلَغَنِيْ أَنَّ شُرَيْحًا كَسَرَ بَابَ تُسْتَرَ وَذٰلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ.

৪৯৫৫। হানী' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন তার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, তখন তিনি (সা) তার গোত্রের লোকদেরকে তাকে আবুল হাকাম উপনামে ডাকতে শুনে তাকে ডেকে বললেন,

আল্লাহই হলেন হাকাম (ন্যায়বিচারক ও নির্দেশদানকারী) এবং তাঁর কাছেই ন্যায়বিচার ও নির্দেশ। তোমার উপনাম কি করে আবুল হাকাম হলো? তিনি বললেন, আমার গোত্রের লোকজনের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হলে তারা মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসে। আমি যে সিদ্ধান দেই তাতে তারা উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এ তো খুবই উত্তম কাজ! তোমার কি কোনো সন্তান আছে? হানী' (রা) বললেন, শুরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে আমার তিনটি ছেলে রয়েছে। তিনি বললেন, এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কে? আমি বললাম, শুরাইহ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আবু শুরাইহ। আবু দাউদ (র) বলেন, ইনি হলেন সেই শুরাইহ্ (রা) যিনি শিকল ভেঙ্গেছিলেন এবং তুসতার (দুর্গে) প্রবেশ করেছিলেন। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আমি অবহিত হয়েছি যে, শুরাইহ্ (রা) তুসতার (ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত) দুর্গের প্রবেশদ্বার ভেঙ্গে ফেলেন এবং একটি সুড়ঙ্গ পথে তাতে প্রবেশ করেন।

٤٩٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لاَ السَّهْلُ يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حُزُونَةٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سِلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفِرَةَ سَمَّاهَا خَضِرَةَ وَشِعْبَ الضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدَى وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي رِشْدَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلاِخْتِصَارِ.

৪৯৫৬। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার নাম কি? তিনি বললেন, হাযন (বন্ধুর, কর্কশ)। তিনি (সা) বললেন: তোমার নাম সাহ্ল (সহজ-সরল)। তিনি বললেন, না, কারণ সহজ-সরলকে পদদলিত করা হয়, অপমান করা হয়। রাবী সা'ঈদ (রা) বলেন, আমি ধারণা করলাম যে, অচিরেই আমাদের উপর বিপদ বা কঠোরতা নেমে আসতে পারে (আমার দাদা মহানবী প্রদত্ত নাম পছন্দ না করার কারণে)। আবু দাউদ (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস (অবাধ্য), আযীয (পরাক্রমশালী), আতলাহ (কর্কশ), শায়তান, হাকাম (বিচারক), গুরাব (কাক), হুবাব (সাপ, ধূর্ত, শয়তান) ও শিহাব (উল্কা) নামকে পরিবর্তন করে রেখেছেন হিশাম

(বিধ্বস্তকারী)। তিনি হারব (যুদ্ধ)-এর পরিবর্তে সালাম (শান্তি), মুনবাইছ (শয়নকারী)-কে মুদতাদি' (জাগরিত), আফিরা (অনুর্বর) নামক এলাকাকে খাদিরা (সবুজ-শ্যামল), আদ-দালালাহ (বিপথ) উপত্যকাকে আল-হুদা (হেদায়াতের পথ), বনূ যানিয়াহ (জারজ সন্তান)-এর নাম বনুর-রিশদাহ (নির্মল সন্তান) এবং বনূ মুগবিয়া (প্রলুব্ধকারিনী বিপথগামী নারীর সন্তান)-এর বনূ রিশদা (হেদায়াতপ্রাপ্ত নারীর সন্তান) নামকরণ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত হাদীসগুলোর সনদ উল্লেখ করিনি।

٤٩٥٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الأَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ.

৪৯৫৭। মাসরূক (র) বর্ণনা করেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, মাসরূক ইবনুল আজদা'। উমার (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আল-আজদা' হলো একটি শয়তান।

٤٩٥٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيْحًا وَلاَ أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُوْلُ أَثَمَّ هُوَ فَيَقُوْلُ لاَ إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيْدُنَّ عَلَىَّ.

৪৯৫৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমি তোমার সন্তানের নাম ইয়াসার (সম্পদ), রাবাহ (মুনাফা), নাজীহ (সফল, সমৃদ্ধ) বা আফলাহা (কৃতকার্য) রাখবে না। কেনোনা তুমি যখন জিজ্ঞেস করবে, সে কি এখানে আছে, উত্তরদানকারী বলবে, না। সামুরা (রা) (তার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন), চারটি নাম উল্লেখ করা হলো। আমার কাছে এর অতিরিক্ত আর জিজ্ঞেস করো না।

٤٩٥٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيْقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا.

৪৯৫৯। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমদেরকে আমাদের দাসদের নাম রাখার ব্যাপারে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন: আফলাহ, ইয়াসার, নাফে' ও রাবাহ।

٤٩٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى أَنْهى أُمَّتِيْ أَنْ يُسَمُّوْا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةَ. قَالَ الأَعْمَشُ وَلاَ أَدْرِيْ أَذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لاَ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُوْلُ إِذَا جَاءَ أَثَمَّ بَرَكَةُ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ بَرَكَةَ.

৪৯৬০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইনশাআল্লাহ যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আমার উম্মতকে নাফে', আফলাহ, বারকাত (প্রাযুর্য) এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করবো। আ'মাশ (র) বলেন, আমার জানা নেই যে, তিনি নাফে' নামটি উল্লেখ করেছেন কিনা। কেনোনা কোনো লোক এসে যখন জিজ্ঞেস করে, বরকত (প্রাযুর্য) কি এখানে আছে? লোকে বলে, না। আবু দাউদ (র) বলেন, আবুয যুবাইর (র) জাবের (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে 'বারাকাত' নামটি উল্লেখ করেননি।

٤٩٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْنَعُ اِسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَخْنَى اِسْمٍ.

৪৯৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তির নামই সবচেয়ে অরুচিকর, কুৎসিৎ বা নিকৃষ্ট হবে যার নাম মালিকুল্ আমলাক্ (রাজাধিরাজ) রাখা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, শুআইব ইবনে আবু হামযা (র) এ হাদীস আবুয যিনাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি 'আখনা ইসমিন' (সর্বাধিক অশ্লীল নাম) শব্দ উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ فِي الأَلْقَابِ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ উপনাম

٤٩٦٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جُبَيْرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي بَنِي سَلِمَةَ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ. قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلاَّ وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا فُلاَنُ فَيَقُولاَنِ مَهْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هٰذَا الاسْمِ فَأُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ.

৪৯৬২। আবু জুবাইরা ইবনুদ দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বনী সালেমা গোত্র সম্পর্কে এ আয়াতখানা নাযিল হয়: "তোমরা একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ডেকো না। কেনোনা ঈমানের পর খারাপ নামে আখ্যায়িত করা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা হুজুরাত : ১১)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে) আমাদের মাঝে আগমন করেন তখন আমাদের প্রত্যেকেরই দুই-তিনটা করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "হে অমুক" এভাবে ডাকলে তারা বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! থামুন, সে ব্যক্তি এ নামে ডাকলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হলো- তোমরা একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ডেকো না।

بَابُ فِيمَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ আবু ঈসা উপনাম গ্রহণ সম্বন্ধে

٤٩٦٣- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ ابْنًا لَهُ يُكْنَى أَبَا عِيسَى وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكَنَّى بِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَإِنَّا فِي جَلْجَتِنَا فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ حَتَّى هَلَكَ.

৪৯৬৩। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) তার এক ছেলে আবু ঈসা উপনাম গ্রহণ করায় তাকে প্রহার করেন। আর মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-এর উপনাম ছিল আবু ঈসা। উমার (রা) তাকে বললেন, তোমার উপনাম (পরিবর্তন) করে আবু আবদুল্লাহ রাখলে চলে না? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ উপনাম দিয়েছেন। উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আর আমরা তো উদ্বিগ্ন আছি। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার পদবী আবু আবদুল্লাহই ছিল।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ لاِبْنِ غَيْرِهِ يَا بُنَىَّ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ অপর লোকের ছেলেকে 'হে আমার পুত্র' বলা

٤٩٦٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَسَمَّاهُ ابْنُ مَحْبُوْبٍ الْجَعْدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يُثْنِي عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوْبٍ وَيَقُوْلُ كَثِيْرُ الْحَدِيْثِ.

৪৯৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'হে আমার পুত্র' বলে সম্বোধন করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈনকে মুহাম্মাদ ইবনে মাহবূবের প্রশংসা করতে শুনেছি এবং তিনি বলেছেন, তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَتَكَنّٰى بِأَبِى الْقَاسِمِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ কোনো ব্যক্তির আবুল কাসেম উপনাম গ্রহণ

٤٩٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذٰلِكَ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ وَسُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

৪৯৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে উপনাম গ্রহণ করো না। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সালেহ একইভাবে হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু সুফিয়ান কর্তৃক জাবের (রা) থেকে, সালেম ইবনে আবুল জা'দ কর্তৃক জাবের (রা) থেকে, সুলায়মান আল-ইয়াশকুরী কর্তৃক জাবের (রা) থেকে এবং ইবনুল মুনকাদির কর্তৃক জাবের (রা) ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِيمَنْ رَأَى أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ নবী (সা)-এর নাম ও উপনাম একসাথে গ্রহণ ঠিক নয়

٤٩٦٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلاَ يُكْنى بِكُنْيَتِي وَمَنِ اكْتَنى بِكُنْيَتِي فَلاَ يَتَسَمَّى بِاسْمِي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوى بِهذَا الْمَعْنى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَكَذلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اُخْتُلِفَ فِيهِ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلى مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ مَعْقِلُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلى مَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.

৪৯৬৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার নামে তার নাম রাখবে সে যেনো আমার উপনামে তার উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম গ্রহণ করবে সে যেনো আমার নামে তার নাম না রাখে। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে আজলান একই অর্থে এ হাদীস বর্ণনা করেন তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে। আবু যুর'আ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীসটি ভিন্ন দুই পাঠে বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরাহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির মূল পাঠ বিতর্কিত। যেমন আস-ছাওরী ও ইবনে জুরাইজ (র) আবুয যুবাইরের মূল পাঠ অনুসারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং মা'কিল ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) ইবনে সীরীনের মূল পাঠ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। পুনরায় এটি আবু

হুরায়রা (রা) থেকে মূসা ইবনে ইয়াসার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি দুই মূল পাঠে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাম্মাদ ইবনে খালিদ ও ইবনে আবু ফুদাইকের মধ্যে মূল পাঠ বর্ণনায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ নাম ও উপনাম দুটোই একসাথে গ্রহণের অনুমতি

٤٩٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ وُلِدَ لِيْ مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيْهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَقُلْ أَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৯৬৭। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ইন্তেকালের পরে আমার যদি কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে আমি কি তার নাম ও উপনাম আপনার নাম ও উপনামে রাখতে পারি? তিনি বললেন, হাঁ। আবু বকর (র)-এর বর্ণনায় 'আমি বললাম' কথাটি নেই, বরং তিনি বলেন, আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন।

٤٩٦٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ قَدْ وَلَدْتُ غُلاَمًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِيْ أَنَّكَ تَكْرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِيْ أَحَلَّ اسْمِيْ وَحَرَّمَ كُنْيَتِيْ أَوْ مَا الَّذِيْ حَرَّمَ كُنْيَتِيْ وَأَحَلَّ اسْمِيْ.

৪৯৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছি এবং তার নাম রেখেছি মুহাম্মাদ আর উপনাম দিয়েছি আবুল কাসেম। আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনি এটা পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোন জিনিস আমার নামে নাম রাখাকে হালাল করবে এবং উপনামকে হারাম করবে অথবা কোন জিনিস আমার উপনামে উপনাম দেয়াকে হালাল করে এবং আমার নামে নাম রাখাকে হারাম করবে!

টীকা ঃ উল্লেখিত হাদীসসমূহের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহানবী (সা)-এর নাম ও উপনাম তাঁর জীবিত অবস্থায় অন্য কারো জন্য রাখা হারাম ছিল না এবং বর্তমানেও উভয়টি একত্র করা জায়েয (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ সন্তানহীন লোকের উপনাম

٤٩٦٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ فَقَالُوا مَاتَ نُغَرُهُ فَقَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

৪৯৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসতেন। আর আমার একটি ছোট ভাই ছিল, তার উপনাম ছিল আবু উমায়েব এবং তার ছিল একটি ছোট পাখি (নুগার)। একে নিয়ে সে খেলা করতো। নুগার মারা গেলো। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে তাকে মর্মাহত দেখে জিজ্ঞেস করলেন: তার কি হয়েছে? তারা বললেন, তার নুগার (ছোট পাখিটি) মারা গিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ওহে আবু উমায়ের! কি হয়েছে তোমার নুগায়ের?

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُكَنَّى

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ মহিলাদের উপনাম গ্রহণ

٤٩٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى قَالَ فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أُخْتِهَا. قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَعْنَبٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ.

৪৯৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রত্যেক বান্ধবীর (সতীনের) ডাকনাম আছে। আপনি আমার একটি ডাকনাম ঠিক করে দিন। তিনি বললেন: তাহলে তুমি তোমার (বোনের) ছেলে আবদুল্লাহর নামানুসারে উপনাম

গ্রহণ করো। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, যুবাইর (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ। বর্ণনাকারী (উরওয়া) বলেন, অতএব তিনি উম্মে আবদুল্লাহ উপনাম গ্রহণ করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, কুররান ইবনে তাম্মাম, মা'মার সকলেই হিশাম (র) থেকে এভাবে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু উসামা (র) হিশাম-আব্বাদ ইবনে হামযা সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। একইভাবে হাম্মাদ ইবনে সালামা ও মাসলামা ইবনে কা'নাব (র) হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু উসামা যেমন বলেছেন তদ্রূপ।

بَابٌ فِى الْمَعَارِيْضِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ পরোক্ষ মিথ্যাচার

٤٩٧١- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ حِمْصٍ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

৪৯৭১। সুফ্য়ান ইবনে আসীদ আল-হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা হলো, তুমি তোমার কোনো ভাইকে কোনো কথা বলেছো এবং সে তোমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে, অথচ তুমি তাকে যা বলেছো তা ছিল মিথ্যা।

بَابٌ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوْا

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ কোনো ব্যক্তির বক্তব্যে 'যা'আমূ' শব্দের ব্যবহার

٤٩٧٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ لأَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ أَوْ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لأَبِىْ مَسْعُوْدٍ مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ زَعَمُوْا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوْا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هذَا حُذَيْفَةُ.

৪৯৭২। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মাস'উদ (রা) আবু আবদুল্লাহ (রা)-কে অথবা আবু আবদুল্লাহ (রা) আবু মাস'উদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'যা'আমূ' (তারা অভিযোগ করলো, ধারণা করলো, দাবি করলো, বলা হয় যে) শব্দ সম্পর্কে কী বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'যা'আমূ' শব্দটি কোনো ব্যক্তির নিকৃষ্ট ভারবাহী পশুতুল্য। আবু দাউদ (র) বলেন, এই আবু আবদুল্লাহ হলেন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ أَمَّا بَعْدُ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কোনো ব্যক্তির ভাষণে 'আম্মা বা'দ শব্দের ব্যবহার

٤٩٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ.

৪৯৭৩। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (সাহাবাদের) উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং শুরুতে বললেন, আম্মা বা'দ (অতঃপর)।

টীকা ঃ আরবী ভাষায় হামদ ও ছানার পর পরবর্তী বক্তব্য শুরু করার পূর্বে আম্মা বা'দ শব্দ ব্যবহার করা হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الْكَرْمِ وَحِفْظِ الْمَنْطِقِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ আঙ্গুরকে কারম বলা এবং বাকসংযত হওয়া

٤٩٧٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا حَدَائِقَ الأَعْنَابِ.

৪৯৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেনো আঙ্গুরকে কারাম না বলে। কেনোনা মুসলমানই হলো কারাম (দানশীল ও সম্ভ্রান্ত)। কাজেই তোমরা 'হাদাইকুল আ'নাব' (আঙ্গুরের বাগান) বলো।

بَابٌ لاَ يَقُوْلُ الْمَمْلُوْكُ رَبِّي وَرَبَّتِي

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ দাস বা সেবক যেনো তার মালিককে 'আমার প্রভু' না বলে

٤٩٧٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوْبَ وَحَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ وَلاَ يَقُوْلَنَّ الْمَمْلُوْكُ رَبِّيْ وَرَبَّتِيْ وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَايَ وَفَتَاتِيْ وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوْكُ سَيِّدِيْ وَسَيِّدَتِيْ فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوْكُوْنَ وَالرَّبُّ اللّٰهُ تَعَالَى.

৪৯৭৫। আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেনো 'আমার দাস ও আমার দাসী' না বলে এবং অধীনস্থরাও যেনো 'আমার রব, আমার রাব্বাতী' না বলে। বরং মালিক তার গোলামকে বলবে, ফাতায়া ও ফাতাতী (আমার যুবক ও আমার যুবতী)। আর অধীনস্থ লোকেরাও বলবে, আমার সাইয়েদ আমার সাইয়েদা (আমার নেতা ও আমার নেত্রী)। কেনোনা তোমরা সকলেই দাস, আর মহান আল্লাহ হলেন একমাত্র রব (প্রতিপালক)।

٤٩٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُوْنُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِيْ وَمَوْلاَيَ.

৪৯৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস স্বতন্ত্র সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাবী তাতে নবী (সা)-এর উল্লেখ করেননি। এই বর্ণনায় আছে: সে যেনো বলে, আমার নেতা, আমার নেত্রী।

٤٩٧٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

৪৯৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা মুনাফিক-কে 'সাইয়েদ' (নেতা) বলবে না। কেনোনা সে যদি সাইয়েদ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের মহামহিম আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করলে।

টীকা ঃ অর্থাৎ তাকে সাইয়েদ বলা হলে তার আনুগত্যও ওয়াজিব হয়ে যায়। আর মুনাফিকের আনুগত্য আল্লাহর নাফরমানির নামান্তর। কাজেই সে সাইয়েদ নামে অভিহিত হওয়ার অযোগ্য (অনুবাদক)।

بَابُ لاَ يُقَالُ خَبُثَتْ نَفْسِيْ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে এভাবে বলা উচিত নয়

٤٩٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ.

৪৯৭৮। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেনো না বলে, 'আমার আত্মা কলুষিত' হয়ে গেছে; বরং বলবে, আমার আত্মা অস্থির বা বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে।

٤٩٧٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ.

৪৯৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেনো না বলে, আমার আত্মা বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে; বরং সে যেনো বলে, আমার আত্মা অস্থির বা বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে।

٤٩٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ.

৪৯৮০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা বলো না যে, আল্লাহ যা চান এবং অমুক ব্যক্তি যা চায়। বরং তোমরা বলো, আল্লাহ যা চান, তারপর অমুক ব্যক্তি যা চায়।

টীকা ঃ অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছাই কর্ম অনুষ্ঠানের কারণ এবং এতে বান্দাহর কোন দখল নেই। বান্দা শুধু কর্ম অনুষ্ঠানকারী। আল্লাহর বাণী: "তোমরা ইচ্ছা করলেই হবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন" (সূরা তাকবীর : ২৯; আরো দ্র. সূরা দাহ্র : ৩০)– অনুবাদক।

٤٩٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيْبًا

خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ أَوْ قَالَ اذْهَبْ فَبِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ.

৪৯৮১। 'আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। এক বক্তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলো সে সঠিক পথ ও হেদায়াত লাভ করলো আর যে তাঁদের হুকুম অমান্য করলো- এ পর্যন্ত বলার পর তিনি (সা) বললেন, ওঠো! অথবা তিনি বললেন, চলে যাও! কারণ তুমি খারাপ বক্তা।

٤٩٨٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِيْ تَمِيْمَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ تَعَاظَمَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوْلُ بِقُوَّتِيْ وَلٰكِنْ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ تَصَاغَرَ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ.

৪৯৮২। আবুল মালীহ (র) থেকে এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জন্তুযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। হঠাৎ তাঁর সাওয়ারী হোঁচট খেলে আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হয়েছে। তিনি বললেন, একথা বলো না শয়তান ধ্বংস হয়েছে। কেনোনা তুমি একথা বললে সে স্ফীত হয়ে ঘরের মতো বিশাল হয়ে যাবে এবং সে বলবে, আমার ক্ষমতায় হয়েছে। বরং বলো, আল্লাহর নামে। যখন তুমি "আল্লাহর নামে" বলবে তখন সে (শয়তান) হ্রাসপ্রাপ্ত হতে হতে মাছি সদৃশ হয়ে যাবে।

٤٩٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ وَقَالَ مُوْسَى إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ يَعْنِيْ فِيْ أَمْرِ دِيْنِهِمْ فَلاَ أَرَى بِهِ ذٰلِكَ بَأْسًا وَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمَكْرُوْهُ الَّذِيْ نُهِيَ عَنْهُ.

৪৯৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে বলতে শুনবে, সকল লোক ধ্বংস হয়েছে, তখন সে-ই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসের কবলে পড়বে। অথবা সে যেনো তাদেরকে ধ্বংস করলো। বর্ণনাকারী মূসা (রা) শুনেছির পরিবর্তে বলেছেন উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মালেক (র) বলেছেন, সে যদি ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের অবনতি লক্ষ করে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে একথা বলে তাহলে আমার মতে এরূপ বলা দূষণীয় নয়। কিন্তু সে আত্মগর্বী হয়ে এবং লোকজনকে হেয়জ্ঞান করে একথা বললে তা হবে ঘৃণ্য আচরণ যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

بَابٌ فِيْ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ আতামার নামায সম্বন্ধে

٤٩٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَبِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلٰكِنَّهُمْ يَعْتِمُوْنَ بِالإِبِلِ.

৪৯৮৪। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: বেদুঈনরা যেনো নামাযের ওয়াক্তের নামকরণের ব্যাপারে তোমাদেরকে পরাভূত করতে না পারে। জেনে রাখো, সেটি হলো এশার নামায। কিন্তু তারা রাতের অন্ধকার আসা পর্যন্ত দেরী করে উটের দুধ দোহন করে (যার নাম 'আতামা')।

٤٩٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ لَيْتَنِيْ صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوْا ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَا بِلاَلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا.

৪৯৮৫। সালেম ইবনে আবুল জা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, মিস'আর বলেন, আমি মনে করি সে ব্যক্তি খুযাআ গোত্রীয়, যদি আমি নামায পড়তাম তাহলে আরাম পেতাম। উপস্থিত লোকজন অসন্তুষ্ট হলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: হে বিলাল! নামায কায়েম করো (আযান দাও)। আমরা এর মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করতে পারবো।

٤٩٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِيْ إِلَى صِهْرٍ لَنَا مِنَ الأَنْصَارِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيَةُ ائْتُوْنِي بِوَضُوْءٍ لَعَلِّيْ أُصَلِّيْ فَأَسْتَرِيْحَ قَالَ فَأَنْكَرْنَا ذلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قُمْ يَا بِلاَلُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ.

৪৯৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আনসার গোত্রীয় আমার শ্বশুরবাড়ি গেলাম রোগী দেখার জন্য। নামাযের ওয়াক্ত হলে তিনি তার পরিবারের কাউকে ডেকে বললেন, এই যে মেয়ে! উযুর জন্যে পানি নিয়ে আসো, যাতে আমি নামায পড়ে স্বস্তি লাভ করতে পারি। (বর্ণনাকারী) বলেন, তার একথায় আমরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: হে বিলাল! আযান দাও, আমরা নামাযের মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করবো।

٤٩٨٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسُبُ أَحَدًا إِلاَّ إِلَى الدِّيْنِ.

৪৯৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো দীনের সাথে সম্পৃক্ত করা ব্যতীত অন্যভাবে কারো পরিচয় দিতে শুনিনি।

بَابُ فِيْمَا رُوِيَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ ذلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ পরিচিতি সম্পর্কে বিকল্প ব্যবস্থাও অনুমোদিত

٤٩٨٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لأَبِيْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا أَوْ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

৪৯৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা (রা)-র ঘোড়ায় চড়ে অনুসন্ধান করে এসে বললেন: আমি তো ভীতিজনক কোনো কিছুই দেখতে পাইনি। আমি অবশ্যি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগতিসম্পন্ন) পেয়েছি।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الْكِذْبِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ মিথ্যাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

٤٩٨٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا.

৪৯৮৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা মিথ্যাচার পরিহার করো। কেনোনা মিথ্যাচার পাপাচারের দিকে ধাবিত করে এবং পাপাচার দোযখে নিয়ে যায়। কোনো লোক অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তার নাম মিথ্যুক হিসেবেই লেখা হয়। আর তোমরা অবশ্যি সততা অবলম্বন করবে। কেনোনা সততা নেক কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং নেক কাজ জান্নাতে নিয়ে যায়। আর কোনো লোক অনবরত সততা বজায় রাখলে এবং সততাকে নিজের স্বভাবে পরিণত করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তার নাম পরম সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়ে যায়।

٤٩٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

৪৯৯০। বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (হাকীম) তার পিতার সূত্রে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: লোকজনকে হাসাবার জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার জন্য বিপদ, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য দুঃখ।

٤٩٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِيْ أُمِّيْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيْهِ قَالَتْ أُعْطِيْهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ.

৪৯৯১। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এই যে, আসো! তোমাকে দিবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (মাকে) জিজ্ঞেস করলেন: তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন, খেজুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এজন্য তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লেখা হতো।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাচ্চাদেরকে থামানোর জন্য মিথ্যা ভয় দেখানো বা কিছু মিথ্যা বলে প্রলুব্ধ করাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদক)।

٤٩٩٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ حُسَيْنٍ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصٌ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ هٰذَا الشَّيْخُ يَعْنِىْ عَلِيَّ بْنَ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيَّ.

৪৯৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যে কোনো শোনা কথা বলে বেড়ায়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাফ্স (র) আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, এই শায়খ অর্থাৎ আলী ইবনে হাফ্স আল-মাদাইনী ছাড়া আর কেউই এর সনদ রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছাননি।

بَابٌ فِيْ حُسْنِ الظَّنِّ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ সুধারণা পোষণ

٤٩٩٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُهَنَّا أَبِيْ شِبْلٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ أَفْهَمْهُ مِنْهُ جَيِّدًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ شُتَيْرٍ قَالَ نَصْرٌ شُتَيْرُ بْنُ نَهَّارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَصْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مُهَنَّا ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ.

৪৯৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সুধারণা পোষণ উত্তম ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। আবূ দাউদ (র) বলেন, মুহান্না একজন ছিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবী এবং বসরাবাসী।

٤٩٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ فَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا.

৪৯৯৪। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) এ'তেকাফরত ছিলেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এক রাতে (মসজিদে) তাঁর কাছে গেলাম। কথাবার্তা শেষ করে অমি ফিরে আসার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দিতে দাঁড়ালেন। তার (সাফিয়া রা.) বসবাসের স্থান ছিল উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর ঘর (বা তার ঘরের পাশে)। এ সময় আনসার সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি (এখান দিয়ে) যাচ্ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা থামো! ইনি (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে হুয়াই। তারা দু'জনে বললেন, 'আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি'; হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে, সে তোমাদের দু'জনের মনের মধ্যে খারাপ কিছু নিক্ষেপ করে কিনা।

بَابٌ فِي الْعِدَةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ ওয়াদা পালন

٤٩٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِيءْ لِلْمِعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.

৪৯৯৫। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে ওয়াদা পূর্ণ করার নিয়াতে ওয়াদা করে এবং কোনো কারণবশত সে ওয়াদা পূর্ণ করতে না পারে এবং ওয়াদা পূরণের নির্দিষ্ট সময়ও না আসে তাহলে তার গুনাহ হবে না।

٤٩٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ اتِيَهُ بِهَا فِيْ مَكَانِهِ فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِيْ مَكَانِهِ فَقَالَ يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَهُنَا مُنْذُ ثَلاَثٍ أَنْتَظِرُكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هكَذَا بَلَغَنِيْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِيْ أَنَّ بِشْرَ بْنَ السَّرِيِّ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ.

৪৯৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাম্‌সাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত লাভের পূর্বেকার ঘটনা। আমি তাঁর নিকট থেকে একটা জিনিস ক্রয় করে আংশিক দাম বাকি রেখে এই বলে চলে যাই যে, আমি বাকি দাম নিয়ে এখানে এসে পৌঁছিয়ে দিবো। তারপর আমি এ ওয়াদা ভুলে গেলাম। তিন দিন পর

আমার এ ওয়াদার কথা স্মরণে আসে। আমি বাকি মূল্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, তিনি সেখানেই রয়েছেন। তিনি বললেন, ওহে যুবক! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি তিন দিন যাবত এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) বলেছেন, আমাদের মতে ইনি হলেন আবদুল করীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র)। আবু দাউদ (র) বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে আমাদের কাছে এরূপই পৌছেছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, বিশর ইবনুস-সারী এ হাদীস আবদুল করীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِيْمَنْ يَتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ না পেয়েও তৃপ্তি লাভের ভান করা

٤٩٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ جَارَةً تَعْنِي ضَرَّةً هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِيْ قَالَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

৪৯৯৭। আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক সতীন আছে। আমি কি তাকে এরূপ বলতে পারি– আমার স্বামী আমাকে এই জিনিস দিয়েছে, অথচ বাস্তবে তা দেয়নি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না পেয়ে পাওয়ার ভানকারী মিথ্যাচারের দু'টি পোশাক পরিধানকারীতুল্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَزَاحِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ রসিকতা ও কৌতুক

٤٩٩٨- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ احْمِلْنِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حَامِلُوْكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ. قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلاَّ النُّوْقُ.

৪৯৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটা সাওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমাকে আরোহণের জন্য একটা উষ্ট্রীর বাচ্চা দিবো। ঐ ব্যক্তি বললো, উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: উটকে তো উষ্ট্রীই জন্ম দেয়।

٤٩٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلاَ أَرَاكِ تَرْفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتِنِيْ أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ أَبُوْ بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلاَنِيْ فِيْ سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِيْ فِيْ حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا.

৪৯৯৯। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি আয়েশা (রা)-র সরব কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। আবু বকর (রা) ভিতরে প্রবেশ করে আয়েশা (রা)-কে কাবু করে চড় মারতে উদ্ধত হলেন এবং বললেন, আমি কি লক্ষ করিনি যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা)-কে বাধা দিলেন। আবু বকর (রা) রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে চলে গেলেন। আবু বকর (রা) চলে যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে (কৌতুক করে) বললেন, দেখলে তো, আমি তোমাকে কি করে ঐ লোকটার হাত থেকে বাঁচালাম! রাবী বলেন, এরপর কয়েক দিন আবু বকর (রা) আর তাঁর কাছে আসলেন না। অতঃপর একদিন এসে ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে উভয়কে সন্তুষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি উভয়কে বললেন, আমাকেও তোমাদের শান্তিতে অংশীদার করো যেমনটি তোমরা আমাকে অংশীদার করেছিলে তোমাদের কলহে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমরা তাই করলাম।

٥٠٠٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وَقَالَ ادْخُلْ فَقُلْتُ أَكُلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّكَ فَدَخَلْتُ.

৫০০০। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি চামড়ার তৈরী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন। আমি (কৌতুক করে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোটা দেহসহ? তিনি বললেন, হাঁ, সমস্ত শরীরসহ আসো। তারপর আমি প্রবেশ করলাম।

٥٠٠١- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ قَالَ إِنَّمَا قَالَ أَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ.

৫০০১। উসমান ইবনে আবুল আতিকা (র) বলেন, তাঁবুটির পরিধি অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে আওফ (রা) কৌতুক করে বলেছিলেন– আমার গোটা দেহসহ প্রবেশ করবো?

٥٠٠٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاذَا الأُذُنَيْنِ.

৫০০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কৌতুকের ছলে) আমাকে বললেন, ওহে দুই কানওয়ালা!

بَابُ مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ مِنْ مُزَاحٍ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ যে ব্যক্তি ঠাট্টাচ্ছলে কোনো জিনিস গ্রহণ করে

٥٠٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا. وَقَالَ سُلَيْمَانُ لَعِبًا وَلاَ جِدًّا وَمَنْ

أَخْذَ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنَ يَزِيْدَ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০০৩। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইয়াযীদ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: তোমাদের কেউ যেনো তার ভাইয়ের কোনো জিনিসপত্র গ্রহণ না করে– খেলাচ্ছলেই হোক কিংবা বাস্তবিকই হোক। আর যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের লাঠি নিয়ে থাকলে সে যেনো তা ফেরত দেয়। ইবনে বাশশার (র) ইবনে ইয়াযীদ-এর কথা বলেননি এবং সরাসরি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

٥٠٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلٰى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

৫০০৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ হাদীস বর্ণনা করছেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করছিলেন। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে তাদের কেউ গিয়ে তার সাথের রশি (কৌতুক করে) নিয়ে আসলো। তাতে সে ভয় পেয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোনো মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ভয় দেখানো হালাল নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَدُّقِ فِي الْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ বাকপটুত্ব

٥٠٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ الْعَوْقَةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا.

৫০০৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সকল লোককে ঘৃণা করেন যারা বাগ্মিতা ও বাকপটুত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহ্বাকে দাঁতের সাথে লাগিয়ে বিকট শব্দ করে, যেমন গরু তার জিহ্বা নেড়ে যেমনটি করে থাকে।

٥٠٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِىَ بِهِ قُلُوْبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَم يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

৫০০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মানুষের অন্তরকে মন্ত্রমুগ্ধ করার জন্য চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা শিখে– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো অনুতাপ ও অর্থব্যয় বা ফরয ও নফল কবুল করবেন না।

٥٠٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ يَعْنِي لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ.

৫০০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। প্রাচ্য থেকে দুই ব্যক্তি এসে (অত্যন্ত বাকপটুতার সাথে) বক্তৃতা করলো এবং উভয়ের বর্ণনা শুনে লোকজন বিমোহিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কোনো কোনো ভাষণে যাদুকরি প্রভাব আছে।

٥٠٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ فِيْ أَصْلِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَحَدَّثَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ابْنُهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ ظَبْيَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرٌو لَوْ قَصَدَ فِىْ قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِى الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ.

৫০০৮। আমর ইবনুল আস (রা) একদিন বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করলো। আমর (রা) বললেন, যদি সে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করতো তাহলে তার জন্য ভালো হতো। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছে অথবা আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে। কেনোনা সংক্ষিপ্ত আলোচনা উত্তম।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الشِّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ কবিতা প্রসঙ্গে

٥٠٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا. قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ بَلَغَنِيْ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجْهُهُ أَنْ يَّمْتَلِئَ قَلْبُهُ حَتّٰى يَشْغَلَهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَإِذَا كَانَ الْقُرْاٰنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ فَلَيْسَ جَوْفُ هٰذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا مِنَ الشِّعْرِ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. قَالَ كَأَنَّ الْمَعْنٰى أَنْ يَّبْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ يَمْدَحِ الإِنْسَانَ فَيَصْدُقُ فِيْهِ حَتّٰى يَصْرِفَ الْقُلُوْبَ إِلٰى قَوْلِهِ ثُمَّ يَذُمُّهُ فَيَصْدُقُ فِيْهِ حَتّٰى يَصْرِفَ الْقُلُوْبَ إِلٰى قَوْلِهِ الاٰخَرِ فَكَأَنَّهُ سَحَرَ السَّامِعِيْنَ بِذٰلِكَ.

৫০০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (খারাপ) কবিতা দিয়ে পেট পূর্ণ করার চেয়ে তোমাদের জন্য পূঁজ দিয়ে পেট ভর্তি করা উত্তম। আবু আলী (র) বলেন, আবু উবাইদ সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি এ হাদীসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলেন, কবিতায় তার কলব ভর্তি হয়ে যাওয়ায় সে কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকির থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু কুরআন ও ইলম চর্চার প্রাধান্য থাকলে আমরা বলবো না যে, তার পেট কবিতায় ভর্তি আছে। 'কোনো কোনো ভাষণে অবশ্যই যাদুকরি প্রভাব আছে'– অর্থাৎ সে কোনো মানুষের প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করবে এবং এতো উত্তেজক বক্তব্য রাখে যে, মানুষের মন তার বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। আবার সে তার কুৎসা করলে এমনভাবে করে যে, মানুষ তা বিশ্বাস করে। ফলে তাদের অন্তর তার কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাতে মনে হয় যে, সে তার ভাষণের মাধ্যমে শ্রোতাদের উপর যেনো যাদু করেছে।

٥٠١٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

৫০১০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।

٥٠١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا.

৫০১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন এসে (অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায়) কথা বলা শুরু করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোন কোনো বর্ণনা যাদুর ন্যায় হৃদয়গ্রাহী হয়; আর কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ।

٥٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ حَدَّثَنِي أَبُوْ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ عَبْدُ اللّهِ بنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً فَقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانَ صَدَقَ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا فَالرَّجُلُ يَكُوْنُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ فَيَسْحَرُ الْقَوْمَ بِبَيَانِهِ فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ. وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ إِلَى عِلْمِهِ مَا لاَ يَعْلَمُ فَيُجَهِّلُهُ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا فَهِيَ هذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالأَمْثَالُ الَّتِي يَتَّعِظُ النَّاسُ بِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً فَعَرْضُكَ كَلاَمَكَ وَحَدِيْثَكَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وَلاَ يُرِيْدُهُ.

৫০১২। সাখর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা (বুরাইদা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: কোনো কোনো বর্ণনা যাদুর মতো হয়, কোনো কোনো ইলম (জ্ঞান) অজ্ঞতা হয়ে থাকে, কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ হয় এবং কোনো কোনো কথা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সা'সা'আ ইবনে সাওহান বলেন, আল্লাহর নবী সত্য বলেছেন। প্রথমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী "কোনো কোনো বর্ণনায় যাদু রয়েছে"– অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তির কাছে অপরের হক (দেনা) থাকে কিন্তু সে হকদারের সাথে এমন সুন্দর ভঙ্গীতে যুক্তিপূর্ণ কথা বলে যাতে পাওনাদারের দেনা পরিশোধ করতে হয় না। আর 'জ্ঞান অজ্ঞতা হয়ে থাকে', এর অর্থ হলো– আলেম ব্যক্তি না জেনেও জানার ভান করে, ফলে এটাই অজ্ঞতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কবিতাকে হিকমত বলার কারণ হলো– কোনো কোনো কবিতায় এমন সব ওয়ায-নসীহত উদাহরণ থাকে যা মানুষ গ্রহণ করে থাকে কোনো কোনো কথা বোঝাস্বরূপ– এমন ব্যক্তির কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যার উপযুক্ত সে নয় এবং সে তা শুনতেও চায় না।

٥٠١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

৫০১৩। সা'ঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাস্সান (রা) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন এবং উমার (রা) এ সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমার (রা) তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি বললেন, আমি মসজিদে তখনও কবিতা পড়েছি যখন সেখানে তোমার চেয়ে ভালো মানুষটি উপস্থিত ছিলেন।

٥٠١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ. زَادَ فَخَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

৫০১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তবে এ হাদীসে আরো আছে, উমার (রা) আশঙ্কা করলেন যে, তিনি যদি হাস্সান (রা)-কে নিষেধ করেন তবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিকে দলীল হিসেবে পেশ করবেন। তাই তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

٥٠١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْصِيُّ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُوْمُ عَلَيْهِ يَهْجُوْ مَنْ قَالَ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانٍ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্সান (রা)-এর জন্য মসজিদে একটি মিম্বার স্থাপন করতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে কাফিরদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অবাঞ্ছিত কথা বলতো ব্যঙ্গ কবিতায় তার প্রতিবাদ করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হাস্সান (রা) যতোক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে থাকে ততোক্ষণ জিবরাঈল (আ) তার সাথে থাকেন।

٥٠١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ. فَنَسَخَ مِنْ ذٰلِكَ وَاسْتَثْنٰى وَقَالَ إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا.

৫০১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কবিদের অনুসরণ করে তারাই যারা পথভ্রষ্ট" (সূরা শু'আরা : ২২৪)। উল্লেখিত আয়াতটিকে আল্লাহ রহিত করেছেন এবং একটি ব্যতিক্রম করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, "কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে" (সূরা শু'আরা : ২২৭)।

بَابٌ فِي الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ স্বপ্ন সম্বন্ধে

٥٠١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ

يَقُوْلُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَيَقُوْلُ إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

৫০১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায সমাপ্ত করে (উপস্থিত লোকদের দিকে) ফিরে বলতেন: আজ রাতে তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছে কি? এরপর তিনি বলতেন, আমার (মৃত্যুর) পরে নবুয়াতের ধারা আর অবশিষ্ট থাকবে না শুধু সত্য স্বপ্ন ছাড়া।

٥٠١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

৫০১৮। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٥٠١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ أَنْ تَكْذِبَ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللّٰهِ وَالرُّؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ. قَالَ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ يَعْنِيْ إِذَا اقْتَرَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْنِى يَسْتَوِيَانِ.

৫০১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সময় যখন আসন্ন হবে মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না এবং যে যতো সত্যবাদী হবে তার স্বপ্নও ততো সত্য হবে। স্বপ্ন তিন প্রকার, যথা: (ক) উত্তম স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ, (খ) ভীতিপ্রদ স্বপ্ন যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (গ) মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে এবং মনে মনে কল্পনা করার কারণে যে স্বপ্ন দেখে থাকে। যে ব্যক্তি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখবে, তার উচিত ঘুম থেকে জেগে (নফল) নামায আদায় করা এবং ঐ স্বপ্ন সম্বন্ধে কারো সাথে আলাপ না করা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি স্বপ্নে পায়ে শিকল লাগানো দেখতে পাওয়াকে পছন্দ করি কিন্তু গলায় শিকল লাগানো দেখাকে পছন্দ করি না। আর স্বপ্নে শিকল দেখার তাৎপর্য

হলো- দীনের উপর অবিচল থাকা। আবু দাউদ (র) বলেন, 'যখন সময় আসন্ন হবে' অর্থাৎ যখন রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য একসমান হবে।

টীকা ঃ সময় বা কাল নিকটবর্তী বা আসন্ন হওয়ার প্রধানত তিনটি অর্থ হতে পারে। যথা- (ক) কিয়ামত নিকটবর্তী হলে, (খ) মৃত্যুর সময় কাছাকাছি আসলে, (গ) যে যে সময় দিনরাত সমান হয়ে থাকে। এ সময় মানুষের মন-মানসিকতাও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। তখন যেসব স্বপ্ন দেখে তা সত্য হয়ে থাকে। আর এক অর্থ এটাও হতে পারে, যখন মাসগুলো দিনের মতো অতিবাহিত হবে অর্থাৎ ইমাম মাহদীর যুগে (অনুবাদক)।

٥٠٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلاَ تَقُصَّهَا إِلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ.

৫০২০। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তা একটি পাখির পায়ের সাথে ঝুলন্ত থাকে। অতঃপর যখন তাবীর বা ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা কার্যকর হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: "বন্ধু ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না।

٥٠٢١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

৫০২১। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সুস্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার উচিৎ তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা এবং তারপর (আল্লাহ তা'আলার কাছে) ঐ স্বপ্নের কুফল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হলে ঐ স্বপ্নে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

٥٠٢٢- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ

يَّسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ.

৫০২২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তার উচিত তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা, আল্লাহ তা'আলার কাছে শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া ।

(স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দর্শন লাভ)

٥٠٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِى الْيَقْظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِيْ فِى الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ.

৫০২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে অথবা সে যেনো আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখলো। কেনোনা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম নয়।

টীকা ঃ শয়তানের পক্ষে যদিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক প্রতিচ্ছবি ধারণ সম্ভব নয়, কিন্তু সে অপরের অবয়ব ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নকল পরিচয় দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারে। অতএব সাবধান থাকতে হবে (সম্পাদক)।

٥٠٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَّعْقِدَ شَعِيْرَةً وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ يَفِرُّوْنَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِىْ أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫০২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর ছবি তৈরি করবে কিয়ামতের দিন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার না করা পর্যন্ত তার আযাব হতে থাকবে। অথচ তার পক্ষে তাতে জীবন সঞ্চার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর যে ব্যক্তি স্বপ্ন না দেখে স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করবে বা মিথ্যা

স্বপ্ন বলবে তাকে যবের দানায় গিঠ দিতে বলা হবে। আর যে ব্যক্তি এমন এক সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শুনবে যারা তার থেকে ঐ কথা গোপন রাখতে চায় কিয়ামতের দিন তার কানে উত্তপ্ত সিসা ঢালা হবে।

٥٠٢٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّا فِيْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأُتِيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِيْ الاخِرَةِ وَأَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ.

৫০২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমরা যেনো উকবা ইবনে রাফে' (রা) এর ঘরে বসে আছি এবং আমাদের সামনে "রুতাবে ইবনে তাব" নামক টাটকা খেজুর পরিবেশন করা হয়েছে। আমি এর তাবীর এভাবে করেছি যে, দুনিয়াতে আমাদের বিপুল উন্নতি ও মর্যাদা লাভ হবে এবং পরকালেও কল্যাণ লাভ হবে, আর আমাদের দীনও উত্তম।

بَابٌ فِى التَّثَاؤُبِ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ হাই তোলা

٥٠٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

৫০২৬। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তির হাই আসে সে যেনো (হাত দিয়ে) তাঁর মুখ বন্ধ করে দেয়। কেনোনা শয়তান ভিতরে প্রবেশ করে।

٥٠٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ قَالَ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

৫০২৭। সুহাইল (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। নবী (সা) বলেন: নামাযরত অবস্থায় হাই উঠলে যথাসম্ভব তা চেপে রাখবে।

٥٠٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُلْ هَاهْ هَاهْ فَإِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ.

৫০২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। অতএব যখনই তোমাদের কারো হাই আসে সে যেনো যথাসাধ্য তা প্রতিরোধ করে এবং হাহ্ হাহ্ ইত্যাদি শব্দ না করে। কেনোনা হাই তোলা শয়তানের কাজ, এতে শয়তান হাসে।

بَابٌ فِى الْعَطَّاسِ

অনুচ্ছেদ-৯০ : হাঁচি দেয়া

٥٠٢٩– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلٰى فِيْهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ يَحْيٰى.

৫০২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন হাঁচি আসতো তখন তিনি হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতেন এবং হাঁচির শব্দ নীচু করে দিতেন।

٥٠٣٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلٰى أَخِيْهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ.

৫০৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার মুসলমান ভাইদের জন্য পাঁচটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য রয়েছে। যথা সালাম দিলে সালামের জওয়াব দেয়া, হাঁচি শুনে তার উত্তর দেয়া, দাওয়াত কবুল করা, অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যাওয়া এবং জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া।

بَابُ كَيْفَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ হাঁচির উত্তর দেয়া

٥٠٣١-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّيْ بِخَيْرٍ وَلاَ بِشَرٍّ قَالَ إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ. قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَرُدَّ يَعْنِي عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ.

৫০৩১। হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সালেম ইবনে উবাইদ (রা)-এর সাথে ছিলাম। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে (আল্‌হামদু লিল্লাহ-এর পরিবর্তে) বললো, 'আসসালামু আলাইকুম' (আপনাদের ওপর শান্তি নেমে আসুক)। সালেম (রা) বললেন, তোমার উপর ও তোমার মাতার ওপরও শান্তি নেমে আসুক। সালেম (রা) বললেন, মনে হয় তুমি আমার উত্তরে বিব্রতবোধ করছো। লোকটি বললো, ভালো বা মন্দ কোন প্রসঙ্গে আপনি আমার মায়ের উল্লেখ করবেন তা আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। সালেম (রা) পুনরায় বললেন, আমি তো উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়ই বলেছি। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'ওয়া আলাইকা ওয়া আলা উম্মিকা' "তোমার ও তোমার মাতার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক"। তারপর বললেন: তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিলে তার উচিৎ "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" বলা। অতঃপর তিনি কিছু হামদ উল্লেখ করলেন, এবং তার কাছে যারা থাকবে তাদের উচিৎ ইয়ারহামুকাল্লাহ (তোমাকে আল্লাহ দয়া করুন) বলা; এবং হাঁচি দানকারীর উচিৎ উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে 'ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম' (আল্লাহ আপনাদেরকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন) বলা।

٥٠٣٢- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَرْقَاءَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ الأَشْجَعِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০৩২। সালেম ইবনে উবাইদ আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٠٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَيَقُوْلُ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

৫০৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি কেউ হাঁচি দেয় তাহালে সে 'আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল' (সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলবে। আর তার ভাই অথবা সাথী 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর হাঁচিদাতা 'ইয়াহ্দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম' (আল্লাহ তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের সার্বিক অবস্থার সংশোধন করুন) বলবে।

بَابُ كَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسَ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ হাঁচির উত্তর কতোবার দিবে?

٥٠٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلاَثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ.

৫০৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার ভাইয়ের হাঁচির জবাব তিনবার দাও। এরপরও হাঁচি দিতে থাকলে (আর জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই) তবে তার মস্তিষ্কে ঠাণ্ডা লেগেছে।

٥٠٣٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ

رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু নুআইম (র) এ হাদীস মূসা ইবনে কায়েস-মুহাম্মাদ ইবনে আজলান-সাঈদ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٣٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُشَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمِّتَهُ فَشَمِّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَكُفَّ.

৫০৩৬। উবায়েদ ইবনে রিফা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হাঁচিদাতার উত্তর তিনবার দাও। এরপরও যদি সে হাঁচি দিতে থাকে তবে তোমার ইচ্ছা উত্তর দিতে পারো; আর নাও দিতে পারো।

٥٠٣٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ.

৫০৩৭। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে হাঁচি দিলে তিনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন) বললেন। লোকটি আবার হাঁচি দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: লোকটির ঠাণ্ডা লেগেছে।

بَابُ كَيْفَ يُشَمَّتُ الذِّمِّيُّ

অনুচ্ছেদ-৯৩ : যিম্মীর হাঁচির উত্তর কিভাবে দিতে হবে?

٥٠٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

حَكِيْمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَّقُوْلَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَكَانَ يَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

৫০৩৮। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইচ্ছা করেই হাঁচি দিতো– এই আশায় যে, তিনি তাদের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহু' বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন: 'ইয়াহ্দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম' (আল্লাহ তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন ও তোমাদের অবস্থার সংশোধন করুন।

بَابُ فِيْمَنْ يَعْطِسُ وَلاَ يَحْمَدُ اللّٰهَ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ হাঁচি দিয়ে যে ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলে না

٥٠٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الاٰخَرَ قَالَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلاَنِ عَطَسَا فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا. قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَسَمَّتَّ أَحَدَهُمَا وَتَرَكْتَ الاٰخَرَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَإِنَّ هٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ.

৫০৩৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিলে তিনি এক ব্যক্তির হাঁচির উত্তর দিলেন এবং অপর ব্যক্তির উত্তর থেকে বিরত থাকলেন। প্রশ্ন করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সামনে তো দুই ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে। আপনি কেনো এক ব্যক্তির উত্তর দিয়ে অপর ব্যক্তির উত্তর দানে বিরত থাকলেন? তিনি বললেন: এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেছে আর এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি।

ঘুম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদমালা

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلٰى بَطْنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে শোয়

٥٠٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ

يَعِيْشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسِ الْغِفَارِيُّ قَالَ كَانَ أَبِيْ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوْا بِنَا الِى بَيْتِ عَائِشَةَ فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِيْنَا فَجَاءَتْ بِجَشِيْشَةٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِيْنَا فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَسْقِيْنَا فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِّنَ اللَّبَنِ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَسْقِيْنَا فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيْرٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِى الْمَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِيْ إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ. قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০৪০। ইয়াঈশ ইবনে তিখফা ইবনে কায়েস আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আস্‌হাবে সুফ্‌ফার সদস্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আয়েশা (রা)-এর ঘরে যেতে বললেন। আমরা গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাদের আহারের ব্যবস্থা করো। তিনি হাশীশা পরিবেশন করলেন এবং আমরা খেলাম। এরপর তিনি (সা) বললেন: হে আয়েশা! আমাদেরকে আরো খাবার দাও। এবার তিনি কবুতরের মতো সামান্য হায়সা নিয়ে আসলেন এবং আমরা খেয়ে নিলাম। তারপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! এবার আমাদেরকে পান করাও। অতঃপর তিনি এক গামলা দুধ নিয়ে আসলেন এবং আমরা পান করলাম। পুনরায় তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে পানীয় চাইলে তিনি ছোট এক পেয়ালা পরিবেশন করলেন; আমরা পান করলাম। এবার তিনি বললেন: ইচ্ছা করলে তোমরা এখানে ঘুমাতে পারো অন্যথায় মসজিদে চলে যেতে পারো। আমার পিতা বলেন, আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলাম আমার বুকের ব্যথার কারণে। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমাকে তাঁর পা দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন, এ পদ্ধতিতে শোয়া আল্লাহ ঘৃণা করেন। রাবী বলেন, আমি চোখ তুলে দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

بَابٌ فِى النَّوْمِ عَلَى السَّطْحِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো

٥٠٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمٌ يَعْنِى ابْنَ نُوْحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ وَعْلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

৫০৪১। আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'লা ইবনে শাইবান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তি দেয়ালবিহীন ছাদে রাত যাপন করলে (ঘুমালে) তার নিরাপত্তার দায়িত্ব তিরোহিত হয়ে যায়।

بَابٌ فِي النَّوْمِ عَلى طَهَارَةٍ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো

٥٠٤٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُوْ ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فُلَانٌ لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَقُوْلَهَا حِيْنَ انْبَعِثُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا.

৫০৪২। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুসলমান ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় (উযু করে) ও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে রাত অতিবাহিত করে (ঘুমায়) এবং রাতে (ঘুম থেকে) জেগে আল্লাহর কাছে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। ছাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, আবু যাব্য়ান (র) আমাদের এখানে এলেন এবং আমাদের নিকট মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন। ছাবিত (র) বলেন, অমুক ব্যক্তি বলেছেন, আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তা (দোয়া) পাঠের যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।

٥٠٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي بَالَ.

৫০৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জেগে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাপন করে উভয় হাত ও মুখ ধুয়ে পুনরায় ঘুমালেন। আবূ দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ পেশাব করেছিলেন।

بَابُ كَيْفَ يَتَوَجَّهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন দিকে মুখ করে ঘুমাবে?

٥٠٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ بَعْضِ الِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِمَّا يُوْضَعُ الإِنْسَانُ فِيْ قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ.

৫০৪৪। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর কোন আত্মীয় থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাধারণত মৃত ব্যক্তিকে কবরে যেভাবে রাখা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা সেই পদ্ধতিতে বিছানো ছিল এবং তাঁর মাথার দিকে মসজিদ ছিল।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, লাশ কবরে যেভাবে শুইয়ে রাখা হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিক সেভাবে বিছানায় শুইতেন। তাতে তাঁর মুখমণ্ডল থাকতো কা'বামুখী। অর্থাৎ তিনি পশ্চিম দিকে মাথা এবং পূর্বদিকে পা রেখে ঘুমাতেন। আমাদের দেশে যেমন সাধারণত উত্তর দিকে মাথা এবং দক্ষিণ দিকে পা রেখে ঘুমানো হয়। উল্লেখ্য যে, মদীনাবাসীদের কিবলা দক্ষিণ দিকে (সম্পাদক)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ ঘুমের সময় যা বলবে বা পড়বে?

٥٠٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৫০৪৫। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করতেন তখন তাঁর ডান হাত গালের নীচে রেখে তিনবার বলতেন: "আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা" (হে আল্লাহ! তুমি যেদিন তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে, সেদিন আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করো)।

٥٠٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ وَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ امَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. قَالَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اخِرَ مَا تَقُوْلُ. قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ فَقُلْتُ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ قَالَ لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

৫০৪৬। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: যখন রাতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিবে তখন নামাযের উযুর ন্যায় উযূ করে ডান কাতে শুয়ে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম ও আপনার অনুগত হলাম, আমার কাজ আপনার উপর সোপর্দ করলাম, আমার পিঠ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আপনার সাহায্যের প্রতি আমি ভরসা করলাম আপনার প্রতি আগ্রহে ও ভয়ে। আপনি ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় ও নিরাপত্তার স্থান নেই। আমি আপনার সেই কিতাবে বিশ্বাস করি যা আপনি আপনার প্রেরিত নবীর উপর নাযিল করেছেন"। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর যদি তুমি (ঐ রাতে) মারা যাও তাহলে তুমি ইসলামের উপরেই মারা গেলে। এটাই হবে তোমার (শোয়ার পরে) সর্বশেষ কথা। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমি বললাম, এটি আওড়াতে গিয়ে আমার মুখে 'ওয়া বিরাসূলিকাল্লাযী আরসালতা' এসে গেলে তিনি (সা) বললেন: না, বরং 'ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা'।

٥٠٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَيْتَ إِلى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَتَوَسَّدْ يَمِيْنَكَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫০৪৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন: যখন তুমি পবিত্র হয়ে শয্যায় আশ্রয়

নিবে তখন তোমার ডান হাত মাথার নীচে রাখবে। তারপর হাদীসখানা উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٠٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِذَا أَتَيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا وَقَالَ الاخَرُ تَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ وَسَاقَ مَعْنَى مُعْتَمِرٍ.

৫০৪৮। আল-বারাআ (রা)-নবী (সা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ান (র) বলেন, একজন রাবীর বর্ণনায় আছে, 'তুমি পবিত্র হয়ে যখন তোমার বিছানায় আসো'। অপর রাবীর বর্ণনায় আছে, 'তুমি তোমার নামাযের উযুর ন্যায় উযু করো'। এভাবে হাদীসের বাকী বর্ণনা মো'তামির বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ।

٥٠٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوْتُ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

৫০৪৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন, "আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আহ্‌য়া ওয়া আমূতু" (হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি)। । আবার তিনি যখন জাগতেন তখন বলতেন, "আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্-নুশূর" (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করলেন)।

٥٠٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ.

৫০৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় আশ্রয় নেয়, সে যেনো তার পরিধেয় বস্ত্রের ভিতরের দিক দিয়ে বিছানা ঝেঁড়ে নেয়। কেনোনা সে জানে না তার চলে যাওয়ার পর বিছানায় কি এসেছে। অতঃপর সে যেনো তার ডান কাতে শুয়ে বলে, প্রভু হে! তোমারই নামে আমার দেহ রাখলাম এবং তোমার নামে তা উঠাবো। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও তবে তার প্রতি দয়া করো, আর যদি ফিরিয়ে দাও, তবে তার নিরাপত্তা দান করো– যেভাবে তুমি তোমার নেক বান্দাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকো।

٥٠٥١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوى إِلى فِرَاشِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْانِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ أَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الاخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ. زَادَ وَهْبٌ فِيْ حَدِيْثِهِ اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ.

৫০৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ! আসমান-যমীনের তথা প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক; শস্যবীজ অঙ্কুরিতকারী, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী, প্রভু হে! আমি তোমার নিকট তোমার অধীনস্থ ও আয়াত্তাধীন সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না, তুমিই অনন্ত, তোমার পরে কেউ থাকবে না, তুমি প্রকাশ্য এবং তোমার উপরে কিছু নেই, তুমি গোপন, তুমি ছাড়া কিছুই নেই। বর্ণনাকারী ওয়াহ্‌ব (র) তার হাদীসে আরো উল্লেখ করেন, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করো এবং অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দাও।

٥٠٥٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ يَعْنِي ابْنَ جَوَّابٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ وَأَبِيْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ

وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اَللّٰهُمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

৫০৫২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিছানায় শোয়ার সময় বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার মহান সত্তা ও পূর্ণ কলেমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি– যা তোমার অধীনে আছে তার অমঙ্গল হতে। হে আল্লাহ! তুমিই ঋণের বোঝা ও পাপের চাপ দূরীভূত করো। হে আল্লাহ! তোমার সৈন্যবাহিনী বা তোমার দলকে কখনো পরাভূত করা যায় না এবং তোমার ওয়াদার কখনো বরখেলাপ হয় না। সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমার হাত হতে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে।"

٥٠٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ.

৫০৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বিছানায় আশ্রয় নিতেন, বলতেন: প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই মহান প্রতিপালকের জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, অথচ এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের না আছে প্রয়োজন পূর্ণকারী আর না আছে আশ্রয়দাতা।

٥٠٥٤- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى الأَزْهَرِ الأَنْمَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاخْسَأْ شَيْطَانِيْ وَفُكَّ رِهَانِيْ وَاجْعَلْنِيْ فِى النَّدِيِّ الأَعْلٰى. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُوْ هَمَّامٍ الأَهْوَازِيُّ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ أَبُوْ زُهَيْرٍ الأَنْمَارِيُّ.

৫০৫৪। আবুল আযহার আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, বলতেন: আল্লাহর নামে আমার দেহ রাখলাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করো, আমার থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে

দাও, আমার ঘাড়কে মুক্ত করো এবং আমাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদের কাতারে স্থান দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু হাম্মাম আল-আহ্ওয়াযী (র) এ হাদীস ছাওর (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (আবুল আযহারের স্থলে) আবু যুহাইর আল-আনসারীর উল্লেখ করেছেন।

٥٠٥٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنَوْفَلٍ اقْرَأْ قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. ثُمَّ نَمْ عَلٰى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ.

৫০৫৫। ফারওয়া ইবনে নাওফাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাওফাল (র)-কে বলেন: তুমি "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" সূরাটি পাঠ করে ঘুমাবে। কেনোনা তা শিরক হতে মুক্তকারী।

٥٠٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِيَانِ ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৫০৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে শোয়ার জন্য তাঁর বিছানায় এসে দুই হাত একত্র করে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন্ নাস সূরা তিনটি পাঠ করে (হাতে) ফুঁক দিতেন, অতঃপর সেই হাত দু'টো দিয়ে যতদূর সম্ভব তাঁর শরীর মসেহ করতেন এবং মাথা থেকে মসেহ আরম্ভ করতেন, তারপর মুখমণ্ডল, শরীরের সম্মুখ ভাগ, অতঃপর শরীরের যেখানে যেখানে হাত পৌঁছানো সম্ভব। তিনি তা তিনবার (মসেহ) করতেন।

٥٠٥٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بِلاَلٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَّرْقُدَ وَقَالَ إِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ اٰيَةٍ.

৫০৫৭। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোয়ার পূর্বে যেসব সূরার প্রারম্ভে সাব্বাহা বা ইউসাব্বিহু রয়েছে সেগুলো পাঠ করতেন। তিনি বলেছেন, এ সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াতের চেয়েও উত্তম।

টীকা ঃ সূরাসমূহ (৫৭) সূরা হাদীদ, (৫৯) সূরা হাশর, (৬২) সূরা জুমুআ, (৬৪) সূরা তাগাবুন এবং (৮৭) সূরা আল-আ'লা (সম্পাদক)।

٥٠٥٨– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنِيْ حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانِيْ وَاٰوَانِيْ وَأَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ وَالَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِيْ أَعْطَانِيْ فَأَجْزَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ وَإِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

৫০৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে বিছানায় যেতেন তখন বলতেন: সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন, আমাকে (রাতে) আশ্রয় দিলেন, আমাকে পানাহার করালেন, যিনি আমার প্রতি অসীম করুণাময় এবং আমাকে অযাচিত দান করলেন। সুতরাং আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর প্রত্যেক অবস্থায়। হে আল্লাহ, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিকারী এবং প্রত্যেক জিনিসের ইলাহ! আমি তোমার কাছে দোযখের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٥٠٥٩– حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫০৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি শয়নকালে আল্লাহকে স্মরণ করলো না, সে কিয়ামতের দিন বঞ্চিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো আসনে বসলো অথচ সেখানে সে মহামহিমান্বিত আল্লাহকে স্মরণ করলো না কিয়ামতের দিন সে বঞ্চিত হবে।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ কেউ রাতে ঘুম থেকে সজাগ হলে কি বলবে?

٥٠٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ. ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْوَلِيْدُ أَوْ قَالَ دَعَا اُسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

৫০৬০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে সজাগ হয়ে বললো– "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব, প্রভুত্ব, রাজ্য ও প্রশংসা সবই তাঁর, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী; সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমতা ছাড়া কারো কোনো উপায় নেই"; তারপর সে দুআ করে– "হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন; "বর্ণনাকারী ওয়ালীদ বলেন– দোআ করে অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায় "রব্বিগফির লী"-এর উল্লেখ নেই আর এ দোআ কবুল করা হয়। এরপর সে যদি উঠে উযু করে নামায পড়ে তাহলে তার নামায কবুল করা হয়।

٥٠٦١- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ. اَللّهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

৫০৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে সজাগ হতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমার

পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করছি। প্রভু হে! আমার ইলম বাড়িয়ে দাও এবং হেদায়াত দানের পর আমার অন্তরকে বাঁকা করো না এবং আমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহাদানকারী।

بَابٌ فِي التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ : ঘুমানোর তাসবীহ্

٥٠٦٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ شُعْبَةَ الْمَعْنى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلى قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ شَكَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحى فَأُتِيَ بِسَبْيٍ فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَخْبَرَتْ بِذلِكَ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ فَقَالَ عَلى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلى صَدْرِىْ فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

৫০৬২। আলী (রা) বলেন, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে ফাতিমা (রা)-এর হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন। কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী এলে ফাতিমা (রা) একটি খাদেম চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। এ ব্যাপারে তিনি আয়েশা (রা)-কে অবহিত করে চলে গেলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলে তিনি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি (সা) এমন সময় আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন যখন আমরা ঘুমাতে যাচ্ছিলাম। তাঁর আগমনে আমরা বিছানা হতে উঠতে উদ্যত হলে তিনি বললেন: তোমরা স্বস্থানে থাকো। তিনি এসে আমাদের দু'জনের মাঝখানে বসলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ের শীতল পরশ আমার বুকে অনুভব করছিলাম। তিনি বললেন: আমি কি তোমাদের দু'জনকে এমন একটি উত্তম পথ দেখাবো না যা তোমাদের প্রার্থিত জিনিসের চেয়ে উত্তম হবে? তা হলো– তোমরা যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আল্‌হামদু লিল্লাহ ও চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার বলবে। আর এটা তোমাদের উভয়ের জন্য একটি খাদেম অপেক্ষা লাভজনক হবে।

٥٠٦٣- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وعَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لابْنِ أَعْبُدَ أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِه إِلَيْهِ وكَانَتْ عِنْدِيْ فَجَرَّتْ بِالرَّحى حَتّى أَثَّرَتْ بِيَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّى أَثَّرَتْ فِيْ نَحْرِهَا وَقَمَّتِ الْبَيْتَ حَتّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا فَأَصَابَهَا مِنْ ذلِكَ ضُرٌّ فَسَمِعْنَا أَنَّ رَقِيْقًا أُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيْهِ خَادِمًا يَكْفِيْكِ فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَاسْتَحْيَتْ فَرَجَعَتْ فَغَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِيْ لِفَاعِنَا فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا فِى اللِّفَاعِ حَيَاءً مِّنْ أَبِيْهَا فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ أَمْسِ إِلى ال مُحَمَّدٍ فَسَكَتَتْ مَرَّتَيْنِ فَقُلْتُ وَأَنَا وَاللّٰهِ أُحَدِّثُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هذِهِ جَرَّتْ عِنْدِيْ بِالرَّحى حَتّى أَثَّرَتْ فِيْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّى أَثَّرَتْ فِيْ نَحْرِهَا وَكَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ أَتَاكَ رَقِيْقٌ أَوْ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَهَا سَلِيْهِ خَادِمًا. فَذَكَرَ مَعْنى حَدِيْثِ الْحَكَمِ وَأَتَمَّ.

৫০৬৩। আবুল ওয়ারদ ইবনে ছুমামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ইবনে আ'বুদকে বলেন, আমি আমার স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুলালী ফাতিমার ঘটনা কি তোমার নিকট বর্ণনা করবো না? আর সে ছিল তাঁর নিকট তাঁর পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী। তাকে আমি বিবাহ করি। যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে দাগ হয়ে যায়, পানির মশক বহন করায় কাঁধে দাগ হয়ে যায়; ঘর ঝাড়ু দেয়ায় ও রন্ধনশালায় রান্না করাতে তার পরিধানের কাপড়ে ময়লা ও কালি লেগে যায়; ফলে ফাতিমার বেশ কষ্ট হয়। আমরা শুনতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যুদ্ধবন্দী এসেছে। তাই আমি তাকে বললাম, তুমি যদি তোমার পিতার কাছে গিয়ে একটি খাদেম চেয়ে আনতে তাহলে তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং বেশ হতো। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলো, কিন্তু তখন কিছু লোক তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনারত ছিল। তাই সে লজ্জায় না বলে ফিরে আসলো। পরের দিন ভোরে

তিনি আমাদের ঘরে আসলেন, তখনও আমরা লেপের মধ্যে ছিলাম। তিনি তার (ফাতিমার) মাথার কাছে বসলে পিতার কারণে লজ্জায় সে মাথা লেপের মধ্যে লুকালো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: গতকাল মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারে তোমার কি প্রয়োজন ছিল? এভাবে তিনি দু'বার জিজ্ঞেস করলেও সে চুপ থাকলো। তখন আমি (আলী) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমিই আপনাকে তার যাওয়ার কারণ বলছি। সে আমার এখানে যাঁতা ঘুরায়। ফলে তার হাতে দাগ পড়ে গেছে, মশক ভরে পানি টানতে টানতে তার কাঁধে চিহ্ন পড়ে গেছে, ঘর ঝাড়ু দেয়, এতে তার কাপড় ময়লা হয়ে যায় এবং রান্না করায় তার কাপড়গুলো কালো হয়ে গেছে। আমি খবর পেয়েছিলাম যে, আপনার কাছে যুদ্ধবন্দী এসেছে। আমি আপনার কাছে একজন খাদেম চাওয়ার জন্য তাকে বলেছিলাম। এরপর রাবী হাদীসখানা হাকামের হাদীসের সমার্থবোধক বর্ণনা করেন আরো পূর্ণাঙ্গভাবে।

٥٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ لَيْلَةَ صِفِّينَ فَإِنِّي ذَكَرْتُهَا مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا.

৫০৬৪। আলী (রা)-নবী (সা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী তাতে বলেন, আলী (রা) বললেন, আমি সিফফীন যুদ্ধের রাত ব্যতীত এ তাসবীহগুলোর পাঠ কখনো ত্যাগ করিনি– যখন থেকে আমি তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শুনেছি। অবশ্য ঐ রাতের শেষ প্রহরে আমার তা স্মরণ হলে আমি তাসবীহগুলো আদায় করেছি।

٥٠٦٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي

الْمِيْزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَّعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ قَالَ يَأْتِيْ أَحَدَكُمْ فِيْ مَنَامِهِ يَعْنِى الشَّيْطَانَ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَّقُوْلَهُ وَيَأْتِيْهِ فِيْ صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَّقُوْلَهَا.

৫০৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দু'টি বিষয় বা দু'টি অভ্যাসের প্রতি যে মুসলমান লক্ষ রাখবে সে অবশ্যি বেহেশতে যাবে। বিষয় দু'টি খুবই সহজ কিন্তু পালনকারীর সংখ্যা নগণ্য। প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার বলবে। আর মুখে (পাঁচ ওয়াক্তে) এর সংখ্যা এক শত পঞ্চাশ, কিন্তু (নেকী-বদীর) মীযানে এ এক হাজার পাঁচ শত। আর যখন শয্যা গ্রহণ করবে চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ ও তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ বলবে। তা মুখে এক শত বটে কিন্তু মীযানে এক হাজার। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা হাতের আঙ্গুলে গণনা করতে (পড়তে) দেখেছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাজ দু'টো সহজ হওয়া সত্ত্বেও কেনো এর আমলকারী এতো কম? তিনি বললেন: তোমরা বিছানায় ঘুমাতে গেলে শয়তান তোমাদের কোনো লোককে তা বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর নামাযের মধ্যে শয়তান এসে তার বিভিন্ন প্রয়োজনের বা গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সে ঐগুলো বলার পূর্বেই প্রয়োজনের দিকে চলে যায়।

٥٠٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَّأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ السَّبْيِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ التَّسْبِيْحِ قَالَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّوْمَ.

৫০৬৬। উম্মুল হাকাম বা দুবা'আ বিনতে যুবাইর (রা) এ দু'জনের একজনে অপরজন থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসে। আমি ও আমার বোন এবং ফাতিমা (রা) বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে বন্দী থেকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতে আবেদন জানালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের আগে বদরের যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারীদের ইয়াতীম সন্তানরা অগ্রগামী হয়ে গেছে (তারা আগে আসায় তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে)। অতঃপর রাবী তাসবীহ পাঠের কথা উল্লেখ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রত্যেক নামাযের পর, কিন্তু ঘুমের কথা উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ ভোরে ঘুম থেকে উঠে কি বলবে?

٥٠٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِيْ بِكَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ.

৫০৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু কলেমা (দুআ) শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে পারি। তিনি বললেন: তুমি বলো, "হে আল্লাহ! তুমি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমার মনের কু-প্রবৃত্তি, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরেকী থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। তিনি বলেন: হে আবু বকর! তুমি এ কথাগুলো যখন ভোরে উপনীত হবে, সন্ধ্যায় উপনীত হবে ও শয্যা গ্রহণ করবে তখন বলবে।

٥٠٦٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

৫০৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরে জাগতেন বলতেন: "হে আল্লাহ! তোমার করুণায় আমরা ভোরে উপনীত হই, সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং বাঁচি ও মরি। আর তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন"। আর তিনি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং সকালে উপনীত হই, তোমারই নামে আমরা বাঁচি ও মরি এবং তোমারই দিকে আমাদের উত্থান"।

٥٠٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ مَكْحُوْلٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِيْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَعْتَقَ اللّٰهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللّٰهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ.

৫০৬৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি এবং সাক্ষী রাখি তোমাকে ও তোমার আরশবাহীদেরকে, তোমার ফেরেশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে, নিশ্চয়ই তুমি একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তোমার বান্দা ও রাসূল"– আল্লাহ তার এক-চতুর্থাংশ দেহ দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন। যে ব্যক্তি তা দু'বার বলবে, আল্লাহ তার শরীরের অর্ধেক দোযখের আগুন হতে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার বলবে আল্লাহ তার শরীরের তিন-চতুর্থাংশ এবং চারবার বললে তার সমস্ত শরীর দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।

٥٠٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ حِيْنَ يُمْسِى اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫০৭০। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে– "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আমার কোনো ইলাহ নেই। আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছো, আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আমি আমার নিকৃষ্ট কৃতকর্মের জন্য তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার যে অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করছি এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমি যেসব অপরাধ করছি তাও আমি স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। বস্তুত তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই"। এ দুআ পাঠ করার পর সে যদি ঐ দিন অথবা ঐ রাতে মারা যায় তবে সে বেহেশতবাসী হবে।

٥٠٧١- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. زَادَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَأَمَّا زُبَيْدٌ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكِبْرِ أَوِ الْكُفْرِ. رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ. وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ... قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُوْءَ الْكُفْرِ.

৫০৭১। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতেন, "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো

ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। জারীর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আরো উল্লেখ করা হয়েছে: আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁরই জন্য সাম্রাজ্য, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে এ রাতের মঙ্গল কামনা করছি এবং রাতের পরবর্তী মঙ্গলও কামনা করছি। আর এ রাতের সকল প্রকার অমঙ্গল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং তার পরে যা আছে তার অমঙ্গল থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার রব! আমি তোমার কাছে অলসতা, গর্ব-অহংকারের অনিষ্ট ও কুফরীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দোযখের শাস্তি ও কবরের আযাব থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যখন তিনি ভোরে উপনীত হতেন, তখনো তিনি এরূপ বলতেন। বলতেন, আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং ভোরে উপনীত হলো রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে...। আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা এ হাদীস সালামা ইবনে কুহাইল-ইবরাহীম ইবনে সুয়াইদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'বার্ধক্যের নিকৃষ্টতা থেকে' এবং তিনি 'কুফরীর অনিষ্ট থেকে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٠٧٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالُوْا هذَا خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدِّثْنِي بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسى رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُّرْضِيَهُ.

৫০৭২। আবু সাল্লাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হিমসের মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি সেখান থেকে অতিক্রম করলে লোকজন বললো, ইনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছিলেন। অতএব আবু সাল্লাম (র) তার কাছে উঠে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে একখানা হাদীস বলুন যা আপনি অন্য কারো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছেন। তিনি (খাদেম) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সকালে অথবা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যে ব্যক্তি বলে- 'আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছি', এর প্রতিদানে আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করবেন।

٥٠٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ وَإِسْمَاعِيْلُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

৫০৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম আল-বায়াদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বললো, 'হে আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি যে নেয়ামত পৌঁছেছে তা একমাত্র তোমারই পক্ষ থেকে পৌঁছলো, তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই, সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তোমারই প্রাপ্য'– সে তার ঐ দিনের শোকর আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এরূপ বললো সে তার ঐ রাতের শোকর আদায় করলো।

٥٠٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هٰؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ. اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ. وَقَالَ عُثْمَانُ عَوْرَاتِيْ وَامِنْ رَوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِى الْخَسْفَ.

৫০৭৪। জুবাইর ইবনে আবু সুলায়মান ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'ইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন এ দুআগুলো পাঠ না করে ছাড়তেন না– "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা এবং আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষক্রটিগুলো ঢেকে রাখো এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ থেকে আমাকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমার হেফাযত

করো– আমার সম্মুখ হতে, আমার পিছন দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে এবং আমার উপর দিক হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের উছিলায় মাটিতে ধ্বসে যাওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়াকী' বলেছেন, ইগতাল শব্দের অর্থ খাস্‌ফ (মাটির অভ্যন্তরে ধ্বসে যাওয়া)।

٥٠٧٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ سَالِمًا الْفَرَّاءَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيْدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَكَانَتْ تَخْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُوْلُ قُوْلِي حِيْنَ تُصْبِحِيْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ.

৫০৭৫। বনু হাশিমের মুক্তদাস আবদুল হামীদ (র) বর্ণনা করেন, তার মা নবী (সা)-এর কন্যাদের কারো একজনের খেদমত করতেন, তিনি (মা) তাকে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা তার নিকট বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলতেন: তুমি ভোরে উঠে বলবে; 'আল্লাহর পবিত্রতা তাঁর প্রশংসার সাথে; কারো কোনো শক্তি নেই আল্লাহর শক্তি ছাড়া; আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ সকল বস্তুকে জ্ঞানের আওতায় বেষ্টন করে রেখেছেন'। অতঃপর যে ব্যক্তি সকালে উঠে তা বলবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেফাযতে থাকবে। আর যে একথাগুলো সন্ধ্যায় বলবে সে ভোরে উপনীত হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে।

٥٠٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ النَّجَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ الرَّبِيْعُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ

تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ إِلَى وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ. أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ قَالَ الرَّبِيْعُ عَنِ اللَّيْثِ.

৫০৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে উঠে এ আয়াত পড়বে– "সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন সকালে উপনীত হও, আর বিকেলে এবং যখন দুপুরে উপনীত হও, আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই... এভাবে তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে" (সূরা রূম : ১৭-১৯) পর্যন্ত। তার ঐ দিনে যেসব (কল্যাণ ও সওয়াব) হাতছাড়া হয়েছে, সে তা লাভ করবে। আর যে তা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে পড়বে সে লাভ করবে ঐ রাতে সেসব (কল্যাণ ও সওয়াব) যা তার হাতছাড়া হয়েছে। আর-রবী' এ হাদীস লাইস-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَوُهَيْبٌ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيْلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ فِي حَدِيْثِ حَمَّادٍ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ صَدَقَ أَبُوْ عَيَّاشٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُوْسَى الزَّمْعِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ.

৫০৭৭। আবু আয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলবে– "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান"– তা তার জন্য ইসমাঈল (আ) বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান হবে এবং তার জন্য দশটি পুণ্য লেখা হবে ও দশটি পাপ লোপ করা হবে, আর তার দশটি মর্যাদা বুলন্দ করা হবে এবং শয়তান থেকে হেফাযতে থাকবে যতোক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। আর যদি সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে তা বলে, তাহলে ভোর পর্যন্ত তার অনুরূপ ফযীলাত লাভ হবে। বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র)-এর হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু আয়্যাশ (রা) আপনার নামে এই এই কথা বলে। তিনি (সা) বললেন– আবু আয়্যাশ সত্য বলেছে। আবু দাউদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইবনে জা'ফার, মূসা আয-যাম্ঈ ও আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (র) এ হাদীস সুহাইল-তার পিতা-ইবনে আয়্যাশ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٧٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ لَهُ مَا أَصَابَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

৫০৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে যদি বলে– "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি ভোরে উপনীত হয়েছি, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি এবং সাক্ষী রাখছি আপনার আরশ বহনকারীগণকে, আপনার ফেরেশতাগণকে এবং আপনার সমুদয় সৃষ্টিলোককে যে, আপনি একমাত্র আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আপনি একক, আপনার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আপনার বান্দাহ ও রাসূল"– তবে তার ঐ দিনকার কৃত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ঐ বাক্যসমূহ বলে তাহলে ঐ রাতে কৃত তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

٥٠٧٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ

التَّمِيمِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِيْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا. أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ أَسَرَّهَا إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ نَخُصُّ إِخْوَانَنَا بِهَا.

৫০৭৯। আল-হারিস ইবনে মুসলিম আত্-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) তাকে চুপে চুপে বলেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায থেকে অবসর নিবে (কারো সাথে কথা বলার পূর্বে) সাতবার বলবে– আল্লাহুম্মা আযিরনী মিনান্-নার" 'হে আল্লাহ! আমাকে দোযখ থেকে বাঁচাও। যখন তুমি তা বলবে এবং তারপর ঐ রাতে মারা যাবে, তোমার জন্য দোযখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। আর যখন তুমি ফজরের নামায সমাপন করবে তখনও তুমি এরূপ বলবে, অতঃপর তুমি যদি ঐ দিন মারা যাও তাহলে তোমার জন্য দোযখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। মুহাম্মাদ ইবনে শুআইব (র) বলেন, আবু সাঈদ (র) আমাকে আল-হারিছ (রা)-র বরাতে অবহিত করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গোপনে আমাকে তা বলেছেন– যাতে আমি আমার ভাইদের নিকট তা বিশেষভাবে প্রচার করি।

٥٠٨٠– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَسَّانٍ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ جِوَارٌ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِيْهِمَا قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا. قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ فِيْهِ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِيْ فَسَبَقْتُ أَصْحَابِيْ وَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِيْنِ فَقُلْتُ لَهُمْ قُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ تُحْرَزُوْا فَقَالُوْهَا فَلاَمَنِيْ أَصْحَابِيْ فَقَالُوْا أَحْرَمْتَنَا الْغَنِيْمَةَ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوْهُ بِالَّذِيْ صَنَعْتُ فَدَعَانِيْ فَحَسَّنَ لِيْ مَا صَنَعْتُ وَقَالَ أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ فَأَنَا نَسِيْتُ الثَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّيْ سَأَكْتُبُ لَكَ بِالْوَاصَاةِ بَعْدِيْ. قَالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِيْ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ. وَقَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مُسْلِمِ ابْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ.

৫০৮০। মুসলিম ইবনুল হারিছ ইবনে মুসলিম আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন: 'তা (দোযখ) থেকে নিরাপত্তা' পর্যন্ত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে– "কারো সাথে তোমার কথাবার্তা বলার পূর্বে"। এই বর্ণনায় আলী ইবনে সাহল বলেন, তার পিতা তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আলী ও ইবনুল মুসাফফা বলেছেন, সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠালেন। যখন আমরা আক্রমণের স্থানে পৌঁছলাম আমি আমার ঘোড়াকে উত্তেজিত করে আমার সঙ্গীদেরকে পিছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হলাম এবং গোত্রের লোকজন শোরগোল করে আমার সাথে সাক্ষাত করলো। আমি বললাম, তোমরা বলো: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। অতএব তারা কলেমা পড়লো। এতে আমার সাথীরা আমাকে ভর্ৎসনা করে বললো, তুমি আমাদেরকে গনীমত থেকে বঞ্চিত করেছো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে আমি যা করেছি তা তাঁকে অবহিত করলো। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে আমার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন: জেনে রাখো! তোমার এ কাজের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিনিময়ে তোমার জন্য এই এই সওয়াব নির্ধারণ করেছেন। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, এর বিনিময়ে যে সওয়াবের কথা তিনি বলেছেন তা আমি ভুলে গেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: জেনে রাখো! আমি তোমার জন্য একটি ওসিয়াতনামা লিখে দিবো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাই করেছিলেন এবং তাতে তাঁর সীল-মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমাকে হস্তান্তর করেছিলেন। অতঃপর রাবী তাদের বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুসাফফা (র) বলেন, আমি আল-হারিছ ইবনে মুসলিম ইবনুল হারিছ আত-তামীমী (র)-কে তার পিতার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥٠٨١– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِيْنَ قَالَ

حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ يَزِيدُ شَيْخٌ ثِقَةٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ ابْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

৫০৮১। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সত্যিকারভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে যদি সাতবার বলে– 'আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর উপর ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের প্রভু'– আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে।

٥٠٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

৫০৮২। মু'আয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, এক বর্ষণমুখর নিকস কালো রাতে আমাদের নামায পড়াবার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন: বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন: বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি বলবো? তিনি বললেন: তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা কুল হুয়াল্লাহু (সূরা ইখলাস), সূরা নাস ও ফালাক পড়বে; এতে তুমি সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।

٥٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِكَلِمَةٍ نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا اللَّهُمَّ

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ أَنَّكَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوْءًا عَلى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلى مُسْلِمٍ.

৫০৮৩। আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এমন কিছু কথা বলুন যা আমরা সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে পাঠ করতে পারি। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেনো বলে– 'হে আল্লাহ, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকারী, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা! তুমি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। ফেরেশতারা সাক্ষ্য দিচ্ছে, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমরা আমাদের কু-প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমাদের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়া অথবা কোনো মুসলমানকে অন্যায় ও অপরাধের দিকে ধাবিত করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

٥٠٨٤- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَبِهذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ.

৫০৮৪। আবু দাউদ (র) বলেন, এ সনদের সাথে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ ভোরে উপনীত হবে তখন সে যেনো বলে, "আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর রাজ্যও ভোরে উপনীত হলো। হে আল্লাহ! আমি আজকের দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, আলো, বরকত ও হেদায়াত কামনা করছি। আর আজকের দিনের অমঙ্গল ও তার পরের অমঙ্গল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি"। আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখনও অনুরূপ বলবে।

٥٠٨٥- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ جُعْثُمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيْقُ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ

شَيْءٍ مَا سَأَلَنِيْ عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمَّدَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.

৫০৮৫। শারীক আল্-হাওযানী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে জেগে সর্বপ্রথম কোন দোআ পড়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন। তিনি বললেন, তুমি এমন এক ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেছো, তোমার পূর্বে কেউই এ ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চায়নি। তিনি যখন রাতে জাগতেন তখন দশবার আল্লাহু আকবার ও দশবার আল্হামদুলিল্লাহ বলতেন। আর সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি দশবার ও সুবহানাল মালিকুল কুদ্দূস দশবার এবং আস্তাগফিরুল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পার্থিব ও পারলৌকিক সকল প্রকার অভাব-অনটন, সংকীর্ণতা ও বিপদগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর তিনি (তাহাজ্জুদ) নামায আরম্ভ করতেন।

٥٠٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَأَسْحَرَ يَقُوْلُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا. اَللّٰهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ.

৫০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন তখন ভোর রাতে উপনীত হয়ে বলতেন: শ্রবণকারী শ্রবণ করুক (এবং সাক্ষী থাকুক) আল্লাহর প্রশংসা করছি আমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহ ও আশির্বাদসহ। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সাথী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আর আমরা আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে দোযখের আগুন থেকে।

٥٠٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ كَانَ أَبُوْ ذَرٍّ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ أَوْ قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيْئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ مَا

شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتَجَاوَزْ لِيْ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَلاَتِيْ وَمَنْ لَعَنْتَ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِيْ كَانَ فِيْ اسْتِثْنَاءٍ يَوْمَهُ ذٰلِكَ أَوْ قَالَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

৫০৮৭। আবু যার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি ভোরে ঘুম থেকে উঠে বলবে– হে আল্লাহ! আমি যে শপথই করি, যে কথাই বলি, আর যে মান্নতই মানি, এ সবগুলো কার্যকর হওয়ার জন্য রয়েছে তোমার ইচ্ছা। তুমি যা চাও তা হয়, তুমি যা চাও না তা হয় না। হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো এবং আমার এগুলো অগ্রাহ্য করো। হে আল্লাহ! যার প্রতি তুমি দয়া করো তার প্রতি আমার আশির্বাদও। তুমি যাকে অভিশাপ দাও তার প্রতি আমার অভিশাপও"– এসব অকল্যাণ থেকে ঐ দিনের জন্য তাকে রেহাই দেয়া হবে।

٥٠٨٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتّٰى يُمْسِىَ. قَالَ فَأَصَابَ أَبَانَ ابْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيْثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ فَوَاللّٰهِ مَا كَذَبْتُ عَلٰى عُثْمَانَ وَلاَ كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِيْ أَصَابَنِيْ فِيْهِ مَا أَصَابَنِيْ غَضِبْتُ فَنَسِيْتُ أَنْ أَقُوْلَهَا.

৫০৮৮। আবান ইবনে উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে– বিস্‌মিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'আস্‌মিহি শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্‌সামাই ওয়া হুওয়াস সামীউল আলীম' (আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞাতা)। সকাল হওয়া পর্যন্ত (রাতের মধ্যে) তার প্রতি কোনো আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোনো আকস্মিক বিপদ আসবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আবান (রা) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে যে ব্যক্তি তার থেকে

হাদীস শুনেছিল, তার দিকে তাকাচ্ছিল। তখন আবান তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে! তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছো কেনো? বিশ্বাস করো, আল্লাহর শপথ! আমি উসমান (রা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিনি আর উসমান (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেননি। তবে যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছি সেদিন আমি (এক লোকের সাথে) রাগারাগি করায় তা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

٥٠٨٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي أَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَالَجِ.

৫০৮৯। আবান-উসমান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। রাবী এই সূত্রে পক্ষাঘাতের ঘটনা উল্লেখ করেননি।

٥٠٩٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْجَلِيْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لأَبِيْهِ يَا أَبَتِ إِنِّيْ أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيْدُهَا ثَلاَثًا حِيْنَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِيْنَ تُمْسِيْ فَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِنَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ. قَالَ عَبَّاسٌ فِيْهِ وَتَقُوْلُ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيْدُهَا ثَلاَثًا حِيْنَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِيْنَ تُمْسِيْ فَتَدْعُوْ بِهِنَّ فَأُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ. قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَاتُ الْمَكْرُوْبِ اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلَى صَاحِبِهِ.

৫০৯০। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বাজান! আমি আপনাকে প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় তিনবার বলতে শুনি– 'হে আল্লাহ! আমার দেহ সুস্থ রাখো। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখো আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে।

হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখো আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বাক্যগুলো দ্বারা দোআ করতে শুনেছি। তাই আমিও তার নিয়ম অনুসরণ করতে ভালোবাসি। আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে- তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আপনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি এ দোআ সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার করে বলতেন। সুতরাং আমিও তাঁর নিয়ম অনুসরণ করতে ভালোবাসি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বিপদগ্রস্ত লোকের দোয়া হলো- "হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতপ্রার্থী। কাজেই আমাকে এক পলকের জন্যও আমার নিজের কাছে সোপর্দ করো না এবং আমার সব ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দাও। আর তুমিই একমাত্র ইলাহ"। রাবীগণের বর্ণনায় কম-বেশি আছে।

٥٠٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَإِذَا أَمْسَى كَذٰلِكَ لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى.

৫০৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে জেগে এক শত বার বলে- সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি' (মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এবং সন্ধ্যায় উপনীত হয়েও অনুরূপ বলে- সৃষ্টিকুলের কেউই (এ আমল ছাড়া) তার সমপরিমাণ মর্যাদা ও সওয়াব লাভে সক্ষম হবে না।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ লোকজন নতুন চাঁদ দেখে কি বলবে?

٥٠٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ اٰمَنْتُ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

৫০৯২। কাতাদা (র) বলেন, তার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে বলতেন– "কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর উপর ঈমান আনলাম", একথা তিনবার বলতেন, অতঃপর বলতেন- আল্লাহর প্রশংসা যিনি অমুক মাস শেষ করলেন এবং এ মাস এনে দিলেন।

٥٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ مُسْنَدٌ صَحِيْحٌ.

৫০৯৩। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে তাঁর মুখমণ্ডল (চাঁদ) থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, চাঁদের উদয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো অটুট ও বিশুদ্ধ হাদীস নেই।

টীকা: চাঁদের দিকে মুখ করে দোআ না করার উদ্দেশ্য হলো- যারা চাঁদ ও সূর্যের পূজা করে তাদের বিরোধিতা করা (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ-১০২ : ঘর থেকে বের হওয়ার দোআ

٥٠٩٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

৫০৯৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, আকাশের দিকে মাথা তুলে বলতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বিপথগামী হওয়া বা বিপথগামী করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, উৎপীড়ন করা বা উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٥٠٩٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ. قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ شَيْطَانٌ اٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.

৫০৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে: "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহর নামে বের হলাম। আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আমার কোনো উপায় ও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া)– তিনি (সা) বলেন: তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত পেলে, রক্ষা পেলে ও নিরাপত্তা পেলে। সুতরাং শয়তানগুলো তার নিকট হতে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি কি করতে পারবে সে ব্যক্তিকে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে!

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তির নিজ ঘরে প্রবেশের দোআ

٥٠٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُ فِيْ أَصْلِ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ.

৫০৯৬। আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো লোক নিজ ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেনো বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করলাম"। অতঃপর সে যেনো তার পরিবারের লোকদের সালাম দেয়।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيْحُ

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহের সময় যা বলবে

٥٠٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرَوْحُ اللّٰهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلاَ تَسُبُّوْهَا وَسَلُوا اللّٰهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا.

৫০৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: বায়ু আল্লাহর রহমতবিশেষ। তা কখনো রহমত বয়ে আনে আবার কখনো আযাব নিয়ে আসে। সুতরাং বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলে তোমরা তাকে গালাগালি করবে না, বরং আল্লাহর কাছে এর কল্যাণ কামনা করবে এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٠٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيْحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِيْ وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَتْ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ. قَالَتْ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ. قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

৫০৯৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো দিন এমনভাবে মুখ খুলে হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলজিভ দেখা যায়, বরং তিনি সর্বদাই মুচকি হাসতেন। আর তিনি যখন আকাশে মেঘ অথবা প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখতেন তখন তাঁর

মুখমণ্ডলে এর ভীতি পরিলক্ষিত হতো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ সাধারণত আকাশে মেঘ দেখলে বর্ষার আশায় আনন্দিত হয়। আর আপনি যখনই মেঘ দেখেন তখনই আপনার মুখমণ্ডলে আমার কাছে আপনার অসন্তুষ্টির ভাব ধরা পড়ে; এর কারণ কি? তিনি বললেন: হে আয়েশা! তা যে শাস্তি বয়ে আনছে না এই নিরাপত্তা কে আমাকে দিবে? এক সম্প্রদায়কে বায়ুর মাধ্যমে আযাব দেয়া হয়েছে (যেমন আদ ও হূদ)। আরেক সম্প্রদায় মেঘ দেখে বলেছিল, "এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে" (সূরা আহ্‌কাফ : ২৪)।

٥٠٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِيْ أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا فَإِنْ مُطِرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا.

৫০৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের প্রান্তে মেঘ উঠতে দেখলে সকল প্রকার (নফল) ইবাদত ও কাজকর্ম ত্যাগ করতেন, এমনকি তিনি নামাযে থাকলেও। অতঃপর তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি বর্ষা হতো তাহলে বলতেন: হে আল্লাহ! বরকতপূর্ণ ও সুমিষ্ট পানি দাও।

بَابٌ فِى الْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ বৃষ্টি সম্বন্ধে

٥١٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.

৫১০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদের উপর বৃষ্টি আরম্ভ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং শরীর হতে বস্ত্র খুলে ফেললেন, যাতে তাঁর শরীরে বৃষ্টি পৌছতে পারে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা করলেন কেনো? তিনি বললেন: এ বৃষ্টি তার রবের পক্ষ থেকে বর্ষিত হচ্ছে।

بَابٌ فِي الدِّيْكِ وَالْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ মোরগ ও চতুষ্পদ জীবজন্তু সম্বন্ধে

٥١٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلاَةِ.

৫১০১। যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেনোনা সে নামাযের জন্য সজাগ করে।

٥١٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَسَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا.

৫১০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে, কেনোনা মোরগ একজন ফেরেশতাকে দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার চিৎকার শুনতে পাবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেনোনা সে একটা শয়তানকে দেখেছে।

بَابُ نَهِيْقِ الْحَمِيْرِ وَنُبَاحِ الْكِلاَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ গাধার ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ

٥١٠٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ وَنَهِيْقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ.

৫১০৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক শুনতে পেলে আউযবিল্লাহ পাঠ (আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা) করবে। কেনোনা তারা (কুকুর ও গাধা) যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাও না।

٥١٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ابْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِلُّوا الْخُرُوْجَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ فَإِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى دَوَابَّ يَبُثُّهُنَّ فِى الأَرْضِ قَالَ ابْنُ مَرْوَانَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ. وَقَالَ فَإِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا ثُمَّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحَمِيْرِ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِيْ شُرَحْبِيْلُ الْحَاجِبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৫১০৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ও আলী ইবনে উমার ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা বাইরে কদাচিৎ বের হবে। কেনোনা আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু জীবজন্তু আছে, যাদেরকে এ সময়ে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে যমীনে ছেড়ে দেন। তাতে আরো আছে, কেনোনা আল্লাহ্র কিছু সৃষ্টি আছে। অতঃপর তিনি গাধা ও কুকুরের শব্দের অনুরূপ উল্লেখ করেন। তিনি তার বর্ণনায় আরো বলেন, ইবনুল হাদ বলেছেন, শুরাহবীল আল-হাজেব-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

بَابٌ فِى الْمَوْلُوْدِ يُؤَذَّنُ فِيْ أُذُنِهِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া

٥١٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ.

৫১০৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) যখন আলী (রা)-এর পুত্র হাসান (রা)-কে প্রসব করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে নামাযের আযানের অনুরূপ আযান দিয়েছিলেন।

٥١٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسى حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ. زَادَ يُوْسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ.

৫১০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দোআ করতেন। ইউসুফের রিওয়ায়াতে আরো আছে– তিনি (সা) খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন এবং তিনি বরকতের জন্য কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رُئِيَ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا فِيْكُمُ الْمُغَرِّبُوْنَ قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيْهِمُ الْجِنُّ.

৫১০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের মধ্যে মুগাররিবূন দেখা গেছে কি? আমি (আয়েশা) জিজ্ঞেস করলাম, মুগাররিবূন কারা? তিনি বললেন: যাদের মধ্যে জিনের একটি অংশ আছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ তার মধ্যে শয়তানের দখল আছে এবং আল্লাহর স্মরণে অমনোযোগী। কেউ কেউ এর দ্বারা গণক-ঠাকুর বুঝিয়েছেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَعِيْذُ مِنَ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তি (তার অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥١٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ قَالاَ

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ نَصْرٌ ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَهِيْكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ. قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّٰهِ.

৫১০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে কিছু চায় তোমরা তাকে তা দান করো।

٥١٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ الْمَعْنى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ. وَقَالَ سَهْلٌ وَعُثْمَانُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَمَنْ أَتى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَادْعُوا اللّٰهَ لَهُ حَتّى تَعْلَمُوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

৫১০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে কিছু চায় তোমরা তাকে তা দাও। বর্ণনাকারী সাহল ও উসমান আরো বলেন, যে তোমাদেরকে দাওয়াত দেয় তোমরা তাতে সাড়া দাও। অতঃপর বর্ণনাকারীগণ বলেন, আর যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে তোমরা তার প্রতিদান দাও। যদি তোমরা তাকে দেয়ার মতো কিছু না পাও তাহলে তার জন্য (আল্লাহর কাছে) দোআ করতে থাকো- যাবত বুঝতে পারো তোমরা তার বদলা দিতে পেরেছো।

بَابٌ فِي رَدِّ الْوَسْوَسَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ প্ররোচনা প্রতিহত করা

٥١١٠- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي أَشَيْءٌ مِّنْ شَكٍّ قَالَ وَضَحِكَ قَالَ مَا نَجَا أَحَدٌ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ الاٰيَةَ. قَالَ فَقَالَ لِيْ إِذَا وَجَدْتَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظّٰهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

৫১১০। আবু যুমায়েল (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার অন্তরে যেসব ব্যাপার অনুভব করি এগুলো কি? তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি সে ব্যাপারে মুখ খুলবো না। রাবী বলেন, তিনি আমাকে বললেন, সন্দেহমূলক কিছু? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি হাসলেন এবং বললেন, তা থেকে কেউই নিস্তার পায়নি, এমনকি আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন: "আমি আপনার উপর যা নাযিল করেছি এ ব্যাপারে আপনি যদি সন্দেহে পড়ে থাকেন, তাহলে যারা কিতাব পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন..." (সূরা ইউনুস : ৯৪)। রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, যখন তুমি মনের মাঝে এ ধরনের কিছু উদ্রেক হতে দেখবে, তুমি পড়বে– "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক অবহিত" (সূরা হাদীদ : ৩)।

٥١١١– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَجِدُ فِيْ أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ نُعْظِمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ أَوِالْكَلَامَ بِهِ مَا نُحِبُّ أَنَّ لَنَا وَأَنَّا تَكَلَّمْنَا بِهِ. قَالَ أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ.

৫১১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু অনুভব করি যা ব্যক্ত করাকে বা যা মুখে আনাকে আমরা গুরুতর মনে করি। আমরা এ ধরনের কথা মনে আসা অথবা পরস্পর আলোচনা করাকে পছন্দ করি না। তিনি বললেন: তোমরা কি এরূপ অনুভব করো? তারা বললেন, হাঁ। তিনি বললেন: এ হলো স্পষ্ট ঈমানের লক্ষণ।

٥١١٢– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِيْ نَفْسِهِ يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ لأَنْ يَكُوْنَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهِ. فَقَالَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَدَّ أَمْرَهُ مَكَانَ رَدَّ كَيْدَهُ.

৩০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছু উদয় হয় যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে সে জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করে। তিনি (সা) বললেন: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি শয়তানের এ ধোঁকাকে কল্পনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَنْتَمِيْ إِلى غَيْرِ مَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ যে ব্যক্তি নিজ মনিব পরিবারের পরিবর্তে অন্যের পরিচয় দান করে

٥١١٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. قَالَ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عُثْمَانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ اَيُّمَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ فِي الإِسْلاَمِ يَعْنِيْ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَالاخَرُ قَدِمَ مِنَ الطَّائِفِ فِيْ بِضْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلاً عَلى أَقْدَامِهِمْ فَذَكَرَ فَضْلاً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَيْثُ حَدَّثَ بِهذَا الْحَدِيْثِ وَاللّٰهِ إِنَّهُ عِنْدِيْ أَحْلى مِنَ الْعَسَلِ يَعْنِيْ قَوْلَهُ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِيْ. قَالَ قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ وَسَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ

سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ لَيْسَ لِحَدِيْثِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ نُوْرٌ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانُوْا تَعَلَّمُوْهُ مِنْ شُعْبَةَ.

৫১১৩। সা'দ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি এ হাদীসখানা আমার নিজ কানে শুনেছি এবং আমার অন্তর তা স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছে স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে। তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে ভিন্ন অন্য বংশের বলে দাবি করলো অথচ সে জানে যে, তার পিতা কে, তার জন্য বেহেশত হারাম। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আবু বাকরা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি তার কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সা) থেকে এ হাদীস আমার কান শুনেছে এবং আমার স্মৃতিশক্তি তা সংরক্ষণ করেছে। আসেম (র) বলেন, আমি বললাম, হে আবু উসমান! আপনার নিকট দু'জন লোক সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা কে? তিনি বলেন, তাদের একজন হলেন– সা'দ ইবনে মালেক (রা) যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে দীন ইসলামে তীর নিক্ষেপ করেছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন যিনি বিশের অধিক লোকের একটি দলের সাথে তায়েফ থেকে পদব্রজে এসেছেন। তিনি তার ফযীলাতও বর্ণনা করলেন।

আবু দাঊদ (র) বলেন, আন-নুফাইলী (র) এ হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহর শপথ! এটি আমার কাছে মধুর চেয়েও মিষ্টি অর্থাৎ তার সনদ সূত্র। আবু আলী বলেন, আমি আবু দাঊদকে বলতে শুনেছি, আমি আহ্‌মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি– কূফাবাসীর হাদীসে নূর নেই। আমি বসরাবাসীর অনুরূপ দেখিনি, তারা শো'বা (র) থেকে এ হাদীস শিখেছেন।

٥١١٤– حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

৫১১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজ মনিব গোত্রের সম্মতি ব্যতীত অপর কোনো গোত্রে যোগদান করে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাগণের ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন তার কোনো ফরয-নফল অথবা অর্থব্যয় গ্রহণযোগ্য হবে না।

٥١١٥– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ

بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَنَحْنُ بِبَيْرُوْتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمٰى إِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৫১১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তার পিতার বংশপরিচয় বাদ দিয়ে অন্য বংশের হওয়ার দাবি করে অথবা নিজের প্রকৃত অভিভাবক পরিবারকে বাদ দিয়ে অন্যের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করলো, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকবে।

بَابٌ فِى التَّفَاخُرِ بِالْأَحْسَابِ

অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ বংশ ও আভিজাত্যের গৌরব

٥١١٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافِى ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِيْ تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ.

৫১১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের মিথ্যা-অহংকার ও পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে গৌরব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। মু'মিন হলো মুত্তাকী আর পাপাচারী হলো দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদম সন্তান আর আদম (আ) মাটির তৈরী (কাজেই তোমাদের গৌরব করার কিছু নেই)। লোকদের উচিৎ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে অহংকার না করা। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অন্যথায় তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে ময়লার সেই কীটের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে যে তার নাক দিয়ে ময়লা ঠেলে নিয়ে যায়।

بَابٌ فِي الْعَصَبِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১১১ : গোত্র বা সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব

٥١١٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِيْ رُدِّيَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ.

৫১১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তার গোত্রের লোকজনকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করে, সে সেই উট সদৃশ, যেটিকে গর্তে পতিত হওয়ার পর তার লেজ ধরে টানা হচ্ছে।

٥١١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ ادَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫১১৮। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন... এরপর তিনি হাদীসখানির বাকি অংশ উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥١١٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ بِشْرٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ بِنْتِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ.

৫১১৯। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা)-এর কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন– আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আসাবিয়্যাত (গোত্রপ্রীতি/ পক্ষপাতিত্ব) কি? তিনি বললেন: তুমি তোমার গোত্রকে জুলুম করার জন্য সাহায্য করলে।

٥١٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ ضَعِيْفٌ.

৫১২০। সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শাম আল-মুদলিজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দানকালে বলেন: যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে তার গোত্রের উপর নির্যাতন হওয়া প্রতিরোধ করে সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আবু দাউদ (র) বলেন, আইউব ইবনে সুয়াইদ দুর্বল রাবী।

٥١٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمَكِّيُّ يَعْنِى ابْنَ أَبِيْ لَبِيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ.

৫১২১। জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে অর্থাৎ বাতিল ও যুলুমের কাজে সহযোগিতার জন্য বংশ বা গোত্রের দোহাই দিয়ে ডেকে লোকদেরকে সমবেত করে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর ঐ ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সেও নয় যে আসাবিয়্যাতের উপর মারা যায়।

টীকা : দল, গোত্র, বংশ ইত্যাদির প্রতি অন্যায় ও অযৌক্তিক সমর্থন, সহায়তাদান ইত্যাদিকে 'আসাবিয়্যাত' বলে। তা ন্যায়ানুগ হলে অন্ধ আসাবিয়্যাত নয় (সম্পাদক)।

٥١٢٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ أَبِيْ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

৫১২২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: গোত্রের ভাগিনে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٥١٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِيْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيْ عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ

فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدًا فَضَرَبْتُ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّيْ وَأَنَا الْغُلاَمُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَهَلاَّ قُلْتَ خُذْهَا مِنِّيْ وَأَنَا الْغُلاَمُ الأَنْصَارِيُّ.

৫১২৩। আবূ উক্‌বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পারস্যবাসী মুক্তদাস ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এক মুশরিক ব্যক্তির উপর আঘাত হেনে আমি বললাম, আমার নিকট থেকে এটা গ্রহণ করো। আমি পারশ্যদেশীয় যুবক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন: কেনো তুমি একথা বললে না, আমার পক্ষ থেকে এটা গ্রহণ করো, আমি আনসার যুবক।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শত্রু পক্ষের সাথে যুদ্ধ চলাকালে গৌরব করা ও শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করে শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার করা উত্তম (অনুবাদক)।

بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى خَيْرٍ يَّرَاهُ

অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উত্তম কিছু দেখে তাকে ভালোবাসলে

٥١٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.

৫১২৪। আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইকে ভালোবাসে, তার উচিৎ তাকে তাঁর ভালোবাসা সম্বন্ধে অবহিত করা।

٥١٢٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ لأُحِبُّ هٰذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمْتَهُ قَالَ لاَ. قَالَ أَعْلِمْهُ. قَالَ فَلَحِقَهُ فَقَالَ إِنِّيْ أُحِبُّكَ فِي اللّٰهِ فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ.

৫১২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিল। এ সময় অন্য এক ব্যক্তি সেখান থেকে যাচ্ছিল। (উপস্থিত) লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবশ্যই এ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কি তাকে তোমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছ? সে বললো, না। তিনি (সা) বললেন: তুমি তাকে জানাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব সে লোকটির সাথে সাক্ষাত করে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যে ভালোবাসি। সে বললো, যাঁর উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনিও আপনাকে ভালোবাসুন।

٥١٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَّعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ. قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ فَإِنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ. قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُوْ ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫১২৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তারা যে ধরনের আমল করে সে সে ধরনের আমল করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবু যার! তুমি যাদেরকে ভালোবাস তাদের দলভুক্ত হবে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি (সা) বললেন: তুমি যাদেরকে ভালোবাস তাদের সাথী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু যার (রা) একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দেন।

٥١٢٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ. قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلاَ يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

৫১২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে একটি ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দিত দেখতে পেলাম,

অন্য কোনো ব্যাপারেই এর চেয়ে অধিক আনন্দিত হতে তাদেরকে দেখিনি। (ঘটনাটি হলো) এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি কোনো এক লোককে তার নেক আমলের জন্য মহব্বত করে, কিন্তু সে তার মতো নেক আমল করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তিই যাকে মহব্বত করে সে তার সাথী হবে।

بَابٌ فِي الْمَشُوْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ পরামর্শ করা

٥١٢٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

৫১২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: পরামর্শদাতা একজন আমানতদার।

টীকা ঃ অর্থাৎ কারো কাছে পরামর্শ চাওয়া হলে তার কর্তব্য হচ্ছে, পরামর্শের বিষয়টি বুদ্ধিমত্তা ও পরিস্থিতির আলোকে বিচার-বিবেচনা করে যথাসাধ্য সঠিক পরামর্শ দেয়া। এ বিষয়ে তাকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে। অস্পষ্ট বা ভুল পরামর্শ দেয়া নিষেধ (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الدَّالِ عَلَى الْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ কল্যাণের দিকে পথ দেখানো

٥١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُبْدِعَ بِيْ فَاحْمِلْنِيْ. قَالَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلٰكِنِ ائْتِ فُلاَنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

৫১২৯। আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোনো বাহন নেই। কাজেই আমার জন্য একটি সাওয়ারীর ব্যবস্থা করুন। তিনি বললেন: আমার

কাছে তোমাকে বাহন দেয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে তুমি অমুকের কাছে যাও, সে হয়তো তোমার বাহনের ব্যবস্থা করতে পারবে। অতএব সে তার কাছে গেলে লোকটি তার বাহনের ব্যবস্থা করে দিলো। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বললেন: যে ব্যক্তি কোনো মঙ্গলজনক ও নেক কাজের পথ প্রদর্শন করে, সে উক্ত নেক কাজ সমাপনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে।

بَابٌ فِي الْهَوَى

অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ অসৎ কামনা-বাসনা

٥١٣٠- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ.

৫১৩০। আবু দারদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কোনো বস্তুর প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দিতে পারে।

بَابٌ فِي الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ সুপারিশ করা

٥١٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا إِلَيَّ لِتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

৫১৩১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার কাছে (মানুষের প্রয়োজনে) সুপারিশ করো, ফলে তোমরা সওয়াব পাবে। আর নবীর যবানে ফয়সালা তাই হয় যা আল্লাহর মর্জি হয়।

٥١٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا فَإِنِّي لَأُرِيدُ الْأَمْرَ فَأُؤَخِّرُهُ كَيْمَا

تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا.

৫১৩২। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তোমরা সুপারিশ করো, সওয়াব পাবে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা সুপারিশ করো, সওয়াব পাবে'। কেনোনা আমি (মুআবিয়া) কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই বিলম্ব করি যাতে তোমরা সুপারিশ করে সওয়াব পেতে পারো। কেনোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সুপারিশ করে সওয়াবের ভাগী হও।

٥١٣٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৫১৩৩। আবু মা'মার (র)... আবু মূসা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ চিঠিপত্রে সর্বপ্রথম নিজের নাম লিখবে

٥١٣٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ مَرَّةً يَعْنِي هُشَيْمًا عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلَاءِ أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

৫১৩৪। আল-আলা (রা)-র কোনো সন্তান থেকে বর্ণিত। আল-আলা (রা) বাহরাইনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর ছিলেন। তিনি (আলা) যখন নবী (সা)-এর কাছে চিঠিপত্র লিখতেন তখন তাতে আগে নিজের নাম লিখতেন।

٥١٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِاسْمِهِ.

৫১৩৫। আল-আলা ইবনুল হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চিঠি লিখেছিলেন এবং প্রথমে নিজের নাম লিখেছিলেন।

بَابُ كَيْفَ يَكْتُبُ إِلَى الذِّمِيِّ

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ যিম্মীর কাছে কিভাবে পত্র লিখবে

٥١٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلى هِرَقْلَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ إِلى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى. وَقَالَ ابْنُ يَحْيى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ إِلى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى أَمَّا بَعْدُ.

৫১৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট হিরাকলের নিকটে (এভাবে) চিঠি লিখেছিলেন: "আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ-এর পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট ও মহান নেতা হিরাকলের কাছে। যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) তাকে এমর্মে অবহিত করে বলেন, আমরা হিরাক্লের দরবারে গেলে তিনি আমাদেরকে তার সামনে বসালেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি নিয়ে ডাকলেন। তাতে লেখা রয়েছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে); আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-এর পক্ষ হতে মহান রোম সম্রাট হিরাক্ল-এর কাছে। যে হেদায়াতের অনুসারী তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক; অতঃপর ।

টীকা ঃ রোম ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমকালীন একটি বিশাল খৃস্টান রাজ্য, তৎকালীন পরাশক্তি। যাকে আধুনিক ইতিহাসে বায়যানটাইন সাম্রাজ্য বলা হয়েছে, এর মূল কেন্দ্র ছিল বর্তমান তুরস্ক। হিরাক্ল (হেরাক্লিয়াস) ছিলেন এর সমকালীন সম্রাট (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

٥١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ

صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

৫১৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে সক্ষম নয়, তবে ক্রীতদাস পিতাকে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করলেন (কিছুটা হক আদায় হয়)।

٥١٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَالِي الْحَارِثُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِيْ امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا.

৫১৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল এবং তাকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা (উমার রা.) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে তাকে তালাক দেয়ার জন্য বললে আমি অসম্মতি জানালাম। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলেন। নবী (সা) বললেন: তাকে তালাক দাও।

٥١٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِيْ مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الأَقْرَعُ الَّذِيْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنَ السُّمِّ.

৫১৩৯। বাহ্‌য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সৌজন্যমূলক ব্যবহার পাওয়ার বেলায় কে অগ্রগণ্য? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, অতঃপর তোমার পিতা, এরপর পর্যায়ক্রমে আত্মীয়তার নৈকট্য অনুসারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: কোনো গোলাম তার (মুক্তিদাতা) মালিকের কাছে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে চাইলে এবং সে দিতে অস্বীকৃতি জানালে কিয়ামতের দিন ঐ অতিরিক্ত সম্পদ তার জন্য একটি মাথায় টাক পড়া বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে।

٥١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلاَكَ الَّذِيْ يَلِيْ ذٰلِكَ حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَوْصُوْلَةً.

৫১৪০। কুলাইব ইবনে মানফা'আ (র) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবো। তিনি বললেন: তোমার মাতা, পিতা, বোন, ভাই এবং তোমার মুক্তদাস, একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য (তোমার জন্য) এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যা অটুট রাখতে হয়।

٥١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ.

৫১৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে গুরুতর গুনাহ হলো– কোনো ব্যক্তির তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কি করে মানুষ তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করতে পারে? তিনি বললেন: এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির বাপকে ভর্ৎসনা করে, প্রতিউত্তরে সেও তার বাপকে ভর্ৎসনা করে। আবার এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মাকে ভর্ৎসনা করে, প্রতিউত্তরে সেও তার মাকে ভর্ৎসনা করে।

٥١٤٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنَى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا. قَالَ نَعَمْ

اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لاَ تُوْصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا.

৫১৪২। আবু উসাইদ মালেক ইবনে রবীআ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনী সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে যা আমি পালন করতে পারি? তিনি বললেন: হাঁ, তাদের জন্য দোআ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের প্রতিশ্রুতি পুরা করা, তাদের উভয়ের মাধ্যমে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে তা বজায় রাখা এবং তাদের (উভয়ে) বন্ধুদেরকে সম্মান করা।

٥١٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ.

৫১৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সবচেয়ে বড়ো পুণ্যের কাজ হলো– কোনো ব্যক্তির তার পিতার মৃত্যুর পর বা অবর্তমানে তার বন্ধুবর্গের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

٥١٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ابْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ. قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ أَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُوْرِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوْا هٰذِهِ أُمُّهُ الَّتِيْ أَرْضَعَتْهُ.

৫১৪৪। আবুত তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল-জিইররানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করতে দেখেছি। আবুত তুফায়েল (রা) বলেন, তখন আমি যুবক ছিলাম এবং উটের হাড় (গোশত) বহন করছিলাম। এ সময় এক মহিলার আগমন ঘটলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হলে তিনি তার সৌজন্যে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তিনি তার উপর বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? সাহাবীগণ বললেন, ইনি হলেন তাঁর দুধমাতা।

٥١٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا يَوْمًا فَأَقْبَلَ أَبُوْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الاخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৫১৪৫। উমার ইবনুস সায়েব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অবগত হয়েছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তাঁর দুধপিতা আসলে তিনি তার জন্য তাঁর কাপড়ের একাংশ বিছিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। এরপর তাঁর দুধমাতা আগমন করলে তিনি তার জন্যও অন্য পাশে তাঁর একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দিলেন এবং তাতে তিনি বসলেন। তারপর আসলেন তাঁর দুধভাই; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে তাঁর সামনে বসালেন।

টীকা : দুধমাতা হালীমা সা'দিয়া (রা), দুধপিতা আল-হারিছ আবদুল উয্যা (ডাকনাম আবু কাবশা) এবং দুধবোন খিযামা (ডাকনাম শায়মা) তিনজনই পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ مَنْ عَالَ يَتَامى

অনুচ্ছেদ-১২০ : ইয়াতীমের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ফযীলত

٥١٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُوْرَ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُوْرَ.

৫১৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয় এবং তাকে অবজ্ঞা না করে এবং তার পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। রাবী উসমান তার বর্ণনায় 'পুত্র সন্তান' উল্লেখ করেননি।

٥١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْشَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

৫১৪৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানকে প্রতিপালন করলো, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিলো, বিবাহ দিলো এবং তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলো, তার জন্য রয়েছে বেহেশত।

٥١٤٨- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَاهُ قَالَ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ.

৫১৪৮। ইউসুফ ইবনে মূসা (র)... সুহাইল (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সা) বলেন, 'তিনটি বোন অথবা তিনটি কন্যা অথবা দু'টি কন্যা অথবা দু'টি বোন' হলেও।

٥١٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا.

৫১৪৯। আওফ ইবনে মালেক আল্-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন আমি ও কালো গালবিশিষ্ট মহিলা এভাবে থাকবো। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ বংশীয়া, কুলশীলা ও সুন্দরী বিধবা মহিলা তার ইয়াতীম সন্তানদের স্বাবলম্বী বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে (পুনর্বিবাহ থেকে) সংযত রেখেছে।

بَابٌ فِي مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا

অনুচ্ছেদ-১২১ : ইয়াতীমের প্রতিপালনকারীর মর্যাদা

٥١٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.

৫১৫০। সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি ও ইয়াতীমদের লালন-পালনকারী বেহেশতে এভাবে থাকবো। এই বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী একত্র করলেন।

بَابٌ فِي حَقِّ الْجِوَارِ

অনুচ্ছেদ-১২২ : প্রতিবেশীর অধিকার

٥١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى قُلْتُ لَيُوَرِّثَنَّهُ.

৫১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জিবরাঈল (আ) আমাকে অবিরত প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমি (মনে মনে) বললাম, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানাবেন।

٥١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيِّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

৫১৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি বকরী যবেহ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি আমার প্রতিবেশী ইহূদীকে উপঢৌকন দিয়েছ? কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: জিবরাঈল (আ) প্রতিনিয়ত

আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্বন্ধে তাকিদ দিচ্ছিলেন। এমনকি আমার ধারণা হলো যে, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবেন।

٥١٥٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُوْ جَارَهُ قَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيْقِ فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيْقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُوْنَهُ فَعَلَ اللّٰهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ.

৫১৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তিনি বললেন: যাও, ধৈর্য ধারণ করো। অতঃপর সে দুই বা তিনবার এভাবে এসে অভিযোগ করার পর তিনি বললেন: তুমি গিয়ে তোমার আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে রাখো। অতঃপর সে তার আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে রাখলো। লোকজন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লাগলো এবং সে তাদেরকে তার প্রতিবেশীর খবর জানাতে থাকলো। লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো, আল্লাহ তোমার প্রতি এরূপ এরূপ করুন। তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে (ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক) তাকে বললো, তুমি (ঘরে) ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তুমি আমার থেকে এ ধরনের কিছুর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবে না।

٥١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

৫১৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে তার উচিৎ তার মেহমানের সম্মান ও সেবা করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে তার উচিৎ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে সে যেনো উত্তম কথা বলে, অন্যথায় নীরব থাকে।

٥١٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ الْحَارِثَ ابْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ. قَالَ بِأَدْنَاهُمَا بَابًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ.

৫১৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুই প্রতিবেশী পরিবার আছে। তাদের মধ্যে কোন পরিবারকে আমি (হাদিয়া) আগে দিবো? তিনি (সা) বললেন: তাদের মধ্যে যে তোমার দরজার নিকটতর। আবূ দাউদ (র) বলেন, শো'বা (র) এ হাদীসে বলেছেন, তালহা (র) হলেন কুরাইশ বংশীয়।

بَابٌ فِي حَقِّ الْمَمْلُوْكِ

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ দাস-দাসীর অধিকার

٥١٥٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ أُمِّ مُوْسَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

৫১৫৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম উপদেশ ছিল : তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং দাস-দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো।

٥١٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيْظٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ. قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِيْ عَلَى غُلاَمِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هٰذَا فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَ غُلاَمَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ. قَالَ فَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ إِنِّي كُنْتُ سَابَبْتُ رَجُلاً وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ.

৫১৫৭। আল-মা'রূর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আর-রাবাযা নামক স্থানে আমি আবু যার (রা)-কে দেখতে পেলাম। তিনি একখানা চাদর পরিহিত ছিলেন এবং তার দাসের পরিধানেও অনুরূপ কাপড় ছিল। আল-মা'রূর (র) বলেন, লোকেরা বললো, হে আবু যার! আপনি যদি আপনার দাস যে কাপড় পরেছে তা নিয়ে নিতেন তাহলে আপনার জোড়া পুরা হতো আর আপনার গোলামকে অন্য কাপড় পরাতেন তাহলে ভালো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, আবু যার (রা) বললেন, আমি এক লোককে, তার মা অনারব (আজমী) ছিল, গালি দিয়েছিলাম এবং অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেছিলাম। এতে সে আমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন : হে আবু যার! তুমি এমন এক পুরুষ যে, তোমার মধ্যে জাহিলিয়াত রয়ে গেছে। তিনি আরো বললেন : এরা তোমাদের ভাই; আল্লাহ তাদের উপর তোমাদেরকে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। এদের মধ্যে যে তোমাদের মনোপুত নয় তাকে বিক্রি করে দাও। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তি দিও না।

٥١٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلاَمِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ.

৫১৫৮। আল-মা'রূর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আর-রাবাযা নামক স্থানে আবু যার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি ও তার দাস একই ধরনের মোটা চাদর পরিহিত ছিলেন। আমরা বললাম, আপনি যদি আপনার দাসের চাদরটি নিয়ে নিতেন তাহলে আপনার জোড়া পুরা হতো, আর তাকে অন্য কোন কাপড় পরিধান করতে দিতেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের ভাইগণ, আল্লাহ এদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই রয়েছে তার উচিৎ সে নিজে যা খায় তাকেও তাই খেতে দেয়া, নিজে যে ধরনের পোশাক পরিধান করে তাকেও তা-ই পরতে দেয়া এবং তার সামর্থ্যের বহির্ভূত কোনো কাজ তার উপর না চাপানো। আর যদি এমন কোন কষ্টসাধ্য কাজের ভার তাকে দেয়া হয় তাহলে সে যেনো তাকে সাহায্য করে।

٥١٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ أَنْبَأْنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِيْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ. قَالَ أَمَا أَنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ.

৫১৫৯। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। এমন সময় আমার পিছন থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম, হে আবু মাসউদ! জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমার উপর এর চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান যতটুকু তুমি তার উপর ক্ষমতাবান। আমি পিছন থেকে তার এরূপ ডাক দু'বার শুনতে পাই। আমি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম , হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহর জন্য মুক্ত ও স্বাধীন। তিনি (সা) বললেন : তুমি যদি তাকে মুক্ত করে না দিতে তাহলে দোযখের আগুন তোমাকে গ্রাস করতো।

٥١٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِيْ بِالسَّوْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْعِتْقِ.

৫১৬০। আবু কামেল (র)... আল-আ'মাশ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে চাবুক দিয়ে প্রহার করছিলাম। রাবী এই সনদে 'দাসত্বমুক্ত' করার বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

٥١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَئَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوْكِيْكُمْ فَأَطْعِمُوْهُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ وَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ.

৫১৬১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা তোমাদের খুশি করে তাদেরকে

তোমরা যা খাও তা-ই খেতে দাও এবং তোমরা যে ধরনের পোশাক পরিধান করো তা-ই পরতে দাও। আর যেসব দাস তোমাদের খুশি করে না তাদেরকে বিক্রি করো। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে শাস্তি দিও না।

٥١٦٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ عَنْ رَافِعِ ابْنِ مَكِيْثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ.

৫১৬২। রাফে‘ ইবনে মাকীস (রা) থেকে বর্ণিত। যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (সেবক-সেবিকাদের সাথে) উত্তম ব্যবহার প্রাচুর্য বয়ে আনে এবং মন্দ আচরণ দুর্ভাগ্য আনয়ন করে।

٥١٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ.

৫১৬৩। আল-হারিস ইবনে রাফে‘ ইবনে মাকীস (রা) থেকে বর্ণিত। রাফে‘ (রা) জাহায়না গোত্রভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উত্তম ব্যবহার সাফল্য ও সৌভাগ্য বয়ে আনে, মন্দ স্বভাব দুর্ভাগ্য আনে।

٥١٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَهذَا حَدِيْثُ الْهَمْدَانِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ هَانِيءٍ الْخَوْلاَنِىُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ إِلَيْهِ

الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ أَعْفُوْا عَنْهُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

৫১৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কাজের লোককে প্রতি দিন কতোবার ক্ষমা করবো? তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি পুনরায় অনুরূপ প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয় বারের জিজ্ঞাসায় তিনি বললেন : প্রতি দিন সত্তর বার।

٥١٦٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسى حَدَّثَنَا فُضَيْلُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الْقَاسِمِ نَبِىُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِىْءٌ مِّمَّا قَالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا قَالَ مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا عِيْسى عَنِ الْفُضَيْلِ يَعْنِى ابْنَ غَزْوَانَ.

৫১৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তওবার নবী আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার নির্দোষ দাসের উপর (যেনার) মিথ্যা অপবাদ দিবে, কিয়ামতের দিন তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।

٥١٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نُزُوْلاً فِيْ دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَفِيْنَا شَيْخٌ فِيْهِ حِدَّةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ فَلَطَمَ وَجْهَهَا فَمَا رَأَيْتُ سُوَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِّنْهُ ذَاكَ الْيَوْمَ قَالَ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلاَّ حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مُقَرِّنٍ وَمَا لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَ أَصْغَرُنَا وَجْهَهَا فَأَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِهَا.

৫১৬৬। হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা)-র বাড়িতে বসবাস করতাম। আমাদের সাথে একজন কড়া মেযাজী বৃদ্ধ লোক ছিলেন এবং তার সাথে একটি দাসী ছিল। তিনি তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করলেন। এ কারণে সুয়াইদ (রা) এতো উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, আমরা তাকে অনুরূপ উত্তেজিত হতে আর দেখিনি। তিনি বলেন, একে মুক্ত করে দেয়া ছাড়া তোমার জন্য অন্য

কোনো পথ নেই। তুমি তো আমাদেরকে মুকাররিনের সাতটি সন্তান দেখতে পাচ্ছো। আমাদের একটিমাত্র খাদেম ছিল। আমাদের কনিষ্ঠজন তার মুখে চপেটাঘাত করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

٥١٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِيْ وَدَعَانِيْ فَقَالَ اقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِيْ مُقَرِّنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُوْهَا قَالُوْا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالَ فَلْتَخْدِمْهُمْ حَتّى يَسْتَغْنَوا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُعْتِقُوْهَا.

৫১৬৭। মুআবিয়া ইবনে সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের এক দাসকে চপেটাঘাত করলাম। আমার পিতা তাকে ও আমাকে ডেকে বললেন– তুমি তার থেকে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুকাররিন গোত্রের সাত ভাই ছিলাম। আমাদের একটিমাত্র খাদেম ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন তাকে চপেটাঘাত করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : একে মুক্ত করে দাও। তারা বললো, এ ছাড়া তো আমাদের কোনো খাদেম নেই। তিনি বললেন : এরা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত সে তাদের সেবা করবে। তারা স্বাবলম্বী হলে তাকে যেনো মুক্ত করে দেয়।

٥١٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُوْدًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِيْ فِيْهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوى هذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

৫১৬৮। যাযান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি তার দাসকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি মাটি থেকে এক টুকরা কাঠ অথবা অন্য কিছু তুলে নিয়ে বললেন, একে মুক্ত করায় আমার এর সমানও পুণ্য নেই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার দাসকে চড় মারবে বা মারধর করবে– এর ক্ষতিপূরণ হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।

بَابٌ فِي الْمَمْلُوْكِ إِذَا نَصَحَ

অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ কর্তব্যপরায়ণ দাস সম্বন্ধে

٥١٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

৫১৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে দাস তার মালিকের প্রতি কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে এবং আল্লাহর ইবাদতও আন্তরিকতার সাথে আদায় করে সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ مَمْلُوْكًا عَلَى مَوْلَاهُ

অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ যে ব্যক্তি কোনো দাসকে তার মালিকের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়

٥١٧٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

৫১৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অপর কোনো লোকের স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

بَابٌ فِي الِاسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ প্রবেশানুমতি প্রার্থনা

٥١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ.

৫১৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের এক প্রকোষ্ঠে উঁকি মারলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বা কয়েকটি তীর-ফলক নিয়ে তার দিকে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য যেভাবে তাকে খুঁজছিলেন সে দৃশ্য এখনো যেনো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

٥١٧٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اطَّلَعَ فِيْ دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوْا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ.

৫১৭২। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গোত্রের ঘরে তাদের বিনানুমতিতে উঁকি মারে এবং তারা তার চোখ ফুঁড়ে দেয় তাহলে এর কোনো জরিমানা নেই।

٥١٧٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ وَلِيدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلاَ إِذْنَ.

৫১৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: চোখ প্রবেশ করলে তারপর অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন থাকলো কই!

٥١٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُثْمَانُ سَعْدٌ فَوَقَفَ عَلى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هكَذَا عَنْكَ أَوْ هكَذَا فَإِنَّمَا الإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ.

৫১৭৪। হুযাইল (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অর্থাৎ সা'দ (রা) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার দরজা বরাবর মুখ করে দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : দরজার ডান অথবা বাম দিকে সরে দাঁড়াও। কেনোনা চোখের দৃষ্টির কারণেই অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

٥١٧٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ

سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫১৭৫। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... সা'দ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ كَيْفَ الإِسْتِئْذَانُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রবেশানুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি

٥١٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيْسَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ. قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ صَفْوَانَ بِهٰذَا أَجْمَعَ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ. وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلَدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ.

৫১৭৬। কালাদাহ ইবনে হাম্বল (র) থেকে বর্ণিত। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) তাকে কিছু দুধ, হরিণের একটি বাচ্চা ও কিছু শসাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উঁচু এলাকায় অবস্থান করছিলেন। আমি সালাম না দিয়েই তাঁর কাছে প্রবেশ করলে তিনি বললেন : তুমি ফিরে যাও এবং আস্সালামু আলাইকুম বলো। এ ঘটনা ঘটেছিল সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পর। আমর (র) বলেন, সাফওয়ান (রা)-র পুত্র এই পুরা ঘটনা কালাদাহ ইবনে হাম্বলের সূত্রে আমাকে অবহিত করেছেন, কিন্তু তিনি বলেননি– আমি তার কাছে এ ঘটনা শুনেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব (র) বলেছেন, উমায়্যা ইবনে সাফওয়ান। তিনি বলেননি, আমি কালাদাহ ইবনে হাম্বলের কাছে শুনেছি। ইয়াহ্ইয়া আরো বলেছেন, আমর ইবনে

আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান তাকে অবহিত করেছেন যে, কালাদাহ ইবনে হাম্বল তাকে অবহিত করেছেন।

٥١٧٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ بَيْتٍ فَقَالَ أَأَلِجُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ أُخْرُجْ إِلَى هٰذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.

৫১৭৭। রিব'ঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন– তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক ঘরে অবস্থানকালে তাঁর কাছে প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে বললেন, আমি কি প্রবেশ করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাদেমকে বললেন, তুমি বের হয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে অনুমতি লাভের পদ্ধতি শিখিয়ে দাও। তুমি তাকে শিখাও– বলো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? লোকটি একথা শুনতে পেয়ে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে ভিতরে প্রবেশ করলো।

٥١٧٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ.

৫১৭৮। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... রিব্'ঈ ইবনে হিরাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমের গোত্রের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করলো... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, এভাবেই মুসাদ্দাদ-আবু আওয়ানা-মানসূর (র) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে রাবী একথা বলেননি, 'আমের গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে'।

٥١٧٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِى عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ.

৫১৭৯। বনূ আমের গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন,.. পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। রাবী বলেন, আমি তাঁর থেকে শুনতে পেলাম এবং বললাম, আসসালামু আলাইকুম, প্রবেশ করবো কি?

بَابُ كَمْ مَرَّةً يُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِي الإِسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ অনুমতি গ্রহণের জন্য লোকে কতোবার সালাম দিবে?

٥١٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُوْ مُوْسَى فَزِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْزَعَكَ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ اٰتِيَهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَقُلْتُ قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. قَالَ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هٰذَا بِالْبَيِّنَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ لاَ يَقُوْمُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَقَامَ أَبُوْ سَعِيْدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ.

৫১৮০। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনসারগণের এক সমাবেশে বসা ছিলাম। এমন সময় আবু মূসা (রা) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উপস্থিত হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনার ঘাবড়ানোর কারণ কি? তিনি বললেন, উমার (রা) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার কাছে এসে তিনবার (প্রবেশের) অনুমতি চেয়েও অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসতে আরম্ভ করি। তিনি (উমর) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, (ভেতরে আসতে) তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, আমি এসে তিনবার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। (এ প্রসঙ্গে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কেউ তিনবার অনুমতি চেয়েও অনুমতি না পাওয়া গেলে সে ফেরত যাবে। উমার (রা) বললেন, তোমাকে অবশ্যি আমার নিকট একথার সাক্ষী পেশ করতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু সা'ঈদ (রা) বললেন, আপনার

সাথে সাক্ষী দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠবে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তারপর আবু সাঈদ (রা) তার সাথে গিয়ে তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন।

٥١٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَقَالَ يَسْتَأْذِنُ أَبُوْ مُوْسَى يَسْتَأْذِنُ الأَشْعَرِيُّ يَسْتَأْذِنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلاَّ فَلْيَرْجِعْ. قَالَ ائْتِنِي بِبَيِّنَةٍ عَلَى هٰذَا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ هٰذَا أُبَيٌّ فَقَالَ أُبَيٌّ يَا عُمَرُ لاَ تَكُنْ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَكُوْنُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫১৮১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা)-এর কাছে এসে তিনবার এভাবে অনুমতি চাইলেন– আবু মূসা অনুমতি চাচ্ছে; আল্-আশ্‌আরী অনুমতি চাচ্ছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস অনুমতি চাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না। অতএব আবু মূসা (রা) ফিরে যেতে লাগলেন। উমার (রা) তাকে ডেকে আনার জন্য (লোক) পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আপনাকে ফেরত যেতে বাধ্য করলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ অনুমতি প্রার্থনা করবে তিনবার। যদি তাকে অনুমতি দেয়া হয় তো ভালো, অন্যথায় ফিরে যাবে। উমার (রা) বললেন, আপনার এ হাদীসের স্বপক্ষে আমার কাছে প্রমাণ পেশ করুন। অতএব তিনি গিয়ে সাক্ষী নিয়ে এসে বললেন, এই উবাই। উবাই (রা) বললেন, হে উমার! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে শাস্তি দানকারী হবেন না। উমার (রা) বললেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে শাস্তি দিবো না।

٥١٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهَا فَانْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيْدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ أَخَفِيَ عَلَيَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَلٰكِنْ تُسَلِّمُ مَا شِئْتَ وَلاَ تَسْتَأْذِنُ.

৫১৮২। উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা (রা) উমার (রা)-এর কাছে প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করলেন... উপরোক্ত হাদীসের ঘটনা বর্ণিত আছে। তবে রাবী তাতে আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি আবু সাঈদ (রা)-কে নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তিনি তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন। উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এ হাদীস আমর অজানা রয়ে গেলো! বাজারের বেচাকেনাই আমাকে এ ব্যাপারে অনবহিত রেখেছে। এখন আপনি যেভাবে চান আমাকে সালাম দিন এবং অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

٥١٨٣- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ.

৫১৮৩। আবু বুরদা (র) তার পিতার সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, উমার (রা) আবু মূসা (রা)-কে বললেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (এ হাদীসের ব্যাপারে) অপবাদ দিচ্ছি না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।

টীকা ঃ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে তাঁর হাদীস অন্য লোকের কথারূপে এবং অন্য লোকের কথা তাঁর হাদীস নামে চালু হতে না পারে। প্রমাণহীনভাবে কোনো বক্তব্যকে হাদীস বললেই পাকড়াও করা হবে (সম্পাদক)।

٥١٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فِي هَذَا فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫১৮৪। রাবী'আ ইবনে আবু আবদুর রহমান (র) এবং তাদের একাধিক আলেমের সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণিত। উমার (রা) আবু মূসা (রা)-কে বলেন, জেনে রাখুন! আমি আপনাকে (হাদীসের ব্যাপারে) অপবাদ দিচ্ছি না। কিন্তু আমি ভয় করছি যে, মানুষ হয়তো দায়িত্বহীনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে পারে।

٥١٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهِشَامٌ أَبُو مَرْوَانَ الْمَعْنَى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ

بْنِ زُرَارَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ زَارَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَنْزِلِنَا فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا فَقَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ أَلاَ تَأْذَنُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيْمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلاَمِ قَالَ فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوْغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى اٰلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الاِنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيْفَةٍ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبْ فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ. قَالَ هِشَامٌ أَبُوْ مَرْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ.

৫১৮৫। কায়েস ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ (তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)। বর্ণনাকারী বলেন, সা'দ (রা) আস্তে সালামের উত্তর দিলেন। কায়েস (রা) বলেন, আমি (আমার পিতাকে) বললাম, আপনি কি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রবেশানুমতি দিবেন না? তিনি বললেন, থামো, তাঁকে বেশী বেশী আমাদেরকে সালাম দিতে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। সা'দ (রা) এবারও আস্তে সালামের জবাব দিলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ বললেন। অতঃপর তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। এবার সা'দ (রা) তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনার সালাম শুনতে পাচ্ছিলাম এবং আস্তে আস্তে আপনার সালামের জবাব দিচ্ছিলাম, যাতে আপনি বেশী বেশী আমাদেরকে সালাম দেন। বর্ণনাকারী বলেন– তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে ফিরে আসলেন এবং সা'দ (রা) তাঁর গোসলের জন্য পানি এনে দিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তিনি গোসল করলেন। এরপর তাঁকে জাফরান অথবা ওয়ারস-এর রঙ্গে রঞ্জিত একখানা চাদর দিলেন। তিনি তা পরিধান করলেন। অতঃপর দু'হাত তুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সা'দ ইবনে উবাদার পরিবার-পরিজনের উপর শান্তি, কল্যাণ ও করুণা বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবার পরিবেশন করা হলো। তিনি (সা) যখন রওয়ানা করার জন্য প্রস্তুত হলেন, সা'দ (রা) পিঠে মখমলের চাদর বা গদি বিছানো একটি সুসজ্জিত গাধা এনে তাঁর নিকটবর্তী করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে আরোহণ করলেন। সা'দ (রা) বললেন, হে কায়েস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাও। কায়েস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: আরোহণ করো। কিন্তু আমি সম্মত হলাম না। অতঃপর তিনি (সা) বললেন: হয় আরোহণ করো, অন্যথায় ফিরে যাও। রাবী বলেন, আমি ফিরে আসলাম। হিশাম (র) বলেন, আবু মারওয়ান (র) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আসআদ ইবনে যুরারার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল ওয়াহেদ ও ইবনে সামা'আ (র) আল-আওযাঈ (র)-এর হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তারা উভয়ে কায়েস ইবনে সা'দ (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٥١٨٦- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بِشْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَتٰى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهٖ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ أَوِ الْاَيْسَرِ وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ أَنَّ الدُّوْرَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُوْرٌ.

৫১৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে বিশর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গোত্রের দোরগোড়ায় (অনুমতির জন্য) আসলে, সরাসরি দরজায় মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলতেন– "আস্সালামু আলাইকুম, আস্সালামু আলাইকুম'। কারণ হলো, সে যুগে দরজায় পর্দা টানানো থাকতো না।

بَابُ الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ بِالدَّقِّ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ প্রবেশানুমতি লাভের জন্য দরজা খটখট করলে

٥١٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ أَبِيهِ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هذَا فَقُلْتُ أَنَا. قَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.

৫১৮৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতার রেখে যাওয়া ঋণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। আমি দরজা খটখট করলাম। তিনি বললেন : কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন : আমি! আমি! মনে হলো যে, তিনি তা (আমি বলা) অপছন্দ করেছেন।

টীকা ঃ "আমি" কথাটির সাথে নাম, উপনাম বা উপাধি সংযুক্ত না করলে সন্দেহ নিরসন হয় না এবং সঠিক পরিচয় জানা যায় না। এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির (রা)-কে অনুমতি লাভের জন্য পরিচিতি দানের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিলেন (অনুবাদক)।

٥١٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ يَعْنِي الْمَقَابِرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِي أَمْسِكِ الْبَابَ فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هذَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ فِيهِ فَدَقَّ الْبَابَ.

৫১৮৮। নাফে' ইবনে আবদুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়ে এক বাগানে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে বললেন : দরজা বন্ধ করে রাখো। পরে দরজায় আঘাত করা হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? অতঃপর হাদীসখানার বাকি অংশ আবু মূসা (রা)-র হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-র হাদীস। রাবী তাতে বলেন, সে দরজা খটখট করলো।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْعى أَيَكُوْنَ ذلِكَ إِذْنَهُ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কোনো ব্যক্তিকে ডাকা হলে সেটাই কি তার জন্য অনুমতি?

٥١٨٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ.

৫১৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তিকে ডেকে আনার জন্য কেউ লোক পাঠালে এটাই তার জন্য অনুমতি।

٥١٩٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذلِكَ لَهُ إِذْنٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُقَالُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِى رَافِعٍ شَيْئًا.

৫১৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি পানাহারের জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং সে আমন্ত্রণকারীর প্রতিনিধির সাথে আসে, তবে তার জন্য এটাই অনুমতি। আবু দাউদ (র) বলেন, কথিত আছে, কাতাদা (র) আবু রাফে' (রা) থেকে কিছুই শুনেননি।

بَابٌ فِي الاِسْتِئْذَانِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ বিশেষ তিন সময়ে প্রবেশানুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে

٥١٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ ابْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبْدَةَ وَهذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ ايَةَ الإِذْنِ وَإِنِّي لاٰمُرُ جَارِيَتِي هذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ.

৫১৯১। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, অধিকাংশ লোকই অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কিত আয়াতের উপর ঈমান রাখে না (তদনুযায়ী আমল করে না)। আমি তো আমার এই দাসীকে আমার

নিকট আসতে অনুমতি লওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'আতা' এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিতেন।

٥١٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرٰى فِيْ هٰذِهِ الاٰيَةِ الَّتِيْ أُمِرْنَا فِيْهَا بِمَا أُمِرْنَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَئْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ إِلٰى عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللّٰهَ حَلِيْمٌ رَحِيْمٌ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يُحِبُّ السَّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوْتِهِمْ سُتُوْرٌ وَلَا حِجَالٌ فَرُبَمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيْمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلٰى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللّٰهُ بِالاِسْتِئْذَانِ فِيْ تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللّٰهُ بِالسُّتُوْرِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذٰلِكَ بَعْدُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَعَطَاءٍ يُفْسِدُ هٰذَا الْحَدِيْثَ.

৫১৯২। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের অধিবাসী একদল লোক ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট জিজ্ঞেস করলো, হে ইবনে আব্বাস! ঐ আয়াত সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যাতে আমাদেরকে যা নির্দেশ দেয়ার দেয়া হয়েছে, কিন্তু কেউই তদনুসারে আমল করে না। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়োপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেনো তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে– ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো এবং এশার নামাযের পর– এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একজনকে অপরজনের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেনো তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো

অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (সূরা নূর ঃ ৫৮-৫৯)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অতীব সহনশীল, পরম দয়ালু। তিনি গোপনীয়তা ভালোবাসেন। লোকজনের ঘরে কোনোরূপ আচ্ছাদন বা পর্দার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে কখনো কোঠার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর অবস্থানকালে তার খাদেম বা বালক-বালিকারা ঘরে ঢুকে পড়তো। এজন্যই আল্লাহ গোপনীয়তা অবলম্বনের এ সময়গুলোতে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। অতএব আল্লাহ তাদের জন্য গোপনীয়তা অবলম্বন ও কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রদান করেন। কিন্তু এরপরও কাউকে আমি তদনুসারে আমল করতে দেখি না। আবু দাউদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ও আতা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এই হাদীসকে দুর্বল করে দেয়।

সালাম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদমালা

بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ সালামের প্রসার ঘটানো

٥١٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

৫১৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা (কখনো) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতোক্ষণ না মু'মিন হবে। আর তোমরা মু'মিন হবে না, যতোক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের ঐ বিষয় সম্পর্কে জানাবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলো- তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।

টীকা ঃ অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে সালাম দিবে। এর অর্থ: লোকদের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। যাতে নবী (সা)-এর সুন্নাত জীবন্ত থাকে। নবী (সা) বলেন, সালাম এরূপ আওয়াযে দেয়া উচিৎ, যাতে যাকে সালাম দেয়া হয় সে শুনতে পায়। নতুবা সুন্নাত আদায় হবে না (অনুবাদক)।

٥١٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

৫১৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো- ইসলামের কোন দিকটি উত্তম? তিনি বললেন: তোমার পরিচিত ও অপরিচিতজনকে তুমি আহার করাবে এবং সালাম দিবে।

টীকা : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার সাথেই সাক্ষাত হয় তাকেই সালাম দিবে। শুধুমাত্র পরিচিত যারা তাদেরকেই সালাম দিবে তা নয়। এতেই খালেসভাবে আল্লাহর জন্য আমল করা হবে, বিনয়-নম্রতা প্রকাশ পাবে এবং সালামের প্রসার ঘটবে- যা এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের আলামতের মধ্যে এও রয়েছে যে, লোকজন মসজিদের পাশ দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু তাতে নামায পড়বে না এবং পরিচিত লোক ছাড়া কাউকে সালাম দিবে না। একইভাবে কোনো ব্যক্তি পানাহার করতে চাইলে সে পরিচিত, অপরিচিত বা আত্মীয় যেই হোক- সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পানাহার করানোও ইসলামের একটি উত্তম দিক (অনুবাদক)।

بَابُ كَيْفَ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ-১৩১ : সালাম বিনিময়ের নিয়ম

٥١٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ اخَرُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ اخَرُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلاَثُوْنَ.

৫১৯৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আস্সালামু আলাইকুম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি তার (অনুরূপ) জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: দশ নেকি। এরপর আরেকজন এসে বললো, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ্ (আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। নবী (সা) অনুরূপ জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। তিনি বললেন: বিশ নেকি। তারপর আরেকজন এসে বললো, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতাল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর প্রাচুর্য বর্ষিত হোক)। নবী (সা) তারও জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। তিনি বললেন: ত্রিশ নেকি।

٥١٩٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُوْنَ قَالَ هٰكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ.

৫১৯৬। সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এ সনদেও রাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থকই বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরো আছে, তারপর আরেকজন এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু (আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত, বরকত ও মাগফিরাত বর্ষিত হোক)। তিনি (সা) বললেন: চল্লিশ নেকি। নবী (সা) আরো বলেন: এভাবে নেকি বেড়ে যেতে থাকে।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ প্রথমে যে সালাম দেয় তার ফযীলাত

٥١٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ الْحِمْصِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ تَعَالَى مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

৫১৯৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: লোকজনের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো– যে আগে সালাম দেয়।

بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ কে প্রথমে সালাম দিবে?

٥١٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

৫১৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (প্রথমে) সালাম দিবে ছোট বড়োকে, পথচারী (পথিপার্শ্বে) বসা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক দল অধিক সংখ্যককে।

٥١٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

৫১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যানবাহনে আরোহিত ব্যক্তি সালাম দিবে পদব্রজে যাতায়াতকারীকে। রাবী তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يُفَارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقَاهُ أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় সাক্ষাত হলে তারা কি সালাম বিনিময় করবে

٥٢٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

৫২০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে, সে যেনো তাকে সালাম দেয়। এরপর উভয়ের মধ্যে যদি গাছ, দেয়াল অথবা পাথর আড়াল হয়ে যায় এবং তারপর আবার তার সাথে সাক্ষাত হয়, তাহলেও যেনো তাকে সালাম দেয়। মু'আবিয়া (র) বলেন, আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে বুখ্ত আমার নিকট আবুয যিনাদ-আল-আ'রাজ-আবু হুরায়রা-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে ঠিক একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٢٠١- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ

بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ مَشْرَبَةٍ لَهُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ.

৫২০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি তখন তাঁর কাঠের মাচানে ছিলেন। উমার (রা) বললেন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম। উমার কি প্রবেশ করবে?

بَابٌ فِى السَّلاَمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ শিশুদেরকে সালাম দেয়া

٥٢٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغِلْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

৫২০২। সাবেত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলাধূলারত একদল বালকের নিকট এসে তাদেরকে সালাম দিলেন।

টীকা ঃ শিশুদের সালাম দেয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহত্বম চরিত্র ও শিষ্টাচারের এক নিদর্শন। এতে শিশুদের সুন্নাতের উপর আমল ও শরীয়াতের শিষ্টাচারের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যও নিহিত (অনুবাদক)।

٥٢٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ أَنَسٌ انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلاَمٌ فِى الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَأَرْسَلَنِيْ بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِيْ ظِلِّ جِدَارٍ أَوْ قَالَ إِلَى جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ.

৫২০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিশুদের নিকট এসে পৌছলেন। আমিও শিশু হিসেবে তাদের সাথে ছিলাম। তিনি (সা) আমাদের সালাম দিলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে পাঠালেন। তিনি একটি দেয়ালের পাশে ছায়ায় বসে থাকলেন, যাবত না আমি তাঁর নিকট ফিরে আসলাম।

بَابٌ فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ মহিলাদেরকে সালাম দেয়া

٥٢٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

৫২০৪। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) অবহিত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একদল মহিলার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের সালাম দিয়েছেন।

টীকা ঃ ইবনুল মালেক বলেন, মহিলাদের সালাম দেয়ার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। অন্যান্যদের জন্য মহিলাদেরকে সালাম দেয়া জায়েয ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে। একদল আলেম 'ফেতনা' (বিপর্যয়, দুর্ঘটনা) ও 'এহ্‌তিয়াত' (সতর্কতা, সাবধানতা) দু'টি শব্দ ব্যবহার করে বলেন, ফেতনার আশঙ্কা থাকলে এহ্‌তিয়াতান মহিলাদেরকে সালাম না দেয়া এবং পর্দার খেলাফ করে তাদের মসজিদে না আসা উত্তম। এই ফেতনা ও এহ্‌তিয়াতের বাধা মহিলাদেরকে মসজিদে এসে ঈমান-আমল তথা ধর্মীয় আলোচনা শোনা থেকে বঞ্চিত করেছে। ফলে তারা মসজিদে না আসতে পারলেও অশালীন পোশাকে সুপার মার্কেটে ও পার্কে ঘুরে বেড়াতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না। স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবেই। রাসূলুল্লাহ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও অনৈতিকতার দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেটিকে অজুহাত ধরে তাঁরা মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দেননি। অতএব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ফেতনা ও এহ্‌তিয়াত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ যিম্মীদের (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) সালাম দেয়া

٥٢٠٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِيْ إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوْا يَمُرُّوْنَ بِصَوَامِعَ فِيْهَا نَصَارَى فَيُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِيْ لَا تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيْقِ.

৫২০৫। সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তারা গির্যাসমূহের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে অবস্থানরত খৃষ্টানদের সালাম দিলেন। আমার পিতা বললেন, তোমরা আগে তাদেরকে সালাম দিও না। কারণ আবু হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আগে তাদেরকে (কিতাবধারীদের) সালাম দিও না। আর যখন রাস্তায় তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয়, তখন তাদের রাস্তার সংকীর্ণ দিকে চলে যেতে বাধ্য করবে।

টীকা ঃ রাস্তায় ভীড় থাকলে তারা একপাশ দিয়ে যাবে। আর ভীড় না থাকলে এরূপ করার প্রয়োজন নেই। ইমাম নববী (র) তাঁর শরহে মুসলিমে বলেছেন, আমাদের কোনো কোনো আসহাব তাদেরকে আগে সালাম দেয়া মাকরূহ বলেছেন। কাযী ইয়ায এক জামা'আত থেকে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ প্রয়োজন বা কারণে তাদের আগে সালাম দেয়া জায়েয। আলকামা ও নাখঈরও একই মত (অনুবাদক)।

٥٢٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ فِيْهِ وَعَلَيْكُمْ.

৫২০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইহুদীদের কেউ তোমাদের সালাম দিয়ে বলে থাকে, আস্‌সামু আলাইকুম (তোমাদের আশু মৃত্যু হোক)। তোমরা বলবে, তোমাদেরই। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র)-ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরীও আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি (সা) বলেছেন: ওয়া আলাইকুম।

٥٢٠٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رِوَايَةُ عَائِشَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِىِّ وَأَبِي بَصْرَةَ يَعْنِى الْغِفَارِيَّ.

৫২০৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, কিতাবধারীরা আমাদের সালাম দিয়ে থাকে। আমরা কিভাবে তার জওয়াব দিবো? তিনি বললেন: তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের প্রতিও অদ্রূপ)। আবু দাউদ (র) বলেন, আয়েশা (রা), আবু আবদুর রহমান আল-জুহানী (রা) ও আবু বাসরা আল-গিফারী (রা)-র রিওয়ায়াতও একইরূপ।

بَابٌ فِى السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম দেয়া

٥٢٠٨– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِيَانِ ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيْدُ ابْنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الاخِرَةِ.

৫২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ মজলিসে গিয়ে পৌঁছে যেনো সালাম দেয় এবং মজলিস থেকে বিদায়ের সময়ও যেনো সালাম দেয়। প্রথম সালাম শেষ সালামের চাইতে অধিক জরুরী নয়।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ أَنْ يَّقُوْلَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ আলাইকাস্ সালাম বলা শোভনীয় নয়

٥٢٠٩– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ أَبِي غِفَارٍ عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي جُرَىٍّ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى.

৫২০৯। আবু জুরায়্যি আল-হুজাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আলাইকাস্ সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আলাইকাস্ সালাম বলো না। কারণ এটা হচ্ছে মৃতের প্রতি সালাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَدِّ وَاحِدٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ দলের পক্ষ থেকে একজনের সালামের জওয়াব দেয়া

٥٢١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْجُدِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَّرُدَّ أَحَدُهُمْ.

৫২১০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, হাসান ইবনে আলী (রা) এটি 'মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা) বলেন: পথ অতিক্রমকালে দলের একজন যদি সালাম দেয়, তাহলে তা সবার জন্য যথেষ্ট। অনুরূপভাবে উপবিষ্টদের একজন তার জওয়াব দেয় তাহলে তা সবার জন্য যথেষ্ট।

بَابٌ فِى الْمُصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ মুসাফাহা (করমর্দন) সম্পর্কে

٥٢١١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيْ بَلْجٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا.

৫১১১। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে, আল্লাহর প্রশংসা করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ উভয়কে ক্ষমা করে দেন।

٥٢١٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَجْلَحِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَرِقَا.

৫২১৩। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٥٢١٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ.

৫২১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা এসে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের নিকট ইয়ামানবাসীরা এসেছে। এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা করেছে।

بَابٌ فِى الْمُعَانَقَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ মু'আনাকা (কোলাকুলি) সম্পর্কে

٥٢١٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنِيْ خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ لأَبِيْ ذَرٍّ حَيْثُ سُيِّرَ مِنَ الشَّامِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُخْبِرَكَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ سِرًّا قُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوْهُ قَالَ مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلاَّ صَافَحَنِيْ وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِيْ أَهْلِيْ فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ فَالْتَزَمَنِيْ فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ.

৫২১৪। আনাযাহ কবীলার এক লোক থেকে বর্ণিত। তিনি আবু যার (রা)-কে বললেন, যখন তিনি সিরিয়া ত্যাগ করেন, আমি আপনার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহের মধ্যকার একখানি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার বাসনা রাখি। আবু যার (রা) বললেন, তা গোপন কোনো বিষয় না হলে আমি আপনাকে বলবো। আমি বললাম, না, তা কোনো গোপন বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনাদের সাক্ষাত হলে তিনি কি আপনাদের সাথে মুসাফাহা করতেন? তিনি বললেন, হাঁ, যখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হতো তখনই তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করতেন। একদিন তিনি আমার নিকট লোক

পাঠালেন। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। আমি ফিরে আসলে আমাকে জানানো হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর নিকট আসলাম। তিনি ছিলেন তখন গদির উপর। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তা ছিল খুবই উত্তম খুবই মনোরম।

بَابٌ فِى الْقِيَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো

٥٢١٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَى خَيْرِكُمْ فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫২১৫। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা)-র ফয়সালার ভিত্তিতে বনূ কুরায়যার লোকেরা আত্মসমর্পণ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট লোক পাঠালেন। সা'দ (রা) একটি সাদা রংয়ের গাধায় চড়ে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা তোমাদের নেতা বা তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট ব্যক্তির আগমনে দাঁড়াও। সা'দ (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসলেন।

٥٢١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ.

৫২১৬। শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন তিনি (সা'দ) মসজিদের (নববী) কাছাকাছি এলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের বললেন: তোমরা তোমাদের নেতার দাঁড়াও।

টীকা ঃ এ হাদীস অনুসারে আবু দাউদ, বুখারী ও মুসলিম (র) মর্যাদাসম্পন্ন লোকের সম্মানে দাঁড়ানো শরীয়াত সম্মত বলে থাকেন। মুসলিম (র) এ হাদীসটিকেই এ সম্পর্কিত সবচেয়ে সহীহ হাদীস মনে করেন। অপর একদল দাঁড়ানোর বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে সা'দকে গাধার উপর থেকে নামানোর জন্যই মহানবী (সা) একথা বলেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন অসুস্থ। যাই হোক, কেউ এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে কারো সম্মানে দাঁড়ানোকে সুন্নাত বলেছেন। আবার কেউ এরূপ

দাঁড়ানোকে মাকরূহ বলেছেন আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে, যাতে মহানবী (সা) তাঁর সম্মানে সাহাবাদের দাঁড়ানোকে অপছন্দ করেছেন। তবে সহীহ কথা হলো, এরূপ দাঁড়ানো জায়েয আছে (অনুবাদক)।

٥٢١٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلاً وَهَدْيًا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيْثًا وَكَلاَمًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْيَ وَالدَّلَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا.

৫২১৭। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শারীরিক গঠন-আকৃতি, চাল-চলন, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, (হাসানের মতে) আলাপচারিতা ও কথাবার্তায় ফাতেমা (রা)-র চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এতোখানি মিল আর কাউকে আমি দেখিনি। হাসান অবশ্য গঠন-আকৃতি, চাল-চলন, চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেননি। ফাতেমা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন, তিনি উঠে তার দিকে এগিয়ে যেতেন, তার হাত ধরে চুমু খেতেন এবং তাঁর আসনে তাকে বসাতেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফাতেমার নিকট যেতেন, তখন ফাতেমাও তাঁর জন্য উঠে আসতেন, তাঁর হাতে ধরে তাতে চুমু খেতেন এবং তার আসনে তাঁকে বসাতেন।

بَابٌ فِيْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ-১৪৪ : কোনো ব্যক্তির নিজ সন্তানকে চুমু দেয়া

٥٢١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هٰذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

৫২১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আকরা' ইবনে হাবেস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন যে, তিনি হুসাইন (রা)-কে চুমু দিচ্ছেন। আকরা' বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি তাদের একজনকেও চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে দয়া করে না, তাকেও দয়া করা হয় না।

٥٢١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرِيْ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكِ وَقَرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَبَوَايَ قُومِيْ فَقَبِّلِيْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ إِيَّاكُمَا.

৫২১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন এবং এই বলে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত তাকে পড়ে শুনালেন। আমার পিতা-মাতা (আবু বকর ও উম্মে রুমান) বললেন, ওঠো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় চুমু দাও। আমি বললাম, শুকরিয়া আদায় করছি আমি সম্মানিত মহান আল্লাহর; আপনাদের নয়।

بَابٌ فِيْ قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ দুই চোখের মধ্যখানে চুমু খাওয়া

٥٢٢٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

৫২২০। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হলো জাফর ইবনে আবু তালিবের সাথে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে মু'আনাকা করলেন এবং তার দু'চোখের মাঝখানে চুমা দিলেন।

بَابٌ فِيْ قُبْلَةِ الْخَدِّ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ গালে চুমা দেয়া

٥٢٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ

دَغْفَلٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৫২২১। ইয়াস ইবনে দাগফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু নাদ্‌রা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর গালে চুমা দিয়েছেন।

٥٢٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا.

৫২২২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম মদীনায় আগমনকারী আবু বকর (রা)-এর সাথে আসলাম। এ সময় তার কন্যা আয়েশা (রা)-কে শয্যাশায়ী দেখতে পেলাম। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আবু বকর (রা) তাকে দেখতে এসে বললেন, বেটি! তুমি কেমন আছো? এবং তিনি তার গালে চুমা দিলেন।

بَابٌ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ

অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ হাতে চুমা দেয়া

٥٢٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي لَيْلى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَدَنَوْنَا يَعْنِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ.

৫২২৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে তাঁর হাতে চুমা দিলাম।

بَابٌ فِي قُبْلَةِ الْجَسَدِ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ শরীরে চুমা দেয়া

٥٢٢٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِّنَ الأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مُزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خَاصِرَتِهِ بِعُوْدٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِيْ قَالَ اِصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيْصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيْصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيْصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

৫২২৪। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) নামক এক আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি একদা লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন এবং মাঝে মাঝে রসিকতাও করছিলেন। তিনি লোকদের হাসাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাঠের টুকরা দিয়ে তার পেটে খোঁচা দিলেন। উসাইদ (রা) বললেন– আপনি আমাকে এর বদলা নিতে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার থেকে বদলা নাও। উসাইদ বললেন, আপনার গায়ে তো জামা রয়েছে, অথচ আমার গায়ে জামা ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়ের জামা খুলে ফেললেন। উসাইদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে তাঁর এক পাশে চুমা দিতে লাগলেন, আর বললেন: আমি এটাই চেয়েছিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ।

بَابُ قُبْلَةِ الرِّجْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে চুমা দেয়া

٥٢٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْنَقِ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ أَبَانٍ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الأَشَجُّ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فِيْكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللّٰهُ جَبَلَنِيْ عَلَيْهِمَا قَالَ بَلِ اللّٰهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَبَلَنِيْ عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ.

৫২২৫। উম্মে আবান বিনতে ওয়াযে' ইবনে যারে' (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (যারে') আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দলের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা

মদীনায় পদার্পণ করে আমাদের সওয়ারী থেকে দ্রুত নেমে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ও পায়ে চুমা দিলাম। ওদিকে আল-মুন্যির আল-আশাজ্জ তার কাপড়ের বান্ডিল থেকে পরিধেয় বস্ত্র বের করে তা পরিধান করা পর্যন্ত বিলম্ব করলেন, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। নবী (সা) তাকে বললেন: তোমার মধ্যে দু'টি উত্তম স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন: ধৈর্য-সহনশীলতা ও ধীর-স্থিরতা। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমিই কি এ অভ্যাস গড়ে তুলেছি, না আল্লাহ আমাকে এ দু'স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহই বরং তোমাকে এ দুই স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বললেন, শুকরিয়া আদায় করছি সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এমন দু'টি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ

অনুচ্ছেদ-১৪৯ ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন বলা

٥٢٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِيَانِ ابْنَ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَنَا فِدَاكَ.

৫২২৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাযির, আমি আপনার জন্য ফেদা।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا

অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ কোনো ব্যক্তির কথা– আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন

٥٢٢٧- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمْ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ يُكْرَهُ أَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا وَلاَ بَأْسَ أَنْ نَقُوْلَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَيْنَكَ.

৫২২৭। কাতাদা (র) বা অপর একজন থেকে বর্ণিত। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা বলতাম, 'আল্লাহ তোমাদের চক্ষু শীতল করুন অথবা প্রত্যুষে তুমি আনন্দিত হও। ইসলামের আবির্ভাবের পর এগুলো (বলা) থেকে আমাদের নিষেধ করে দেয়া হয়। আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার বলেছেন, (কারো পক্ষে) আল্লাহ তোমার জন্য তোমার চক্ষু শীতল করুন, এরূপ বলা অপছন্দনীয়। তবে 'আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন'– বলাতে কোনো দোষ নেই।

بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ حَفِظَكَ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন

٥٢٢٨- حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ سَفَرٍ لَهُ فَعَطِشُوْا فَانْطَلَقَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ حَفِظَكَ اللّٰهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ.

৫২২৮। আবু কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। লোকজন পথিমধ্যে পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। লোকজন দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায়। আমি ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে যাই (তাঁকে পাহারা দেয়ার জন্য)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন; যেমন তুমি তাঁর নবীকে হেফাযত করেছ।

بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْمُ لِلرَّجُلِ يُعَظِّمُهُ بِذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ালে

٥٢٢٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৫২২৯। আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) ইবনুয যুবায়ের

ও ইবনে আমেরের কাছে আসলেন। ইবনে আমের দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু ইবনুয যুবায়ের বসে থাকলেন। মু'আবিয়া (রা) ইবনে আমেরকে বললেন– বসো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে লোক নিজের জন্য অন্য লোকের দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে, সে যেনো জাহান্নামে তার আসন নির্ধারণ করে নেয়।

٥٢٣٠– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ عَنْ أَبِيْ مَرْزُوْقٍ عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

৫২৩০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি ভর দিয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন: তোমরা দাঁড়িও না, যেরূপ অনারবরা একজন অপরজনকে সম্মান দেখাতে দাঁড়ায়।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ কোনো ব্যক্তি বলে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে

٥٢٣١– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوْسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ بَعَثَنِيْ أَبِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلٰى أَبِيْكَ السَّلَامُ.

৫২৩১। গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাসান (রা)-র বাড়ির ফটকে বসা ছিলাম। এ সময় এক লোক এসে বললো, আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করে বলেছেন, আমাকে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। তিনি বললে, তাঁর নিকট গিয়ে (আমার পক্ষ থেকে) তাঁকে সালাম দিও। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বললেন: আলাইকা ওয়া আলা আবীকাস্ সালাম (তোমার উপর এবং তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

٥٢٣٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ.

৫২৩২। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম জানিয়েছেন। আয়েশা (রা) বললেন, তার উপরও সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

بَابُ الرَّجُلِ يُنَادِيَ الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ

অনুচ্ছেদ-১৫৫ : একজন অপরজনকে ডাকলে জবাবে 'লাব্বায়েক' বলা

٥٢٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ الْفِهْرِيَّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لأْمَتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَ الرَّوَاحُ فَقَالَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بِلاَلُ قُمْ فَثَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَائِرٍ فَقَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ فَقَالَ أَسْرِجْ لِي الْفَرَسَ فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَّتَاهُ مِنْ لِيْفٍ لَيْسَ فِيْهِمَا أَشَرٌ وَلاَ بَطَرٌ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْفِهْرِيُّ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ هذَا الْحَدِيْثُ وَهُوَ حَدِيْثٌ نَبِيْلٌ جَاءَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

৫২৩৩। আবু হাম্মাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। আবু আবদুর রহমান আল-ফিহ্রী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইনে উপস্থিত ছিলাম। আমরা এক প্রচণ্ড গরমের দিনে সফর করলাম। আমরা একটি

গাছের ছায়ায় যাত্রাবিরতি করলাম। সূর্য ঢলে পড়লে আমি আমার সামরিক পোশাক (বর্ম) পরিধান করলাম, আমার ঘোড়ায় আরোহণ করলাম, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি ছিলেন তখন তাঁর তাঁবুতে। আমি বললাম, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাত্রা করার সময় তো হয়ে গেলো। তিনি বললেন: ঠিক আছে। তারপর বললেন: হে বিলাল! উঠো (এবং চল)। বিলাল (রা) একটি বাবলা গাছের তলা থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসলেন। তার ছায়া ছিল একটি পাখীর ছায়াবৎ (খুব ছোট)। বিলাল (রা) বললেন, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়া আনা ফেদাউকা (আমি আপনার ডাকে সাড়া দিলাম, আমি হাযির আছি, আমি আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার ঘোড়ায় গদি আঁটো। তিনি একটি গদি বের করলেন, যার উভয় পাশ ছিল খেজুর গাছের পাতা ভর্তি। তাতে কোনোরূপ অহংকার বা আত্মগর্বের কিছু ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে সওয়ার হলেন এবং আমরাও সওয়ার হলাম। রাবী পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু আবদুর রহমান আল-ফিহ্‌রী (র) কেবলমাত্র এই একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস যা হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ أَضْحَكَ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ একজন অপরজনকে বলে, আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন

٥٢٣٤- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبِرَكِيُّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيِّ وَأَنَا لِحَدِيْثِ عِيسَى أَضْبَطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ يَعْنِي السُّلَمِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৫২৩৪। ইবনে কিনানা ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন। তখন আবু বকর (রা) অথবা উমার (রা) তাঁকে বললেন, আল্লাহ আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখুন আনন্দকে চিরস্থায়ী করুন। রাবী ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابٌ فِي الْبِنَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ বাড়ি-ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গে

٥٢٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِيْ أَنَا وَأُمِّيْ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَيْءٌ أُصْلِحُهُ فَقَالَ الأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذٰلِكَ.

৫২৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ও আমার মা তখন আমার একটি দেয়াল মেরামত করছিলাম। তিনি বললেন: হে আবদুল্লাহ! কি হচ্ছে? আমি বললাম, কিছুটা মেরামতের কাজ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি দেখছি, নির্দেশ (মৃত্যু) তো এর চাইতেও দ্রুত ধাবমান।

٥٢٣٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا وَهٰى فَقَالَ مَا هٰذَا فَقُلْنَا خُصٌّ لَنَا وَهٰى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

৫২৩৬। আল-আ'মাশ (র) এই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আমাদের জীর্ণশীর্ণ কুঁড়ে ঘরটি মেরামত করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটা কি হচ্ছে? আমরা বললাম, আমাদের এ জীর্ণশীর্ণ কুঁড়ে ঘরটি মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তো দেখছি এ জীর্ণ ঘরের চাইতেও নির্দেশ (মৃত্যু) দ্রুত ধাবমান।

٥٢٣٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هٰذِهِ لِفُلاَنٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسِهِ حَتّٰى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِى النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذٰلِكَ مِرَارًا حَتّٰى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ وَالإِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذٰلِكَ إِلٰى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لأُنْكِرُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا فَقَالَ مَا فُعِلَتِ الْقُبَّةُ قَالُوْا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ إِلاَّ مَا لاَ يَعْنِي مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ.

৫২৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হলেন। তিনি গম্বুজাকৃতির একটি উঁচু পাকা ঘর দেখতে পেলেন। তিনি বললেন: এটা কি? তাঁর সাহাবীগণ বললেন, এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির। তিনি নীরব রইলেন এবং বিষয়টি মনে মনে রাখলেন। পরে ঐ প্রাসাদের মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে লোকদের মধ্যে তাঁকে সালাম দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ কয়েকবার হলো। শেষে লোকটি তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি এবং তাঁর উপেক্ষা সম্পর্কে বুঝতে পারলো। এতে সে তার সাথীদের নিকট প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলো। সে বললো, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ আচরণ তো আমি বুঝতে পারছি না! লোকেরা বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হয়েছিলেন। তিনি তোমার গম্বুজ দেখতে পেয়েছেন। অতএব সে তার পাকা বাড়িতে ফিরে এসে তা ধ্বংস করে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক দিন বের হলেন। তিনি ঐ প্রাসাদটি দেখতে না পেয়ে বললেন: প্রাসাদটির কি হলো? লোকেরা বললো, প্রাসাদের মালিক আমাদের নিকট তার প্রতি আপনার নারাযী ও উপেক্ষার বিষয়ে জানতে চায়। আমরা তাকে ঘটনা খুলে বললে সে তা বিধ্বস্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: বস্তুত প্রত্যেক উচ্চ পাকা বাড়ি তার মালিকের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। তবে একান্ত জরুরী যেটি সেটি ছাড়া।

بَابٌ فِيْ اتِّخَاذِ الْغُرَفِ

অনুচ্ছেদ-১৫৮ : উপর তলায় কক্ষ নির্মাণ সম্পর্কে

٥٢٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ فَقَالَ يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ فَارْتَقَى بِنَا إِلَى عُلِّيَّةٍ فَأَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ فَفَتَحَ.

৫২৩৮। দুকায়েন ইবনে সা'ঈদ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম এবং তাঁর নিকট খাবার (খাদ্যশস্য) চাইলাম। তিনি বললেন: হে উমার! যাও, এদের দাও। অতএব তিনি আমাদেরকে নিয়ে উপর তলার একটি কক্ষে উঠলেন, তারপর তার কক্ষ থেকে চাবি নিয়ে তা খুললেন।

بَابٌ فِيْ قَطْعِ السِّدْرِ

অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ কুল গাছ কাটা

٥٢٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللّٰهُ رَأْسَهُ فِى النَّارِ. سُئِلَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِيْ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِيْ فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيْلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَّظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا صَوَّبَ اللّٰهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ.

৫২৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কুল গাছ কাটবে, আল্লাহ তাকে মাথা উপুর করে (অধঃমুখে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আবু দাউদ (র)-কে এ হাদীসের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাদীসটি খুবই সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ উন্মুক্ত মাঠে বা প্রান্তরে বিদ্যমান কুল গাছ, যার ছায়ায় পথচারী ও চতুষ্পদ প্রাণী আশ্রয় নিয়ে থাকে তা কোনো ব্যক্তি নিজ মালিকানাহীন, অপ্রয়োজনে, জোর-জুলুম করে ও অন্যায়ভাবে কেটে ফেললে আল্লাহ তাকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

٥٢٤٠- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ شَبِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৫২৪০। মাখলাদ ইবনে খালিদ (র)... উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসের সনদ সূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত করেছেন এবং পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٤١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ أَتَرَى هٰذِهِ الأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيْعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ. زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِيَ يَا عِرَاقِيُّ جِئْتَنِيْ بِبِدْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قِبَلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُوْلُ بِمَكَّةَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

৫২৪১। হাসসান ইবনে ইবরাহীম (র) বলেন, আমি উরওয়া (র)-এর পুত্র হিশাম (র)-কে কুল গাছ কেটে ফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তখন উরওয়া (র)-র দালানের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি কি এসব দরজা ও পত্রপল্লব দেখতে পাচ্ছো? এসব দরজার চৌকাঠ উরওয়া (র)-এর কুল গাছ দ্বারা তৈরী। তিনি তার জমি থেকে তা কেটে এনেছিলেন। তিনি বলেছেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। হুমাইদ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, তিনি বলেন, হে ইরাকী! তুমি আমার নিকট একটি বিদআত বয়ে এনেছো। সে বললো, আমি বললাম, বিদআত তো আপনাদের এখান থেকে। আমি মক্কায় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুল গাছ কর্তন করে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। অতঃপর রাবী একইভাবে অবশিষ্ট্য হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ فِيْ إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ জনপথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা

٥٢٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي الإِنْسَانِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصَلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوْا وَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ.

৫২৪২। বুরায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনেছি:

মানুষের শরীরে তিন শত ষাটটি জোড়া বা গ্রন্থি রয়েছে। তার প্রতিটি জোড়ার জন্য সদাকা (দান-খয়রাত) করা তার কর্তব্য। লোকজন বললো, এতো সদাকা করতে কে-ই বা সক্ষম, হে আল্লাহর নবী! তিনি বললেন: তুমি মসজিদের শ্লেষ্মা (মাটিতে) পুতে দিবে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে। তুমি যদি তাও না পারো তাহলে চাশ্তের সময় দুই রাকআত নামায (সালাতুদ-দুহা) পড়ো, তাহলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

টীকা ঃ নারী-পুরুষ উভয়ের দেহে মোট দুই শত বারোটি গ্রন্থি আছে। কিন্তু হাদীসে তিন শত ষাট সংখ্যকের উল্লেখ দেখা যায়। হয়তো গ্রন্থি ছাড়াও শিরা-উপশিরার প্রধান সংযুক্তিগুলোকেও এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথবা এখানে সংখ্যা মুখ্য নয়। গ্রন্থির আধিক্য বুঝানোই উদ্দেশ্য। যেমন আরবী ভাষায় প্রায়ই অধিক সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক না বুঝিয়ে পরিমাণের আধিক্য বুঝানো হয়ে থাকে (সম্পাদক)।

٥٢٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ ادَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَأْتِي شَهْوَتَهُ وَتَكُوْنُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْثَمُ قَالَ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ.

৫২৪৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিদিন সকালে আদম সন্তানের দেহের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য সদাকা ধার্য হয়। তার সাথে সাক্ষাতকারীকে তার সালাম দেয়া একটি সদাকাহ। তৎকর্তৃক সৎকাজের আদেশ করা একটি সদাকা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সদাকা। তৎকর্তৃক রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাও একটি সদাকা। নিজ স্ত্রীর সাথে তার সহবাস করাও একটি সদাকা। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ইন্দ্রিয় সুখভোগ করলে তাও কি তার জন্য সদাকা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তা অবৈধ পাত্রে রাখা হলে কি সে গুনাহগার হতো না? তিনি আরো বললেন: দুপুরের সময় (পূর্বাহ্নে) দুই রাকআত নামায পড়লে সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ (র) 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদান' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٥٢٤٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَسْطِهِ.

৫২৪৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত... এই সনদ সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথাবার্তার মাঝখানে এসবের উল্লেখ করেছেন।

٥٢٤٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيْقِ إِمَّا كَانَ فِيْ شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ فَأَلْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوْعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

৫২৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক লোক কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি, শুধু একটি কাঁটাযুক্ত ডাল রাস্তা থেকে সরিয়েছিল। হয় ডালটি গাছেই ছিল, কেউ তা কেটে ফেলে রেখেছিল অথবা রাস্তায়ই পতিত ছিল। সে তা সরিয়ে ফেলেছিল। আল্লাহ তার একাজ কবুল করলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।

بَابُ فِيْ إِطْفَاءِ النَّارِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ রাতে আগুন নিভিয়ে ফেলা

٥٢٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رِوَايَةً. وَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ.

৫২৪৬। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা যখন ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।

٥٢٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيْلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَى

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِيْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ عَلَى هٰذَا فَتَحْرِقَكُمْ.

৫২৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি ইঁদুর এসে বাতির সলতে টেনে নিয়ে যেতে যেতে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাঁর মাদুরের উপর রাখলো, যার উপর তিনি বসা ছিলেন। ফলে মাদুরের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা পুড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যখন তোমরা ঘুম যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দিবে। কারণ শয়তান ইঁদুর ইত্যাদির মতো প্রাণীকে এরূপ কাজে প্ররোচিত করে এবং তোমাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে।

بَابٌ فِيْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ সাপ হত্যা করা

٥٢٤٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

৫২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যেদিন থেকে সাপের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে ঐগুলোর সাথে আমরা শান্তিচুক্তি করিনি। অতএব যে লোক ভয়ে ওগুলোকে (না মেরে) ছেড়ে দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٥٢٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

৫২৪৯। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সাপ মেরে ফেলবে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতিশোধের ভয় করবে সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

٥٢٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

مُوْسَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ فِيْمَا أُرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَلَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ.

৫২৫০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রতিশোধের আশঙ্কায় সাপকে ছেড়ে দিবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যখন থেকে এগুলোর সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন থেকে আমরা এগুলোকে নিরাপদ ছেড়ে দেইনি।

٥٢٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَابِطٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نُرِيْدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيْهَا مِنْ هذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِى الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِنَّ.

৫২৫১। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমরা যমযম কূপকে পরিষ্কার করতে চাই। কিন্তু তাতে রয়েছে জিন অর্থাৎ ছোট ছোট অনেক সাপ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐগুলোকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

٥٢٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَاالطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُوْ لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُهِىَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ.

৫২৫২। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সাপদের হত্যা করবে, বিশেষ করে ডোরাকাটা ও লেজকাটা সাপ। কারণ এ দু'টি সাপ চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ (রা) সাপ পেলেই মেরে ফেলতেন। আবু লুবাবা অথবা যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে একটি সাপের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেন, ঘরে বসবাসকারী সাপদের মারতে তো নিষেধ করা হয়েছে।

٥٢٥٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِيْ الْبُيُوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ ذَاالطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِىْ بُطُوْنِ النِّسَاءِ.

৫২৫৩। আবু লুবাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে বসবাসরত সাপ মারতে নিষেধ করেছেন, তবে ডোরাবিশিষ্ট এবং লেজকাটাগুলোকে নয়। কারণ এগুলো দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয় এবং নারীদের গর্ভপাত ঘটায়।

٥٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَعْنِىْ بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ أَبُوْ لُبَابَةَ حَيَّةً فِيْ دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ يَعْنِىْ إِلَى الْبَقِيْعِ.

৫২৫৪। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লুবাবা (রা) ইবনে উমার (রা)-র নিকট উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি তার ঘরে একটি সাপ দেখতে পান। তার নির্দেশক্রমে ঘর থেকে সাপটি বের করে (জান্নাতুল) বাকী'র দিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

٥٢٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِيْ بَيْتِهِ.

৫২৫৫। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, পরে আমি ঐ সাপটিকে আবার তার ঘরে দেখতে পেয়েছি।

٥٢٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلٰى أَبِيْ سَعِيْدٍ يَعُوْدُوْنَهُ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيْنَا صَاحِبًا لَنَا وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهِ فَأَقْبَلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِى الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الْجِنِّ فَمَنْ رَأٰى فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

৫২৫৬। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ও তার এক সাথী অসুস্থ আবু সাঈদ (রা)-কে দেখতে গেলেন। তিনি বলেন, আমরা তার নিকট থেকে বের হয়ে আসলে পর আরেক সঙ্গীর সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো। তিনিও তাকে দেখতে এসেছেন। আমরা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মসজিদে বসলাম। তিনি ফিরে এসে আমাদের জানালেন, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কতক সাপ জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেউ তার ঘরে এগুলোর কোনোটিকে দেখতে পেলে সে যেনো তিনবার একে সতর্ক করে। তারপরও ফিরে আসলে সে যেনো একে হত্যা করে। কারণ এটা হচ্ছে শয়তান।

٥٢٥٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ صَيْفِيٍّ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيْرِهِ تَحْرِيْكَ شَيْءٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ مَا لَكَ فَقُلْتُ حَيَّةٌ هٰهُنَا قَالَ فَتُرِيْدُ مَاذَا قُلْتُ أَقْتُلُهَا فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِيْ دَارِهِ تِلْقَاءَ بَيْتِهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِيْ كَانَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَأَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَّذْهَبَ بِسِلاَحِهِ فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لاَ تَعْجَلْ حَتّٰى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِيْ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِى الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ. قَالَ فَلاَ أَدْرِىْ أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ أَوِ الْحَيَّةُ فَأَتَى قَوْمُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّرُدَّ صَاحِبَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوْا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَحَذِّرُوْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدُ أَنْ تَقْتُلُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ بَعْدَ الثَّلاَثِ.

৫২৫৭। আবুস সায়েব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র নিকট আসলাম। আমি তার নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আমি তার খাটের নিচে যেনো কোনো কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি একটি সাপ। আমি

উঠে দাঁড়ালাম। আবু সাঈদ (রা) বললেন, কি হলো তোমার? আমি বললাম, ওখানে একটি সাপ। তিনি বললেন, তা তুমি কি করতে চাও? আমি বললাম, আমি এটিকে হত্যা করবো। তিনি তার ঘরের নিজ কক্ষ বরাবর অপর একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, আমার এক চাচাত ভাই এই কক্ষে বাস করতো। আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধের দিন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো, সে ছিল সদ্য বিবাহিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সাথে তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। সে বাড়ি ফিরে এসে দেখলো, তার স্ত্রীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। সে বর্শা দ্বারা তার স্ত্রীকে ইশারা করলো। তার স্ত্রী বললো, তুমি তাড়াহুড়া করো না, আগে দেখো কিসে আমাকে বের হতে বাধ্য করেছে। সে ঘরে প্রবেশ করে দেখলো এক বীভৎস সাপ। সে সেটিকে বর্শাবিদ্ধ করলো। সাপটি তখনো তড়পাচ্ছিল। তিনি বললেন, আমার জানা নেই কার মৃত্যু আগে হয়েছে, লোকটির না সাপটির! তার সম্প্রদায়ের লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আল্লাহর নিকট দোআ করুন– যাতে তিনি আমাদের সঙ্গীকে ফিরিয়ে দেন। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য মাগফিরাত কামনা করো। তারপর বললেন: মদীনার একদল জিন ইসলাম কবুল করেছে। তাদের কাউকে যদি তোমরা দেখতে পাও তাহলে তিনবার তাকে সতর্ক করবে। তারপরও যদি তোমাদের সামনে তা আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করতে চাইলে তিনবার বলার পর হত্যা করতে পারো।

٥٢٥٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرٌ قَالَ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

৫২৫৮। ইবনে আজলান (র) থেকে একই হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে: সে এটিকে তিনবার সতর্ক করবে। তারপরও যদি প্রকাশ পায়, তবে তাকে হত্যা করবে। কারণ তা একটি শয়তান।

٥٢٥٩– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ قَالَ فَاذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৫২৫৯। হিশাম ইবনে যাহরার মুক্তদাস আবুস সায়েব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র নিকট গেলেন। রাবী তারপর একইরূপ বর্ণনা করেন– যা

অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। তাতে রয়েছে: তিনদিন পর্যন্ত একে সতর্ক করো। তারপরও যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটিকে হত্যা করে। কারণ তা হচ্ছে একটি শয়তান।

٥٢٦٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوْتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِيْ مَسَاكِنِكُمْ فَقُوْلُوْا أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِيْ أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوْحٌ أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِيْ أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ أَنْ لاَ تُؤْذُوْنَا فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوْهُنَّ.

৫২৬০। আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘরে বসবাসকারী সাপদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের বসবাসের ঘরে এগুলোকে দেখতে পেলে বলবে– 'আমি তোমাদেরকে সেই অঙ্গিকারের শপথ দিয়ে বলছি যা নূহ (আ) তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। অথবা আমি তোমাদেরকে সেই অঙ্গিকারের শপথ দিয়ে বলছি যা সুলায়মান (আ) তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা আমাদের ক্ষতিসাধন করবে না'। এরপরও তারা ফিরে আসলে তোমরা তাদের হত্যা করো।

٥٢٦١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلاَّ الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِيْ كَأَنَّهُ قَضِيْبُ فِضَّةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ فَقَالَ لِيْ إِنْسَانٌ الْجَانُّ لاَ يَنْعَرِجُ فِيْ مِشْيَتِهِ فَإِنْ كَانَ هذَا صَحِيْحًا كَانَتْ عَلاَمَةً فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّهَ.

৫২৬১। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা সব সাপকেই হত্যা করবে, শুধুমাত্র সাদা জিন ছাড়া যা দেখতে রৌপ্য দণ্ডের ন্যায় (ঝকঝকে)। আবূ দাউদ (র) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, সাদা সাপ আঁকাবাঁকা হয়ে চলাচল করে না। এটা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা এই সাপের একটি আলামত।

بَابُ فِيْ قَتْلِ الأَوْزَاغِ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ গিরগিটি হত্যা করা সম্পর্কে

٥٢٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

৫২৬২। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন ফাসেক (অনিষ্টকারী)।

٥٢٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الْأُولَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ.

৫২৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে একটি গিরগিটি হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ নেকি রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে এটি হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ নেকি রয়েছে, যা প্রথম আঘাতে মারার তুলনায় কম। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ নেকি রয়েছে, যা দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করার তুলনায় কম।

টীকা ঃ সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, প্রথম আঘাতে মারতে পারলে তার জন্য রয়েছে এক শত নেকি। ক্রমান্বয়ে এর চাইতে কম নেকি হবে। প্রথম আঘাতে মারলে অধিকতর নেকি বলা হয়েছে– এগুলোকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। কারণ এটি একটি অনিষ্টকর সরীসৃপ। এটি ইবরাহীম (আ)-কে নিক্ষিপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দিয়েছিল বলে হাদীসে উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

٥٢٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعُوْنَ حَسَنَةً.

৫২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রথম আঘাতে মারতে পারলে তার জন্য সত্তর নেকি।

بَابٌ فِي قَتْلِ الذَّرِّ

অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ পিঁপড়া হত্যা করা

٥٢٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً.

৫২৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো এক নবী (আ) এক গাছের নিচে অবস্থান করছিলেন। একটি পিঁপড়া তাঁকে দংশন করলো। তিনি বিছানাপত্র সরানোর নির্দেশ দিলে তা তাঁর নিচ থেকে সরানো হলো। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে সব পিঁপড়া ভস্মীভূত করা হয়। আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী পাঠালেন: একটি মাত্র পিঁপড়া নয় কেনো?

٥٢٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ.

৫২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: একটি পিঁপড়া এক নবীকে কামড় দিয়েছিল। ফলে তাঁর নির্দেশে পিঁপড়াদের পুরো গোষ্ঠীকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ ঐ নবীর নিকট ওহী পাঠালেন– তোমাকে তো একটি মাত্র পিঁপড়া কামড় দিয়েছে। আর তুমি কিনা (আমার) তাসবীহ পাঠরত একটি উম্মত ধ্বংস করে দিলে।

টীকা ঃ এখানে সংশ্লিষ্ট নবীকে দংশনকারী নয় এমন সব পিঁপড়াকে মারার জন্য সতর্ক করা হয়েছে, পুড়ে মারার জন্য নয়। আমাদের শরীয়াতে কোনো প্রাণীকে আগুনে পুড়ে হত্যা করা জায়েয নেই (অনুবাদক)।

٥٢٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ.

৫২৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার প্রকার প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন: পিঁপড়া, মধুমক্ষিকা, হুদহুদ পাখি এবং চড়ুই সদৃশ বাজ পাখি।

টীকা ঃ সুরাদ হলো বড়ো মাথা, সাদা পেট ও সবুজ পিঠবিশিষ্ট এক প্রকার পাখি, এগুলো অন্যান্য ছোট পাখিদের খেয়ে থাকে (অনুবাদক)।

٥٢٦٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسى أَخْبَرَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعَرَّشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَّعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

৫২৬৮। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য চলে গেলেন। এদিকে আমরা একটি ছোট পাখি দেখতে পেলাম। তার সাথে ছিল দু'টি বাচ্চা। আমরা বাচ্চা দু'টিকে ধরে ফেললাম। মা পাখিটি এসে পাখা ঝাপটাতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বললেন: কে এই পাখিটিকে তার বাচ্চা ধরে এনে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে? তোমরা এটির বাচ্চা একে ফিরিয়ে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পুড়িয়ে মারা পিঁপড়ার একটি বাসস্থানও দেখতে পেলেন। তিনি বললেন: এগুলো কে পুড়িয়েছে? আমরা বললাম, আমরা। তিনি বললেন: আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া কারো পক্ষে সমীচীন নয় একমাত্র আগুনের রব (আল্লাহ) ছাড়া।

بَابُ فِيْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ ব্যাঙ হত্যা করা

٥٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

৫২৬৯। আবদুর রহমান ইবনে উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ডাক্তার

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঔষধ তৈরীতে ব্যাঙ ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন।

بَابُ فِي الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ পাথরকণা নিক্ষেপ করা

٥٢٧٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ يَنْكَأُ عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ.

৫২৭০। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরকণা নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: এর দ্বারা শিকারও ধরা যায় না, শত্রুকেও ঘায়েল করা যায় না, বরং তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ

অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ খতনা করা সম্পর্কে

٥٢٧١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الأَشْجَعِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِيْ فَإِنَّ ذلِكَ أَحْظى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُوْلٌ وَهذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ.

৫২৭১। উম্মে আতিয়্যা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনাতে এক মহিলা খতনা করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি (ভগাঙ্কুর) গভীর করে কাটবে না। কারণ এটা হচ্ছে মেয়েলোকের জন্য অধিকতর তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর জন্য

প্রিয়। আবু দাউদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর (র)-আবদুল মালেক (র) সূত্রে একই অর্থে ও সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটির সনদসূত্র দুর্বল।

بَابُ فِيْ مَشْىِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ রাস্তায় পুরুষদের সাথে মহিলাদের যাতায়াত সম্পর্কে

٥٢٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِيْ عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتّٰى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهِ.

৫২৭২। হামাযা ইবনে আবু উসাইদ আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন এবং দেখলেন, রাস্তায় পুরুষরা মহিলাদের সাথে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের বললেন: তোমরা কিছুটা অপেক্ষা করে যাও। কারণ তোমাদের রাস্তার মাঝ দিয়ে যাতায়াত করার পরিবর্তে পাশ দিয়ে যাতায়াত করা উচিৎ। তাই মহিলারা দেয়ালের পাশ দিয়ে যাতায়াত করায় তাদের চাদর দেয়ালের সাথে আটকে যেতো।

٥٢٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ الْمُزَنِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَّمْشِىَ يَعْنِى الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ.

৫২৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ লোককে দুই মহিলার মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ

অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ মানুষ কালপ্রবাহকে গালি দেয়

٥٢٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مَكَانَ سَعِيدٍ.

৫২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহামহিম আল্লাহ বলেন– আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। সে কালপ্রবাহকে গালি দেয়। অথচ কালপ্রবাহ আমরাই নিযন্ত্রণে। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই। ইবনুস-সারহ (র) সাঈদ (র)-এর পরিবর্তে ইবনুল মুসাইয়াব উল্লেখ করেছেন।

تَمَّ وَكَمُلَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

॥ মহামহিমান্বিত আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে
সুনান আবু দাউদ-এর বাংলা তরজমা
৬ খণ্ডে সমাপ্ত হলো ॥

পরিশিষ্ট-১

সুনান আবু দাউদ ৬ষ্ঠ খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

৪২৪০। বুখারী, বিতাবুল কাদ্‌র, নং ৬৬০৪; মুসলিম, ফিতান, বাব আখবারিন নাবিয়্যি (সা) ফীমা ইয়াকূনু ইলা কিয়ামিস-সাআহ, নং ২৩।

৪২৪৬। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৮১ (সংক্ষেপে)।

৪২৪৭। বুখারী, ফিতান, নং ৭০৮৪, আরো দ্র. নং ৩৬০৬; মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৮৪৭।

৪২৪৮। মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৮৪৪; নাসাঈ, বায়আত, নং ৪১৯৬; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৫৬।

৪২৪৯। বুখারী, ফিতান, নং ৭০৫৯, আরো দ্র. নং ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, ৭১৩৫; মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮০; তিরমিযী, ঐ, নং ২১৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৫৩।

৪২৫২। মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮৯ (সংক্ষেপে); ইমারাহ, নং ১৯২০; ঈমান, নং ১৫৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২২০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৫২; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৬; বুখারী, ই'তিসাম, নং ৭৩১১; মানাকিব, নং ৩৬৪০, তাওহীদ, নং ৭৪৫৯ (সংক্ষেপে, শেষাংশ)।

৪২৫৫। বুখারী, ইলম, নং ৮৫; ইসতিসকা'; ফিতান নং ৭০৬১, আরো বহু স্থানে; মুসলিম, ইলম, নং ২৭৬২; ফিতান, নং ১৮, ১৫৭।

৪২৫৬। মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮৭।

৪২৫৯। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৬১।

৪২৬১। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৫৮।

৪২৬৪। তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৬৭।

৪২৬৭। বুখারী, ঈমান, বাব ১২, নং ১৯; বাদউল খাল্‌ক, নং ৩৩০০; মানাকিব, নং ৩৬০০; রিকাক, নং ৬৪৯৫; ফিতান, নং ৭০৮৮; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০৩৯; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৮০।

৪২৬৮। বুখারী, ঈমান, নং ৩১; দিয়াত, নং ৬৮৭৫; ফিতান, নং ৭০৮৩; মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮৮; নাসাঈ, তাহরীম, নং ৪১২৬; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৬৪।

৪২৭২। নাসাঈ, তাহরীমু-দাম, নং ৪০১৩, বাব তা'জীমিদ-দাম।

৪২৭৩। বুখারী, মানাকিবুল আনসার, তাফসীর সূরা ফুরকান, মুসলিম, তাফসীর নং ৩০২৩।

৪২৭৯। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২২৪, বাব ফিল-খুলাফা।

৪২৮০। মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৮২১।

৪২৮২। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৩১, বাব আল-মাহ্দী।

৪২৮৪। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৮৬, বাব খুরূজিল মাহ্দী।

৪২৮৯। মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮২, বাব ইকতিরাবিল ফিতান।

৪২৯২। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৮৯, বাব আল-মালাহিম।

৪২৯৫। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৯২।

৪৩০৩। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯১২; নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৭৯।

৪৩০৪। বুখারী, জিহাদ, নং ২৯২৮; মুসলিম, ফিতান, নং ১৯১২; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২২১৬।

৪৩০৯। বুখারী, হজ্জ, নং ১৫৯১ ও ১৫৯৫; মুসলিম, ফিতান, নং ২৯০৯; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৯০৭।

৪৩১০। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৪১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৬৯।

৪৩১১। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯০১; তিরমিযী, ঐ, নং ২১৮৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৪১।

৪৩১২। বুখারী, ফিতান, নং ৭১২১ (বিস্তারিত); মুসলিম, ঈমান, নং ১৫৭, ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৬৮।

৪৩১৩। বুখারী, ফিতান, নং ৭১১৯, মুসলিম, ঐ, নং ২৮৯৪; তিরমিযী, সিফাতিল জান্নাত, নং ২৫৭২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৪৫।

৪৩১৪। মুসলিম, ফিতান, নং ৩১; তিরমিযী, সিফাতিল জান্নাত, নং ২৫৭৩; বুখারী, (তা'লীক), বাব খুরূজিন-নার (২৪)।

৪৩১৫। বুখারী, ফিতান, নং ৭১৩০; মুসলিম, ঐ, নং ২৯৩৪।

৪৩১৬। বুখারী, ফিতান, নং ৭১৩১; মুসলিম, ঐ, নং ২৯৩৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৩৬।

৪৩১৭। উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৪৩১৮। মুসলিম, ফিতান, নং ১০২, বাব যিকরিদ-দাজ্জাল।

৪৩২১। মুসলিম, ফিতান, নং ২১৩৭; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৪১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৭৫।

৪৩২২। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৭৭, বাব ফিতনাতিদ-দাজ্জাল।

৪৩২৩। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮০৯; তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৮৮৮।

৪৩২৬। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৪২, বাব কিস্সাতিল-জাস্সাসা।

৪৩২৭। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৭৪; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৫৪; নাসাঈ, মুসলিম।

৪৩২৯। বুখারী, জিহাদ, নং ৩০৫৫; মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৩০, তিরমিযী, ফিতান, ২২৫০।

৪৩৩১। বুখারী, ই'তিসাম, নং ৭৩৫৫; মুসলিম, ফিতান, নং ২৯২৯।

৪৩৩৫। মুসলিম, ফিতান, নং ৮৪।

৪৩৩৬। তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল মাইদা, নং ৩০৫০; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০০৬।

৪৩৩৮। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩০৫৯, ফিতান, নং ২১৬৯; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০০৫।

৪৩৪০। মুসলিম, ঈমান, নং ৪৯; তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৭৩; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০১৩; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০১১; আবু দাঊদ, নং ১১৪১।

৪৩৪১। তিরমিযী, তাফসীর, সূরা আল-মাইদা, নং ৩০৬০; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০১৪।

৪৩৪২। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৫৭।

৪৩৪৪। তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০১১।

৪৩৪৮। বুখারী, ইলম, নং ১১৬, মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৫৩৭; তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৫২।

৪৩৫১। বুখারী, জিহাদ, নং ৩০১৭; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫৮; নাসাঈ, তাহ্রীমুদ-দাম, নং ৪০৬৫; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৩৫।

৪৩৫২। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৮৭৮; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭৬; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪০২; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০২১; কাসামা, নং ৪৭২৫; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৩৪।

৪৩৫৩। নাসাঈ, তাহ্রীমুদ দাম, নং ৪০২২।

৪৩৫৪। বুখারী, ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন, নং ৬৯২৩; মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৭৩৩।

৪৩৫৯। নাসাঈ, তাহ্রীমুদ দাম, নং ৪০৭২, আবু দাউদ, নং ২৬৮৩।

৪৩৬০। মুসলিম, ঈমান, নং ১২৪; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৫৭।

৪৩৬১। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৭৫।

৪৩৬৩। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৭৬।

৪৩৬৪। বুখারী, যাকাত, নং ১৫০১; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭১; তিরমিযী, উযু, নং ৭২; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০২৯, তাহারাত, নং ৩০৬, ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৭৮।

৪৩৬৭। মুসলিম, বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৪৩৬৮। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৫২।

৪৩৬৯। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৪৬।

৪৩৭০। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৪৭; মুসলিম, কাসামা, নং ১৪।

৪৩৭২। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৫১।

৪৩৭৩। বুখারী, আম্বিয়া, নং ২৬৬৪, হুদূদ, নং ৬৭৮৮, মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৮৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৪৭; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯০৫।

৪৩৭৪। মুসলিম, হুদূদ, নং ১০।

৪৩৭৬। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৮৮৯।

৪৩৭৯। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫২-৫৩; মুসনাদে আহমাদ, ৬খ, পৃ.৩৯৯, নং ২৭৭৮২; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৫৮ (সংক্ষেপ)।

৪৩৮০। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৮৮১; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯৭।

৪৩৮১। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮২৩, মুসনাদ আহমাদ, ৫খ, পৃ.২৬৫, নং ২২৬৪২, আরো দ্র. ২২৫১৬, মুসলিম, তাওবা, নং ৭০০৬/৪৪; নাসাঈ।

৪৩৮২। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৮৭৮।

৪৩৮৩। বুখারী, হুদূদ, বাব আস-সারিকু ওয়াস-সারিকাতু, নং ৬৭৮৮; মুসলিম, ঐ, নং ১৬৮৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৪৫; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৮৫।

৪৩৮৪। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৭৮৯, মুসলিম, ঐ, নং ২; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯২১।

৪৩৮৫। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৭৯৫; মুসলিম, ঐ, নং ১৬৮৬; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯১২।

৪৩৮৬। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯১৩।

৪৩৮৮। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৬৩; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৪৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯৩।

৪৩৯০। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৪১; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৮৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯৬।
৪৩৯৩। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৪৮; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৭৪; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯১।
৪৩৯৪। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৮৮৭; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯৫।
৪৩৯৫। ৪৩৭৪ নং হাদীসের বরাত দ্র.।
৪৩৯৭। ৪৩৭৪ নং হাদীসের বরাত দ্র.।
৪৩৯৮। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৪১।
৪৪০৩। বুখারী, হুদূদ, বাব ২২ (তা'লীকান); তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪২৩; নাসাঈ, তালাক, নং ৩৪৬২; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৪১-২; দারিমী, হুদূদ, নং ২২৯৬; মুসনাদ আহমাদ, ৬খ, পৃ.১০০, নং ২৫২০১, পৃ. ১০১, নং ২৫২১০, পৃ.১৪৪, নং ২৫৬২৭।
৪৪০৪। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮৪; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৪১; নাসাঈ, তালাক, নং ৩৪৬০।
৪৪০৫। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।
৪৪০৬। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খান্দাক, শাহাদাত, বাব বুলূগিস-সিবয়ান; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৮; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১১; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৪৩; আবু দাউদ, নং ২৯৫৭।
৪৪০৭। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা।
৪৪০৮। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫০; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৮২।
৪৪০৯। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৫৮; আবু দাউদ, নং ৪২৬১।
৪৪১০। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৮১।
৪৪১১। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ২৫৮৯; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৪৭; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৮৭।
৪৪১২। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৮৩; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৮৯।
৪৪১৫। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯০; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৫০।
৪৪১৬। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।
৪৪১৮। বুখারী, হুদূদ, বাব ই'তিরাফিয্ যিনা; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩১; মুসলিম, ঐ, নং ১৬৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৫৩।
৪৪২০। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪২৯।
৪৪২২। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯২।

৪৪২৩। উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৪৪২৪। উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৪৪২৫। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৩, তিরমিযী, ঐ, নং ১৪২৭।

৪৪২৬। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮২৪।

৪৪৩০। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮২০; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪২৯; মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৫৮।

৪৪৩১। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৪।

৪৪৩৩। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৫।

৪৪৪০। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩৫, নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৫৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৫৫।

৪৪৪২। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৫।

৪৪৪৫। বুখারী, আহকাম, নং ৭১৯৩-৪, ওয়াকালা, নং ২৩১৪-৫, আরো বহু স্থানে; মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩৩; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪১২; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৪৯।

৪৪৪৬। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮১৯ ও ৬৮৪১, মানাকিব, নং ৩৬৩৫, তাফসীর, নং ৪৫৫৬, তাওহীদ, নং ৭৫৪৩, মুসলিম, হুদূদ, নং ৪৪৩৭/২৬ ও ৪৪৪০/২৮, ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৫৮, দারিমী, ঐ, নং ২৩২১ (বিভিন্ন রাবীর বর্ণনায় কম-বেশি আছে)।

৪৪৪৭। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৫৮।

৪৪৪৮। মুসলিম, ইবনে মাজা।

৪৪৫২। ইবনে মাজা, আহকাম, নং ২৩৭৪।

৪৪৫৫। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০১, বাব রাজমিল ইয়াহূদ।

৪৪৫৭। তিরমিযী, আহকাম, নং ১৩৬২; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৩৩; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৬০৭।

৪৪৫৯। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৫১, নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৬২।

৪৪৬০। নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৬৫।

৪৪৬১। ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৫২; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৬৬।

৪৪৬২। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৬৪।

৪৪৬৪। ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৫৪।

৪৪৬৫। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫৫।

৪৪৬৮। মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৬৩; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩১১১ (সূরা হূদ); বুখারী, তাফসীর (সূরা হূদ)।

৪৪৬৯। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮৩৭-৮, আরো দ্র. ইত্ক ও বুয়ূ'; মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০৩; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৩৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৬৫।

৪৪৭০। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৬৫।

৪৪৭১। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮৩৯; মুসলিম, ঐ, নং ১৭০৩।

৪৪৭৩। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৪১।

৪৪৭৪। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩১৮০ (সূরা নূর); ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৬৭।

৪৪৭৭। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৭৭৫ ও ৬৭৭৭।

৪৪৭৯। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০৬; বুখারী, ঐ, নং ৬৭৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৪৩।

৪৪৮২। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৭৩।

৪৪৮৪। ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৭২; নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৭৬৫।

৪৪৮৬। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৭৭৫ ও ৬৭৭৭; মুসলিম, ঐ, নং ১৭০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৬৯।

৪৪৯১। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮৪৮-৯; মুসলিম, ঐ, নং ১৭০৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৬৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬০১।

৪৪৯২। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮৪৮-৯; মুসলিম, ঐ, নং ১৭০৮।

৪৪৯৩। মুসলিম, বিরর, নং ২৬১২।

৪৪৯৪। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৩৬।

৪৪৯৫। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৪২; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৬৯; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আত্-তাওবা, নং ৩০৮৭।

৪৪৯৬। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৩।

৪৪৯৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৮৮; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৯২।

৪৪৯৮। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪০৭, নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭২৬; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৯০।

৪৪৯৯। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭২৭; কুদাত, নং ৫৪১৭; মুসলিম, নং ১৬৮০।

৪৫০১। মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭৩১।

৪৫০২। নাসাঈ, তাহরীমুদ-দাম, নং ৪০২৪; তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৫৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৩৩।

৪৫০৩। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৫ (সংক্ষেপে)।

৪৫০৪। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪০৬।

৪৫০৫। বুখারী, ইল্‌ম, নং ১১২, আরো দ্র. নং ২৪৩৪ ও ৬৮৮০; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৫; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৮৭৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১০৯; তিরমিযী, ইল্‌ম, নং ২৬৬৯; আবু দাউদ, নং ২০১৭।

৪৫০৬। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৫৯।

৪৫০৮। বুখারী, হেবা, নং ২৬১৭; মুসলিম, সালাম, নং ২১৯০।

৪৫১৫। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১৪; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৪১।

৪৫১৬। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৪২।

৪৫২০। বুখারী, সুলহ্, নং ২৭০২; আরো দ্র. নং ৩১৭৩, ৬১৪৩, ৬৮৯৮, ৭১৯২; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৬৯; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪৪২, নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭১৪।

৪৫২১। বুখারী, দিয়াত, বাবুল কাসামা; মুসলিম, কাসামা, নং ৬; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭১৪; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৭৭; আবু দাউদ, নং ১৬৩৮।

৪৫২৩। বুখারী, দিয়াত, বাব আল-কাসামা; মুসলিম, কাসামা, নং ৫; নাসাঈ, কাসামা, নং ১৭১৯।

৪৫২৭। বুখারী, খুসূমাত, নং ২৪১৩, আরো দ্র. নং ২৭৪৬, ৫২৯৫, ৬৮৭৬-৯ ও ৬৮৮৪-৫; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭২; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৯৪, ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৬৫; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৪৫।

৪৫২৮। মুসলিম, কাসামা, নং ২৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭৪৬।

৪৫২৯। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৮৭৭; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭৪৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৬৬।

৪৫৩০। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৩৮; বুখারী, ইল্‌ম, নং ১১১; আরো দ্র. নং ১৮৭০, ৩০৪৭, ৩১৭২, ৩১৭৯, ৬৭৫৫, ৬৯০৩, ৬৯১৫ ও ৭৩০০; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৫৮।

৪৫৩১। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৮৫।

৪৫৩২। মুসলিম, লি'আন, নং ১৪৯৮; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৬০৫।

৪৫৩৩। মুসলিম, লি'আন, নং ১৫, ১ম বাব।

৪৫৩৪। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৮২; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩৮।

৪৫৩৫। আবু দাউদ, নং ৪৫২৭ (তথায় বরাত দেখুন)।

৪৫৩৬। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৭৭।

৫৬৩৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৮১।

৪৫৩৮। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯২।

৪৫৩৯। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩৫।

৪৫৪০। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯৩।

৪৫৪১। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩০।

৪৫৪৫। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৮৬; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৬; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩১।

৪৫৪৬। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৮৮-৯; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৮; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৯।

৪৫৪৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯৭; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৮।

৪৫৪৯। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৩; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৮ (আল-কাসিম ইবনে রবীআ কর্তৃক ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত)। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৭; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯৫ (উপরোক্ত রাবী কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত)।

৪৫৫৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৪৯; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৫৪।

৪৫৫৮। বুখারী, দিয়াত, বাব দিয়াতিল আসাবি' নং ৬৮৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৯২; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৫২; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৫০, ২৬৫১ ও ২৬৫২।

৪৫৬২। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৫৩; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৫৪।

৪৫৬৩। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৪৫।

৪৫৬৪। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩০।

৪৫৬৬। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৫৬, তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৯০।

৪৫৬৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৪৪।

৪৫৬৮। মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮২; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১১; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮২৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪০।

৪৫৬৯। উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৪৫৭০। মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮৯, ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪০।

৪৫৭১। বুখারী, দিয়াত, বাব জানীনিল মারআহ, নং ৬৯০৫-৭-৮ ও ৭৩১৭।

৪৫৭২। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮২০; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪১।

৪৫৭৩। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮২০।

৪৫৭৫। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪৮ (সংক্ষেপে)।

৪৫৭৬। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৯১০; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৮২২।

৪৫৭৭। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৯০৯; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮১; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১০; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮২৩।

৪৫৭৮। বুখারী, আদাব, বাব আন-নাহী আনিল-খাযফি, নং ৬২২০; আরো দ্র. নং ৪৮৪১; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৪; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮১৭ ও ৪৮১৯; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২২৭।

৪৫৭৯। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১০।

৪৫৮১। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮১৪।

৪৫৮২। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৯; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮১৫।

৪৫৮৩। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১৩; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮১০; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪৪।

৪৫৮৪। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৮৯২-৩; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭৬৯; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৫৬।

৪৫৮৬। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৩৪; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৬৬।

৪৫৮৮। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৭।

৪৫৯০। বুখারী, সুল্হ, নং ২৭০৩, আরো বহু স্থানে; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৫৯-৪৭৬০; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ৪৬৪৯।

৪৫৯২। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৯১৩; আরো দ্র. নং ১৪৯৯; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৯৬; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৭৩; মুসলিম, হুদূদ, নং ৪৪৬৫/৪৫ ও ৪৪৬৮/৪৬; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪২; আহ্কাম, নং ১৩৭৭।

৪৫৯৩। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৭৬।

৪৫৯৪। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৫৫।

৪৫৯৫। বরাতের জন্য দ্র. নং ৪৫৪০।

৪৫৯৬। তিরমিযী, ঈমান, নং ২৬৪২; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৯১।

৪৫৯৮। বুখারী, তাফসীর, সূরা আল ইমরান; মুসলিম, ইল্ম, নং ২৬৬৫; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৯৬।

৪৬০০। বুখারী, গাযওয়া তাবূক; মুসলিম, তাওবা, নং ২৬৬৯; আবু দাউদ, নং ২২০২।

৪৬০৪। তিরমিযী, ইলম, নং ২৬৬৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১২।

৪৬০৫। তিরমিযী, ইলম, নং ২৬৬৫; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৩।

৪৬০৬। বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজায় (অনুরূপ)।

৪৬০৭। তিরমিযী, ইলম, নং ২৬৭৮; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৪২।

৪৬০৮। মুসলিম, ইলম, নং ২৬৭১।

৪৬০৯। মুসলিম, ইলম, নং ২৬৭৪; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬৭৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২০৬।

৪৬১০। বুখারী, ই'তিসাম; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৫৮।

৪৬১৬। হাদীসটি আল-লু'লুয়ীর রিওয়ায়াতে নেই, ইবনুল আবদ ও ইবনে দাসার রিওয়ায়াতে আছে।

৪৬২৭। বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭০৭।

৪৬২৯। বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১০৬।

৪৬৩২। মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৯৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯১৮; আবু দাউদ, নং ৩২৯৮।

৪৬৩৩। বুখারী, তা'বীর; মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯১৮।

৪৬৩৪। তিরমিযী, রু'য়া, নং ২২৮৮।

৪৬৪১। শুধু ইবনে দাসার রিওয়ায়াতে আছে।

৪৬৪৬। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২২৭।

৪৬৪৮। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭৫৮; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৩৪; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪১৭ (আবু হুরাইরা)।

৪৬৪৯। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭৫৮

৪৬৫০। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৩৪।

৪৬৫১। বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৬৯৭।

৪৬৫২। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৫৯; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৬।

৪৬৫৩। বুখারী, মাগাযী, তাফসীর, সূরা আল মুমতাহিনা ও আদাব; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৪; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩৩০২; আবু দাউদ, নং ২৬৫০।

৪৬৫৪। বুখারী, জিহাদ; আবু দাউদ, নং ২৭৬৫।

৪৬৫৬। কেবল ইবনে দাসার রিওয়ায়াতে আছে।

৪৬৫৭। মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৫৩৫; তিরমিযী, ফিতান, নং ২২২৩; বুখারী, শাহাদাত, রিকাক।

৪৬৫৮। বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা; মুসলিম, ঐ, নং ২৫৪১; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৬০।

৪৬৫৯। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, বিররা, নং ২৬০১।

৪৬৬২। তিরমিযী, নং ৩৭৭৫; বুখারী, সুলহ, ফিতান ও মানাকিব; নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪১১।

৪৬৬৮। বুখারী, খুসূমাত, দিয়াত; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৭৪।

৪৬৬৯। বুখারী, খুসূমাত, আম্বিয়া, তাফসীর, রিকাক ও তাওহীদ; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৭২; আহমাদ ২য় খণ্ড, পৃ, ২৬৪।

৪৬৭০। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২২৭৮।

৪৬৭১। বুখারী, আম্বিয়া; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৭৭।

৪৬৭৩। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৬৯; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩৩৪৯।

৪৬৭৫। বুখারী, আম্বিয়া; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৬৫।

৪৬৭৬। বুখারী, ঈমান; মুসলিম, ঈমান, নং ৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬১৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৫০০৭; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৫৭।

৪৬৭৭। বুখারী, ঈমান, ইলম, মাওয়াকীত; মুসলিম, ঈমান, নং ১৭; তিরমিযী, ঈমান, নং ২৬১৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৫০৩৪।

৪৬৭৮। মুসলিম, ঈমান, নং ১৩৪; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬২১; নাসাঈ, সালাত, নং ৪৬৫; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১০৭৮।

৪৬৭৯। তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৬৮।

৪৬৮১। মুসলিম, ঈমান, নং ৭৯; ইবনে মাজা, ফিতান।

৪৬৮২। তিরমিযী, রিদা, নং ১১৬২।

৪৬৮৪। বুখারী, ঈমান, যাকাত; মুসলিম, ঈমান, নং ১৫০; যাকাত, নং ৪৯৯৫।

৪৬৮৬। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ঈমান, নং ৬৬; নাসাঈ, তাহরীমুদ্ দাম, নং ৪১৩০; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৪৩।

৪৬৮৮। বুখারী, ঈমান, মাজালিম, জিয্য়া; মুসলিম, ঈমান, নং ৫৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৫০২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬৩৪।

৪৬৮৯। বুখারী, মাজালিম; মুসলিম, ঈমান, নং ৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬২৭; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৩৬; নাসাঈ, কাতউস সারিক, নং ৪৮৭৪।

৪৬৯৩। তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৫৮; আহমাদ, ৪ খণ্ড, পৃ.৪০০ ও ৪০৬।

৪৬৯৪। বুখারী, জানাইয, তাফসীর, সূরা আল লাইল; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৪৭; তিরমিযী, তাফসীর, সূরা আল-লাইল; নং ৩৩৪১; আহমাদ, ৩ খ., পৃ.৮৪; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৭৮।

৪৬৯৫। মুসলিম, ঈমান, নং ৮; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৯৯৩; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৬৩; বুখারী, তাফসীর, সূরা লুকমান (অনুরূপ)।

৪৬৯৮। নাসাঈ, ঈমান, নং ৪৯৯৪।

৪৬৯৯। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৭৭।

৪৭০১। বুখারী, তাফসীর (সূরা তহা), কাদর, আম্বিয়া, তাওহীদ; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৫২; তিরমিযী, কাদর, নং ২১৩৫; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৮০।

৪৭০৩। তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-আ'রাফ), নং ৩০৭৭।

৪৭০৫। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৮০; তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-কাহ্ফ), নং ৩১৪৯।

৪৭০৭। বুখারী, আম্বিয়া, ইলম, তাফসীর (সূরা আল-কাহ্ফ); মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৭৮; তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-কাহ্ফ), নং ৩১৪৮।

৪৭০৮। বুখারী, আম্বিয়া, কাদর, বাদউল খালক; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৪৩; তিরমিযী, কাদর, নং ২১৩৮; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৭৬।

৪৭০৯। বুখারী, তাওহীদ, কাদর, মুসলিম, কাদর, নং ২৬৪৯।

৪৭১০। ৪৭২০ নং হাদীস দ্র.।

৪৭১১। বুখারী, জানাইয, কাদর; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৬০; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৫৪।

৪৭১৪। বুখারী, জানাইয (অনুরূপ); কাদর, তাফসীর (সূরা আর-রূম); মুসলিম, কাদর, নং ২৬৫৮; তিরমিযী, কাদর, নং ২১৩৯।

৪৭১৮। মুসলিম, ঈমান, নং ২০৩।

৪৭১৯। মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৪; বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা (সাফিয়্যা বিনতে হুয়ায়্যি); আবু দাউদ, সাওম, নং ২৪৭০।

৪৭২০। আবু দাউদ, নং ৪৭১০।

৪৭২১। বুখারী, বাদউল খালক, ই'তিসাম; মুসলিম, ঈমান, নং ১৩৪।

৪৭২৩। তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-হাক্কাহ), নং ৩৩১৭; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৯৩।

৪৭২৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৪৭৩০। মুসলিম।

৪৭৩১। ইবনে মাজা।

৪৭৩২। মুসলিম, সিফাতুল মুনাফিকীন, নং ২৭৮৮; বুখারী, রিকাক; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৯৮।

৪৭৩৩। বুখারী, তাহাজ্জুদ, তাওহীদ; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৫৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৪৬; দা'ওয়াত, নং ৩৪৯৩; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৬৬; দারিমী, সালাত; মুসনাদ আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ.২৬৪; আবু দাউদ, সালাত, নং ১৩১৫।

৪৭৩৪। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯২৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২০১, আহমাদ ৩য় খণ্ড, পৃ-৩২২।

৪৭৩৬। বুখারী, তাওহীদ, মাগাযী, তাফসীর (সূরা আন নূর); মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৭০।

৪৭৩৭। বুখারী, আম্বিয়া; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৬১; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫২৫; আহমাদ. ১ম খণ্ড, পৃ.২৩৬।

৪৭৩৮। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-হিজর); তিরমিযী, তাফসীর (সূরা সাবা'), নং ৩২২১; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৯৪; আবু দাউদ, নং ৩৯৮৯।

৩৭৩৯। বুখারী, আত্-তা'রীখুল কাবীর।

৪৭৪০। বুখারী, রিকাক; তিরমিযী, সিফাতু জাহান্নাম, নং ২৬০৩; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪৩১৫।

৪৭৪১। মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৩৫।

৪৭৪২। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২৩৯ (সূরা আয-যুমার)।

৪৭৪৩। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৫৫; নাসাঈ, জানাইয, নং ৪০৭৯; বুখারী, তাফসীর (সূরা আয-যুমার); মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৫৫; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪২৬৬।

৪৭৪৪। তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত, নং ২৫৬৩; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৭৯৪, মুসলিম।

৪৭৪৫। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২২৯৯। চল্লিশজন সাহাবী হাওয কাওছার সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কায়্যিম (র) আল-মুনযিরী

(র) কর্তৃক প্রণীত আবু দাউদের ভাষ্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে এগুলো উল্লেখ করেছেন (৭ খ, পৃ.১৩৫)।

৪৭৪৭। মুসলিম, সালাত, নং ৪০০, নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ৯০৫, বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-কাওসার), ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪৩০৫; তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-কাওসার), নং ৩৩৫৬; আবু দাউদ, সালাত, নং ৭৮৪।

৪৭৪৮। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩৩৫৬ (তাফসীর সূরা আল-কাওসার); নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ৯০৫।

৪৭৫০। বুখারী, জানাইয, তাফসীর (সূরা ইবরাহীম); মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৭১; তিরমিযী, তাফসীর (সূরা ইবরাহীম), নং ৩১১৯; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৫৯, ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪২৬৯।

৪৭৫২। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৬৯; আবু দাউদ, নং ৩২৩০।

৪৭৫৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৫৯; ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪২৬৯।

৪৭৫৬। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৩৫।

৪৭৫৭। বুখারী, তাওহীদ; মুসলিম, ফিতান, নং ১০০; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৩৬।

৪৭৬০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৫৪; তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৬৬।

৪৭৬২। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৫২; আহমাদ, ৪খ, পৃ.২৪।

৪৭৬৩। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৬৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৬৭।

৪৭৬৪। বুখারী, মাগাযী, তাফসীর (সূরা তাওবা), আম্বিয়া, তাওহীদ; মুসলিম, যাকাত, নং ১০৬৪; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৭৯।

৪৭৬৭। বুখারী, মানাকিব; মুসলিম, যাকাত, নং ১০৬৬।

৪৭৬৮। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৬৬।

৪৭৭১। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪২০; নাসাঈ, তাহরীমুদ্ দাম, নং ৪০৩৯; বুখারী, মুসলিম।

৪৭৭২। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪২১; নাসাঈ, মুহারিবা, নং ৪০৪৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৮০।

৪৭৭৩। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩১০।

৪৭৭৫। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৮০।

৪৭৭৭। তিরমিযী, বিরর, নং ২০২২, সিফাতুল কিয়ামাত, নং ৩৪৯৫, ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪১৮৬।

৪৭৭৯। মুসলিম, বিররূ, নং ২৬০৮।

৪৭৮০। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৪৮।

৪৭৮১। মুসলিম, বিররূ, নং ২৬১০।

৪৭৮৫। বুখারী, মানাকিব, আদাব, হুদূদ; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩২৭; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হুসনুল খুলূক, নং ২।

৪৭৮৬। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩২৮; ইবন মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৪।

৪৭৮৮। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-আ'রাফ)।

৪৭৯০। তিরমিযী, বিররূ, নং ১৯৬৫।

৪৭৯১। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিররূ, নং ২৫৯১; মুওয়াত্তা, হুসনুল খুলূক, নং ৭; আহমাদ, ৬খ, পৃ.৩৮।

৪৭৯৫। বুখারী, ঈমান, আদাব; মুসলিম, ঈমান, নং ৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬১৮; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৫৮।

৪৭৯৬। মুসলিম, ঈমান, নং ৩৭।

৪৭৯৭। বুখারী, আম্বিয়া, আদাব; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪১৮৩; আহমদ, ১খ, পৃ.৭৩।

৪৭৯৯। তিরমিযী, বিররূ, নং ২০০৪।

৪৮০১। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-কালাম), আয়মান; মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৫৩; তিরমিযী, সিফাত জাহান্নাম, নং ২৬০৮; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪১১৫; আহমাদ, ২খ, পৃ.১৬৯।

৪৮০২। বুখারী, জিহাদ, বাব নাকাতিন-নাবিয়্যি (সা)।

৪৮০৩। বুখারী, জিহাদ, বাব ঐ।

৪৮০৪। মুসলিম, যুহদ, নং ৩০০২; তিরমিযী, ঐ, নং ২৩৯৫; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৪২; আহমাদ, ৬খ, পৃ.৫।

৪৮০৫। বুখারী, আদাব; মুসলিম, যুহদ, নং ৩০০০; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৪৪।

৪৮০৭। মুসলিম, বিররূ, নং ২৫৯৩।

৪৮০৮। মুসলিম, বিররূ, নং ২৫৯৪; আবূ দাউদ, জিহাদ, নং ২৪৭৮।

৪৮১১। তিরমিযী, বিররূ, নং ১৯৫৫।

৪৮১৫। বুখারী, মাজালিম, ইসতি'যান; মুসলিম, লিবাস, নং ২১২১; তিরমিযী, নং ২৭২৭; আহমাদ, ৩খ, পৃ.৩৬; দারিমী, ইসতি'যান।

৪৮১৯। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩২৬।

৪৮২৩। মুসলিম, সালাত, নং ৪৩০; আহমাদ, ৫খ, পৃ.৯৩।

৪৮২৫। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭২৬।

৪৮২৬। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৪।

৪৮২৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫০; বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৭-২১৭৮।

৪৮৩০। বুখারী, তাওহীদ, ফাদাইলুল কুরআন, আতইমা; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৯৭; তিরমিযী, আমছাল, নং ২৮৬৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২১৪; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০৪১।

৪৮৩২। তিরমিযী, যুহদ, নং ২৩৯৭।

৪৮৩৩। তিরমিযী, যুহদ, নং ২৩৭৯।

৪৮৩৪। সহীহ মুসলিম, বিরর, নং ৩৬৩৮; বুখারী, আম্বিয়া।

৪৮৩৫। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৩২।

৪৮৩৬। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮৭।

৪৮৪০। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৯৪।

৪৮৪১। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১০৬।

৪৮৪৩। তিরমিযী, নং ২০২৩।

৪৮৪৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৩।

৪৮৪৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৫।

৪৮৪৯। বুখারী, মাওয়াকীত; তিরমিযী, সালাত, নং ১৬৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৭০১; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৪৭; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৪৯৬; আবু দাউদ, সালাত, নং ৩৯৮।

৪৮৫০। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৭০; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ১৩৫৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৮৫।

৪৮৫১। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, সালাম, নং ২১৮৪; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৭৫।

৪৮৫২। বুখারী, ইসতি'যান।

৪৮৫৩। মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৯; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭১৭।

৪৮৫৮। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪২৯।

৪৮৬০। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৯৩।

৪৮৬২। বুখারী, আদাব; মুসলিম, যুহদ, নং ২৯৯৮; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৮২।

৪৮৬৪। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৪০।

৪৮৬৫। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮৯; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৬৭।

৪৮৬৬। বুখারী, সালাত, ইসতি'যান; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৬৬; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭২২।

৪৮৬৭। বুখারী।

৪৮৬৮। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৬০।

৪৮৭০। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৭।

৪৮৭১। বুখারী, আদাব, বাব মা ইয়াকরাহু মিনান-নামীমাতি; মুসলিম, ঈমান, নং ১৫০; তিরমিযী, বিরর, নং ২৭০২।

৪৮৭২। মুসলিম, বিরর, নং ২৫২৬, বুখারী, মানাকিব, আদাব, আহকাম।

৪৮৭৪। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৮৯; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৩৫।

৪৮৭৫। তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ, নং ২৫০৪-৫; আহমাদ, ৬খ, পৃ.১৮৯।

৪৮৮২। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯২৮; মুসলিম, ঐ, নং ২৫৬৪।

৪৮৮৫। তিরমিযী, উযূ, নং ১৪৭; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৫৬, সাহূ, নং ১২১৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫২৯; আবু দাউদ, তাহারাত, নং ৩৮০; বুখারী, উযূ, আদাব; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৪

৪৮৯৩। বুখারী, মাজালিম; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৮০, যিক্র, নং ২৬৯৯; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪২৫, কিরাআত, নং ২৯৪৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২২৫।

৪৮৯৪। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৮৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৯৮২।

৪৮৯৫। ইবনে মাজা, যুহদ, নং ১২১৪।

৪৯০০। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০১৯।

৪৯০২। তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ, নং ১৫১৩; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪২১১।

৪৯০৬। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৭৭।

৪৯০৭। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯৮।

৪৯০৮। তিরমিযী, বিরর, নং ২৫৯৮।

৪৯০৯। আবু দাউদ, নং ১৪৯৭।

৪৯১০। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৫৯; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৩৬।

৪৯১১। বুখারী, আদাব, বাব আল-হিজরাহ; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৬০; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৩৩।

৪৯১৬। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২০২৪।

৪৯১৭। বুখারী, নিকাহ, আদাব, ফারাইয; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৬৩; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৮৯।

৪৯১৯। তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ, নং ২৫১১।

৪৯২১। বুখারী, সুল্হ; মুসলিম, বিরর, নং ২৬০৫; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪০।

৪৯২২। বুখারী, নিকাহ; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৯৭।

৪৯২৯। বুখারী, মাগাযী, লিবাস, নিকাহ; মুসলিম, সালাম, নং ২১৮০; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০২, হুদূদ, নং ২৬১৪; আবু দাউদ, নং ৪১০৭।

৪৯৩০। বুখারী, লিবাস, মাগাযী; তিরমিযী আদাব, নং ২৭৮৬; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০৪; আবু দাউদ, নং ৪০৯৭।

৪৯৩১। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪৪০; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৮০; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮২।

৪৯৩৬। বুখারী, নিকাহ, বাব, মান বানা বিইমরাআতিন ওয়াহিয়া বিনতু তিস্‌ঈ সিনীন; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২২; নাসাঈ, ঐ, বাব ইনকাহির রাজুলি ইবনাতাহুস সাগীর; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭৬; আবু দাউদ, নং ২১২১।

৪৯৩৮। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৬২।

৪৯৩৯। মুসলিম, শি'র, নং ২২৬০; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৬৩।

৪৯৪০। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৬৫।

৪৯৪১। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯২৫।

৪৯৪২। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯২৪।

৪৯৪৪। মুসলিম, ঈমান, নং ৫৫; নাসাঈ, বায়আত, নং ৪২০২; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯২৭।

৪৯৪৫। বুখারী, ঈমান, বাব আন-নাসীহাত; মুসলিম, ঈমান, নং ৫৬; নাসাঈ, বায়আত, নং ৪১৬১।

৪৯৪৬। মুসলিম, যিকর, নং ২৬৯৯; তিরমিযী, কিরাআত, নং ২৯৪৬, বিরর, নং ১৯৩১, হুদূদ, নং ১৪২৫; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২২৫।

৪৯৪৭। মুসলিম, যাকাত, নং ১০০৫।

৪৯৪৯। মুসলিম, আদাব, নং ২১৩২।

৪৯৫১। মসলিম, আদাব, নং ২১৪৪।

৪৯৫২। মুসলিম, আদাব, নং ২১৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭৭৩।

৪৯৫৩। মুসলিম, আদাব, নং ২১৪২।

৩৯৫৫। নাসাঈ, কাদা, নং ৫৩৮৯।

৪৯৫৬। বুখারী, আদাব, বাব ইসমিল-হুযূন।

৪৯৫৭। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৩১।

৪৯৫৮। মুসলিম, আদাব, নং ২১৩৭; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮৩৮।

৪৯৫৯। মুসলিম, আদাব, নং ২১৩৬; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৩০।

৪৯৬১। বুখারী, আদাব, বাব আবগাদিল আসমা ইলাল্লাহ; মুসলিম, আদাব, নং ২১৪৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮৯৩।

৪৯৬২। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২৬৪ (সূরা হুজুরাত); ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৪১।

৪৯৬৪। মুসলিম, আদাব, নং ২১৫১-৫২; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮৩৩।

৪৯৬৫। বুখারী, আদাব; মুসলিম, আদাব, নং ২১৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭৩৫। আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের জন্য দ্র. বুখারী; মুসলিম; নং ২১৩১; তিরমিযী, নং ২৮৪৪; ইবনে মাজা, নং ৩৭৩৭।

৪৯৬৬। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৪৫ এবং ২৮৪৩।

৪৯৬৭। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৪৬।

৪৯৬৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫০; তিরমিযী, সালাত, নং ৩৩৩, বিরর, নং ১৯৯০; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭২০।

৪৯৭৩। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪০৮।

৪৯৭৪। মুসলিম, আদাব, নং ২২৪৯।

৪৯৭৬। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, আদাব, নং ২২৪৯।

৪৯৭৮। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ঐ, নং ২২৫১।

৪৯৭৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ঐ, নং ২২৫০।

৪৯৮১। মুসলিম, জুমুআহ, নং ৮৭০; আবু দাউদ, নং ১০৯৯।

৪৯৮৩। মুসলিম, বিরর, নং ২৬২৩।

৪৯৮৪। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৪৪; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ২৫৪২, ইবনে মাজা, নং ৭০৪।

৪৯৮৮। বুখারী, জিহাদ, মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩০৭, তিরমিযী, জিহাদ , নং ১৬৮৫, ৮৬, ৮৭, ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৭২।

৪৯৮৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৬০৭; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৭২।

৪৯৯০। তিরমিযী, যুহ্দ, নং ২৩১৬।

৪৯৯২। মুসলিম, মুকাদ্দিমা।

৪৯৯৪। বুখারী, আহকাম, বাদউল খালক, ই'তিকাফ; মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৫; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৭৯; আবু দাউদ, নং ২৪৭০।

৪৯৯৫। তিরমিযী, ঈমান, নং ২৬৩৫।

৪৯৯৭। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, লিবাস, নং ২১২৯।

৪৯৯৮। তিরমিযী, বিরর, নং ৪৯৯৮।

৫০০০। বুখারী, জিয্যা; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৪২।

৫০০২। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৯৩।

৫০০৩। তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৬১।

৫০০৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৫৭।

৫০০৭। বুখারী, নিকাহ, তিব্ব; মুসলিম, জুমুআহ, নং ৮৬৯; তিরমিযী, বিরর, নং ২০২৯।

৫০০৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, শি'র, নং ২২৫৭; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৫৫; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৫৯।

৫০১০। বুখারী, আদাব; ইবনে মাজা।

৫০১৩। নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭১৭।

৫০১৪। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪৮৫; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ১১৭।

৫০১৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৪৯।

৫০১৮। বুখারী, তা'বীর; মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৮১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯২৬।

৫০২০। তিরমিযী, রু'য়া, নং ২২৭৯-৮০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯১৪।

৫০২১। বুখারী, তা'বীর; মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬১; তিরমিযী ঐ, নং ২২৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯০৯।

৫০২২। মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯০৮।

৫০২৩। বুখারী, তা'বীর; মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬৬।

৫০২৪। বুখারী, লিবাস; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫১।

৫০২৬। মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৯৫।

৫০২৭। ঐ।

৫০২৮। বুখারী, আদাব; তিরমিযী, ঐ, নং ২৭৪৮।

৫০২৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪৬।

৫০৩০। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, সালাম, নং ২১৬২, নাসাঈ; জানাইয।

৫০৩১। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪১।

৫০৩২। নাসাঈ।

৫০৩৩। বুখারী, আদাব।

৫০৩৭। মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৯৩; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭১৪।

৫০৩৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪০।

৫০৩৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৯২; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭১৩।

৫০৪০। ইবনে মাজা, মাসাজিদ, নং ৭৫২, আদাব, নং ৩৭২৩।

৫০৪২। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮১।

৫০৪৩। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, হায়েয, নং ৩০৪।

৫০৪৫। নাসাঈ।

৫০৪৬। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭১০; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৫৬৯।

৫০৪৮। পূর্বোক্ত রবাত দ্র.।

৫০৪৯। বুখারী, দা'ওয়াত, তাওহীদ; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪১২; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮০।

৫০৫০। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭১৪।

৫০৫১। মুসলিম, যিক্র, নং ২৭১৩; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৯৭; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৭৩।

৫০৫৩। মুসলিম, যিক্র, নং ২৭১৫; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৯৩।

৫০৫৫। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪০০; নাসাঈ।

৫০৫৬। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম; নাসাঈ; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৯৯।

৫০৫৭। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯২৪; নাসাঈ।

৫০৫৯। নাসাঈ।

৫০৬০। বুখারী, তাহাজ্জুদ; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪১১; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৭৮; আবু দাউদ, নং ৫০৪২।

৫০৬২। বুখারী, নাফাকাত, ফাদাইল, দা'ওয়াত; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭২৭, আবু দাউদ, নং ২৯৮৮।

৫০৬৪। নাসাঈ।
৫০৬৫। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪০৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ১৩৪৯।
৫০৬৭। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮৯।
৫০৬৮। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮৮; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬৮।
৫০৭০। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৭২; বুখারী, দা'ওয়াত; নাসাঈ; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৯০।
৫০৭১। মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭২৩; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮৭; নাসাঈ।
৫০৭৪। নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৫৩১; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৭১।
৫০৭৭। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬৭; নাসাঈ।
৫০৭৮। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৯৫।
৫০৮১। হাদীসটি লু'লুঈর রিওয়ায়াতে নেই।
৫০৮২। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৫৭০; নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৪৩০।
৫০৮৫। নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৫৩৭।
৫০৮৬। মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭১৮।
৫০৮৮। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮৫; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬৯।
৫০৮৯। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।
৫০৯১। মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৬৯২; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৬২।
৫০৯৪। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪২৩; নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৫৪১; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮৪।
৫০৯৫। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪২২।
৫০৯৭। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭২৭; নাসাঈ।
৫০৯৮। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-আহ্‌কাফ); মুসলিম, ইসতিসকা', নং ৮৯৯।
৫০৯৯। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮৯।
৫১০০। মুসলিম, ইসতিসকা', নং ৮৯৮।
৫১০১। নাসাঈ।
৫১০২। বুখারী, বাদউল খাল্‌ক; মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭২৯; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫৫।
৫১০৫। তিরমিযী, নং ১৫১৪।
৫১০৯। নাসাঈ, যাকাত।
৫১১১। মুসলিম, ঈমান, নং ১৩২।

৫১১৩। বুখারী, ফারাইয, মাগাযী; মুসলিম, ঈমান, নং ৬৩ ও ১১৫; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৬১০।

৫১১৪। মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৫০৮।

৫১১৫। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

৫১১৬। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৯৫০।

৫১১৯। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৪৯।

৫১২১। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৪৮ ও ১৮৫০; নাসাঈ, তাহ্‌রীমুদ-দাম, নং ৪১১৯-২০।

৫১২২। বুখারী, ফারাইয; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৯৭; নাসাঈ, যাকাত।

৫১২৩। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৮৪।

৫১২৪। তিরমিযী, যুহ্‌দ, নং ২৩৯৩।

৫১২৬। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৬৪০।

৫১২৭। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৬৩৯।

৫১২৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২৩; ইবনে মাজা, নং ৩৭৪৫।

৫১২৯। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯৩; তিরমিযী, ইল্‌ম, নং ২৬৭৪; আবু দাউদ, নং ২৭৮০।

৫১৩১। বুখারী, যাকাত, আদাব, তাওহীদ; মুসলিম, বিরর, নং ২৬২৭, তিরমিযী, ইল্‌ম, নং ২৬৭৪; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৫৭।

৫১৩২। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৫৮।

৫১৩৬। বুখারী, ঈমান; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৭৩; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১৮।

৫১৩৭। মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৪৪৯; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯০৭; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৫৯।

৫১৩৮। তিরমিযী, তালাক, নং ১১৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৮৮।

৫১৩৯। তিরমিযী, বিরর, নং ১৮৯৮।

৫১৪০। বুখারী, মুসলিম; ইবনে মাজা।

৫১৪১। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ঈমান, নং ৯০; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯০৩।

৫১৪২। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৬৪।

৫১৪৩। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৫২; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯০৪।

৫১৪৭। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯১৩।

৫১৪৮। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৫১৫০। বুখারী, আদাব; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯১৯।

৫১৫১। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৬২৪; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৩; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৭৩।

৫১৫২। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৪।

৫১৫৪। বুখারী, আদাব; মুসলিম, লুকতা, নং ১৪, ঈমান, নং ৪৭; তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাত, নং ২৫০২।

৫১৫৫। বুখারী, আদাব, বাব হাক্কিল জিওয়ার।

৫১৫৬। ইবনে মাজা, ওয়াসায়া, নং ২৬৯৮।

৫১৫৭। বুখারী, আদাব, ঈমান, ইত্‌ক; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬১; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৬, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৯০।

৫১৫৮। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৫১৫৯। মুসলিম; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৯।

৫১৬৪। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৫০।

৫১৬৫। বুখারী, হুদূদ; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬০; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৮।

৫১৬৬। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৮; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৪২।

৫১৬৮। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৭।

৫১৬৯। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬৪।

৫১৭১। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৭; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০৯।

৫১৭৬। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১১।

৫১৮০। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৩।

৫১৮১। মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৪।

৫১৮২। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৩।

৫১৮৭। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৫; তিরমিযী, ইসতি'য়ান, নং ২৭১২; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭০৯।

৫১৮৮। নাসাঈ, মানাকিব; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪০৩।

৫১৯৩। মুসলিম, ঈমান, নং ৫৪; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৮৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৬৮, আদাব, নং ৩৬৯২।

৫১৯৪। বুখারী, ইসতি'যান, ঈমান; মুসলিম, ঈমান, নং ৩৯; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৫৩।

৫১৯৫। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৯০।

৫১৯৮। মুসলিম, সালাম, নং ২১৬০; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০৫।

৫১৯৯। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, সালাম, নং ২১৬০।

৫২০২। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৮; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৯৭; ইবনে মাজা, আদাব, নং ২৭০০; নাসাঈ।

৫২০৪। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৯৮; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭০১।

৫২০৫। মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৭; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০১।

৫২০৬। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬০৩; নাসাঈ, মালেকের হাদীস বুখারীতে, সুফয়ানের হাদীস বুখারী, মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৪।

৫২০৭। মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৩, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৯৭, বুখারী, ইসতি'যান, আয়িশা (রা)-র হাদীস বুখারী, ইসতি'যান, মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৫, তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০২, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৯৮।

৫২০৮। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০৭।

৫২০৯। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭২৩।

৫২১২। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭২৮; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭০৩।

৫২১৫। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৮।

৫২১৭। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৭১।

৫২১৮। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩১৮; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯১২।

৫২১৯। বুখারী, তাফসীর (সূরা আন-নূর); মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৭০।

৫২২৩। তিরমিযী, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭০৪।

৫২২৮। মুসলিম, নং ৬৮১, তিরমিযী, নং ১৭৭, নাসাঈ, নং ৬১৮।

৫২২৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৬।

৫২৩০। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৩৬, মুসলিম, সালাত, নং ৪১৩।

৫২৩২। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪৪৭; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৯৪; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৯৬।

৫২৩৪। ইবনে মাজা, মানাকিব, নং ৩০১৩।

৫২৩৫। তিরমিযী, যুহ্দ, নং ২৩৩৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪১৬০।

৫২৩৬। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৫২৪৪। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭২০।

৫২৪৬। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১৫; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮১৪, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৬৯।

৫২৪৭। বুখারী, মুসলিম।

৫২৫২। বুখারী, বাদউল খাল্‌ক, মুসলিম, সালাম, নং ২২৩৩, তিরমিযী, আহকাম, নং ১৪৮৩, ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৩৫।

৫২৫৩। বুখারী, বাদউল খাল্‌ক; মুসলিম, সালাম, নং ২২৩৩।

৫২৫৭। মুসলিম, সালাম, নং ২২৩৬; তিরমিযী, আহকাম, নং ১৪৮৪।

৫২৬০। তিরমিযী, আহকাম, নং ১৪৮৫।

৫২৬২। মুসলিম, সালাম, নং ৩২৩৮।

৫২৬৩। মুসলিম, কিতাবুল হাইয়াত, নং ২২৪০; তিরমিযী, আহকাম, নং ১৪৮২; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২২৮।

৫২৬৪। মুসলিম।

৫২৬৫। মুসলিম, সালাম, নং ২২৪১।

৫২৬৬। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, সালাম, নং ২২৪১; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২২৫; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৬৩।

৫২৬৭। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২২৩।

৫২৬৮। আবূ দাউদ, জিহাদ, নং ২৬৭৫।

৫২৬৯। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৬০।

৫২৭০। বুখারী, আদাব, তাফসীর (সূরা আল-ফাতহ); মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৪; নাসাঈ, কাওয়াদ, নং ৪৮১৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৭; সায়দ, নং ৩২২৬।

৫২৭৪। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-জাছিয়া), তাওহীদ, আদাব; মুসলিম, আদাব, নং ২২৪৬। ■

পরিশিষ্ট-২
সুনান আবী দাউদ
ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৭২০ নং হাদীস)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (নামায)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭২১ নং হাদীস থেকে ১৭২০ নং হাদীস)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (অবশিষ্টাংশ)

৩. كِتَابُ صَلٰوةِ الاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

৪. كِتَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ (সফরের নামায)

৫. كِتَابُ التَّطَوُّعِ (নফল নামায)

৬. كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের সিজদাসমূহ)

৭. كِتَابُ الْوِتْرِ (বেতের নামায)

৮. كِتَابُ الزَّكٰوةِ (যাকাত)

৯. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

তৃতীয় খণ্ড

(১৭২১ নং হাদীস থেকে ২৪৭৬ নং হাদীস)

১০. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

১১. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

১২. كِتَابُ الطَّلَاقِ (বিবাহ বিচ্ছেদ)

১৩. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

চতুর্থ খণ্ড

(২৪৭৭ নং হাদীস থেকে ৩৩২২ নং হাদীস)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৩২৩ নং হাদীস থেকে ৪২৩৯ নং হাদীস)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪২৪০ নং হাদীস থেকে ৫২৭৪ নং হাদীস)